

আইভ্যানহো

স্যার ওয়ালটার স্কট

প্রথম পরিচ্ছেদ

রম্য ইংলন্ডের ডন নদীর সলিল-বিধৌত মনোরম প্রদেশে পুরাকালে এক বিশাল অরণ্য ছিল। শেফিল্ড, ও সুরম্য ডনকাষ্টার শহরের মধ্যবর্তী উপত্যকা ও শৈলরাজির অধিকাংশ এই অরণ্যে সমাচ্ছন্ন ছিল। ‘ওয়ার্স অব্ দি রোজেস’ নামক ভীষণ গৃহবিপ্লবের অনেকগুলি প্রচণ্ড যুদ্ধ এই অঞ্চলে ঘটিয়াছিল এবং যে সব নিষ্ঠীক দস্যুদের বীরত্বের কাহিনী ইংলন্ডের চারণ-গীতি দ্বারাজনপ্রিয় হইয়া রহিয়াছে, সেই সব আইনের আশ্রয়চ্যুত দস্যুদল প্রাচীনকালে এইখানেই বাস করিত।

উক্ত বনানীর মধ্যবর্তী একটি তৃণবৃত্ত উন্মুক্ত ভূমির উপর অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিপড়িয়াছিল। শ্যামল গালিচার মতো মনোহর সেই তৃণভূমির উপর শত শত সুবৃহৎ, প্রশস্তশীর্ষ ওকবৃক্ষ তাহাদের গ্রস্থিল শাখা-প্রশাখা বহুদূর প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিল—ওকগুলির গুঁড়ি ছিল খাটো, শাখা অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো। কোনো কোনো স্থানে তাহারা বীচ, চিরশ্যাম হলি এবং অন্যান্য ঝোপ ও আগাছার সহিত এমনভাবে মিশিয়াছিল যে এই ঘনসন্নিবিষ্ট বনপাদপরাজির শাখা-প্রশাখা অস্তগামী সূর্যের সমান্তরালভাবে ধরণীর উপর পতিত রশ্মি সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া দিয়াছিল। অন্যত্র ইহারা পরস্পরের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিয়া এমন একটি সুদীর্ঘ, দূরপ্রসারিত বীথিপথের সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার আঁকা-বাঁকা জটিলতার মধ্যেদৃষ্টি আনন্দে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে—কল্পনায় মনে হয় ওই দিকে বুঝি আরোনিভৃততর ঘনবনাচ্ছন্ন প্রদেশ আছে, পথটা যেন সেই দিকেই চলিয়া গিয়াছে। সূর্যের *(রক্তিম)কিরণ যত্রতত্র বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এক পাণ্ডুর আলোক সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার দ্বারা বৃক্ষরাজিরকর্কশ শাখা ও শৈবালাকীর্ণ কাণ্ডসমূহ এবং তৃণবৃত্ত ভূমির কোনো কোনো স্থান উদ্ভাসিতহইতেছিল। নিকটবর্তী এক টিলার শিখর হইতে কয়েকটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভূপতিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একটি, টিলাটির পাদদেশ বেষ্টনকারী এক শান্তসলিলা স্রোতস্বিনীর অভ্যন্তরেবিরাজ করিয়া মৃদু কুলুকুলু রব সৃষ্টি করিতেছিল।

উক্ত নিসর্গপটকে সম্পূর্ণতা দান করিতেছিল দুইটি মনুষ্যমূর্তি, যাহাদের আচরণ ওপরিচ্ছদের গ্রাম্যতা বা বন্যতা ছিল তদানীন্তন ইয়র্কশায়ার প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের ন্যায়। ইহাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ তাহার চেহারায় এক কঠোর ও দুর্দম ভাবপ্রকাশ পাইতেছিল। তাহার বেশভূষা যথাসম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত—গায়ে আঁট জামা, কোনোবন্যজন্তুর চর্ম হইতে ইহা তৈয়ারি। এই পরিচ্ছদ গলা হইতে হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত এবং এই একটা পোশাক দ্বারাই তাহার শরীরাবরণের সকল প্রয়োজন সাধিত হইত। গলার দিকে একটিমাত্রছিদ্র, কোনো রকমে সেখান দিয়া মাথাটি প্রবেশ করানো যাইতে পারে, ইহাতে মনে হয় এইপরিচ্ছদটি মাথা ও কাঁধের উপর দিয়া গলাইয়া পরাইবার রীতি ছিল। তাহার পায়ে ছিল শূকরের চামড়ার চটিজুতা এবং একটি চামড়ার সরু পট্টি পায়ে জড়াইয়া উপরের দিকে মাত্র পায়ের ডিমপর্যন্ত উঠিয়া হাঁটুদ্বয়কে অনাবৃত রাখিয়াছিল—স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডারদের

মতো। জামাটাআরো ভাল করিয়া শরীরে আঁটিয়া রাখিবার জন্য পিতলের বকলস্-আঁটা চামড়ার তৈয়ারি একটা চওড়া কোমরবন্ধ দ্বারা পরিচ্ছদের মধ্যভাগ টানিয়া গুটাইয়া রাখা হইয়াছিল—কোমরবন্ধটির একধারে একরকমের ছোট থলে এবং অন্যধারে একটা শিঙা আটকানো ছিল। সে সময়ে ওই অঞ্চলে এক প্রকার দীর্ঘ, চওড়া, দু'দিকে ধারওয়ালা ছুরি তৈয়ারি হইত এবং সেকালে তার নাম ছিল শেফিন্ডের ছুরি—লোকটির কোমরবন্ধে সেই ছুরি একখানা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। লোকটির মস্তক ছিল আবরণহীন, জটাপাকানো চুলের রাশিই এই আবরণের কাজকরিত; রোদে পুড়িয়া এই চুল লালচে হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার গণ্ডদেশের অতিবর্ধিতপীতাভ অ্যাস্কার রঙের দাড়ির সহিত মাথার চুলের এই ক'টা রং একটি বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছিল। লোকটার পোশাকের একটা অংশ এত অদ্ভুত যে তাহার উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না—সেটাএকটা পিতলের হাঁসুলি, কুকুরের গলার গলবন্ধের মতো অনেকটা। কিন্তু এই হাঁসুলিটি গলা হইতে খুলিবার উপায় ছিল না—(ইহার কোনো মুখ ছিল না যাহার ভিতর দিয়া গলাইয়া এটি খোলা যাইতে পারে)—গলার চারিদিকে রাং-ঝাল দিয়া শক্ত করিয়া জোড়া দেওয়া ছিল— অবশ্য এমন শক্তভাবে গলার সঙ্গে আঁটা ছিল না যাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কোনো ব্যাঘাত ঘটে—তবুও এত আঁটা যে, উহা খুলিয়া ফেলিবার উপায় ছিল না। এই অদ্ভুত হাঁসুলিতে স্যাকসনঅক্ষরে কতকগুলি শব্দ লেখা ছিল, যাহার অর্থ হইল—বিল্ডউলফ এর পুত্র গার্থ, জন্মাবধিরদারউডবাসী সেড্রিকের দাস।

এই শূকর পালকের পার্শ্বে (শূকরপালনই ছিল উক্ত ব্যক্তির কর্ম) টিলা হইতে পতিত একটি প্রস্তরখণ্ডের উপরে উপবিষ্ট ছিল অপর ব্যক্তিটি, যাহাকে দেখিলে তাহার সঙ্গী অপেক্ষাবৎসর দশেকের কনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। ইহার পোশাক অনেকটা প্রথম ব্যক্তিটির পোশাকেরমতো হইলেও, কিছুটা উৎকৃষ্টতর এবং দেখিতে একটু অদ্ভুত ধরনের। তাহার জামা উজ্জ্বল নীল লোহিত বর্ণের, ইহার উপরে কিছুতকিমাকার চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস দৃষ্ট হইতেছিল। জামার উপরেএকটি ছোট টিলা কোর্তা, অতি কষ্টে তাহা উরুদেশের নিম্নার্ধ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই খাটো কোর্তাটি লালরঙের কাপড়ে তৈয়ারি, উজ্জ্বল হল্দের রঙের অন্তর-করা এবং বেশ কিছু ময়লা। তাহার বাহুতে ছিল রৌপ্যনির্মিত সরু বাজু এবং গলায় ছিল একটা রৌপ্য গলবন্ধ। ইহাতে এইকথাগুলি খোদিত ছিল—‘উইটলেসের পুত্র ওয়াস্কা, রদারউডের সেড্রিকের দাস। এই ব্যক্তিরও তাহার সঙ্গীর মতন চামড়ার চটি ছিল, কিন্তু চামড়ার ফালির পরিবর্তে তাহার পদদ্বয় একটি হল্দের এবং আর একটি লাল গেইটার বা পাদচ্ছদ দ্বারা আবৃত। তাহাকেও টুপি দেওয়া হইয়াছিলএবং বাজপাখির পায়ের ঘুঙুরের মতো কয়েকটি ঘুঙুর টুপিটির চারিধারে আঁটা ছিল। মাথানাড়িবার সময়ঘুঙুরের শব্দ হইত, এবং লোকটি এমন চঞ্চল যে, এক মুহূর্তের জন্যও সেশরীরকে স্থির রাখিতে পারিত কিনা সন্দেহ, সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তাহারটুপির এই ঘুঙুর-ধ্বনির বিরাম ছিল না। এই টুপির কিনারার চারিধারে—এদিক ওদিক—চামড়ার ফালি দিয়া আঁটা ছিল। সেই বেষ্টনীটির উপরিভাগ চিরুনির মতো খাঁজকাটা থাকাতে ইহাকেক্ষুদ্র মুকুটের মতো মনে হইত। এই বেষ্টনীর ভিতর হইতে একটি থলে বুলিয়া ঘাড়ের উপরিগিয়া পড়িয়াছিল—অনেকটা সেকালের নাইট্রোপের মতো। টুপিটির এই অংশে ঘুঙুরগুলিআটকানো ছিল। এই ঘুঙুর বাঁধিবার ভঙ্গি এবং তাহার টুপির গড়ন, সকলের উপর লোকটিরমুখের আধ-পাগল, আধ-ধূর্ত একটা ভাব জানাইয়া দিতেছিল যে, সে কোনো বড়লোকেরবাড়ির ভাঁড়,—ধনীদের সময় যখন কাটিতে চাহিত না, তখন অবসর বিনোদনের জন্য ইহাদের পুষ্টিবার প্রয়োজন হইত। তাহার সঙ্গীরই মতো লোকটির কোমরবন্ধে একটা চামড়ার থলে ছিল—কিন্তু কোনো ছুরি বা শিঙ্গার পরিবর্তে সে একটা পাতলা কাঠনির্মিত ছোরায় সজ্জিত ছিল—সম্ভবত সে যে শ্রেণীর লোক, তাহাকে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ব্যবহার করিতে দেওয়া বিপজ্জনক বিবেচিত হইত।

এই দুইটি লোকের চাহনি ও আচরণ ইহাদের বাহিরের চেহারা অপেক্ষা কম বিসদৃশ ছিল (অর্থাৎ ইহাদের বাহিরের চেহারাও যেমনি বিসদৃশ, চাহনি ও আচরণ তদ্রূপই বিসদৃশ)। ক্রীতদাসের চাহনি বিষণ্ণতা-মাখানো, নিষ্ফল ক্রোধসঞ্জাত গাঙ্গীর্ষ্য। তাহার আনত দৃষ্টি ভূমির দিকে নিবদ্ধ, সে দৃষ্টি ছিল গভীর নৈরাশ্যব্যঞ্জক। কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার রক্তচক্ষু দু'টি যেনজ্বলিয়া উঠিত, তাহাতে মনে হইত যেন ওই নীরব ক্রোধসঞ্জাত নৈরাশ্যের তলে অত্যাচার সম্বন্ধে সচেতন মনোভাব এবং বিদ্রোহের প্রবৃত্তি সুপ্ত রহিয়াছে। আর তা যদি না থাকিততবে

তাহার নৈরাশ্যকে ঔদাসীন্യের রূপান্তর মনে করা যাইতে পারিত। অপর পক্ষে ওয়াস্বারচাহনিতে ছিল তাহার শ্রেণীর লোকের যেমন হইয়া থাকে অর্থাৎ বিদূষক-সুলভ একটা অর্থহীনওৎসুক্য এবং স্থিরভাবে অবস্থানের বিরুদ্ধে চঞ্চল অধৈর্য, আর ছিল তাহার নিজ অবস্থা ও বাহ্যবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিপুল আত্মপ্রসাদ।

শূকররক্ষক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শূকরের পালকে একত্র করিবার জন্য ঘোররবে শিঙাবাজাইয়া বলিয়া উঠিল—“এই লক্ষ্মীছাড়া শূকরগুলির উপর সেন্ট উইদহোল্ডের অভিসম্পাতবর্ষিত হোক!” ওই শূকরগুলিও তেমনি মধুরস্বরে তাহার ডাকের উত্তর দিয়া তাহারা যে বীটফল ও ওকফলরূপ সুখাদ্য আকর্ষণ ভোজন করিয়া পুষ্ট হইয়াছিল তাহা হইতে চলিয়া আসিতে, অথবা যে ছোট নদীটির কর্মময় তটভূমিতে তাহাদের কতকগুলি পক্ষে অর্ধমগ্ন অবস্থায় আরামে পড়িয়াছিল তাহা ছাড়িয়া আসিতে একটুও ত্বর করিল না। গার্খ বলিল, “সেন্ট উইদহোল্ডের অভিশাপ তাহাদের উপর আর আমার উপর বর্ষিত হোক! যদি সন্ধ্যার পূর্বেদু’পেয়ে নেকড়ে (অর্থাৎ বনের রক্ষক) এসে এদের ধরে না ফেলে, তবে আমি মানুষই নই। ফ্যাঙ্স্, ফ্যাঙ্স্, এদিকে আয়!” এই বলিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে নেকড়ের মতো দেখিতে একটাকর্কশলোমকুকুরকে ডাকিল। কুকুরটা ওই সকল অবাধ্য শূকরগুলোকে এক জায়গায় জড়োকরার কাজে তাহার প্রভুকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে এদিক ওদিক দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে শূকরগুলিকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল—ইহা শেখরপালকের সঙ্কেত বুঝিতে না পারার দরুন করিল, কিংবা বিদ্বেষবুদ্ধিবশত করিল তাহা, বোঝা গেল না—যে অনিষ্ট নিবারণ করিতে সে আসিয়াছিল, মনে হয় সেই অনিষ্টকে আরো সে বাড়াইয়া তুলিল।

ওয়াস্বা বলিল, “গার্খ, আমি বলি ফ্যাঙ্স্কে প্রতিনিবৃত্ত কর, শূকরের দলের ভাগ্যে যা আছে ঘটুক। ভ্রাম্যমাণ সৈনিকপুরুষের দল কিংবা আইনের আশ্রয় থেকে বিতাড়িত দস্যুদলকিংবা তীর্থপর্যটকের দল যাদের সঙ্গেই এদের সাক্ষাৎ ঘটুক না কেন, সকাল হ’বার আগেই এরা নর্মান হয়ে যাবে, আর তাতে তোমার স্বস্তি ও আরাম কম হবে না।”

গার্খ বলিল, “কি, শূকরগুলি নর্মান হয়ে যাবে আর আমি আরাম বোধ করব! ওয়াস্বা আমাকে কথাটা বুঝিয়ে দাও, আমার বুদ্ধিটা একটু মোটা ও মন এত বিরক্ত যে, তোমারহেঁয়ালি আমি বুঝতে পারি না।”

ওয়াস্বা উত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, ওই যে ঘোঁৎঘোঁৎকারী জন্তুগুলি চারপায়ে ছুটেবেড়াচ্ছে, তুমি ওগুলিকে কি বলো?”

শূকররক্ষক বলিল, “‘সোয়াইন’ বলি মূর্খ, ‘সোয়াইন’ বলি! আর প্রত্যেক মূর্খই তা জানে।”

শূকররক্ষক বলিল, “‘সোয়াইন’ শব্দটি উত্তম স্যাকসন শব্দ। কিন্তু শূকরটিকে যখন ছালছাড়িয়ে নাড়িভুঁড়ি বার করে চারটুকরো করে কেটে বিশ্বাসঘাতকের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়তখন এটাকে কি বলো?”

শূকররক্ষক বলিল, “‘পর্ক’ বলি।”

ওয়াস্বা বলিল, “প্রত্যেক মূর্খও যে একথাটা জানে, তাতে আমার আনন্দ হচ্ছে। আরআমার মনে হয় ‘পর্ক’ কথাটা উত্তম নর্মান-ফরাসী। জন্তুটা যখন জীবিত থাকে—এবং একজনস্যাকসন ক্রীতদাসের তত্ত্বাবধানে—তখন তার থাকে স্যাকসন নাম; কিন্তু যখন বড়লোকেরবাড়ির ভোজের জন্য এটিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন এর নর্মান নাম হয়ে যায় আর ‘পর্ক’ বলা হয়। হা হা, প্রিয় বন্ধু গার্খ, তুমি এ সম্বন্ধে কি মনে করো?”

গার্খ উত্তর করিল, “সাধু ডনষ্টানের নামে শপথ করে বলছি, তুমি নিতান্ত অপ্রিয় সত্য বলেছ। যে বাতাসে আমরা নিশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি, সেই বাতাসটুকু ছাড়া আর আমাদের কিছুই থাকে না। সে বাতাসটুকুও যেন অনেক ইতস্তত করার পরে তবে আমাদের জন্য রাখা হয়—যাতে সেই বাতাসটুকুর সাহায্যে আমরা আমাদের কাঁধের উপর ন্যস্ত গুরুতর কর্তব্যভারগুলি সম্পন্ন করার কষ্টটা সহ্য করতে পারি। সবার চেয়ে ভাল ও হৃষ্টপুষ্ট জন্তুটি তাদের

খানার টেবিলে যায়; সবার চেয়ে ভাল ও সাহসী যারা, তারাই বিদেশী মনিবদের সৈন্যস্বরূপ সুদূর প্রবাসে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব দ্বারা দেশটাকে সাদা করে দেয়; এখানে এমনকোনো দৃঢ়মতি ও বীর্যবান লোককে রেখে যায় না, যারা হতভাগ্য স্যাক্সনদেরকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের প্রভু সেড্রিককে ভগবান্ আশীর্বাদ করুন, তিনি সেই সব শূন্যস্থান পূর্ণ করে একটা মানুষের মতো কাজ কচ্ছেন। কিন্তু রেজিনাল্ড ফ্রঁ-দ্য-বিউফ, স্বয়ং এখানে আসছেন, এবং আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব সেড্রিক এতদিন যে সব কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন, তা তার কতটুকু কাজে আসে।”

ভাঁড় বলিল, “গার্খ, আমি জানি তুমি আমাকে একটা নিরেট বোকা ভাব। নতুবা তুমিতোমার মাথা আমার মুখে ঢুকিয়ে দিতে (অর্থাৎ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই তোমার মনের কথা আমার সম্মুখে বলতে) এমন দুঃসাহস করতে না। রেজিনাল্ড ফ্রঁ-দ্য-বিউফ অথবা ফিলিপ-দ্য-মালভোয়াজ্যা-এর নিকট যদি একটা কথা বলা হয় যে, তুমি নর্মানদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহসূচক কথা উচ্চারণ করেছ, তা হলেই তুমি তৎক্ষণাৎ হবে একটা বাতিল শূকররক্ষক; বড়লোকদের নিন্দাকারীদের মনে ভয় উৎপাদনের জন্য তোমাকে কোনো একটা গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।”

গার্খ বলিল, “কুকুর কোথাকার! আমাকে আমার অসুবিধাজনক এত কথা বলতে প্রণোদিত করে শেষকালে আমাকে ধরিয়ে দেবে না তো?”

ভাঁড় বলিল, “তোমাকে ধরিয়ে দেব? না, সে তো চতুর বুদ্ধিমানের কাজ। আমারমতো একটা নিরেট বোকা এমন সুবিধা অর্ধেকও নিজের কাজে লাগাতে জানে না। সেইসময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে আসতে সে আবার বলিল, “চুপ! কারা যেন এই দিকে আসছে।”

গার্খ তখন তাহার শূকরগুলি সম্মুখে একত্র করিয়া ফ্যাঙ্সের সাহায্যে বনের একটা অন্ধকারময় দীর্ঘ বীথিপথের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, “যেই আসুক, তাতে ভাবনার কি আছে?”

ওয়াম্বা বলিল, “আচ্ছা আমি কিন্তু অশ্বারোহীগুলিকে দেখব,—হয়তো তারা পরীরাজ্যের রাজা ওবিরণের কাছ থেকে কোনো সংবাদ নিয়ে আসছে।”

শূকরপালক উত্তর করিল—“তোমাকে মহামারীতে ধরুক। ওই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্রপাত হচ্ছে, ভীষণ ঝড় আসন্ন—তুমি এমন সময় আর বলবার মতো কথা পেলে না? শোনো বজ্রের শব্দ, ঝড় বেশি জোরে আসবার আগেই চলো আমরা বাড়ি যাই। রাত্রিটা ভয়ঙ্কর হবে মনে হয়।”

ওয়াম্বা তাহার অনুরোধের যৌক্তিকতা যেন বুঝিতে পারিয়াই সঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল—গার্খও পাশেই ঘাসের উপর যে দীর্ঘ যষ্টিটি পড়িয়াছিল তাহা তুলিয়া লইয়া তথাহইতে রওনা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সঙ্গীর মাঝে মাঝে সনির্বন্ধ অনুরোধ ও তিরস্কার সত্ত্বেও অশ্বারোহীদের পদশব্দ ক্রমশ নিকটে আসিতেছিল বলিয়া ওয়াম্বা পথে এক-একটা ওজর করিয়া মধ্য মধ্যে বিলম্ব করিতে লাগিল, তাহাকে কিছুতেই তাহা হইতে নিবৃত্ত করা যাইতেছিল না।

অশ্বারোহীগণ শীঘ্রই তাহাদের নাগাল ধরিয়া ফেলিল। সংখ্যায় ছিল তাহারা দশজন। যে দুইজন অগ্রবর্তী ছিল, দেখিয়া মনে হয়, তাহারা বেশ প্রতিপত্তিশালী পদস্থ ব্যক্তি, বাকিকয়জন তাহাদের অনুচর। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল যে, এই দুইজন সম্ভ্রান্ত লোকের একজন। খুব উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক। তাহাঁদের পরিধানে ছিল সিষ্টারশ্যান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের পোশাক কিন্তু সেই পোশাক ছিল উক্ত ধর্মসম্প্রদায়ের অনুমোদিত উপাদান অপেক্ষা মূল্যবান উপাদানে প্রস্তুত। তাহাঁদের টিলা বহির্বাস ও টুপি ছিল সর্বোৎকৃষ্ট ফ্ল্যাডার্স দেশীয় কাপড়ে প্রস্তুত। উহা প্রচুরও সুদৃশ্য

ভাঁজে ভাঁজে একটি পাতলা ও সুন্দর দেহকে বেষ্টন করিয়া ঝুলিতেছিল। তাঁহার মুখে সংযম ও আত্মনিপীড়নের কোনো লক্ষণ ছিল না, তেমনি তাহারপরিচ্ছদেও জাঁকজমক সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বা বিতৃষ্ণার কোনো চিহ্নও ছিল না। তাঁহার বৃত্তি ও পদগৌরব তাহাকে নিজের মুখশ্রী সংযত করিতে শিখাইয়াছিল; তিনি ইচ্ছামতো মুখমণ্ডল সঙ্কোচ করিয়া গাম্ভীর্য অবলম্বন করিতে পারিতেন, যদিও তাঁহার চেহারায়ে প্রফুল্লচিত্ত দিলদরিয়া ভোগী লোকের ভাব পরিস্ফুট থাকিত। মঠের নিয়ম ও পোপ এবং ধর্মযাজকমণ্ডলীর অনুশাসনের বিরুদ্ধে ওই উচ্চপদস্থ পুরোহিতের জামার হাতার অগ্রভাগ উল্টানো ও উহাতে দামী নরম লোম বসানো ছিল; তাঁহারটিলা বহির্বাসের গলা একটা সোনার বন্ধনী দিয়া আঁটা এবং তাহার সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট সমস্তপরিচ্ছদটি সাম্প্রদায়িক নিয়মের বিরুদ্ধে বেশ পরিপাট্যযুক্ত ও শৌখিন ধরনের ছিল। তিনিএকটি হুস্তপুস্ত, মৃদুগতি অশ্বতরের পিঠে চড়িয়া যাইতেছিলেন। উহার সাজ নানা অলঙ্কারেভূষিত এবং সেকালের রীতি অনুযায়ী উহার লাগামে রূপার ঘুঙুর বাঁধা ছিল।

এই ধর্মযাজকের সঙ্গীটির বয়স চল্লিশের বেশি হইবে। একহারা, দীর্ঘ, সুদৃঢ় ও মাংসপেশীবহুল আকৃতি—অনবরত ব্যায়াম-চর্চা ও পরিশ্রমের কার্য করার ফলে সে শরীরের সুকুমার ভাবের কিছুই আর অবশিষ্ট নাই বলিলেও চলে। সমস্ত দেহখানা, যেন শুধু হাড় ওপেশীতে পরিণত হইয়াছিল—ওই দেহ বহুতর কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারিয়াছে এবংভবিষ্যতে আরো অনেক শ্রমসাধ্য কাজ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। তাহার মাথায় একটি লোমশলাল টুপি ছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ অনাবৃত এবং উহার ভাব অপরিচিতদের মনে ভয় নাইক, কিঞ্চিৎ ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রমের সৃষ্টি করিতে পারিত। তাহার উন্নত, স্বভাবত সবল ও সুস্পষ্টভাবব্যঞ্জক দেহ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রৌদ্রের তাপে অবিরত পুড়িয়া যেন কাফির মতো কালোহইয়া গিয়াছিল। তাহার প্রখর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ চক্ষুর প্রতি কটাক্ষে বলিয়া দিতেছিল যে, জীবনে তিনি অনেক দুঃখ জয় করিয়াছেন, বহু বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন—দৃঢ় সঙ্কল্প, মানসিক বল ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা নিজের পথ হইতে সকল বাধাবিঘ্ন দূর করায় যে আনন্দ, সেই আনন্দইতাঁহাকে সর্বদা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার ইচ্ছাকে জাগ্রত রাখিয়াছিল; তাহারললাটের একটি গভীর ক্ষতরেখা মুখমণ্ডলের কঠোরতা বৃদ্ধি করিয়াছিল, একটি চক্ষুর দৃষ্টিকেভীতিপ্রদ ও অশুভ ভঙ্গি দান করিয়াছিল—ওই চক্ষুটিও সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহারফলে দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও একটু বিকৃত হইয়াছিল।

এই পদস্থ ব্যক্তির শরীরের বহির্বাসটি মঠের সন্ন্যাসীর দীর্ঘ আলখাল্লার মতো হওয়ায়দেখিতে অনেকটা ছিল তাঁহার সঙ্গীরই মতো। কিন্তু ইহার রঙ ছিল লাল; ইহাতে বুঝাইতেছিল যে, তিনি কোনো নিয়মাধীন খ্রিস্টান মঠধারী সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। বহির্বাসেরদক্ষিণ স্কন্ধোপরি সাদা কাপড়ের একটা অদ্ভুত আকারের ক্রুশ আঁটা ছিল। এই বহির্বাসের নীচেচাকা ছিল ইস্পাতের শিকলি-কাটা একটি সাঁজোয়া, এই জামার হাত এবং দস্তানাও ছিলইস্পাত-নির্মিত—খুব কৌশলের সহিত একটির সঙ্গে আর একটি ভাঁজ করা ও গাঁথা। তাঁহার উরুদ্বয়ের সামনের দিকটা বহির্বাসের ভাঁজের ফাক দিয়া যতটা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিলতাহা ইস্পাতের জাল দিয়া আবৃত। জানু ও পদ ইস্পাতের পাতলা পাত দিয়া সুরক্ষিত। এই ইস্পাতের পাতগুলি একটির সহিত আর একটি সুকৌশলে গাঁথা ছিল। গুলফ বা পায়েরগোড়ালী হইতে জানু পর্যন্ত ইস্পাতের জাল দিয়া নির্মিত মোজা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। তাহারকটিবন্ধে একটি দীর্ঘ দ্বি-ধার ছোরা সংবদ্ধ ছিল।

তিনি তাঁহার সঙ্গীর মতো অশ্বতরের পিঠে চড়েন নাই, পথ চলিবার উপযোগী একটি কর্মঠ ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া যাইতেছিলেন—নিজের তেজস্বী যুদ্ধের ঘোড়াটিকে খাটাইবেন না, এই ছিলউদ্দেশ্য। এই যুদ্ধের ঘোড়াটিকে একজন অনুচর পিছনে পিছনে লইয়া আসিতেছিল। ওইঘোড়াটির জিনের একধারে একখানা টাঙি ঝুলিতেছিল—উহা ছিল দামাস্কাস নগরীর সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত। জিনের অন্য পার্শ্বে আরোহীর পালক-বসানো শিরস্ত্রাণ, ইস্পাতের জালের দ্বারানির্মিত টুপি ও একখানা ভারী তরবারি ঝুলানো ছিল;—এইখানি দুই হাত দিয়া ঘুরাইতে হয়। দ্বিতীয় অনুচর তাহার প্রভুর বর্শাখানি তুলিয়া ধরিয়াছিল—ওই বর্শার অগ্রভাগে একটি ছোটপতাকা উড়িতেছিল। তাঁহার আলখাল্লায়

সূচের কাজের যে একটি ত্রুশ ছিল, সেই নিশানেওতদনুরূপ একটি ত্রুশ ছিল। এই অনুচরটি তাহার ক্ষুদ্র ত্রিকোণ ঢালটিও লইয়া আসিতেছিল—ঢালটির উপরের দিকটা বক্ষোদেশ রক্ষা করিবার মতো চওড়া, আর নীচের দিকে ক্রমশ সরু হইয়াগিয়াছে। একটি রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত থাকায় ঢালের উপরিস্থ চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না।

এই দুইজন পদস্থ ব্যক্তির অনুচরের পিছনে আবার দুইজন ভৃত্য আসিতেছিল। ইহাদিগের কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডল, সাদা পাগড়ি এবং প্রাচ্যদেশীয় পরিচ্ছদে প্রকাশ পাইতেছিল যে, তাহারা কোনো সুদূর প্রাচ্য দেশের অধিবাসী। এই যোদ্ধার আকৃতি এবং তাহার অনুচরদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ বর্বর ও অসভ্য ধরনের ছিল।

ওয়াস্বা সেই খ্রিস্টীয় মঠধারীকে দেখিয়াই জরভো মঠের অধ্যক্ষ বলিয়া বুঝিল। শিকারপ্রিয় ও ভোজনানুরাগী বলিয়া অনেক মাইল পর্যন্ত তাহার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং যদি জনপ্রবাদ তাহার প্রতি অন্যায়ে না করিয়া থাকে, তবে তিনি মঠধারীদের প্রতিজ্ঞা-বিরোধী অন্যান্য সাংসারিক ভোগসুখের প্রতি আসক্ত বলিয়াও সুপরিচিত ছিলেন।

কিন্তু তাহার সঙ্গীর ও অনুচরবর্গের অদ্ভুত মূর্তি ওই স্যাকসন ক্রীতদাসগুলির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল। জরভো মঠাধ্যক্ষ যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নিকটে কোনো আশ্রয়স্থান আছে কিনা, তখন তাহারা তাহার প্রশ্নমনোনিবেশ করিতে অসমর্থ হইল—ওই কৃষ্ণমূর্তি অপরিচিত লোকটির অর্ধ-সন্ধ্যাসী ও অর্ধ-সামরিক মূর্তি এবং তাহার প্রাচ্যদেশীয় ভৃত্যদিগের অদ্ভুত ধরনের বেশভূষা ও অস্ত্রশস্ত্রদেখিয়া তাহারা এতই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল।

মঠাধ্যক্ষ ওয়াস্বাকে একখণ্ড রৌপ্যমুদ্রা দিয়া তাহার বক্তব্যকে সুদৃঢ়তর করিয়া বলিলেন—“শোনো ওহে, স্যাকসন সেড্রিকের বাড়ির পথ আমাকে বলো তো ! তুমি এ বিষয়ে অজ্ঞ নও—এবং আমাদের চেয়ে কম পবিত্র বৃত্তির লোক হলেও তোমার কর্তব্য তাদের পথ দেখিয়ে দেওয়া। এই শত্বেয় ভ্রাতাটি সমস্ত জীবন জেরুজালেমের পবিত্র সমাধিমন্দির উদ্ধারের জন্য মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। সম্ভবত তুমি সেই ধর্মযোদ্ধগণের কথা শুনে থাকবে, ইনি তাদেরই একজন।”

ওয়াস্বা উত্তর করিল, “মশাইরা, এই পথে সোজা গেলে দেখবেন এক জায়গায় মাটিতেপোঁতা ত্রুশ আছে—মাত্র হাতখানেক সেটা মাটির উপরে জেগে আছে—সেই পর্যন্ত গিয়ে দেখবেন চারটি পথ সেখানে মিশেছে—বাঁদিকের পথ ধরে গেলে ঝড় আসবার আগেই আপনারা আশ্রয় পাবেন।”

মঠাধ্যক্ষ এই অভিজ্ঞ পরামর্শদাতাকে ধন্যবাদ দিলেন। অশ্বারোহীগণ জুতার কাঁটার ঘা দিয়া ঘোড়াগুলিকে জোরে ছুটাইলেন। রাত্রির ঝড় আসিবার পূর্বে সরাইখানায় পৌঁছিবার জন্য যেকোন বেগে সকলে ছুটে, তাহারাও তেমনি বেগে ঘোড়া ছুটাইলেন।

দূরে তাহাদের অশ্বপদশব্দ মিলাইয়া গেলে গার্খ তাহার সঙ্গীকে বলিল, “যদি ওঁরাতোমার বিজ্ঞ পরামর্শমতো চলেন, তাহলে আজ সারারাত্রে মধ্য রদারউড পৌঁছতে পারবেন কিনা সন্দেহ।”

ভাঁড় দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, “না, এঁদের যদি ভাগ্য ভাল হয়, এঁরা শেফিল্ডে গিয়ে পৌঁছবেন,—আর সেইটি ওঁদের উপযুক্ত স্থান। আমি এমন কাঁচা শিকারী নই যে কুকুরকে দেখিয়ে দেব হরিণ কোথায় আছে, যদি আমার ইচ্ছা না থাকে যে কুকুর হরিণকে শিকার করুক।”

গার্খ বলিল, “তুমি ঠিক করেছ।”

আমরা এখন অশ্বারোহীদিগের কাছে ফিরিয়া যাই; তাহারা শীঘ্রই ওই ত্রীতদাসগুলিকেবহুদূরে পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিল এবং উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা যে ভাষায় সাধারণত বাক্যালাপ করিয়া থাকে, সেই নর্মান-ফরাসী ভাষায় নিম্নোক্ত কথোপকথন চলাইতেছিল।

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “ধর্মভাই ব্রিঁয়া, আমি আপনাকে যা বলেছি, তা যেন মনে থাকে; ধনী জমিদার সেড্রিক গর্বিত, কোপনস্বভাব ও সন্দ্বিগ্ধচিত্ত, সহজেই সে রেগে ওঠে; এই লোকটিনিজের জাতির অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এমনই দৃঢ়তার সহিত খাড়া থাকে এবংরাজ্যসপ্তকের বিখ্যাত বীর হিয়ার ওয়ার্ডের সাক্ষাৎ বংশধর বলে এত গর্বিত যে, সকলের দ্বারাসে স্যাক্সন সেড্রিক নামে অভিহিত হয়ে থাকে।”

ধর্মযোদ্ধা বলিলেন, “মঠাধ্যক্ষ এমার, যে রকম তুমি বর্ণনা করলে তাতে মনে হচ্ছে, রাওএনার বাপ সেড্রিক একটা রাজদ্রোহী চাষা। এই চাষাটির অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য যেস্বার্থত্যাগ ও সহিষ্ণুতা আমার দেখানো প্রয়োজন হবে, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রাওএনার মধ্যে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণস্বরূপ যথেষ্ট সৌন্দর্য দেখতে পাওয়ার আশা করি।”

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “সেড্রিক রাওএনার পিতা নয়, দূর-সম্পর্কিতকুটুম্ব। সেড্রিক যে বংশে জন্মেছে বলে, তার চেয়ে উঁচু বংশে রাওএনার জন্ম। সেড্রিকের সঙ্গে রাওএনার সম্পর্কঅত্যন্ত দূরের। অবশ্য সেড্রিক রাওএনার অভিভাবক, এবং আমার বিশ্বাস সে একাজে নিজেকেই নিজে নিযুক্ত করেছে। এই পালিতা কন্যাটিকে কিন্তু সেড্রিক এত ভালবাসে যে মনেহয় সে তার নিজেরই মেয়ে। মেয়েটির সৌন্দর্য সম্বন্ধে তুমি এখনই তো বিচার করতে পারবে। কিন্তু রাওএনার দিকে কি ভাবে চাইবে, সে বিষয়ে সতর্ক থেকো। রাওএনাকে সেড্রিক খুবসতর্কতার সঙ্গে যত্নে লালনপালন করে থাকে। তোমার দৃষ্টি যদি তার মনে কিছুমাত্রও ভীতির কারণ উপস্থিত হয়, তাহলে আমাদের নিস্তার নাই জেনো। জনশ্রুতি এইরূপ যে, সে নিজেরপুত্রকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে; কারণ সে এই সুন্দরীর প্রতি প্রেমের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, দূর হতে এই সুন্দরীকে পূজো করা যায়, কিন্তু পবিত্র কুমারীর (যীশুর মাতা মেরীর) মন্দিরপ্রবেশকালীন আমাদের মনে যে ভাব জন্মে, সেই ভাব ছাড়া অন্যভাব নিয়ে এই সুন্দরীর কাছেযাওয়া সম্ভব হবে না।”

ধর্মযোদ্ধা বলিলেন, “হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। আমি একটা রাত্রির জন্য যে সংযমআবশ্যিক তা অবলম্বন করব এবং কুমারীর মতো শান্তভাব ধারণ করব। কিন্তু সে আমাদেরকেবলপূর্বক তাড়িয়ে দেবে বলে তোমার যে ভয় হচ্ছে, সে অপমান হতে আমি আমার অনুচরগণএবং হামিদ ও আবদুল্লা, আমরাই তোমাকে রক্ষা করতে পারব। আমরা যে বলপূর্বক আমাদের বাসস্থান দখলে রাখতে পারব, সে বিষয়ে তুমি সন্দেহ কোরো না।”

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন—“না, অত দূর গড়াতে দেওয়া হবে না। ওই তো পোঁতা ক্রুশটা, ভাঁড় যার কথা বলেছিল। রাতটা এত অন্ধকার যে কোন পথটি ধরে আমরা চলব তা দেখাযাচ্ছে না। আমার মনে পড়েছে সে যেন আমাদের বাঁদিকে যেতে বলেছিল।”

ব্রিঁয়া বলিলেন, “আমার যতদূর মনে পড়ে, ডানদিকে।”

“বামে, নিশ্চয়ই বাম দিকে; আমার মনে পড়েছে, কাঠের তরোয়ালখানা দিয়ে সে পথদেখিয়ে দিচ্ছিল।”

ধর্মযোদ্ধা বলিলেন, “হাঁ, কিন্তু তলোয়ারখানি সে তার বাঁ হাতে ধরেছিল এবং সেটা দেহের ওপরে আড়ভাবে রেখে পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল।”

সাধারণত এইরূপ ব্যাপারে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত যথেষ্ট দৃঢ়তারসহিত বজায় রাখিতে চাহিল। মীমাংসার জন্য অনুচরগণকে জিজ্ঞাসা করা হইল। কিন্তু তাহারা ওয়াস্বার কথা শুনিতে পাইবার মতো নিকটে ছিল না। অবশেষে ব্রিঁয়া উত্তেজিত সুরে বলিলেন—“এই যে ক্রুশের তলায় একটা লোক ঘুমন্ত বা মৃত

অবস্থায় পড়ে আছে। হিউগো, তোমার বর্ষার ভোঁতা দিকটা দিয়ে লোকটাকে খোঁচা মেরে ওঠাও তো!” গোখুলির অস্পষ্ট আলোকের জন্য এই লোকটি পূর্বে তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল।

খোঁচা দিতে না দিতে লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তম ফরাসীতে চেঁচাইয়া বলিল, “তুমিযেই হও, আমার চিন্তায় ব্যাঘাত জন্মানো তোমার পক্ষে অভদ্রতা।”

মঠাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, “স্যাকসন সেড্রিকের বাসস্থান রদারউডে যাওয়ার রাস্তা কোটিতোমাকে জিজ্ঞাসা করা আমাদের অভিপ্রায়।”

অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর করিল, “আমি নিজেও তো সেখানেই যাব। আমার যদি একটা ঘোড়া থাকত, তবে আমি নিজেই আপনাদের পথপ্রদর্শক হতে পারতাম। পথ যদিও আমার সম্পূর্ণ জানা, কিন্তু বড় গোলমালে।”

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “যদি তুমি সেড্রিকের বাড়িতে আমাদের নিরাপদে পৌঁছে দিতে পারো, তবে তুমি ধন্যবাদ ও পুরস্কার দুইই পাবে।”

এই বলিয়া মঠাধ্যক্ষ—অনুচরদের একজন তাহার যে ঘোড়াটাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেছিল সেই ঘোড়াটায় চড়িতে এবং নিজে সে যে ঘোড়াটা চড়িয়া আসিতেছিল, সেইটিএই অপরিচিত পথপ্রদর্শনকারীকে দিতে আদেশ করিলেন।

তাঁহাদিগকে ভুলপথে চলাইবার জন্য ওয়ায়া যে পথটি বলিয়া দিয়াছিল, লোকটি তাহার বিপরীত পথ ধরিয়া চলিল। পথটি অচিরে বনের নিভৃততর প্রদেশে প্রবেশ করিল এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল পার হইয়া গেল। জলাভূমির মধ্য দিয়া ওই ক্ষুদ্র নদীগুলি প্রবাহিত থাকায়, উহাদের নিকটবর্তী হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু আগন্তুক লোকটি যেন তাহার স্বাভাবিক অনুভব-শক্তি দ্বারাই সর্বাপেক্ষা কোন অংশগুলি শক্ত এবং কোথায় কোথায় পারহওয়া সর্বাপেক্ষা নিরাপদ—তাহা জানিতে পারিয়াছিল; সে সতর্ক মনোযোগের সহিত পথ দেখাইয়া আনিতে আনিতে এমন একটি বিস্তৃত অরণ্যবীথির মধ্যে আনিয়া ফেলিল, যাহা তাহারা এ পর্যন্ত দেখেন নাই—এবং ওই অরণ্যবীথির অপর পার্শ্বে অবস্থিত একটি অনুচ্চ, বৃহদায়তন এবং বিশৃঙ্খলভাবে গঠিত বাড়ি দেখাইয়া বলিলেন, “ওই রদারউড, স্যাকসনসেড্রিকের আবাসস্থান।”

এই সংবাদ এমার-এর নিকট অত্যন্ত প্রতিদায়ক হইল; তাঁহার স্নায়ুগুলি বিশেষ সবলনয়, তিনি সঙ্কটপূর্ণ জলাভূমি পার হইবার সময়ে এমন ভয় ও উদ্বেগ বোধ করিতেছিলেন যে, তিনি পথপ্রদর্শনকারী লোকটিকে একটিও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার মতো কৌতূহল বোধ করেন নাই। এতক্ষণে চিত্ত স্থির এবং আশ্রয়স্থল নিকটবর্তী হওয়ায় তাহার কৌতূহল জাগরিত হইয়া উঠিল এবং তিনি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে কে এবং কি কাজ করে।

লোকটি উত্তর করিল, “আমি পুণ্যভূমি প্যালেষ্টাইন হতে সদ্য-প্রত্যাগত একজনতীর্থপর্যটক। এই অঞ্চলেই আমার জন্ম।” এই উত্তর শেষ হইতে না হইতে তাহারা সেড্রিকের বাসস্থানের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই বাসগৃহ নীচু ও বিশৃঙ্খল ভাবে নির্মিত। অনেকখানি জায়গা লইয়া বিস্তৃত কয়েকটি উঠান অথবা ঘেরা আঙিনা ছিল। যদিও এই বাড়ির আকার সামান্য দিতেছিল যে বাড়ির মালিক একজন ধনবান ব্যক্তি, তবুও সম্ভ্রান্ত নর্মানেরা যেসকল উঁচু বুরুজওয়াল্লা, দুর্গাকৃতি প্রাসাদগুলিতে বসবাস করিতেন, ইহা সেইগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের ছিল।

বাড়ির সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া ধর্মযোদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে তাহার শিঙা বাজাইলেন; বৃষ্টি অনেকক্ষণ হইতে আসি-আসি করিতেছিল, এখন তাহা খুব জোরে পড়িতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একটি সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠে, বন হইতে যেমন তেমন করিয়া কাটা একটি দীর্ঘ ওক কাঠের টেবিলস্যাক্সন সেড্রিকের সাক্ষ্যভোজনের জন্য সজ্জিত ছিল—এই প্রকোষ্ঠটির উচ্চতা ইহার অত্যধিকদৈর্ঘ্য ও প্রস্থের তুলনায় নিতান্ত সামঞ্জস্যবিহীন ছিল।

প্রকোষ্ঠটির অন্যান্য সাজসজ্জাতেও স্যাক্সনদের সময়ের অমার্জিত আড়ম্বরবিহীনতার লক্ষণ ছিল—সেড্রিক তাহা বজায় রাখিতে গর্ব অনুভব করিতেন। ওই ঘরের মেঝে ছিলচুনমিশ্রিত মাটির, যাহা পায়ে দলিয়া শক্ত করা হইয়াছে, এবং যাহা আমাদের আধুনিকগোলাঘরের মেজে তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। কক্ষটির দৈর্ঘ্যের প্রায় সিকি ভাগ ব্যাপিয়া মেজে এক ধাপ বেশি উঁচু এবং ওই স্থানটিতে, যাহার নাম মঞ্চ (dais) তাহাতে বাড়ির প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ও মাননীয় সম্ভ্রান্ত অতিথিগণ উপবেশন করিতেন। এই উদ্দেশ্যে একটি মূল্যবান রাঙাকাপড়ে ঢাকা টেবিল ওই উচ্চস্থানের উপর আড়াআড়ি করিয়া পাতা ছিল—এই টেবিলেরমাঝামাঝি হইতে দীর্ঘতর ও নিম্নতর আর একটি টেবিল লম্বালম্বিভাবে পাতা ছিল—উহাতেভৃত্যেরা ও নিম্নপদস্থ ব্যক্তিগণ আহার করিত— দালানের অপর প্রান্তের দিকে সেটি বিস্তৃতছিল—দুইটি টেবিল মিলিয়া ‘T’অক্ষরের মতো দেখাইতেছিল।

উচ্চতর টেবিলটির মাঝখানে গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর জন্য অন্যান্য চেয়ারগুলি অপেক্ষা উঁচুদুইখানি চেয়ার স্থাপিত ছিল—উঁহারা অতিথিসৎকার-কার্যের নেতৃত্ব করিতেন এবং এই কার্যেরনিমিত্ত স্যাক্সন ভাষায় একটি গৌরবজনক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, যাহার অর্থ ‘রুটি বণ্টনকারী’ অর্থাৎ অন্নদাতা।

এই সময় দুইখানি চেয়ারের একটিতে সেড্রিক বসিয়াছিলেন, পদমর্যাদায় ইনি একজন ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী ও নর্মান ভাষায় একজন সামান্য কৃষিজীবী জমিদার মাত্র; তথাপি তাঁহার সাক্ষ্যভোজনের বিলম্ব হওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

গৃহস্বামীর মুখশ্রী হইতে ইহাই মনে হইতেছিল যে, তিনি অকপট কিন্তু বদমেজাজী ওকোপনস্বভাব। তিনি মধ্যমাকৃতি অপেক্ষা বেশি লম্বা ছিলেন না, কিন্তু যুদ্ধের ও শিকারের কষ্টসহিতে অভ্যস্ত ব্যক্তির ন্যায় দীর্ঘবাহু, বিশাল-স্কন্ধ ও বলশালী ছিলেন; তাহার মুখমণ্ডল প্রশস্ত, চোখদুটি নীল ও আয়ত, মুখের ভাব সরল ও অকপট, দন্তপঙ্ক্তি উজ্জ্বল ও মস্তক সুগঠিতসমস্ত মিলিয়া সেই ধরনের দিলদরিয়া প্রকৃতির পরিচায়ক, যাহা অনেক সময় সহসা ক্রোধপ্রবণ ও হঠকারী স্বভাবের সহিত একত্রে অবস্থান করিতে দেখা যায়।

তাহার পরিধানে একটা টিলাঢালা অরণ্যের রঙের মতো সবুজ জামা, ইহার গলা ওহাতের দিকটায় ‘মিনেভার’ নামক পশম বসানো, শরীরে খুব শক্ত করিয়া আঁটা; একটা টকটকে লাল রঙের আঁটোসাঁটো আচকানের উপর ওই জামাটি বোতাম-খোলা অবস্থায় ঝোলানো ছিল। সেই একই রকম কাপড়ের তৈয়ারি একটা বেঁটে পায়জামা তাহার পরিধানে ছিল; ইহা উরুর নিম্ন অংশ পর্যন্ত নামে নাই, সুতরাং হাঁটুটি ছিল অনাবৃত। চাষারা যেমন পাদুকা পরিধান করে, তাহার পায়েও সেইরূপ পাদুকা ছিল; কিন্তু উহা উৎকৃষ্টতর উপাদানে প্রস্তুত ছিল এবং উহারসম্মুখভাগটা স্বর্ণনির্মিত বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ ছিল। তাঁহার বাহুতে সোনার বালা ছিল এবং গলায়সেই মূল্যবান ধাতুর তৈয়ারি একটা চওড়া-গলাবন্ধ ছিল, কোমরে ছিল একটা মণিমুক্তাখচিতকোমরবন্ধ, আর তাহাতে ঝোলানো ছিল একটা হুস্কাই, সুতীক্ষ্ণ ও সোজা দ্বি-ধার তরবারি। ইহা এমনভাবে প্রলম্বিত ছিল যে তাহার শরীরের সঙ্গে যেন একটা জ্যামিতির লম্বরেখার সৃষ্টিকরিয়াছিল।

কয়েকজন ভৃত্য এই সম্ভ্রান্তস্যাক্সনের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় ছিল। একটু উপরের থাকে দুই-তিনজন চাকর তাহাদের প্রভুর বেদির পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, অপর সকলে কক্ষের নীচের অংশে দণ্ডায়মান ছিল।

সেড্রিকের মনে শান্ত অবস্থা ছিল না। লেডি রাওএনা একটি দূরের গির্জায় সাক্ষ্য উপাসনায় যোগ দিতে গিয়াছিলেন, ফিরিবার সময় তাঁহার বস্ত্রাদি ঝড়বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছিল, তিনি এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়া কাপড়

বদলাইতেছিলেন। গার্খ ও তাহার শূকরগুলির তখনো পর্যন্ত কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তাহাদের বন হইতে ফিরিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছিল। আর যে সময়ের কথা বলা হইতেছে—সেই সময়ে এই আশঙ্কা খুবই সঙ্গত ছিল যে, এই বিলম্বের কারণ দস্যুতে পরিপূর্ণ নিকটবর্তী অরণ্যের দস্যুদের আক্রমণ—কারণ ওইসময়ে ধন-সম্পত্তি লইয়া কেহ নিরাপদ বোধ করিত না।

উৎকর্ষার এই সকল কারণ ছাড়া স্যাকসনসম্রাজ্য ব্যক্তিটি তাঁহার প্রিয় বিদূষক ওয়াস্বারআগমনের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন—ইহার রংতামাশা যেন তাহার সাক্ষ্যভোজনের সময়টিকে মধুর করিয়া তুলিত। তাছাড়া, দুপুরবেলা হইতে এ পর্যন্ত সেড্রিক অনাহারে ছিলেন এবং তাহার সাক্ষ্য-ভোজনের সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার বিরক্তির ভাব কতকটা নিজের কাছেই বলা অর্ধোচ্চারিত অস্পষ্ট বাক্যে, আর কতকটাদণ্ডায়মান চাকরদের সম্বোধন করিয়া বলা কথায় প্রকাশ পাইতেছিল। যে পান-পাত্রবাহী তাহাকেমাঝে মাঝে রূপার পানপাত্র করিয়া শরীর ও মনের অবসাদ দূরকারী মদ দিতেছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, “লোডি রাওএনার আসতে দেৱী হচ্ছে কেন?” এই কথার সময় তাহার মনের অসন্তোষ ভাব যেন আরো বিশেষ করিয়া প্রকাশিত হইতেছিল।

আধুনিক ভদ্রঘরের মহিলার কোনো প্রিয় দাসী যেমন সপ্রতিভভাবে প্রভুকে উত্তর দিয়া থাকে, তেমনিভাবে একটি দাসী উত্তর করিল, “তিনি তার শিরশ্রাণ পরিবর্তন করতে গেছেন। আপনি নিশ্চয়ই এটা ইচ্ছা করেন না যে, তিনি তার মস্তকাবরণী ও টিলা জামা পরে ভোজনে বসেন।”

যুক্তিটা তো উড়াইয়া দেওয়া যায় না, সুতরাং সেড্রিকের মনে উহা মানিয়া লওয়ার মতো ভাব জাগিল এবং বলিলেন, “হাঁ।” কিন্তু তখনি সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, “আমি ইচ্ছা করি, লেডিরাওএনা আবার যখন সেন্ট জনের গির্জায় যাবেন তখন তাঁর ভক্তি যেন তাকে ভাল দিনে যেতে প্রণোদিত করে।” এই কথা বলিয়াই তিনি যেন তাহার ক্রোধকে নির্ভয়ে কিংবা যদৃচ্ছাকৃত অসংযমের সহিত ফিরাইয়া বলিয়া উঠিলেন, “দশটা শয়তানের নামে শপথ করে বলছি—গার্খএখনো মাঠের মধ্যে থাকবে কেন? আমার মনে হচ্ছে, শূকরগুলির সম্বন্ধে কোনো অমঙ্গলসূচক কথা আমাকে শুনতে হবে। কিন্তু গার্খ অত্যন্ত বিশ্বাসী ও সতর্ক, আর পরিশ্রমের কার্যে অভ্যস্তদাস—আমি তাকে ওর চেয়ে ভাল কাজে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলাম।”

পানপাত্রবাহী অস্ওয়াল্ড নম্রভাবে বলিল, “সাক্ষ্যঘণ্টা-ধ্বনির পর এখনো এক ঘণ্টাও হয়নি”—কিন্তু এই কৈফিয়তটির নির্বাচন সুবিধাজনক হইল না; কেননা, ইহা এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করিল যাহা স্যাকসনেরা শুনিতে ভালবাসিত না।

সেড্রিক চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, “পাজি, শয়তান কোথাকার! অধঃপাতে যা তোর সাক্ষ্যঘণ্টা, আর সেই অত্যাচারী পাজিটা যে এটার উদ্ভাবন করেছিল। আর সেই ভীকু যেস্যাকসনের কানে স্যাকসনের জিহ্বায় এমন নাম উচ্চারণ করতে পারে—সাক্ষ্যঘণ্টা!” একটু খামিয়া আবার তিনি বলিলেন, “সাক্ষ্যঘণ্টা! যা সৎ লোকদের বাধ্য করে আলো নিভিয়ে দিতে, যাতে চোর-ডাকাতেরা অন্ধকারের মধ্যে তাদের কাজ করে যেতে পারে। আমাকে হয়তোশুনতে হবে যে, আমার বিশ্বস্ত দাস খুন হয়েছে, আর কেউ আমার শূকরগুলি লুণ্ঠ করে নিয়েগেছে—আর ওয়াস্বা! ওয়াস্বা! ওয়াস্বা কোথা? কে না বলেছিল সে গার্খের সঙ্গেইগিয়েছিল?”

অস্ওয়াল্ড উত্তরে বলিল, “হ্যাঁ।”

“সে বেশ হয়েছে, আরো ভাল হয়েছে। স্যাকসন ভাঁড়—তাকেও তারা ধরে নিয়ে গেছেহয়তো—নর্মান প্রভুর সেবা করবার জন্য। তাদের যারা সেবা করে তারা সবাই নির্বোধ। আমরাআরো মুগ্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তাদের এতটা অবজ্ঞা ও টিটকারির পাত্র হতে পারতামনা—আজ যতটা হয়েছে। কিন্তু আমি এর প্রতিশোধ নেব।” তিনি হঠাৎ কল্পিত ক্ষতির অনুভূতিতে অধীর হইয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া এবং বর্শাটি হাতে লইয়া নিম্নস্বরে

বলিলেন, “আমি মহাসভায় আমার অভিযোগ উত্থাপিত করব; হা, উইলফ্রেড, উইলফ্রেড! তুমি যদি তোমার অযৌক্তিক প্রেমকে দমন করতে পারতে তবে তোমার পিতাকে এই বৃদ্ধবয়সে আজ প্রবল ঝটিকার মুখে ভস্ম ও অরক্ষিত শাখাপ্রশাখা নিয়ে একা দণ্ডায়মান ওইওকগাছটার মতো নিঃসঙ্গ ও অসহায় পড়ে থাকতে হত না।” এই চিন্তাটি তাহার ক্রোধের ও অস্থিরতার ভাবকে যেন মায়ামন্ত্র-প্রভাবে বিষাদে পরিণত করিল। হাতের ভল্ল রাখিয়া দিয়া তিনি চেয়ারে পুনর্বীর বসিলেন এবং মুখ নত করিয়া দুশ্চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন।

একটি শিঙার-ধ্বনি শুনিয়া সেড্রিক তাহার গভীর চিন্তা হইতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন।

তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, “ভৃত্যগণ, ফটকে যাও, গিয়ে শোনো ভেরী-রব কি সংবাদ আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে।”

তিন মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া জনৈক প্রহরী বলিল, “জরভোমঠের অধ্যক্ষ এমার ও সাহসী যোদ্ধা ব্রিয়া দ্য বোয়া-গিলবার এসেছেন। ব্রিয়া সাহসী ওসম্মানিত নাইটস টেম্পলারসদের সেনাপতি। তারা মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুচর নিয়ে কাল আশবি-দ্য-লা-জুশের নিকটবর্তী কোনো স্থানে একটি ক্রীড়াযুদ্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগ দিবার জন্য যাচ্ছেন। এক রাত্রির জন্য তারা এখানে খাদ্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করেন।”

সেড্রিক অর্ধোচ্চারিত অস্পষ্ট বাক্যে বলিতে লাগিলেন, “এমার, মঠাধ্যক্ষ এমার! ব্রিয়া দ্য বোয়া-গিলবার! উভয়েই নর্মান। কিন্তু নর্মানই হোক বা স্যাক্সনই হোক, রদারউডেরআতিথেয়তার বিরুদ্ধে কেউ কোনো দোষ দিতে না পারে। এদের অভ্যর্থনা করি, কেননা এঁরাএখানে আশ্রয় চেয়েছেন।” একজন ভৃত্য সাদা দণ্ড হস্তে পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকেবলিলেন, “যাও হুন্ডিবার্ট, ছয়জন চাকরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, আগলুকদেরকেঅতিথিশালায় রেখে এসো। তাদের অশ্ব ও অশ্বতরের অযত্ন না হয়, এবং দৃষ্টি রাখো তাদের সঙ্গে লোকদের কোনো বিষয়ের অভাব না ঘটে। হুন্ডিবার্ট, তাদের বলো যে, সেড্রিক স্বয়ং তাদের অভ্যর্থনা করতেন, কিন্তু তিনি একটা ব্রত গ্রহণ করেছেন, যাঁদের ধর্মনীতে স্যাক্সনরাজবংশের রক্ত প্রবাহিত না হচ্ছে, এমন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তার ঘরের বেদি হতেতিন পায়ের বেশি তিনি কখনো অগ্রসর হবেন না। যাও, দেখো যেন তাদের যত্নের কোনো ত্রুটি না ঘটে।”

সর্দারভৃত্য প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য কয়েকজন অনুচর লইয়া প্রস্থানকরিল। সেড্রিক পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “মঠাধ্যক্ষ এমার!—লোকে বলে এই মঠাধ্যক্ষএকজন স্বচ্ছন্দবিহারী আমোদপ্রিয় পুরোহিত; ইনি পানপাত্র ও শিকারের শিঙাধ্বনি, বাইবেল ও গির্জার ঘণ্টাধ্বনির চেয়ে বেশি ভালবাসেন। তা হোক, তাঁকে আসতে দাও, তাকেও অভ্যর্থনাকরব। তুমি ধর্মযোদ্ধার নামটা কি বল্লে হে?”

“ব্রিয়া দ্য বোয়া-গিলবার।”

সেড্রিক বলিলেন, “বোয়া-গিলবার! বোয়া-গিলবার! মঙ্গল ও অমঙ্গলের সঙ্গে জড়িতহয়ে তার নামটি চারদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। লোকে বলে তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে সাহসেতিনি সবচেয়ে বীর। কিন্তু তাদের অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, হৃদয়হীনতা ও যথেষ্টাচারিতা —এই সকলদোষও তার সমানেই আছে। তাঁর মন বড় কঠিন—তিনি পৃথিবীকেও ভয় করেন না, এবংস্বর্গকেও শ্রদ্ধা করেন না। প্যালেষ্টাইন হতে যে কয়জন বীর ফিরে এসেছে, তারা এই কথাইবলে, যাক, এক রাত্রির জন্য বই তো নয়! তাকেও অভ্যর্থনা করা হবে। এলগিথা, তোমার কত্রীঠাকুরানি লেডি রাওএনাকে বলো, আমাদের ইচ্ছা নয় যে তিনি আজ রাত্রে এই ঘরেআসেন, যদি আতে তাঁর বিশেষ ইচ্ছা না হয়।”

এলগিথা বলিল, “কিন্তু তার যে খুব আগ্রহ হবেই; কারণ প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে নূতন সংবাদ শুনতে তিনি সর্বদাই উৎসুক।”

সেড্রিক অধীর ক্রোধের সহিত ওই প্রগলভতা পরিচারিকার দিকে কটমট করিয়া চাহিলেন; কিন্তু রাওএনা ও তাহার নিজের যাহা-কিছু সমস্তই বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত ছিল ও তাহার কোপহইতে রক্ষিত। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, “চুপ করো কুমারী। তোমার জিহ্বা তোমার বিবেচনাবুদ্ধিকে অতিক্রম কচ্ছে। তোমার মনিবকে কথাটা বলো এবং তিনি তাঁর খুশিমতো কাজ করুন। অন্তত এখানে আলফ্রেডের বংশের কন্যা রাজকন্যারই মতো রাজত্ব কচ্ছেন।” এলগিথা কক্ষ ত্যাগ করিল।

সেড্রিক পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “প্যালেষ্টাইন! প্যালেষ্টাইন! সেই সাংঘাতিক দেশহতে ফিরে এসেছে এমন লম্পট যোদ্ধা অথবা কপটাচারী তীর্থযাত্রীদের গল্প শোনবার জন্য কত শত লোক উৎসুক হয়ে থাকে। আমিও তো জিজ্ঞাসা করতে পারি, আমিও তো অনুসন্ধান করতে পারি, আমিও তো স্পন্দিত বক্ষে মন দিয়ে শুনতাম ওই সকল অলীক কাহিনী, যা কিনাএই সকল ধূর্ত ভবঘুরেরা আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য ঠকিয়ে বলে থাকে। কিন্তু না, যে পুত্র আমার অবাধ্য হয়েছে সে আমার পুত্র নয়। যে লক্ষ লক্ষ লোক তাদের কাঁধের ওপর ক্রুশ অঙ্কিত করে উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার আর নররক্তপাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, এবং তাকেই ঈশ্বরের অভিপ্রেত কাজ বলে জাহির কচ্ছে, এমন অসংখ্য লোকের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকটিরবিষয়ে যেমন আমি নিজের মাথা ঘামাই না, তেমনি আমার পুত্রের ভাগ্যে কি আছে সে বিষয়েআর নিজেকে ব্যস্ত করে তুলব না।”

তিনি ললাট কুণ্ডিত করিলেন এবং ক্ষণেকের জন্য ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন; এবং যখন তিনি চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, কক্ষের নিম্নতম অংশের ভাঁজ-করা দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে যষ্টিহস্তে প্রধান পরিচারক ও প্রজ্বলন্ত মশালহস্তে চারিজন মশালচির সঙ্গে সেই রাত্রির অতিথিগণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মঠাধ্যক্ষ এমার এই অবসরে অশ্বারোহীর পোশাক পরিবর্তন করিয়া মূল্যবান উপাদানে নির্মিতআর একটি পোশাক পরিধান করিয়াছিলেন; এবং সেই পোশাকের উপরে অতি সুচারুরূপে কাজ-করা একটি আলখেল্লা পরিয়াছিলেন।

ধর্মযোদ্ধার চেহারাটিও বদলাইয়া গিয়াছিল। তাহার পোশাক অল্পপরিমাণে কাজ-করাছিল বটে, কিন্তু উহার উপাদান ছিল তেমনই বহুমূল্য, এবং তাহার আকৃতিটি ছিল অধিকতরপ্রভুত্বব্যঞ্জক।

এই দুই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পিছনে তাহাদের সঙ্গী অনুচরেরা আসিতেছিল এবং সম্ভ্রম ও বিনয় প্রকাশের উপযুক্ত দূরত্ব রক্ষা করিয়া তাহাদের পথপ্রদর্শক আসিতেছিল। এই পথপ্রদর্শক তীর্থযাত্রী সাধারণ পরিচ্ছদে আবৃত ছিলেন। মোটা কালো কাপড়ের ঢিলা আলখেল্লায় তাহারসর্বাঙ্গ ছিল সম্পূর্ণ আবৃত, তাহার খালিপায়ে চর্মবন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ স্যাভাল জুতা। চওড়াকিনারাবিশিষ্ট টুপি, তাহার কিনারায় কয়েকটি বিনুক সেলাই করা, হাতে একটা লোহা বাঁধানোডাঙা, এবং তাহার আগায় তালগাছের ডাল,—উহাই ছিল সেই তীর্থযাত্রীর সমগ্র পরিচ্ছদ। যাহারা হলঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল তাহাদের সকলের শেষে অতি নম্রভাবে তিনি ঘরে ঢুকিলেন, এবং নীচু টেবিলটায় সেড্রিকের ভৃত্যবর্গের ও অতিথিদিগের অনুচরবর্গের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডের পাশে, প্রায় নীচে বলিলেই হয়, একটি চৌকীতে গিয়া বসিলেন। এই চৌকীতে তিনি যেন জামা শুকাইতেছেন—এইরূপভাবে নিজেকে ব্যাপ্ত রাখিলেন এবং অপেক্ষা করিতে লাগিলেন যে, কেহ সরিয়া গেলে নীচের টেবিলে তাহার স্থান। হয় কিনা অথবা পরিচারক স্বয়ংই তাহার জন্য সেই পৃথক স্থানে কিছু ভোজন-সামগ্রী পাঠাইয়াদেয় কিনা! আত্মসম্মানজ্ঞান-বিশিষ্ট অতিথিসৎকারপ্রিয় ব্যক্তির ভাব লইয়া সেড্রিকঅতিথিগণের অভ্যর্থনার জন্য গাত্রোথান করিলেন এবং মঞ্চ হইতে নামিয়া তাহাদের না আসাপর্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তারপর তিনি বলিলেন, “মঠাধ্যক্ষ মশাই! আমি খুব দুঃখিত যে আপনাদের মতো অতিথির অভ্যর্থনার জন্য আমি আমার পূর্বপুরুষদের ঘরে আর এক পা-ও অগ্রসর হতে পারি না। আমার একটা ব্রত আমাকে এমন কাজে বাধ্য করেছে। সাধারণ চোখে এটা অশিষ্টতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আশা করি, আমার ভৃত্য এর কারণ আপনাদের কাছে প্রকাশ করেছে। আরো একটি নিবেদন আমার আছে; আমি যে আপনাদের সঙ্গে আমাদের দেশীয় ভাষায় কথা বলছি, এটি আপনারা ক্ষমা করবেন। এই ভাষায় যদি আপনাদের দখল থাকে তবে এই ভাষাতেই আপনারা উত্তর দেবেন। তা নইলে নর্মান ভাষা আমার যতটুকুজানা আছে তাতে আমি আপনাদের কথা বুঝতে পারব।”

মঠাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, “প্রতিজ্ঞা পালনের ব্রতগুলি আমাদেরকে স্বর্গের সঙ্গে বেঁধে রাখা, সেগুলি কিছুতেই আলগা করতে নেই। হে সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী! আমাদের সম্প্রদায় অন্যরকম আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সে সকল প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে আমাদের পালন করতেই হবে। আর ভাষা সম্বন্ধে বলতে চাই যে, আমার পূজনীয়া মাতামহী মিলহামের হিল্ডা—ঈশ্বর তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন,—যে ভাষায় কথাবার্তা বলতেন, আমিও সেই ভাষাতেই আমার মনের ভাব ব্যক্ত করব।”

মঠাধ্যক্ষ সৌহাদ্যস্থাপনের অনুকূল বক্তৃতাটি শেষ করার পর তাহার সঙ্গী সংক্ষেপে ও দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “রাজা রিচার্ড ও তাঁর সম্ভ্রান্ত সভাসদগণ যে ভাষায় কথাবার্তা বলেন, আমি সেই ফরাসী ভাষাতেই কথাবার্তা বলে থাকি; কিন্তু এদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার মতো ইংরাজি আমি জানি।”

দুইটি বিরোধশীল জাতির মধ্যে কোনো তুলনার কথা উঠিলেই সেড্রিকের চোখে সচরাচরক্ষিপ্ত ও অসহিষ্ণুতাব্যঞ্জক দৃষ্টি প্রকাশ পাইত, তিনি সেইরূপ একটি কটাক্ষে বক্তার দিকে চাইলেন। কিন্তু অতিথির প্রতি কর্তব্য স্মরণ করিয়া ক্রোধপ্রকাশ দমন করিলেন এবং হস্তসঞ্চালন দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া অতিথিগণকে তাহার চেয়ার হইতে একটু নীচু, কিন্তু তাহার পাশেই স্থাপিত, দুইটি আসনে বসাইলেন। তারপর টেবিলে সান্ধ্যভোজের আহ্ব্য আনিয়ারাখিবার জন্য তিনি ইশারা করিলেন।

পরিচারকেরা তাহার আদেশ পালন করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এমন সময় শূকররক্ষকগার্খের দিকে তাঁহার চক্ষু পড়িল। গার্খ ও তাহার সঙ্গী ওয়াস্বা মাত্র তখনই ঘরে ঢুকিয়াছিল। সেড্রিক অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিলেন, “এই বদমাইশগুলো বাইরে দেবী কচ্ছিল, এদিকে ওদের পাঠাও।”

তারপর অপরাধীদ্বয় বেদির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ওরে তাদের ব্যাপার কি? বাড়ি ফিরতে এত দেবী কেন? আর শোন্ গার্খ, তোর ওপর যেশূকরদলের রক্ষণাবেক্ষণ করবার ভার ছিল, সেগুলি ঘরে ফিরে এসেছে তো, না চোর-ডাকাতের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছিস?”

গার্খ বলিল, “শূকরগুলি নিরাপদে ফিরে এসেছে শুনে আপনি মন ঠাণ্ডা করুন।”

সেড্রিক বলিলেন, “দুষ্ট কোথাকার, দু’ঘণ্টা ধরে আমাকে অন্য রকম ভাবিয়েছি। আর যেসকল প্রতিবেশী আমার কোনো অন্যায় করেনি, সেই সকল প্রতিবেশী আমার অন্যায় করে এইমনে করে আমি তাদের ওপর কি ভাবে প্রতিহিংসা গ্রহণ করব, সেই কথাই বসে ভাবছি। মাননীয় অতিথিগণ, আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা চাইছি। বীর যোদ্ধা মশাই, আমার চারদিকে এমন সব প্রতিবেশী আছে, যারা আপনার প্যালেস্টাইনের সেই বিধর্মী শত্রুদের সম্পূর্ণ সমকক্ষ। কিন্তু এই যে, আপনাদের সম্মুখে কিছু খাবার দেওয়া হয়েছে, আপনারা আহ্ব্য করুন। আশাকরি, আমার আহ্ব্য দ্রব্যের যা কিছু ত্রুটি-তা আমার আন্তরিক অভ্যর্থনা পূরণ করবে।”

টেবিলের উপর যে সকল আহ্ব্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে গৃহস্বামীর ত্রুটি-স্বীকারের কোনো আবশ্যিকতা ছিল না। টেবিলের নীচের দিকে বিভিন্নরূপে প্রস্তুত শূকরের মাংসে সজ্জিত ছিল; এবং মুরগি, হরিণ, ছাগল ও খরগোশের মাংস, নানা রকম মাছ, বড় বড় পাঁউরুটি, রুটি ও পিঠা, ফল ও মধুতে প্রস্তুত নানা রকম মিষ্টান্নও

ছিল। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পার্শ্বে একটি করিয়া রূপার পানপাত্র রাখা হইয়াছিল, টেবিলের নিম্ন অংশে মদ্যপান করিবার জন্য বড় বড়শৃঙ্গনির্মিত পাত্র দেওয়া হইয়াছিল।

ভোজন শুরু হইবে, এমন সময়ে সর্দারভৃত্য হঠাৎ নিজের দণ্ডটি উঁচু করিয়া তুলিয়াউচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “একটু থামুন আপনারা, লেডি রাওএনার জন্য একটু জায়গা করে দিন।” ভোজের টেবিলের পিছনে কক্ষের উঁচু দিকটাতে একটি পাশের দরজা খুলিয়া গেল, এবংরাওএনা চারিজন পরিচারিকার সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আজিকার দিনেও যে তাহারপালিতা কন্যা ভোজনকক্ষে সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, ইহাতে সেড্রিক কিছু বিস্মিত ওবিরক্ত হইলেন; কিন্তু তথাপি তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিয়া শিষ্টাচারের সহিত তাঁহাকে লইয়া আসিলেন এবং নিজের পাশে গৃহকর্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট উচ্চাসনেবসাইলেন। সকলে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একটি নীরব অভিবাদনসূচকইঙ্গিত দ্বারা তিনি সকলের শিষ্টাচারের প্রত্যুত্তর দিয়া টেবিলের পাশের আসন গ্রহণ করিবারজন্য সুন্দর গতিতে চলিলেন।

ব্রিগা দ্য বোয়া-গিলবার, নিজের ইচ্ছা ও খেয়াল মতো কাজ করিতে চিরকাল অভ্যস্ত; কাজেই তিনি সেই স্যাকসন সুন্দরীর দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

নারী-সৌন্দর্যের সর্বোৎকৃষ্ট মাধুর্যে ও অঙ্গসৌষ্ঠবে রাওএনার দেহ্যষ্টি গঠিত। তাহারআকৃতি দীর্ঘ এবং বর্ণ অতি সুন্দর। তাঁহার নির্মল নীল নয়নদু’টি যেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেওপারে এবং করুণায় বিগলিত হইতেও পারে, এক দিকে যেমন রানির মতো হুকুম জারি করিতে পারে, অন্য দিকে তেমনি অনুনয় করিতেও পারে। তাঁহার নিবিড় কেশদামের রং শোনের মতোসাদা এবং সোনালী রঙের মাঝামাঝি, এবং সেই কেশরাজি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়ের মতো এমনি সুবিন্যস্ত যে, তাহা দেখিলে মনে হইত স্বভাবের সহিত শিল্পের সংযোগেই তেমনটি হইতে পারিয়াছিল। কণ্ঠে একটি সোনার হার, তাহার প্রান্তে দোদুল্যমান সোনারই একটি লকেট। তাহারনগ্ন বাহুতে বালা ও পরিধানে সমুদ্রের জলের ন্যায় নীলাভ সবুজ রঙের রেশমের পোশাক, তাহার উপরে ছিল গাঢ় লাল রঙের টিলা পোশাক। সেই পোশাকের উপরের দিকে সোনার কাজ-করা রেশমী অবগুষ্ঠন সংলগ্ন ছিল। স্পেনীয় পদ্ধতি অনুসারে এই ওড়নাখানি ইচ্ছামতোমুখ ও বুকের উপর টানিয়া আনা যাইত অথবা কাঁধের উপর টিলা ও আলগা ভাবে ভাঁজকরিয়া রাখাও যাইতে পারিত।

রাওএনা যখন দেখিলেন ধর্মযোদ্ধার দৃষ্টি তাহারই দিকে নিবদ্ধ হইয়া আছে, তখন তিনি সম্ভ্রমের সহিত অবগুষ্ঠনখানি মুখের উপর টানিয়া দিলেন।

সেড্রিক এই অঙ্গভঙ্গির কারণ বুঝিলেন এবং বলিলেন, “ধর্মযোদ্ধা মশাই, আমাদেরস্যাকসন কুমারীদের কপোলের সঙ্গে সূর্যের পরিচয় কম; একজন অপরিচিত যোদ্ধার খরদৃষ্টিসহ্য করা তাদের পক্ষে কঠিন।”

ব্রিগা উত্তর করিলেন, “যদি এতে আমি তার প্রতি অসম্মান দেখিয়ে থাকি, তবে আমিআপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি—অর্থাৎ লেডি রাওএনার কাছে ক্ষমা চাইছি। কারণ আমারবিনয় সত্ত্বেও আমি এর চেয়ে বেশি নীচু হতে পারব না।”

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, ‘লেডি রাওএনা আমার বন্ধুর ধৃষ্টতার শাস্তি দিয়ে আমাদের সকলকেই শাস্তি দিয়েছেন। সে কথা যাক, ক্রীড়ায়ুদ্ধের প্রতিযোগিতায় যে সকল যোদ্ধা একত্র হবে, আশাকরি তাদের প্রতি তিনি এতটা নির্দয় ব্যবহার করবেন না।’

সেড্রিক বলিলেন, “সেখানে আমরা যাব কি না ঠিক নাই। এই সব বৃথা জাঁকজমক আমিআদৌ পছন্দ করি না। ইংলন্ড যখন স্বাধীন ছিল, তখন এই সকল ব্যাপার আমার পূর্বপুরুষদেরকাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।”

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “তবুও আমরা আশা করি আমরা যখন সঙ্গে যাচ্ছি, তখন আপনিও সেখানে যেতে প্রস্তুত হবেন। পথের বিপদ এত বেশি যে, ব্রিঁয়া দ্য বোয়া- গিলবারকে রক্ষী ও সঙ্গী পাওয়া নিতান্ত অবহেলার জিনিস হবে না।”

স্যাক্সন উত্তর করিলেন, “মঠাধ্যক্ষ মশাই, এই দেশের কত জায়গায় বেড়িয়েছি; কিন্তু আমার এই তলোয়ার ও আমার বিশ্বস্ত ভৃত্যদের সাহায্যই আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। যা হোক মঠাধ্যক্ষ মশাই, আমি আমার শুভেচ্ছা প্রকাশ করে এই পাত্রে সুরাপান কচ্ছি। আমারবিশ্বাস যে, এই সুরা আপনার মনের মতো হবে।”

ধর্মযোদ্ধা তাহার সুরাপাত্র পূর্ণ করিতে বলিলেন, “আর আমি সুন্দরী রাওএনারসম্মানের জন্য এই সুরা পান কচ্ছি। যেদিন হতে তাহার সম-নাম-ধারিণী দেবী এই নামটিইংলন্ডে প্রবর্তিত করেছেন, সেদিন হতে আজ পর্যন্ত কেউ আর এমন সম্মান পাবার যোগ্য হননি।”

অবগুণ্ঠন অপসারিত না করিয়াই রাওএনা সম্ব্রমের সহিত বলিলেন,—“ধর্মযোদ্ধা মশাই, আপনাকে এই শিষ্টাচার-প্রকাশের কষ্ট থেকে আমি অব্যাহতি দেব; অথবা এইটুকু মাত্র ভারআপনার উপর চাপিয়ে দেব যে, আপনি প্যালেস্টাইনের সবচেয়ে নূতন খবর আমাদেরবলবেন। আমরা ইংরাজ, আমাদের কাছে আপনার এই ফরাসী ভদ্রতার চেয়ে এই জিনিসটাবেশি শ্রুতিমধুর হবে।”

স্যার ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবার বলিলেন, “ভদ্রে! সালাদিনের সঙ্গে সাময়িক সন্ধির খবরপাকা,—এ ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য খবর নেই।”

দ্বাররক্ষকের সহকারী বালকভৃত্য এই সময়ে প্রবেশ করায় কথাবার্তা একটু বন্ধ হইল। সে বলিল যে, আর একজন আগন্তুক দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রবেশের অনুমতি ও আতিথ্য প্রার্থনা করিতেছে।

সেড্রিক বলিলেন, ‘সে যে বা যা-ই হোক, তাকে ভিতরে আনো। এই রাতটা যে রকম ভীষণ তাতে বন্য হিংস্র জন্তুকেও নিরীহ পোষা জন্তুর সঙ্গে একত্র বাস করতে ও মানুষেরআশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সে যা চায়, তা যত্নের সঙ্গে তাকে দাও। অসওয়াল্ড, যাওদেখো গিয়ে।’

সর্দারভৃত্য প্রভুর আদেশ পালিত হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য ভোজনকক্ষ ত্যাগকরিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অসওয়াল্ড প্রত্যাগমন করিয়া তাহার প্রভুর পানে নিম্নস্বরে বলিল, “এ ব্যক্তি যে একজন ইহুদী! নাম বললে ইয়র্কের আইজাক্, তাকে এই হলঘরে নিয়ে আসা কি ঠিক হবে?”

ওয়ান্স তার স্বভাবসুলভ ধূর্ততার সহিত বলিয়া উঠিল, “অসওয়াল্ড, গাথকে তোমারবদলে ওই কাজটা করতে দাও না? শূকরপালকই তো ইহুদীকে পরিচিত করবার উপযুক্তব্যক্তি!”

মঠাধ্যক্ষ হাত দিয়া নিজের শরীরে ক্রশ-চিহ্ন আঁকিয়া বলিলেন, “দোহাই মেরী! একটাঅবিশ্বাসী ইহুদী, আর তাকে এই হলেই উপস্থিত করা হবে?”

ধর্মযোদ্ধা মঠাধ্যক্ষের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, “একটা ইহুদী কুকুর জেরুসালেমের পবিত্র সমাধি-মন্দির-রক্ষাকারীর সম্মুখে আসবে?”

সেড্রিক বলিলেন, “সুযোগ্য অতিথি মশাইরা, আপনারা শান্ত হোন। আপনাদের বিরক্তিরজন্য আমার আতিথেয়তাকে ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব হবে না। তার সঙ্গে এক টেবিলে আহার করতে বাবাক্যালাপ করতে আমি কাউকেও বাধ্য কচ্ছি না। তার বসবার ও খাবার ব্যবস্থা পৃথকভাবে করা হবে।”

বিনা আড়ম্বরে জনৈক দীর্ঘাকৃতি কৃশকায় বৃদ্ধ লোককে হলের মধ্যে আনা হইল; লোকটিসভয়ে ও সসঙ্কোচে দীনতাব্যঞ্জক অভিবাদন করিতে করিতে টেবিলের নিম্নপ্রান্তে উপস্থিত হইল। সেই অজ্ঞান অন্ধকার যুগে, সহজ বিশ্বাসী ও (ইহুদীদের সম্বন্ধে) ভ্রান্ত বিশ্বাসপূর্ণ ইতরশ্রেণীর দ্বারা যে সম্প্রদায় ঘৃণিত, এবং লোলুপ ও অর্থপিষাচ অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বারা যে সম্প্রদায় উৎপীড়িত হইত, সেই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আকৃতিগত চিহ্নসমূহ যদি তাহাতে ফুটিয়া না উঠিত, তবে তাহার সরল ও সুঠাম দেহ-গঠন সুশ্রী বলিয়াই বিবেচিত হইত।

ইহুদীর পোশাক ঝড়ে অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইল। এই পোশাকে একটা গাঢ় লাল জামার উপর সাদাসিধে পাটলবর্ণের অনেক ভাঁজওয়ালা একটা আলখেল্লা। পায়ে পশমের কাজ করা বড় বড় বুট জুতা। কোমরে ছিল একটা পেটি, তাহাতে ঝুলানো ছিল একটা ছোট ছুরি ও লিখিবার উপকরণ রাখিবার একটা থলি। মাথায় অদ্ভুত ধরনের হলদে রঙের একটা চারকোনা ও উঁচু টুপি। সে যে জাতির লোক সেই জাতিকে খ্রিস্টান জাতি হইতে পৃথকভাবে চিনিয়া লইবার সুবিধা হইবে বলিয়া ওই ধরনের টুপি উহাদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ইহুদী কক্ষের দরজায় আসিয়া অতিশয় বিনয়ের সহিত সেই টুপি মাথা হইতে খুলিয়া লইল।

সেড্রিক ইহুদীর পুনঃপুনঃ কৃত অভিবাদনের উত্তরে কোনো প্রকার উৎসাহের লক্ষণ না দেখিয়া মস্তক সঞ্চালন করিলেন ও কক্ষের নীচের দিকের টেবিলে বসিবার জন্য সঙ্কত করিলেন। কিন্তু সেখানকার কেহই তাহার জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতে চাহিল না। মঠাধ্যক্ষের অনুচরদের চোখে-মুখে একটা পাপের আশঙ্কার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তাহারা নিজ নিজ হস্তদ্বারা আপন আপন দেহে ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত করিল এবং আইজাক্ নিকটবর্তী হইলে, এমন যে খ্রিস্টধর্মে অবিশ্বাসী মুসলমানগণ, তাহারা পর্যন্ত ঘৃণায় ও ক্রোধে গোঁপ পাকাইতে পাকাইতে নিজ নিজ তরবারিতে হাত দিল।

জগতের বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে যেমন তাহার জাতি পতিত, আইজাক্ ও তেমনি এক্ষণে এই সমাজের মধ্যে পতিত;—বিশ্রামস্থান বা অভ্যর্থনার আশায় সে বৃথা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এমন সময়ে চিম্নীর কাছে যে তীর্থযাত্রীটি বসিয়াছিলেন, তিনি তাহার উপর করুণা-পরবশ হইয়া নিজের আসনটি তাহার জন্য ছাড়িয়া দিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, “বৃদ্ধ! আমার কাপড়-চোপড় শুকিয়ে গেছে, আমার ক্ষিদেও মিটেছে। তুমি ভিজে গেছ ও উপোসী।” এই কথা বলিয়া তিনি প্রশস্ত অগ্নিস্থানের দগ্ধাবশিষ্ট কাষ্ঠগুলি একত্র করিয়া আগুনটি ভালরূপে জ্বালাইয়া দিলেন। তারপর বৃহত্তর টেবিলটা হইতে কিছু সবজির ঝোল ও সিদ্ধ কচি ছাগমাংস আনিয়া তিনি নিজের ছোট টেবিলটাতে রাখিয়া দিলেন এবং ইহুদীর ধন্যবাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই কক্ষের অপর প্রান্তে চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে সেড্রিক ও মঠাধ্যক্ষ শিকার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। মঠাধ্যক্ষ কথায়কথায় সেড্রিককে বলিলেন, “দেখুন, আপনার নিজের ওজস্বী ভাষার প্রতি আপনার গভীর অনুরাগ থাকলেও আপনি কিন্তু নর্মান-ফরাসী ভাষাকে বড় একটা আদর করেন না, অন্তত অরণ্যচারীদের ও মুগয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে—এতে আমি বিস্ময় বোধ করি।”

স্যাক্‌সন্ বলিলেন, “মান্যবর ফাদার এমার, আপনি জেনে রাখুন যে, আমি সমুদ্রের অপর পারের শিক্ষা-দীক্ষার ধার ধারি না; এবং তা বাদ দিয়েও বনের আনন্দ যথেষ্ট উপভোগ করতে পারি।”

ধর্মযোদ্ধা বলিলেন, “ফরাসী ভাষা যে শুধু শিকারের স্বাভাবিক ভাষা তা নয়, এটা নারীদের কাছে প্রণয়-নিবেদনের এবং যুদ্ধেরও ভাষা। এই ভাষাতে নারীদের লাভ করা যায় এবং শত্রুদেরও জয় করা যায়।”

সেড্রিক বলিলেন, “এই পানপাত্রবাহক ভৃত্য, পাত্র ভরপুর করে মদ দে। বীর যোদ্ধা যেসকল অস্ত্রধারী বীর প্যালেস্টাইনের পুণ্যভূমি ও খ্রিস্টীয় ধর্মরক্ষাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাদের জাতি ও ভাষা যাই কেন হোক না, আসুন তাদের প্রতি শুভেচ্ছা প্রদর্শন করে এই সুরাপান করা যাক।”

স্যার ব্রিঁয়া উত্তর করিলেন, “এই চিহ্ন ধারণ করে আমার উত্তর দেওয়া শোভা পায় না। তবুও বলতে হয় যে, টেম্পলার সম্প্রদায়ের যোদ্ধারা ছাড়া আর কাকেই বা প্রাধান্য দেওয়াযেতে পারে?”

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “হম্পিট্যালার সম্প্রদায়ভুক্ত বীরগণকে। আমার এক ভাই ওইসম্প্রদায়ের মধ্যে আছেন।”

লেডি রাওএনা বলিলেন, “ইংরাজ সৈন্যদের মধ্যে এমন কি কোনো বীর নেই যাঁর নামএঁদের সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে?”

দ্য বোয়া-গিলবার বলিলেন, “ভদ্রে, আমায় ক্ষমা করুন। ইংরাজরাজ বাস্তবিকই একদলসাহসী যোদ্ধা নিয়ে প্যালেসটাইনে গিয়েছিলেন। সেই পুণ্যভূমিকে রক্ষা করবার প্রাচীরস্বরূপহয়েছে যাদের বক্ষরূপ দুর্গ, একমাত্র তাদের নীচেই ওই যোদ্ধাদের স্থান।” তীর্থযাত্রী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি অত্যন্ত অধীরভাবে এই কথোপকথন শুনিতেন। অবশেষে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “না, কারো পরেই নয়।” যে স্থান হইতে এই গম্ভীর স্বগতোক্তি আসিতেছিল, সকলেই সেইদিকে চাহিল। তীর্থযাত্রী অবিচলিত সুরে উচ্চকণ্ঠেবলিলেন, “আমি বলি পুণ্যভূমি রক্ষার জন্য যে কেউ তরবারি কোষমুক্ত করেছেন, ইংরাজ বীরদের বীরত্ব তাঁদের কারো চেয়ে কম নয়। আমি আরো বলি, কেননা স্বচক্ষে আমি দেখেছি রাজা রিচার্ড স্বয়ং এবং তাঁর পাঁচজন বীর অনুচর সেন্ট-জ-দ্য-একার অধিকার করবার পরেসকল আগন্তুককেই ক্রীড়ায়ুদ্ধের প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। আমি বলছি সেইদিন প্রত্যেকবীর তিন তিন বার যুদ্ধ করেছিলেন, এবং তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করেছিলেন। আমিআরো বলি, এই সকল বীরের মধ্যে সাতজন ছিল টেম্পলার সম্প্রদায়ভুক্ত যোদ্ধা, আর স্যারব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবার বেশ ভালরকমেই জানেন যে, আমি যা বলছি তা সত্য।”

ক্রোধে ধর্মযোদ্ধার যুগল কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল এবং তাহা যে তাহার তাম্রবর্ণমুখমণ্ডলকে আরো কিরূপ অন্ধকার করিয়া তুলিল ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

সেড্রিক বলিলেন, “তীর্থযাত্রী, যাঁরা এত বীরত্বের সঙ্গে আমাদের এই প্রিয় ইংলন্ডেরসুনাং রক্ষা করেছিলেন, যদি তুমি তাদের নাম বলতে পারো, তবে আমি তোমাকে এই সোনার বালা পুরস্কার দিব।”

তীর্থযাত্রী উত্তর দিলেন, “সে তো আমি আনন্দের সঙ্গে বলব। ইংলন্ডের অধিপতি বীররিচার্ডই বীর্যে ও সম্মানে, পদে ও যশোগৌরবে ছিলেন প্রথম।”

সেড্রিক বলিলেন, “আমি তাঁকে ক্ষমা কচ্ছি। অত্যাচারী ডিউক উইলিয়মের বংশধরহওয়ায় যে অপরাধ, তা আমি তাঁকে ক্ষমা কচ্ছি।”

তীর্থযাত্রী বলিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় ছিলেন লিস্টারের আর্ল, আর তৃতীয় ছিলেনগাইস্ল্যান্ডের স্যার টমাস মুলটন।”

সেড্রিক সোম্মাসে বলিলেন, “অন্তত তিনি তো স্যাকসন বংশের !”

তীর্থযাত্রী বলিলেন, “চতুর্থ ব্যক্তি ছিলেন স্যার ফোক ডয়লী।”

সেড্রিক এই নামগুলি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনিতেন। তিনি বলিলেন, “মায়ের দিক থেকেও অন্তত তিনি সাকসন।”

“পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন স্যার এডুইন টার্নহাম।”

সেড্রিক উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “হেঞ্জিষ্ট-এর আত্মার নামে শপথ করে বলছি ইনি একেবারে খাঁটি স্যাকসন।” তারপর আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, “ষষ্ঠ ব্যক্তি কে? ষষ্ঠ ব্যক্তির নাম বতে পারে?”

যেন কিছু স্মরণ করিয়া লইবার চেষ্টায় তীর্থযাত্রী কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, “ষষ্ঠব্যক্তি? তিনি ছিলেন একজন তরুণ নাইট, যশে ও পদমর্যাদায় তিনি ছিলেন সকলের অপেক্ষাছোট। তাঁর নাম আমার মনে নেই।”

স্যার ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবার অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, “তীর্থযাত্রী মশাই, এতগুলি নাম স্মরণ করে রাখবার পরে এই একটা নাম ভুলে যাওয়ার যে ভান, এতে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আমি নিজেই ওই নামটা বলে দিচ্ছি—যাঁর বর্ষার আঘাতে আমার ভাগ্যের ও ঘোড়ার দোষে আমার নিজের পতন হয়েছিল, আমি নিজেই তাঁর নাম বলব,—তাঁর নাম আইভ্যান-হো। আর বয়সের তুলনায় ওই ছয়জন লোকের মধ্যে কেউই বীরত্বে তার চেয়ে বেশি খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন না। তবুও আমি এই কথা বলব এবং জোর-গলাতেই বলব যে, যদি তিনি আজ ইংলন্ডে থাকতেন এবং এই সপ্তাহের ক্রীড়ায়ুদ্ধের প্রতিযোগিতায় সেন্ট জন-দ্য-একার-এর ক্রীড়ায়ুদ্ধেরআহ্বানের পুনরাবৃত্তি করতে সাহস করতেন, তা হলে আমি তাকে সকলরূপ অস্ত্র গ্রহণেরসুযোগই দিতুম এবং ফলাফল মেনে নিতুম।”

তীর্থযাত্রী উত্তর করিলেন, “আপনার এই আহ্বানের উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই পেতেন, যদিআপনার এই প্রতিদ্বন্দ্বী এখানে আজ থাকতেন। বর্তমানে যা ব্যাপার, আপনি ভাল রকমইজানেন যে, এ পরীক্ষা এখন হতে পারে না। তার ফলাফল নিয়ে বৃথা গর্বপ্রকাশে এইভোজনকক্ষের শান্তি নষ্ট করবেন না। যদি আইভ্যানহো প্যালেস্টাইন হতে কখনো ফিরে আসে, আমি জামিন হচ্ছি যে সে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে।”

ধর্মযোদ্ধা উত্তর করিলেন, “উত্তম জামিন বটে। জামিনর পণস্বরূপ তুমি কি দেবে?”

তীর্থযাত্রী তাহার বুক হইতে একটা হস্তিদন্তনির্মিত ক্ষুদ্র কৌটা বাহির করিলেন, পরেঅঙ্গে ক্রুশচিহ্ন আঁকিয়া বলিলেন, “এই স্মৃতিচিহ্ন-পেটিকা, এর ভিতর কারমেল পাহাড়ের মঠ থেকে আনা আসল ক্রুশের একটি টুকরো আছে।”

জরভো মঠের অধ্যক্ষ নিজের দেহে হস্তদ্বারা ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া একটি ল্যাটিন উপাসনা-মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন। ইহুদী, মুসলমান ও টেম্পলার ব্যতীত অন্য সবাই গভীরভক্তিভরে ওই উপাসনায় যোগ দিল। ধর্মযোদ্ধা নিজের কণ্ঠদেশ হইতে একটি স্বর্ণহার উন্মোচনকরিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, “মঠাধ্যক্ষ এমার! আমার এবংঅজ্ঞাতকুলশীল ভবঘুরের পণ গ্রহণ করুন; কথা থাকুক যে, আইভ্যানহো যখন ইংলন্ডেরচতুঃসমুদ্রের সীমানার মধ্যে ফিরে আসে, তখন সে স্যার ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবারের আহ্বান স্বীকার করবে ও তার প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য থাকবে। যদি সে এই আহ্বান গ্রহণ না করে, তবে আমিআমার টেম্পলার সম্প্রদায়ের যত মঠ আছে ইউরোপে, প্রত্যেক মঠে তাকে কাপুরুষ বলে ঘোষণাকরব।”

লেডি রাওএনা তার মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন, “এতটা আশ্ফালনের কোনো প্রয়োজন নেই। এই কক্ষের মধ্যে অনুপস্থিত আইভ্যানহোর পক্ষ থেকে যদি আর কেউ কোনো কথা না বলেন, তবে আমিই বলব। আমি নিশ্চয় করে বলছি, তিনি প্রত্যেক সম্মানোচিত আহ্বানই ন্যায্যভাবে গ্রহণ করবেন।”

সেড্রিক বলিলেন, “ভদ্রে, এটা উচিত কাজ হল না। যদি আরো পণের আবশ্যক থাকে, তবে আমি তো আছিই। আমি নিজে বিরক্ত হয়েছি, এবং আমার সে বিরক্তি অসঙ্গতও নয়। যদি আর কোনো পণের আবশ্যকতা থাকে, তবে আমি আইভ্যানহোর সম্মানের জন্য আমারনিজের সম্মান পণস্বরূপ রাখব, কিন্তু যুদ্ধের শর্তগুলি, এমন যে বেয়াড়া নর্মান সভ্যতারআইন-কানুন, সে অনুসারেও পূর্ণ হয়েছে। ফাদার এমার, হয়নি কি?”

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “হাঁ হয়েছে। এই পবিত্র অভিজ্ঞান ও বহুমূল্য হার আমি আমাদের মঠের কোষাগারে নির্বিঘ্নে রেখে দেব, যতদিন পর্যন্ত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিষ্পত্তি না হয়।

মহানুভব সেড্রিক, আর একটি কথা—আপনার ওজস্বী সুরার গুণে আমার কানে যেন মন্দিরেরসান্ধ্য-ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। লেডি রাওএনার শুভেচ্ছায় আমাদের আর একবার সুরাপানের অনুমতিদিন, তারপর আমাদেরকে বিশ্রামের জন্য কক্ষ ত্যাগ করতে সম্মতি দিন।”

সুতরাং শেষবারের মতো সকলকে পেয়ালা পূর্ণ করিয়া সুরা পরিবেশন করা হইল এবং অতিথিগণ গৃহকর্তা ও লেডি রাওএনার নিকট অত্যন্ত নতশিরে অভিবাদন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হলে সকলের সঙ্গে গিয়া মিশিলেন। পরিবারের প্রধান ব্যক্তিগণ পৃথক দরজা দিয়া পরিচারকদের সহিত চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে সর্দারভৃত্য ও পানপাত্রবাহী দুইজন মশালচী ও খাদ্যবাহী দুইজন চাকরকে সঙ্গে করিয়া ধর্মযোদ্ধা ও মঠাধ্যক্ষকে তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট নিদ্রা যাইবার গৃহে লইয়া গেল আর ছোটদের চাকরেরা তাহাদের পরিচারক ও অন্যান্য অতিথিগণকে তাহাদের নিজ নিজ শয়নেরস্থান দেখাইয়া দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রী একটি মশালধারী ভৃত্য কর্তৃক প্রদর্শিত পথে মশালের আলোকের সাহায্যে এই সুবৃহৎসৌষ্ঠবহীন প্রাসাদের জটিল পথের মধ্য দিয়া তাহার জন্য নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রাওএনার পরিচারিকা দ্বারা হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। পরিচারিকা আদেশের স্বরে বলিল যে, তাহার কত্রী ঠাকুরানি তাহার সহিত কথা বলিতে চান এবং ভৃত্যের হাত হইতে জ্বলন্ত মশালটি লইয়া তাহার প্রত্যাগমন-কাল পর্যন্ত পরিচারককে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তীর্থযাত্রীকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল।

একটি ছোট পথ এবং সাতটি উঁচু ধাপ, যে ধাপের প্রত্যেকটি নীরেট ওক কাঠের কড়ি দিয়া প্রস্তুত, তাহাকে লেডি রাওএনার কক্ষে উপস্থিত করিল। রাওএনা একটি উচ্চ চেয়ারে বসিয়াছিলেন এবং তিনটি দাসী তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার কেশবিন্যাস করিতেছিল।

তাহাকে কি ভাবে সম্বোধন করিতে হইবে সে বিষয়ে একটু ইতস্তত করিয়া কিছুক্ষণমৌন থাকিবার পরে রাওএনা বলিলেন, “তীর্থযাত্রী মশাই! আজ রাত্রে তুমি একজনের নাম উল্লেখ করেছ,—অর্থাৎ—” একটু আয়াস স্বীকারপূর্বক তিনি বলিলেন, “আমি বলছি আইভ্যানহো’র নামের কথা। এই নামটি সেই হৃদয়বাহী স্বভাবত এবং আত্মীয়তাবশত অতিআদরের সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারত; কিন্তু ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা যে, এই নাম উচ্চারণে যে সকল লোক তাদের হৃদয়ে স্পন্দন অনুভব করেছিল, তাদের মধ্যে আমিই কেবলতোমাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য সাহসী হচ্ছি যে, তাকে তুমি কোথায় এবং কি অবস্থায় দেখে এসেছ?”

ব্যথা-স্কন্ধ স্বরে তীর্থযাত্রী বলিলেন, “আইভ্যানহো নাইট সম্বন্ধে আমি খুব সামান্যই জানি। ভদ্রে, আপনাকে তার ভাগ্য সম্বন্ধে জানবার জন্য এত উৎসুক দেখে মনে হচ্ছে তার সম্বন্ধে আমি যদি আরো বেশি জানতুম, তা হলে ভাল হত। আমার বিশ্বাস, তিনি শীগগিরই ইংলন্ডে ফিরে আসবেন।”

লেডি রাওএনা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন এবং আইভ্যানহো নাইট কতদিনে স্বদেশে ফিরিবেন সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

“আগস্তক! যখন তুমি তাকে শেষকালের জন্য দেখেছিলে, তখন কেমন দেখাছিল তাকে? পীড়ার জন্য তার শ্রী ও শক্তি কি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল?”

তীর্থযাত্রী বলিলেন, “যখন তিনি সিংহহৃদয় রিচার্ড-এর অনুচরবর্গের সঙ্গে সাইপ্রাস্কে প্রত্যাগমন করেছিলেন, তখনকার চেয়েও তাকে আরো মলিন ও কৃশ দেখাছিল, এবং তাঁকে বিশেষ চিন্তাশ্রিত মনে হচ্ছিল।”

মহিলাটি বলিলেন, “এখানে ওই সকল চিন্তার মেঘরাশিকে মুখমণ্ডল থেকে দূর করতে পারার মতো সংবাদ তিনি খুব বেশি পাবেন না। তীর্থযাত্রী মশাই, আমার শৈশবের সহচর সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়ার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।”

একটি স্বর্ণমুদ্রা হাতে লইয়া তিনি বলিলেন, “বন্ধু ! তোমার অত্যন্ত কষ্ট ও অনেকতীর্থভ্রমণের সাহায্যস্বরূপ এই ভিক্ষাটি গ্রহণ করো।”

তীর্থযাত্রী বিনীত সম্মানের সহিত সেটি গ্রহণ করিলেন এবং এলাগিথার পিছন পিছন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সামনের ঘরে তিনি তাঁহার ভৃত্য অসওয়াল্ডকে দেখিতে পাইলেন। সে তাহাকে ওইবাড়ির এক অপকৃষ্ট অংশে লইয়া গেল। নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য ও নিম্নপদস্থ অপরিচিত লোকদেরশয়নের জন্য এই দিকে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল।

তীর্থযাত্রী বলিলেন, “এইগুলির মধ্যে কোনটিতে ইহুদী শুয়ে আছে?”

অসওয়াল্ড উত্তর দিল, “সন্ন্যাসী! আপনার কক্ষের পরের কুঠুরীতে ওই বিধর্মী কুকুরটা আস্তানা গেড়েছে।”

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, “শূকরপালক গার্খ কোথায় ঘুমোয়?”

ক্রীতদাস উত্তর করিল, “গার্খ আপনার ডানদিকে, যেমন ইহুদী আপনার বাঁদিকে।”

তারপর তীর্থযাত্রী তাঁহার নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার পরিহিত পরিচ্ছদের কোনো কিছু না খুলিয়া গৃহমধ্যস্থ কঠিন কর্কশ শয়্যার উপর শয়ন করিলেন। গরাদে-বসানো ক্ষুদ্র জানালাটির মধ্য দিয়া প্রভাতের প্রথম সূর্যকিরণ আসিয়া না পড়া পর্যন্ত তিনি নিদ্রা গেলেন—অন্তত বিছানায় শুইয়া রহিলেন। তাহার পরেই তিনি গাত্রোথানকরিলেন এবং প্রাতঃকালীন উপাসনার মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া ও পরিহিত পরিচ্ছদ ঠিক করিয়া লইয়া স্বীয় কক্ষ ত্যাগ করিলেন। যতটা পারিলেন নিঃশব্দে ইহুদী আইজাক্-এর কক্ষের দরজারখিল তুলিয়া তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধ সন্ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিল। তাহার মাথার উপর পাকা চুলগুলি কাঁটা দিয়া উঠিল। সে কোনো রকমে গায়ে কিছু কাপড় জড়াইয়া তীর্থযাত্রীর প্রতি তাহার তীক্ষ্ণ কৃষ্ণতার চক্ষু দুটিনিবদ্ধ করিল। ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময় ও শারীরিক বিপদেরআশঙ্কা তাহার চাহনিতে পরিস্ফুটহইল।

তীর্থযাত্রী বলিলেন, “আমার কাছে তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি তোমার বন্ধু হিসাবেই এসেছি।”

ইহুদী অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, “আমাদের জাতির দেবতা আপনার মঙ্গল করুন। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম— পিতা আব্রাহামের জয় হোক,—যা সে তো একটা স্বপ্ন মাত্র !” একটুআত্মসংবরণ করিয়া লইয়া সে তাহার স্বাভাবিক সুরে বলিল, “আমার মতো একজন দরিদ্রইহুদীর কাছে এত ভোরে আপনার কি দরকার?”

তীর্থযাত্রী বলিলেন, “এই সংবাদটি তোমাকে বলতে চাই যে, তুমি যদি এই বাড়ি এখনই ত্যাগ করে না যাও, এবং সেটা একটু তাড়াতাড়ি না করো, তবে তোমার যাওয়াটা নিরাপদ হবেনা।”

ইহুদী বলিল, “হা ঈশ্বর। আমার মতো হতভাগ্য দরিদ্রকে বিপদে ফেলে কার কি লাভহবে?”

তীর্থযাত্রী বলিলেন, “কি মতলব থাকতে পারে, তা তুমিই জানো। কিন্তু এটা তুমি জেনে রাখো যে, ধর্মযোদ্ধা যখন কাল রাত্রিতে খাওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, তখন তিনিস্যারাসেন ভাষায় তার মুসলমান ক্রীতদাসদেরকে কিছু বলেছিলেন; আমি এই ভাষা খুব ভাল রকমেই বুঝতে পারি। আজ সকালে তোমার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য, আর এইপ্রাসাদ থেকে বেশ কিছু দূরে তোমাকে বন্দী করে ফিলিপ দ্য মালভোয়াজাঁ অথবা রেজিনাল্ডফ্ৰঁ-দ্য-বিউফ-এর প্রাসাদদুর্গে নিয়ে যাবার জন্য তিনি তাদের উপর ভর দিয়েছেন।”

এই সংবাদে ইহুদীর অন্তরে যে ভয়ানক ভয় সঞ্চারিত হইয়া তাহার শরীরের সমস্ত অংশের শক্তিকে অকস্মাৎ অভিভূত করিয়া ফেলিল, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। তাহার বাহ্যুগল পার্শ্বদেশে ঝুলিয়া পড়িল, তাহারই ভাৱে

তাহার হাঁটু দুইটি নুইয়া পড়িল এবং সে যেনকোনো অদৃশ্য শক্তির চাপে অবসন্ন দেহে সেই তীর্থযাত্রীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

তীর্থযাত্রী বলিলেন, “আইজাক ওঠো, আমার কথা মন দিয়ে শোনো। তোমাকে আমিপালাবার উপায় বলে দিচ্ছি। এই ঘর থেকে এখনই বেরিয়ে পড়ো। আমি তোমাকে বনের ভিতরের গুপ্ত পথ দিয়ে নিয়ে যাব, আর ক্রীড়াযুদ্ধে যাচ্ছেন এমন কোনো সর্দার বা জমিদারেরনিরাপদ সঙ্গ যতক্ষণ তোমার ভাগ্যে না হচ্ছে, ততক্ষণ আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না। ও-রকম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুগ্রহ পাওয়ার উপায় সম্ভবত তোমার হাতেই আছে।”

ইহুদী বলিল, “সহৃদয়তাকে লাভ করবার ক্ষমতা আমার হাতে আছে ? হায়! কোনো খ্রিস্টানের অনুগ্রহ লাভ করবার পথ একটিমাত্রই তো আছে, আর এই গরিব ইহুদী সে পথ কি করে বার করবে?” তারপর একটা সন্দেহ যেন তাহার সকল মনোবৃত্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “ঈশ্বরের দোহাই, প্রতারণা করে আমায় ধরিয়ে দিয়ো না।” শেষ কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একান্ত ব্যাকুল দৃষ্টিতে সে তীর্থযাত্রীরলম্বা আলখেল্লাটি আঁকড়াইয়া ধরিল।

তীর্থযাত্রী বলিলেন, “তুমি যদি তোমার জাতির সমগ্র ঐশ্বর্যভারের অধীশ্বর হতে, তবুও তোমার ক্ষতি করে আমার লাভ কি? তোমাকে সঙ্গীরূপে পাবার জন্য আমি আগ্রহান্বিত এ কথা আদৌ মনে ভেবো না। এও ভেবো না যে, তা হতে নিজের কোনো সুবিধা কোরে নেবার কথা আমি ভাবছি। তোমার ইচ্ছা হয় তুমি এখানে থাকো। স্যাক্সন সেড্রিক তোমাকে রক্ষা করতেপারেন।”

ইহুদী বলিল, “হায়! তিনি আমাকে তাঁর অনুচরদের সঙ্গে যেতে অনুমতি দেবেন না। ফিলিপ দ্য মালভোয়াজাঁ এবং রেজিনাল্ড ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর এলাকার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষেএকলা যাওয়া—সদাশয় যুবক, আমি তোমার সঙ্গে যাব। চল, তাড়াতাড়ি করো, কোমর বাঁধো, এই তো তোমার তীর্থযাত্রীর লাঠি, নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, বিলম্ব কিসের?”

তীর্থযাত্রী তাঁহার সহযাত্রীর একান্ত অনুরোধের বশবর্তী হইয়া বলিলেন, “আমার বিলম্ব নাই, কিন্তু এ স্থানটি ত্যাগ করবার উপায় আমাকেই তো খুঁজে নিতে হবে? আমার পিছনে পিছনে এসো।”

তিনি তাহাকে গার্খের কক্ষে লইয়া গেলেন। পাঠক জানেন যে, ইহা শূকররক্ষক গার্খের শয়নকক্ষ। তীর্থযাত্রী বলিলেন, “গার্খ ওঠো, তাড়াতাড়ি ওঠো। খিড়কীর দরজা খুলে দাও, এবং এই ইহুদী আর আমাকে বেরুতে দাও।”

তীর্থযাত্রী যে স্বরে কথা বলিলেন, তাহা ঘনিষ্ঠতা ও প্রভুত্বব্যঞ্জক। গার্খ তাহাতে বিরক্ত হইল। সে তাহার বিছানা ছাড়িয়া না উঠিয়া কনুইয়ের উপর ভর দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া বলিল, “ইহুদী রদারউড ছেড়ে যাচ্ছে, আর তার উপর তার সঙ্গে চলেছেন তীর্থযাত্রী। যিনি ইহুদী এবং যিনি ইহুদী নন, এই দু'জনকেই বড় ফটক খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। আমরা কোনো আগলুককেই এমন অসময়ে গুপ্তভাবে এ স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে দিতে পারব না।”

প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে তীর্থযাত্রী বলিলেন, “তবু আমি মনে করি, আমায় সে অনুগ্রহ করতেতুমি অস্বীকৃত হবে না।”

এই কথা বলিয়া তিনি অর্ধশায়িত শূকররক্ষকের শয্যার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্যাক্সন ভাষায় তাহার কানে কানে কি বলিলেন। গার্খ বিদ্যুৎসঞ্চরিত ব্যক্তির ন্যায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়াবসিল। তীর্থযাত্রী সতর্কতার ভঙ্গিতে অঙ্গুলি তুলিয়া বলিলেন, “গার্খ, চুপ করো! তোমারবিবেচনা-শক্তি আছে। খিড়কীর দরজা খুলে দাও। তুমিযথাসময়ে আরো অনেক বেশি কথাজানতে পারবে।”

তৎপরতার সহিত গার্খ তাঁহার আদেশ-পালনে অগ্রসর হইল। ইহুদীটি তাহারঅনুগামী হইল। শূকররক্ষকের ব্যবহারে হঠাৎ এইরূপ পরিবর্তন ঘটিতে দেখিয়া সে বিস্মিতহইল।

খিড়কির দরজার বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইয়াই ইহুদী বলিল, “আমার ঘোড়া—ঘোড়াটা!”

তীর্থযাত্রী বলিলেন, “ওঁর ঘোড়াটা এনে দাও, আমায় আর একটা এনে দাও, এই অঞ্চলপার হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত যাতে আমি ওর সঙ্গী হতে পারি। আশ্বিতে সেড্রিকের কোনো অনুচরের কাছে আমি এটা নিরাপদে ফিরিয়ে দেব। আর তুমি—” বাকি কথাটা তিনি গার্খ-এর কানে কানে বলিলেন।

গার্খ বলিয়া উঠিল, “খুশির সঙ্গে—খুব খুশির সঙ্গে তা সম্পাদিত হবে এবং তৎক্ষণাত্বে তাহার উপর ন্যস্ত কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রস্থান করিল।

অল্পক্ষণ পরে সে ঘোড়া দু’টি লইয়া পরিখার পরপারে হাজির হইল। পথিকদ্বয়টানাপুলের উপর দিয়া পরিখা পার হইলেন। উভয়ে ঘোড়া দু’টির নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র ইহুদীটি তাহার আলখেল্লার নিম্নদেশের মধ্য হইতে নীল বাকরাম কাপড়ের একটি ক্ষুদ্র খলেলইয়া ক্ষিপ্র ও কম্পমান হস্তে জিনের পিছনে বাঁধিয়া দিল এবং যেন আপন মনেই বলিল, “পরবার কিছু কাপড়-চোপড় মাত্র কিছু পরবার কাপড়-চোপড়!” তাহার বয়সের লোকের নিকট হইতে যতটা প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত তদপেক্ষা অধিক আগ্রহ ও তৎপরতার সহিতসে সেই পশুটার পিঠের উপর চড়িয়া বসিল এবং আদৌ সময় নষ্ট না করিয়া তাহার পরিচ্ছদের নিম্নাংশ এরূপ ভাবে বিন্যস্ত করিল যে, তাহাতে ওই খলেটি সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া যায়।

তীর্থযাত্রী অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে অন্য পশুটির পিঠে চড়িলেন। বিদায় লইবার সময়েগার্খের দিকে তিনি হাতটি বাড়াইয়া দিলেন—একান্ত শ্রদ্ধার সহিত গার্খ সেই হস্ত চুম্বন করিল। অরণ্যের শাখাপ্রশাখার অন্তরালে পথিকদ্বয় অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত শূকররক্ষক একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অরণ্যের প্রত্যেক পথ ও নির্গমনের পথগুলি তীর্থযাত্রীর পরিচিত বলিয়া মনে হইল। তিনি সর্বাপেক্ষা বাঁকা ও ঘুরপথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। কিছুক্ষণ অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবার পরে তিনি মৌনভঙ্গ করিয়া প্রথমে কথা বলিলেন।

তিনি বলিলেন, “ওই বড় শুকনো ওকগাছটি ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর সম্পত্তির শেষ সীমানা নির্দেশ করছে। মালভোয়াজাঁ-র এলাকার শেষ সীমানা আমরা অনেকক্ষণ পার হয়ে এসেছি। এখন আর আমাদের ভয় নাই। শেফিল্ড শহর খুব কাছেই। সেখানে তোমার স্বজাতির অন্তর্ভুক্ত অনেক লোক আছে, যাদের কাছেতুমি আশ্রয় নিতে পারবে?”

ইহুদী বলিল, “সদাশয় যুবক, তোমার করুণার জন্য ফাদার জ্যাকবের আশীর্বাদতোমারওপর বর্ষিত হোক। শেফিল্ডে আমি আমার আত্মীয় জ্যারেথের আশ্রয় নিতে পারব, এবংনিরাপদে ভ্রমণের কোনো উপায় করে নিতে পারব।”

তীর্থযাত্রী বলিলেন, “তাই হবে। শেফিল্ডে পৌঁছবার পর আমরা পরস্পরের কাছ থেকেবিদায় নেব এবং ঘোড়ায় চড়ে আধঘণ্টা গেলেই আমরা শেফিল্ড শহর দেখতে পাব।”

বাকি আধঘণ্টা উভয় পক্ষই নীরব রহিল। এই সময়টুকু উত্তীর্ণ হইলে তাহারা একটি ক্রমোন্নতশীর্ষ টিপি উপরে আসিয়া উভয়ে থামিলেন এবং তীর্থযাত্রী তাহাদের নীচের দিকে অবস্থিত শেফিল্ড শহরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, “এইখানে আমি তবে বিদায় গ্রহণ করি।”

আইজ্যাক বলিল, “হতভাগ্য ইহুদীর ধন্যবাদ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আমারকুটুম্ব জ্যারেথের বাড়ি আমার সঙ্গে তোমার যাওয়ার প্রস্তাব করতে আমার সাহস হয় না, তবেতোমার উপকারের প্রতিদান দেবার কিছু ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।”

তীর্থযাত্রী বলিলেন, “কোনো প্রতিদানের আবশ্যিকতা নেই। যদি আমার এই কাজটুকুরজন্য তোমার বহু দেনদারের মধ্যে ঋণশোধে অক্ষমতাবশত যে তোমার আয়ত্তাধীন, এমনকোনো দুর্দশাগ্রস্ত খ্রিস্টানকে তুমি ভূগর্ভস্থ

কারাগারের শৃঙ্খলের বন্ধন হতে মুক্ত করো, তাহলেআজ সকালের কাজটা—যা তোমার জন্য করেছি—তা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।”

ইহুদী তাঁহার পরিচ্ছদ টানিয়া ধরিয়া বলিল, “এসো এসো, এর চেয়ে একটু বেশি কিছুতোমার নিজের জন্য আমি করতে চাই। আমায় ক্ষমা করো, যদি অনুমান করে বলি এই মুহূর্তেসবচেয়ে তোমার বেশি অভাব কোন জিনিসের। একটি অশ্ব ও একটি বর্মই তুমি এখন পাবার ইচ্ছা করো।”

তীর্থযাত্রী বিস্ময়ে চমকিত হইয়া উঠিয়া ইহুদীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, “কোন শয়তান এই অনুমান করবার ইঙ্গিত দিল?”

ইহুদী ঈষদ্বাস্যে বলিল, “তাতে কিছু যায় আসে না, যদি অনুমানটি যথার্থ হয়। আরতোমার যা অভাব তা আমি যেমন অনুমান করতে সমর্থ, তেমনি পূরণ করতেও সমর্থ।” তাহার পর, যেন কথাবার্তা থামাইবার জন্য তাড়াতাড়ি লিখিবার উপকরণ বাহির করিয়া সেতাহার হলদে টুপির উপর একখানা কাগজ রাখিয়া তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করিল। লেখা সমাপ্ত হইলে হিব্রু অক্ষরে লিখিত সেই কাগজটা গুটাইয়া তীর্থযাত্রীকে দিয়া সে বলিল, “লীষ্টারশহরে কিরুজাথ জয়রাম নামক ধনী ইহুদীকে সকলেই জানে। তাকে এই কাগজটা দিয়ো। তারকাছে বিক্রির জন্য মিলান নগরে প্রস্তুত ছয়সেট বর্ম আছে। তার মধ্যে সব চেয়ে নিকৃষ্টটিও যে কোনো রাজার উপযুক্ত। দশটা ভাল যুদ্ধের ঘোড়াও আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ যেটি, সেটাও এমন একজন রাজার চড়বার উপযুক্ত, যে রাজাকে তার সিংহাসনের জন্য লড়তেহচ্ছে। এই সমস্তের মধ্যে যা তোমার পছন্দসই তাই সে তোমাকে দেবে। ক্রীড়াযুদ্ধের জন্যউপযুক্তভাবে প্রস্তুত হতে হলে তোমার অন্যান্য যে যে জিনিসের আবশ্যিক আছে, সে সমস্তইতোমাকে সে দেবে। ওই ব্যাপার মিটে যাবার পরে তুমি জিনিসগুলি ভাল অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ো।”

তীর্থযাত্রী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “কিন্তু আইজ্যাক, তুমি কি জানো যে, এই সকলক্রীড়াযুদ্ধে যে বীর পরাস্ত ও অশ্ব হতে নিষ্কিণ্ড হয় তার বর্ম ও অশ্ব বাজেয়াপ্ত হয়ে বিজেতার সম্পত্তি হয়ে যায়? আমি দুর্ভাগ্যবশত পরাজিত হতে তো পারি; এবং তা হলে যার পরিবর্তেঅপর দ্রব্য দেবার বা মূল্য দেবার আমার ক্ষমতা নেই, তা আমি হারাতেও তো পারি।”

এই সম্ভাবনায় ইহুদী একটু স্তম্ভিত হইল, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, “না-না, তা অসম্ভব, আমি একথা মনেও স্থান দেব না। আমাদের জাতির যিনি পরম পিতা তাঁরআশীর্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হবে। তোমার বর্শা ম্যোশির লাঠির মতো ক্ষমতাসালী হবে।”

এই বলিয়া সে তাহার ঘোড়ার মাথা ফিরাইল, এমন সময়ে তীর্থযাত্রীও ইহুদীরআলখেল্লা ধরিলেন (অর্থাৎ ইহুদী পূর্বে যেমন তাহাকে ধরিয়াছিল, তিনিও ইহুদীর গমনে বাধা দিবার জন্য তাহা করিলেন) এবং বলিলেন, “না আইজ্যাক, তুমি বিপদের সকল সম্ভাব্যতাজানো না। তোমার ঘোড়া মারা যেতে পারে, বর্মটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।”

শূলবেদনাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় ইহুদীর শরীর জিনের উপর মোচড় খাইয়া গেল, কিন্তু তাহার উচ্চতর মনোবৃত্তিগুলি তাহার অভ্যস্ত মনোবৃত্তিগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিল। সে বলিল, “আমি গ্রাহ্য করি না—আমি গ্রাহ্য করি না; আমাকে যেতে দাও। যদি কোনো লোকসান হয়, তোমার এক পয়সাও লাগবে না। বিদায়! তবুও সদাশয় যুবক, কথাটা মন দিয়ে শুনে রাখ, এইঅনর্থক বিভ্রাটের মধ্যে নিজেকে বেশি বিপদগ্রস্ত করতে যেও না, আমার ঘোড়া বা বর্মের অনিষ্টের জন্য আমি বলছি না—বলছি তোমার নিজের দেহ ও প্রাণের জন্য।”

তীর্থযাত্রী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “আমাকে সাবধান করে দেবার জন্য তোমাকে বহু ধন্যবাদ; তোমার অনুগ্রহ আমি বেশ সহজ ভাবেই কাজে লাগাব। যদি আমার কোনো বিশেষঅন্তরায় উপস্থিত না হয়, তবে তোমার এই সৌজন্যের প্রতিদান আমি নিশ্চয়ই দেব।”

উভয়ে পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন এবং বিভিন্ন পথে শেফিল্ড শহরের দিকে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শঙ্করযুদ্ধ বলিয়া কথিত যে ক্রীড়ায়ুদ্ধ লিস্টারশায়ারের অন্তর্গত অ্যাশবি নামক স্থানে হইবার কথা ছিল উহা সার্বজনীন মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। নির্ধারিত দিনের প্রাতঃকালে সর্বশ্রেণীর লোকের বিপুল জনতা অতীব ত্বরান্বিত ভাবে ক্রীড়ার মাঠের দিকে অগ্রসর হইতেলাগিল।

যুদ্ধ-প্রাঙ্গণটি অসামান্যরূপে বৈচিত্র্যময়। শহরের এক মাইলের মধ্যে আসিয়া যে বনটি পৌঁছিয়াছিল, তাহার প্রান্তদেশে এক বিস্তীর্ণ ময়দান—উহার একদিক অরণ্যবেষ্টিত, অন্য দিকবিরল ভাবে সন্নিবিষ্ট দূরে দূরে অবস্থিত ও গাছের দ্বারা সীমাবদ্ধ। চারিদিকের ভূমি ক্রমশচালু হইয়া একটি সমতল নিম্নক্ষেত্রে নামিয়া গিয়াছিল। ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিবার জন্য ওইনিম্নভূমিকে শক্ত খুঁটির বেড়া দিয়া ঘেরা হইয়াছিল। এই অঙ্গনের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে যোদ্ধাদিগের প্রবেশের জন্য ফাঁক ছিল। তাহাতে প্রবেশের জন্য যে সুদৃঢ়কাঠের দরজা ছিল, তাহামাত্র দুইজন অশ্বারোহী পাশাপাশি যাইতে পারিবার মতো প্রশস্ত। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবংক্রীড়ায়ুদ্ধে প্রবৃত্ত বীরদিগের বংশ, গুণ ও পদমর্যাদা নিরূপণ করিবার জন্য এই দরজা দুইটির প্রত্যেকটিতে অনুচরবৃন্দ ও বহুসংখ্যক শস্ত্রপাণি সৈনিকসহ দুইজন করিয়া কর্মচারী রাখা হইয়াছিল।

দক্ষিণ দিকের প্রবেশদ্বার হইতে কিঞ্চিৎ দূরে—ভূমির একটি স্বাভাবিক উচ্চ ভূমিখণ্ড যে পাটাতন প্রস্তুত করিয়াছিল তাহার উপর পাঁচটি বড় জাঁকজমকওয়ালা সুদৃশ্য শিবির স্থাপিত ছিল। যে পাঁচজন বীর যোদ্ধা অন্যান্য বীরগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনোনীতগৈরিক ও কালো রঙের পতাকাসমূহ দ্বারা ওই শিবিরগুলি সজ্জিত ছিল। প্রত্যেক শিবিরেরসম্মুখে সেই শিবিরের অধিকারী যোদ্ধার ঢাল ঝুলানো ছিল এবং উহার পার্শ্বেতাঁহার ভৃত্য দণ্ডায়মান ছিল। মধ্যবর্তী শিবিরটি ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবার-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল; যদিও তিনি এত অল্প সময় পূর্বে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন, তবুও এই ক্রীড়ায়ুদ্ধে প্রবৃত্ত বীরদিগেরসহিত তাঁহার আত্মীয়তা এবং বীরোচিত সর্ববিধ ক্রীড়ায় তাহার খ্যাতিবশত উক্ত দ্বন্দ্বাহ্বানকারীযোদ্ধাগণ তাহাকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিবিরের এক পার্শ্বে রেজিনাল্ড ফ্রাঁ-দ্য-ব্যফ ও ফিলিপ-দ্য-মালভোয়াজাঁ-এর তাঁবু এবং অপর পার্শ্বে অন্য দুইজন বীরের তাঁবুপড়িয়াছিল।

ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের বহির্ভাগের কতকটা স্থানে অস্থায়ী গ্যালারি ছিল। ওই গ্যালারিগুলি চিত্রিত পর্দার কাপড় ও গালিচার দ্বারা আবৃত ছিল এবং যে সকল সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা ক্রীড়ায়ুদ্ধদেখিতে আসিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছিল, তাহাদিগের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য গ্যালারিগুলিতে গদি আঁটা ছিল। এই সমুদয় গ্যালারি ও ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের মধ্যস্থ অপরিসরস্থানটিতে কৃষিজীবী ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীগণ এবং নিতান্ত হীনশ্রেণীর সাধারণ লোক অপেক্ষাউচ্চতর শ্রেণীর দর্শকগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল; ওই স্থানটিকে নাট্যশালার গ্যালারির সম্মুখস্থ মেঝের অর্থাৎ ‘পিট’-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারিত। নিম্নশ্রেণীর লোকের মিশ্রজনতা এই উদ্দেশ্যে রচিত বিস্তীর্ণ তৃণাবৃত ভূমির উপর প্রস্তুত উঁচু ও বড় চাতালগুলির উপর যাইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল। ভূমির স্বাভাবিক উচ্চতার জন্য এবং ওই চাতালগুলির উচ্চতার জন্যতাহাদের দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া গ্যালারির উপর দিয়া বেষ্টিত মল্লভূমির মধ্যে যাইয়াপড়িতেছিল।

মল্লভূমির পূর্বে ঠিক মাঝখানে, সুতরাং যেখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধকারীদের প্রবল সংঘাত ঘটিবার কথা তাহার ঠিক সম্মুখে—অন্যান্য মঞ্চগুলি অপেক্ষা উচ্চতর একটি বেদিকা নির্মিত হইয়াছিল। উহা অধিকতর মূল্যবান দ্রব্যে শোভিত ছিল এবং ইহাতে চন্দ্রাতপবিশিষ্ট রাজসিংহাসনের ন্যায়মূল্যবান আসন স্থাপিত ছিল। রাজকীয় কুলচিহ্ন ওই চন্দ্রাতপে বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত ছিল। প্রিন্সজন্ ও তাহার অনুচরবর্গের জন্য নির্দিষ্ট এই সম্মানিত স্থানের চতুর্দিকে অস্ত্রধারী অনুচর, বালকভৃত্য এবং মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত ধনুকধারী সৈনিকেরা অপেক্ষা করিতেছিল। ক্রীড়ায়ুদ্ধের অঙ্গনের বাহিরের পশ্চিম দিকের ভূমিতে ওই রাজকীয় মঞ্চের বিপরীত দিকে আর একটি আসন ছিল, উহা যদিও রাজকুমারের জন্য নির্দিষ্ট আসনের অপেক্ষা কম মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা অলঙ্কৃত, তথাপি সুন্দরতর ও বিচিত্রতর ভাবে সজ্জিত। একদল বালকভৃত্য ও সর্বাপেক্ষাসুন্দরী বলিয়া নির্বাচিতা একদল কিশোরী সবুজ ও লাল রঙের শৌখিন পোশাকে সুন্দররূপেসজ্জিত হইয়া ও উক্ত বর্ণদ্বয়ে সুশোভিত একটি সিংহাসনকে বেষ্টিত করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। এই সম্মানের আসনটি ‘সৌন্দর্যের ও প্রেমের রানির’ জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু কে যে এই রানিহইবেন, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারে নাই।

ক্রমে ক্রমে গ্যালারিগুলি শান্তির পরিচ্ছদ পরিহিত বীরযোদ্ধা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসমূহেপরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহাদের দীর্ঘ ও উজ্জ্বল বর্ণের টিলা জামা, মহিলাগণের সুন্দরতর ও সমধিক আড়ম্বরবিশিষ্ট পরিচ্ছদের সহিত একটা বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছিল—নিম্ন ও মধ্যবর্তীস্থানে সঙ্গতিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত বিষয়ী লোক ও নাগরিকগণ এবং যে সমস্ত নিম্নস্তরের ভদ্রলোকেরা হীনতা, দারিদ্র্য অথবা ভদ্রপদবীর অনিশ্চয়তাবশত উচ্চতর আসন গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেছিলেন না, তাহাদের দ্বারা শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া গেল। অবশ্য ইহাদের মধ্যেই কে কোথায় সম্মানের আসন দখল করিয়া আগে বসিবে তাহা লইয়া পুনঃপুনঃ বিবাদ উপস্থিত হইতেছিল।

একজন বৃদ্ধ বলিতেছিলেন, “এই বিধর্মী কুকুর, তুমি একজন খ্রিস্টান ও মন্ট-ডি-ডিয়ারবংশজাত একজন নির্মাণ ভদ্রলোককে ধাক্কাদিতে সাহস করো?” এই বৃদ্ধের অতি জীর্ণ জামাতাহার দারিদ্র্যের সাক্ষ্য দিতেছিল এবং তরবারি ছোরা ও সোনার হার তাহার সামাজিক মর্যাদার দাবী জ্ঞাপন করিতেছিল।

এই কঠোর উক্তি যাহার প্রতি করা হইয়াছিল সে আমাদের পূর্ব-পরিচিত আইজ্যাক; জরির কাজ-করা এবং কিনারায় পশম বসানো লম্বা আলখেল্লা পরিয়া সে গ্যালারির নীচে সকলের সম্মুখের সারিতে তাহার সুন্দরী কন্যা রেবেকার জন্য একটি স্থান সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; রেবেকা এ্যাশ্বিতে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। সে তাহার পিতার বাহুতেভর দিয়া দণ্ডায়মানা ছিল এবং তাহার পিতার ধৃষ্টতায় সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যে বিরক্তিদেখা গিয়াছিল, তাহাতে সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অন্য সময়ে আইজ্যাক ভীরাপ্রকৃতি হইলেও ভালরূপে জানিত যে, এই সময়ে তাহার ভয়ের কোনো কারণ নাই। যেখানে জনমণ্ডলীর সমাবেশ হইত, অথবা তাহার সমশ্রেণীর অন্য লোকগণ সমবেত হইতেন, সেখানে কোনো অর্থগুণুঅথবা ক্রুরপ্রকৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহার অনিষ্ট করিতে সাহস পাইতনা। এই সকল স্থানে ইহুদীরা সাধারণত আইনের রক্ষণাধীনে থাকিত। বর্তমান ঘটনার সময়ে আইজ্যাক সাধারণত যে পরিমাণে নিজেকে নিঃশঙ্ক বোধ করিতে পারিত, তদপেক্ষা অধিকতরনিঃশঙ্ক বোধ করিতেছিল। কারণ সে জানিত যে, সেই সময়েই প্রিন্স জন্ ইয়র্ক নগরেরইহুদীগণের নিকট হইতে কতকগুলি জহরত ও ভূমি বন্ধক রাখিয়া ঋণ-গ্রহণের জন্য কথাবার্তাচালাইতেছিলেন। ওই ব্যাপারে আইজ্যাক-এর নিজের হাত কম ছিল না এবং সে ভালরূপেজানিত যে প্রিন্স জন্-এর ওই ঋণদান-কার্যের সুসমাধানের জন্য বিশেষ আগ্রহই তাহার রক্ষারকারণ হইবে।

এই সমস্ত বিবেচনা দ্বারা সাহসী হইয়া ইহুদী তাহার লক্ষ্যসাধনে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইল; এবং ওই নর্মান খ্রিস্টানের বংশ, পদমর্যাদা অথবা ধর্মের জন্য কিছু সম্ভ্রম না দেখাইয়াতাহাকে ক্রমাগত ঠেলিতে লাগিল। কিন্তু ওই বৃদ্ধের অভিযোগ অন্যান্য দর্শকের ক্রোধউৎপাদন করিল। ওই সকলের মধ্যে একজন একটি শূলকায় ও দৃঢ়বদ্ধদেহ ছোট জমিদার, যে লিঙ্কন নগরে প্রস্তুত সবুজ বর্ণের পোশাক পরিয়াছিল এবং যাহার কোমরবন্ধে বারোটি তিরগোঁজা

ছিল ও হাতে ছিল ছয়ফুট লম্বা একটা ধনুক—সে হঠাৎ ঘুরিয়া ইহুদীর দিকে চাহিল এবং ইহুদীকে এই কথা মনে রাখিতে বলিল যে, তাহার অত্যাচার-জর্জরিত দুঃস্থ ব্যক্তিদের অর্থ শুষ্কিয়া সে যত অর্থ উপার্জন করিয়া থাকুক, তাহা তাহাকে একটা স্ফীতদেহ মাকড়সার মতো স্থূলকায় করিয়াছে মাত্র; সে যতক্ষণ এককোণে নিজেকে আবদ্ধ রাখে, ততক্ষণ উহা উপেক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু যখনই সে আলোয় বাহির হইতে সাহসী হয়, তখনই সে দলিত হয়। নর্মান-ইংরাজি ভাষায় ওই সতর্কবাণী দৃঢ়স্বরে ও কঠোর বাক্যে উচ্চারিত হইলে ইহুদী পিছাইয়া গেল। যদি প্রিন্স জনের দিকে প্রত্যেকের মনোযোগ আকৃষ্ট না হইত, তাহা হইলে সম্ভবত এই বিপদপূর্ণ সান্নিধ্য হইতে সে একেবারেই সরিয়া পড়িত। তিনি (প্রিন্স জন) ওই মুহূর্তেই ক্রীড়াভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তাহার সঙ্গে অনেক আমোদপ্রিয় সঙ্গী ছিল, কতকগুলি সাধারণ বিষয়ী লোক এবং কতকগুলি পুরোহিত-সম্প্রদায়ভুক্ত লোক। পুরোহিতশ্রেণীর লোকদিগের পোশাক জাঁকজমকে তাহাদিগের সঙ্গীদিগেরই অনুরূপ এবং ইহাদের ব্যবহারও তেমনি স্ফূর্তিবাজ ধরনের। কোনো উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকের পক্ষে যতদূর চাকচিক্যপূর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে সাহসী হওয়া সম্ভব, সেইরূপ পোশাক পরিয়া জরাভামঠের অধ্যক্ষ শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিলেন। প্রিন্স জনের অনুচরবৃন্দের অবশিষ্টলোকেরা ছিলেন তাঁহার বেতনভোগী সৈন্যগণের সেনাপতিগণ, কয়েকজন লুণ্ঠনপ্রিয় ব্যারন, চরিত্রহীন কয়েকজন মোসাহেব, কয়েকজন টেম্পলার শ্রেণীর যোদ্ধা ও কয়েকজন হসপিটেলার শ্রেণীর যোদ্ধা।

সভায় উচ্চতর স্থান দখল করিবার জন্য আইজ্যাকের দুরাশামূলক প্রচেষ্টা যে বিস্ফোভ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা তখনো পর্যন্ত প্রশমিত হয় নাই, এমন সময়ে প্রিন্স জন সানন্দে ঈষৎ দক্ষিণে ও বামে ফিরিতে ফিরিতে মল্লভূমির চারিদিকে অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে সেই বিস্ফোভের দ্বারা আকৃষ্ট হইলেন। প্রিন্স জন-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ ইহুদীকে চিনিতে পারিল কিন্তু যে সুন্দরী ইহুদীকুমারীটি গোলমালে শঙ্কিতা হইয়া বৃদ্ধ পিতার বাহু আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আরো আনন্দের সহিত আকৃষ্ট হইল।

বাস্তবিক ইংলন্ডের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের সহিত রেবেকার তুলনা করা যাইতে পারিত। তাহার গঠন অতি চমৎকার সৌষ্ঠব-সম্পন্ন ছিল এবং তাহার জাতির রমণীদিগের প্রথা অনুসারে সে যে একপ্রকার প্রাচ্যদেশীয় পোশাক পরিয়াছিল, তাহার দ্বারা উহার সুঠাম গঠন আরো পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার চক্ষুদুটির জ্যোতি, ভ্রুয়ুগলের বন্ধিম শোভা, সুন্দর ঈগলচঞ্চুবৎ নাসা, মুক্তাশ্রু দন্তপঙ্ক্তি এবং কৃষ্ণ কেশরাজি—এই সকল মিলিয়া এমনসৌন্দর্য-সমবায় রচনা করিয়াছিল যে, তাহা তাহার চারিপাশের তরুণীগণের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীদিগের সৌন্দর্যের নিকটও পরাস্ত হয় নাই।

প্রিন্স জন বলিলেন, “আব্রাহামের টাক-পড়া মাথার দিব্য, আমার মনে হয় ওই ইহুদী-কন্যা নারী-সৌন্দর্যের নিখুঁত আদর্শ। মঠাধ্যক্ষ এমার! এ বিষয়ে তোমার কি মত?”

মঠাধ্যক্ষ একপ্রকার সানুাসিক স্বরে উত্তর করিলেন, “শারন দেশের গোলাপ এবং উপত্যকার লিলিফুল! কিন্তু কুমার, মনে রাখবেন যে তবুও এ ইহুদী-কন্যা মাত্র।”

প্রিন্স জন তাঁহার বাক্যে মনোযোগ না দিয়া বলিতে লাগিলেন, “হু, এই যে আমাদের অধর্মের ধনকুবের, যাঁকে মার্কস-এর মার্কুইস এবং বাইজান্টস-এর ব্যারনও বলা যায়—তিনিও একটু জায়গা পাবার জন্যে কানাকড়িহীন কুকুরদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি কচ্ছেন। সেন্ট মার্ক-এর শরীরের দিব্য, আমার টাকা যোগাবার প্রধান সহায় এই মহাজন আর ওর সঙ্গে এই ইহুদীমেয়েটি গ্যালারিতেই স্থান পাবে। আইজ্যাক, এ কে? তোমার স্ত্রী না কন্যা?”

আইজ্যাক নত হইয়া অভিবাদনপূর্বক উত্তর করিল, “কুমার, এটি আমার মেয়ে রেবেকা।”

জন গ্যালারির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “উপরে কে বসে আছে? স্যাক্সনচাষারা আলস্যে সটান লম্বা হয়ে পড়ে আছে, দূর কর ওদের। ওরা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আমাদের এই সুদখোরের রাজা ও তার সুন্দরী মেয়ের জন্য জায়গা করে দিক্।”

গ্যালারিতে উপবিষ্ট যাহাদের লক্ষ্য করিয়া এই অপমানজনক এবং রূঢ় উক্তিটি করা হইল, তাহারা স্যাকসন সেড্রিক-এর এবং তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয় কনিংগসগার্ন-এর এথেলস্টেন-এর পরিবারবর্গ। এথেলস্টেন ইংলন্ডের শেষ স্যাকসন রাজাদিগের বংশধর বলিয়া ইংলন্ডের উত্তর অঞ্চলের সমস্ত স্যাকসন অধিবাসীদের অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন। কিন্তু এই প্রাচীন রাজবংশের রক্তের সহিত তাহাদের অনেকগুলি দোষ এথেলস্টেন পাইয়াছিলেন। তাঁহার মুখাকৃতি সুন্দর ছিল, দেহ সুবৃহৎ ও সরল, এবং বয়সে তিনি ছিলেন তরুণ যুবক। তথাপি তাহার মুখভাব নির্জীবতাব্যঞ্জক, জ্যোতিহীন চক্ষুদ্বয়, ক্রম ঘন, তাহার সমস্ত গতিবিধিতেই নিষ্ক্রিয়তা ও মন্তরতা দেখা যাইত, এবং কর্তব্য নির্ধারণ বিষয়ে তিনি এত মন্তর ছিলেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষের একটি উপনাম তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং সকলে তাহাকে ‘অপ্রস্তুত’ বা ‘আনাড়ি’ এথেলস্টেন এই নামে অভিহিত করিত।

আইজ্যাক ও রেবেকাকে বসিবার স্থান দিবার জন্য রাজকুমার ইহাকেই রূঢ়ভাবে আদেশ করিয়াছিলেন। এথেলস্টেন সেই আদেশে সম্পূর্ণ হতভম্ব হইয়া তাহার বড় বড় কটা চক্ষু দুটি মেলিয়া রাজকুমারের দিকে এমন স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন যে, তাহা নিতান্ত ইহাস্যোদ্দীপক। কিন্তু অসহিষ্ণু জন্ম উহা ওই ভাবে গ্রহণ করিলেন না (অর্থাৎ ব্যাপারটাকৌতুকবহ বলিয়া জনের মনে হইল না)।

একজন অশ্বারোহী অনুচর তাঁহার কাছেই ছিল, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া রাজকুমার বলিলেন, ‘স্যাকসন শূকরটা হয় ঘুমিয়ে আছে, নয়তো আমার কথায় কান দিচ্ছে না। তোমার বর্শা দিয়ে ওকে একটা খোঁচা দাও তো দ্য-ব্রাসি!’ এই ব্যক্তি একদল বেতনভোগী স্বাধীন সৈনিকদলের নেতা; এই সৈন্যগণ কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু যখন যে রাজা অর্থ দিয়া তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন, তখন তাহারই অধীনে ইহারা কার্য করিত। এই আদেশে প্রিন্স জনের অনুচরবর্গের মধ্যে পর্যন্ত বিরক্তিসূচক একটা মৃদুগুঞ্জন শ্রুত হইল। কিন্তু দ্য-ব্রাসির পেশা তাহাকে সর্ববিধ দ্বিধা হইতে মুক্ত করিয়াছিল—গ্যালারি ও ক্রীড়ায়ুদ্ধের প্রাঙ্গণের মধ্যে যে স্থান ছিল, তাহার উপর দিয়া তিনি তাঁহার দীর্ঘ বর্শা বাড়াইয়া দিলেন এবং এথেলস্টেন অস্ত্র হইতে দূরে সরিয়া বসিবার মতো বুদ্ধি ফিরিয়া পাইবার পূর্বেই দ্য-ব্রাসি রাজকুমারের আদেশপালন করিয়া ফেলিত—কিন্তু সেড্রিক যিনি সেই পরিমাণে ক্ষিপ্ত ছিলেন যে পরিমাণে তাহার সঙ্গী ছিল দীর্ঘসূত্রী—তাহার কোষমধ্যস্থিত খর্বাকৃতি তরবারি বিদ্যুৎবেগে কোষমুক্ত করিয়া এক আঘাতে দ্য-ব্রাসির বর্শার ফলকটা হাতল হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিলেন। প্রিন্স জনের মুখ লাল হইয়া গেল। তিনি একটা অতি গুরুতর শপথ করিলেন এবং এই শপথের অনুরূপ প্রচণ্ড একটা কোনো ভয়াবহ আদেশ দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কতকটা তাহার নিজের অনুচরবর্গের অনুনয়-বিনয়ে এবং কতকটা সেড্রিকের সাহসপূর্ণ ব্যবহারের তারিফ করিয়া দর্শকগণের ভিড়ের মধ্য হইতে যে এক উচ্চধ্বনি উখিত হইল—তাহার দরুন তাহাকে ওই সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইতে হইল। রাজকুমার রাগে চারিদিকে চক্ষু দু’টি ঘূর্ণিত করিয়া চাহিতে লাগিলেন—বোধ হইল তিনি কোনো সহজ ও নিরাপদ শিকার খুঁজিতেছেন; এবং যেধনুকধারীকে আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি এবং যে রাজকুমারের ক্রোধসূচক ক্রকুটি উপেক্ষাকরিয়া ক্রমাগত প্রশংসা-ধ্বনি করিতেছিল—হঠাৎ তাহার স্থিরদৃষ্টির সম্মুখীন হওয়াতে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার এইরূপ চিৎকার করিবার কারণ কি।

ধনুকধারী বলিল, “আমি কোনো ভাল লক্ষ্যভেদ অথবা বীরের মতো অস্ত্রাঘাত দেখলে বরাবরই প্রশংসাসূচক উল্লাসধ্বনি ক’রে থাকি।”

রাজকুমার বলিলেন, “কি বলিস তুই? তবে নিশ্চয়ই তুই চাঁদমারীর মাঝখানে আঁকা ওই সাদা চিহ্নটা শরবিদ্ধ করতে পারিস!”

ধনুকধারী বলিল, “বনবাসী তীরন্দাজের লক্ষ্য দূর হ’তে বিদ্ধ করতে পারি।”

পশ্চাৎ হইতে একটি কর্ণস্বর শোনা গেল, “এবং ওয়াট টাইরেল-এর লক্ষ্য একশত গজ হ’তে”—কে যে এই কথা বলিল তাহা বুঝা গেল না।

তাহার পিতামহ উইলিয়াম রুফাস্-এর ভাগ্যে যাহা ঘটয়াছিল, তাহার প্রতি এই ইঙ্গিতেরাজকুমার ত্রুন্ধ ও ভীত হইলেন। কিন্তু তীরন্দাজকে দেখাইয়া দিয়া ওই লোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত ক্রীড়াভূমির চারিপাশে দণ্ডায়মান সৈন্যদিগকে আদেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন।

রাগে প্রিস জন্ বলিলেন, “ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়া, স্যাক্সন চাষার দল; কারণ ভগবানের দিব্য বলছি যে, যখন আমি আদেশ দিয়েছি এই ইহুদী তোদের মধ্যে বসবে, তখন সে নিশ্চয়ই বসবে। ওঠ, বিধর্মী কুকুর!”

এই ভাবে আদিষ্ট হইয়া গ্যালারিতে উঠিবার জন্য যে উঁচু ও সরু ধাপের সিঁড়ি ছিল, ইহুদী তাহাতে উঠিতে আরম্ভ করিল।

সেড্রিক-এর ভাব দেখিয়া বুঝা যাইতেছিল যে, তিনি ইহুদীকে সবেগে নীচের দিকে ফেলিয়া দিবেন। তাহার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাজকুমার বলিলেন, “দেখি ওকে কে বাধা দেয়!”

ভাঁড় ওয়াস্বা কর্তৃক এই বিপদ নিবারিত হইয়াছিল—সে তাহার প্রভু ও আইজ্যাক্-এর মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া রাজকুমারের কথার উত্তরে চিৎকার করিয়া বলিল, “মাইরি, সে কাজ আমি করব”—এবং তাহার দীর্ঘ পরিচ্ছদের ভিতর হইতে একখণ্ড শূকর-মাংস বাহির করিয়া, উহার দাড়ির কাছে ঢালের মতো করিয়া ধরিল—সে যতক্ষণ অনাহারে থাকিতে পারে, ওইক্রীড়াযুদ্ধ যদি তাহার অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, এই জন্য সে ওই মাংস সঞ্চয় করিয়ারাখিয়াছিল। তাহার সমগ্র জাতির নিকট ঘৃণিত বস্তু ঠিক তাহার নাকের কাছে ধরা হইয়াছে দেখিয়া এবং ঠিক সেই সময় ওই ভাঁড়কে নিজের কাঠের তলোয়ার উহার মাথার উপর ঘুরাইতে দেখিয়া ইহুদী পিছাইয়া গেল, তাহার পা ফাস্কাইল এবং সে সিঁড়ির উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দর্শকদের নিকট এই আমোদ অতি কৌতুকপ্রদ হইল; তাহারা উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল; প্রিস জন্ এবং অনুচরগণ আনন্দে তাহাতে যোগ দিলেন।

প্রিস জন্ তাহার পূর্বের সঙ্কল্প অনুসারে কার্য না করিবার একটা অছিলা অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। তাই তিনি বলিলেন, “নীচের গ্যালারিতে ইহুদীকে স্থান দাও বিজেতার পাশে বিজিতের আসন করে দেওয়া কুলধর্মের বিরুদ্ধাচরণ হবে। আইজ্যাক্ শোনো, একমুঠো আসরফি আমায় ধার দাও তো?”

ইহুদী এই অনুরোধে হতভম্ব হইয়া গেল। অস্বীকার করিতেও সে ভীত হইল, যদিও টাকা দিতে সে অনিচ্ছুক ছিল। যখন সে তাহার কোমরবন্ধ হইতে বুলানো পশুলোমযুক্ত থলের মধ্যে হাতড়াইতেছিল, তখন রাজকুমার তাহার ক্ষুদ্র ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, উহার পার্শ্বদেশ হইতে মুদ্রার থলিটি ছিনাইয়া লইয়া উহার মধ্যস্থিত মোহরগুলির মধ্য হইতে দুইটি মুদ্রা ওয়াস্বাকে ছুঁড়িয়া দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে পুনর্বীর অগ্রসর হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রিস জন্ অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া জরভো মঠের অধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, দিনের প্রধান কাজটাই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।

তিনি বলিলেন, “আমি আমার ধর্মের নামে শপথ করে বলছি প্রেম ও সৌন্দর্যের যে রানি তাঁর শুভ্রহস্তে বিজয়ের পুরস্কার বিতরণ করবেন, তাঁর নাম ঠিক করতে আমাদের ভুলহয়ে গেছে। আমার উদার মত, কৃষ্ণনয়না রেবেকাকে নির্বাচন করতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

মঠাধ্যক্ষ ঘৃণা ও বিস্ময়ে চোখ উপরের দিকে তুলিয়া বলিলেন, “পুণ্যচরিত্রা কুমারীমেরীর দোহাই। একটা ইহুদীর মেয়ে! এই ক্রীড়াভূমি থেকে তা হলে আমাদের লোকে টিল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দেবে—আমি এখনো এত বুড়ো হইনি যে, স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে আনতে পারি। তা ছাড়া আমি আমার ইষ্টদেবীর নামে শপথ করে বলছি যে, সে স্যাক্সন সুন্দরী রাওএনার চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট।”

দ্য-ব্রাসি বলিলেন, “না না—যে পর্যন্ত বিজয়ী বীরের নাম ঘোষিত না হয়, সে পর্যন্ত ওই সৌন্দর্যের রানির সিংহাসন শূন্য থাকুক। তারপর যার দ্বারা এই সিংহাসন পূর্ণ হবে, তাকে নির্বাচন করবার অধিকার বিজয়ীকেই দেওয়া হোক। এটা তার বিজয়ের গৌরব আরো বাড়িয়ে তুলবে, আর যে সকল সাহসী যোদ্ধা সুন্দরীদিগকে এরূপ গৌরব দান করবেন, তাঁদের ভালবাসা সুন্দরীরা আদর করতে শিখবে।”

রাজকুমার এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং আসন গ্রহণ করিয়াঘোষণাকারীদিগকে এই ক্রীড়াযুদ্ধের নিয়মগুলি সাধারণকে জানাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। ওইগুলি সংক্ষেপত এইঃ—

প্রথমত এই পাঁচজন সমরাস্থানকারী যুদ্ধার্থে যে কেহ অগ্রসর হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেরসহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

দ্বিতীয়ত যে কোনো বীর যুদ্ধের প্রস্তাব করিবেন, তিনি তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা তাহার ঢালস্পর্শ করিয়া তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ বাছিয়া লইবেন। যদি তিনি তাহার বর্শার দণ্ড বাপশাড়াগের দ্বারা ইহা করেন, তাহা হইলে দক্ষতার পরীক্ষা যাহাকে শিষ্টাচারের অঙ্গ বলা হইত তাহা দ্বারা হইবে অর্থাৎ এরূপ বর্শা দ্বারা যাহার অগ্রভাগে এক টুকরা গোলাকার কাঠের চাকতি বসানো থাকিবে—ইহাতে অশ্ব ও অশ্বারোহীর সংঘর্ষ ব্যতীত আর কোনো বিপদের সম্মুখীনহইতে হইবে না। কিন্তু যদি বর্শার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দ্বারা ঢাল স্পর্শ করা হয় তবে নাইটদিগকে আসল যুদ্ধের মতো তীক্ষ্ণধার অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া প্রকৃত যুদ্ধের মতো যুদ্ধ করিতে হইবে।

তৃতীয়ত যখন আস্থানকারীদের মধ্যে প্রত্যেকেই পাঁচবার যুদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন তখন রাজকুমার প্রথম দিনের যুদ্ধে বিজেতার নাম ঘোষণা করিবেন। বিজেতা একটি অতি সুন্দর এবং শক্তিসম্পন্ন যুদ্ধের ঘোড়া পুরস্কার পাইবেন এবং তদুপরি তিনি প্রেম ও সৌন্দর্যের রানি নির্বাচন করিবার বিশিষ্ট সম্মান লাভ করিবেন। পরদিন তিনিই ওই পুরস্কার বিতরণ করিবেন।

চতুর্থত ইহাও ঘোষিত হইল যে, দ্বিতীয় দিবসে সাধারণ ভাবে একটি কৃত্রিম যুদ্ধ হইবে; তাহাতে সমবেত যোদ্ধাগণের মধ্যে যে কেহ সম্মান পাইতে ইচ্ছুক, তিনি যোগদান করিতে পারিবেন এবং সমান সংখ্যায় দুই দলে বিভক্ত হইয়া অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিবেন যে পর্যন্ত নাপ্রিয় জন যুদ্ধ-বিরতি সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবেন। এই দিনেও যে বীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া রাজকুমার কর্তৃক বিবেচিত হইবেন, প্রেম ও সৌন্দর্যের রানি সেই বীরকে একটি সোনার পাতলা পাতেরতৈয়ারি মুকুট পরাইয়া দিবেন।

এই দ্বিতীয় দিনে নাইটদিগের ক্রীড়া শেষ হইবে এবং পরবর্তী দিনে ধনুর্বিদ্যা, ষাঁড়েরলড়াই এবং অন্যান্য জনপ্রিয় আমোদ প্রমোদ হইবে।

ঘোষণাকারীরা তাহাদের ঘোষণা শেষ করিবার সময়—প্রথমত চিৎকার করিয়া বলিল, “বীর যোদ্ধাগণ, বকশিশ দিন বকশিশ দিন” এবং গ্যালারি হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রাসকল তাহাদের উপর বর্ষিত হইল। তারপরে ওই জমকালো পোশাক-পরা রাজঘোষকদল শ্রেণীবদ্ধভাবে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করিল এবং ক্রীড়াভূমির নিয়ম ও শৃঙ্খলারক্ষী কর্মচারিগণব্যতীত আর কেহ তথায় রহিল না। এই কর্মচারিগণ আপাদমস্তক লৌহবর্মে আবৃত ও অস্ত্রশস্ত্রেসুসজ্জিত থাকিয়া ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের দুই বিপরীত প্রান্তে পাথরের মূর্তির মতো অচল ওনিষ্পন্দভাবে অশ্বপৃষ্ঠে আসীন রহিল। ইতিমধ্যে উত্তরসীমান্ত বেষ্টিত স্থানটুকুতেসমরাস্থানকারীদের সহিত যুদ্ধাভিলাষী বহুসংখ্যক যোদ্ধা সমবেত হইয়াছিলেন।

অবশেষে বেড়াগুলি খুলিয়া দেওয়া হইল এবং লটারি দ্বারা নির্বাচিত পাঁচজন বীর ধীরেধীরে ওই ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন—একজন যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়িয়া আগে আগে, এবং অপর চারিজন দুই দুই করিয়া পিছনে আসিলেন। যে উচ্চভূমির উপর সমরাস্থানকারীদের শিবির অবস্থিত, উঁহারা তথায় অগ্রসর হইলেন এবং সেখানে

যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যিনি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, তাহার ঢালটাকে বর্ষার হাতলের দিক দিয়া তিনি ধীরে ধীরে স্পর্শ করিলেন।

এইভাবে নিজেদের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া ওই যুদ্ধাভিলাষী নাইটগণ মল্লভূমির প্রান্তভাগে সরিয়া গেলেন এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; অন্যদিকে, ওই সমরাস্থানকারীরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবু হইতে দ্রুত বাহির হইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বসিলেন এবং ব্রীয়া দ্য বোয়া গিলবারকে পুরোভাগে রাখিয়া উচ্চভূমি হইতে নামিয়া যে নাইটযাঁহার ঢাল স্পর্শ করিয়াছিলেন, প্রত্যেকে সেই সেই নাইটের বিপরীত দিকে দাঁড়াইলেন।

তুরি ও ভেরী নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পূর্ণবেগে ধাবিত হইলেন। আস্থানকারীদের এমনই নৈপুণ্য বা ভাগ্য এত প্রসন্ন যে, বোয়া গিলবার, মালভোয়াজাঁ ও ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ'-এর প্রতিদ্বন্দ্বীগণ ভূমিতে গড়াইয়া পড়িলেন। চতুর্থআস্থানকারীর প্রতিপক্ষ তাহার বর্ষার অগ্রভাগ শত্রুর শিরস্ত্রাণ বা ঢালের দিকে সোজা ভাবে নারাখিয়া সোজা রেখা হইতে এরূপ ভাবে বাঁকাইয়া ফেলিলেন যে, উহা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর গায়েআড়াভাবে গিয়া লাগাতে তাহা ভাঙিয়া গেল। এই ঘটনাটা প্রকৃতপক্ষে ঘোড়া হইতে পড়িয়াযাওয়া অপেক্ষাও অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, কারণ শেষোক্ত ব্যাপারটা দৈবক্রমে ঘটিতে পারি, কিন্তু প্রথমোক্ত অকর্মণ্যতা এবং অস্ত্র ও অশ্বের ব্যবহারে অপটুতারপরিচায়ক। কেবলমাত্র পঞ্চম বীরই তাঁহার দলের মান রাখিয়াছিলেন এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গেসমানে সমানে যুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। এই দুইজনের সংঘর্ষে উভয়েরই বর্ষা ভাঙিয়াচুরমার হইয়া গিয়াছিল এবং উভয়ই কেহ কাহাকে হারাইতে না পারিয়া পরস্পরের নিকটসম্মানে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল।

জনসাধারণের চিৎকার, ঘোষণাকারীদের প্রশংসাবাদ ও ভেরীধ্বনী, জেতাদিগের জয় ও বিজিতদের পরাজয় ঘোষণা করিল। বিজেতগণ তাহাদের তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং শেষোক্তগণ কোনো প্রকারে একত্র হইয়া লজ্জায় ও দুঃখে ক্রীড়াভূমি হইতে অপসৃত হইলেন।

দ্বিতীয় একদল ও তৃতীয় একদল বীর ক্রমান্বয়ে ক্রীড়াভূমিতে নামিলেন এবং যদিওতাঁহারা বিভিন্ন প্রকারে সাফল্য লাভ করিলেন, তথাপি নিঃসন্দেহে আস্থানকারীদের শ্রেষ্ঠতাইবজায় রহিল—ইঁহাদের মধ্যে একজনকেও ঘোড়া হইতে পড়িতে হয় নাই বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেহয় নাই। তাহাদের অব্যাহত সাফল্য তাহাদের প্রতিপক্ষদিগকে বিশেষভাবে বিষণ্ণ করিয়াছিল। চতুর্থবার মাত্র তিনজন বীর অবতীর্ণ হইল, তাহারা বোয়া-গিলবার ও ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ'-এর ঢাল এড়াইয়া অন্য তিনজন প্রতিপক্ষের ঢাল স্পর্শ করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল। ইহারা অপর দুইজনের সমান শক্তি ও দক্ষতার পরিচয় একেবারেই দেয় নাই। কিন্তু এই কৌশলপূর্ণ নির্বাচন সত্ত্বেও যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটিল না, সমরাস্থানকারীগণ এবারও জয়লাভকরিলেন।

এই চতুর্থবার যুদ্ধের পরে অনেকক্ষণ চুপচাপে কাটিল। আর যে কেহ নূতন যুদ্ধ করিতেইচ্ছুক আছে, এরূপ বোধ হইল না। দর্শকেরা নিজেদের মধ্যে অস্ফুটস্বরে অসন্তোষ প্রকাশকরিতে লাগিল। কারণ সমরাস্থানকারীদের মধ্যে মালভোয়াজাঁ ও ফ্রঁ-দ্য ব্যফ তাঁহাদের চরিত্রেরজন্য জনসাধারণের প্রিয় ছিলেন না এবং অবশিষ্ট বীরগণের মধ্যে একজন ছাড়া অন্য সকলেই অপরিচিত ও বিদেশী ছিল বলিয়া কেহ তাহাদিগকে পছন্দ করিত না।

সেড্রিক এথেলস্টেনকে বলিলেন, “প্রভু ইংলন্ডের বড়ই দুঃসময়, বর্ষা গ্রহণ করতেআপনি আগ্রহবোধ কচ্ছেন না?”

এথেলস্টেন বলিলেন, “আমি কাল সম্মিলিত যুদ্ধে (অর্থাৎ এক পক্ষের যোদ্ধাগণের বিরুদ্ধে অপরপক্ষের যোদ্ধাগণ সমবেতভাবে যে যুদ্ধ করিবেন তাহাতে) বর্ষাহস্তে অগ্রসর হ'ব—আজ অস্ত্রধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।”

ক্রীড়াযুদ্ধের মধ্যে যে বিরতি তাহা তখনো অব্যাহত রহিল; কেবল ঘোষণাকারীদেরচিৎকার সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল, “রমণীর প্রেমলাভ, ভুল্ল চূর্ণ করে দেওয়া! সাহসীবীরগণ, অগ্রসর হন, সুন্দরীদের সুন্দর চোখ আপনাদের বীরত্ব দর্শন কচ্ছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দ্বন্দ্বাস্থানকারীদের জয়ধ্বনি ও অবজ্ঞাসূচক স্যারাসেনীয় বাজনা মধ্যে মধ্যে উত্থিত হইয়া দীর্ঘকালব্যাপী মূর্ছনার পরে যখন শান্ত হইল, তখন একটিমাত্র ভেরী উহার প্রত্যুত্তর দিল। এই ভেরীনিবাদ যে নূতন বীরকে ঘোষণা করিল, সকলের দৃষ্টিতাহার উপরে পড়িল এবং বেড়া খুলিয়া দেওয়ামাত্র তিনি ক্রীড়াভূমিতে গিয়া দাঁড়াইলেন। বর্মে আপাদমস্তক ঢাকা থাকিলে একটা মানুষ সম্বন্ধে যতটা আন্দাজ করা যায় তাহাতে বোধ হইতেছিল, নূতন আগন্তকের আকৃতি নাতিদীর্ঘ ব্যক্তির অপেক্ষা বেশি বড় নহে এবং উহারগড়ন বলিষ্ঠ না হইয়া বরং একহারা ছিল। তাহার বর্ম ইস্পাতের তৈয়ারি, তাহাতে জমকালো ধরনের কাজ করা। তাহার ঢালের উপরে একটি আমূল উৎপাটিত ছোট ওকবৃক্ষ অঙ্কিত ছিল—এবং ছিল একটি স্পেনীয় ভাষার শব্দ ‘টেস্-টি-চাদো’ বা ‘উত্তরাধিকার-বঞ্চিত। তিনি একটি তেজস্বী কালো ঘোড়ায় চড়িয়াছিলেন এবং ক্রীড়াভূমির মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে তিনি বর্ষার মাথা নোয়াইয়া রাজকুমার ও মহিলাদিগকে সুন্দরভাবে অভিবাদন করিলেন। তিনি যে নিপুণ কৌশলে অশ্বটিকে চালনা করিতেছিলেন এবং আকৃতিতে যে যুবজনোচিত বিচিত্র লালিত্য প্রদর্শন করিতেছিলেন, তাহাতে তিনি দর্শকমণ্ডলীর সহানুভূতি অর্জন করিলেন।

যুদ্ধপ্রাঙ্গণ হইতে বেদির উপরে যাইবার ঢালু সরুপথ দিয়া যোদ্ধা উচ্চভূমির উপরেউঠিলেন এবং সমবেত জনতার বিপুল বিস্ময়ে তিনি সোজা সেই মধ্যবর্তী তাঁবুর সম্মুখে গিয়া তাহার বর্ষার ধারালো অগ্রভাগ দিয়া ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবারের ঢালে এমন জোরে আঘাত করিলেন যে উহা বাজিয়া উঠিল এবং সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হইল। তাহার এই স্পর্ধায় সকলেইআশ্চর্য হইয়া গেল, কিন্তু যাহাকে তিনি এই যুদ্ধে আস্থান করিলেন, সেই পরাক্রান্ত বীর অপেক্ষা অন্য কেহ বেশি বিস্মিত হয় নাই। এরূপ রুঢ় ও স্পর্ধিত আস্থান আদৌ প্রত্যাশা না করিয়া ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবার যেন অবহেলার সহিত তাঁবুর দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন।

ধর্মযোদ্ধা বলিলেন, “ভাই, তুমি যে এমন স্বচ্ছন্দে জীবন বিপন্ন কচ্ছ, পুরোহিতের কাছেপাপ স্বীকার ক’রে এসেছ তো?”

উত্তরাধিকার-বঞ্চিত যোদ্ধা—কারণ ক্রীড়াভূমির খাতাপত্রে তিনি এই নামই লিখাইয়াছিলেন—বলিলেন, “আমি মৃত্যুর জন্য তোমার চেয়ে বেশি প্রস্তুত।”

বোয়া-গিলবার বলিলেন, “তা হলে যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি তোমার স্থান গ্রহণ করো, আরসূর্যকে শেষবারের জন্যে দেখে নাও; কারণ আজ রাত্তিরে স্বর্গে তুমি নিদ্রা যাবে।”

উত্তরাধিকার-বঞ্চিত যোদ্ধা উত্তর করিলেন, “আপনার ভদ্রতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ, আর সে সৌজন্যের প্রতিদানস্বরূপ, আমি পরামর্শ দিই আর একটা নূতন ঘোড়া ও নূতন বর্ষাগ্রহণ করতে; কারণ শপথ করে বলছি আপনার দুয়েরই দরকার হবে।”

এইরূপ নির্ভীকতার সহিত নিজের মত ব্যক্ত করিয়া তিনি ঘোড়ার রাশ টানিলেন এবংযে ঢালু দিয়া তিনি উপরে উঠিয়াছিলেন, অশ্বকে পিছন দিকে চালাইয়া সেই পথে নামিয়াআসিলেন। বেড়ার মধ্য দিয়া তিনি সেই ভাবেই অশ্বটিকে চলিতে বাধ্য করিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ততিনি এইরূপে ক্রীড়াভূমির উত্তর প্রান্তে পৌঁছিলেন এবং সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিক্ষয়অচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার অশ্বচালনাতে এই দক্ষতা দেখিয়া সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

বিপক্ষের সতর্কতাসূচক পরামর্শে ব্রিঁয়া দ্য বোয়া- গিলবার যতই কেন ক্রুদ্ধ হউন না, তিনি তাহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলেন না। তিনি তাঁহার ঘোড়া বদলাইয়া একটি পরীক্ষিত, বলশালী ও তেজস্বী অশ্ব লইলেন। তিনি

একটি নূতন ও শক্ত বর্ষা বাছিয়া লইলেন এবং তাঁহারঢালটি সামান্য ভাঙিয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি অনুচরদের নিকট হইতে আর একখানি ঢাললইলেন।

ভেরীর সঙ্কেতধ্বনি হইবামাত্র যোদ্ধৃদয় নিজ নিজ স্থান হইতে বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হইলেন এবং ক্রীড়াভূমির কেন্দ্রস্থলে বজ্রসংঘাতের ন্যায় বেগে ও ক্ষিপ্রতার সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষহইল। বর্ষা দুইটি হাতের মুঠা পর্যন্ত একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। এই ভীষণ সংঘর্ষে ঘোড়া দুইটিপিছনের পা দুইটি গুটাইয়া পড়ায় মনে হইল দুইজন বীরই মাটিতে পড়িয়া গিয়াছেন; অশ্বারোহীগণ দক্ষতা সহকারে অশ্ববজ ও জুতার কাঁটার সাহায্যে নিজ নিজ অশ্বকে দাঁড় করাইলেন; এবং শিরজ্ঞানের মুখাবরণের ফাঁক দিয়া পরস্পরের দিকে প্রজ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়াপ্রত্যেকেই অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়া গিয়া ক্রীড়াভূমির শেষ প্রান্তে চলিয়া গেলেন এবং অনুচরবর্গেরনিকট হইতে এক একটি নূতন বর্ষা গ্রহণ করিলেন।

এই যুদ্ধে যে দর্শকেরা খুব আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা তাহাদের উচ্চ চিৎকার, গলবন্ধ গুরুমাল উড়ানো এবং প্রশংসাবাদে সপ্রমাণ হইল। সেদিন যতগুলি যুদ্ধ হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে এইটিতেই কেবল প্রতিদ্বন্দ্বীগণ পরস্পরের সমকক্ষ ছিলেন এবং এই যুদ্ধটিই অধিকতর দক্ষতারসহিত সম্পাদিত হইয়াছিল।

বীরদ্বয় ও ঘোড়াদুইটিকে দম লইবার জন্য কয়েক মুহূর্ত অবকাশ দেওয়া হইলে প্রিন্স জন্তাঁহার রাজদণ্ডের দ্বারা ভেরীবাদকদিগকে পুনরায় যুদ্ধের আরম্ভসূচক ভেরীধ্বনি করিতে ইঙ্গিতকরিলেন। ভেরী বাজিয়া উঠিবামাত্র বীরদ্বয় স্ব স্ব স্থান হইতে দ্বিতীয় বার সবেগে বাহির হইয়াপূর্ববৎ ক্ষিপ্রতার সহিত ও সতেজে ক্রীড়াভূমির মধ্যে মিলিত হইলেন, কিন্তু ফল আগের মতো হইল না।

এই দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে ধর্মযোদ্ধা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর ঢালের মাঝখানটা লক্ষ্য করিলেনএবং উহাতে এমন সজোরে ও সুনিপুণভাবে আঘাত করিলেন যে, তাহার বর্ষাটা চূর্ণ হইয়াগেল। উত্তরাধিকার-বধিত যোদ্ধা ঘোড়ার উপর কাত হইয়া পড়িলেন। অপরপক্ষে সেই যোদ্ধায়ুদ্ধের প্রথমে বোয়া-গিলবারের ঢালের দিকেই তাহার বর্ষা চলাইয়াছিল; কিন্তু প্রায় আঘাতের মুহূর্তেই তিনি লক্ষ্য বদলাইয়া লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর শিরজ্ঞান লক্ষ্য করিলেন, যে স্থান লক্ষ্য করা অত্যন্তই কঠিন এবং যেখানে স্থির লক্ষ্যে আঘাত করিতে পারিলে সেই বেগ। সামলানো অধিকতর অসাধ্য। অত্যন্ত কৌশলের সহিত ও অব্যর্থ লক্ষ্যে তিনি নর্মান যোদ্ধার মুখাবরণে আঘাত করিলেন ও মুখাবরণের লৌহশলাকায় তাঁহার বর্ষাগ্র আটকাইয়া গেল।তথাপি এই অসুবিধা সত্ত্বেও ধর্মযোদ্ধা তাহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। তাঁহার জিন কষিবারপেটি যদি ছিল না হইত, তবে তিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাইতেন না। যাহা হউক, যে ভাবে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল, তাহাতে জিন, ঘোড়া এবং অশ্বারোহীকে মাটিতে ধূলিরাশিতে গড়াগড়ি দিতে হইল।

রেকাব ও ভূপতিত অশ্ব হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লওয়া ধর্মযোদ্ধার পক্ষে মুহূর্তেরকাজও ছিল না; এবং অপমানে ও দর্শকদের উল্লাস-ধ্বনি দ্বারা এই অপমানের উপর খোঁচাখাইয়া তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার অসি কোষমুক্ত করিলেন এবং তাহার বিজেতার সম্মুখে সদর্পে ঘুরাইতে লাগিলেন। উত্তরাধিকার-বধিত যোদ্ধাও ঘোড়ার উপর হইতে লাফাইয়াপড়িলেন এবং তরবারি কোষমুক্ত করিলেন। কিন্তু ক্রীড়াভূমির শৃঙ্খলারক্ষী কর্মচারীগণ অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহাদের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, কৃত্রিম যুদ্ধেরনিয়মানুসারে এইরূপ আক্রমণ নিষিদ্ধ।

প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ক্রুদ্ধ নয়নে চাহিয়া ধর্মযোদ্ধা বলিলেন, “আমি বিশ্বাস করি, আমরাআবার পরস্পরের সঙ্গে দেখা করব, তখন কেউ আমাদের তফাত ক’রে দিতে আসবে না।”

উত্তরাধিকার-বধিত বীর বলিলেন, “যদি দেখা না হয়, তবে সে আমার দোষে হবে না।মাটিতে দাঁড়িয়ে অথবা ঘোড়ায় চড়ে, বর্ষা, কুড়ুল ও তরোয়াল নিয়ে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতেআমি সমান ভাবেই প্রস্তুত।”

আরো অধিকতর ক্রোধপূর্ণ কথাবার্তার বিনিময় হইত, কিন্তু ক্রীড়াভূমির শৃঙ্খলারক্ষীকর্মচারীগণ উভয়ের মধ্যে বর্শা আড়াআড়ি ধরিয়া পরস্পর হইতে পরস্পরকে পৃথককরিলেন। উত্তরাধিকার-বঞ্চিত বীর তাহার পূর্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন এবং বোয়া-গিলবার ফিরিলেন তাঁর তাঁবুতে। সেখানে তিনি বাকি দিনটা তীব্র নৈরাশ্যপূর্ণ যন্ত্রণার সহিতঅতিবাহিত করিলেন।

ঘোড়া হইতে না নামিয়াই বিজয়ী এক পাত্র মদ চাহিলেন এবং শিরজ্ঞানের নীচের দিকটাখুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, “সমস্ত ইংরাজের মঙ্গল ও বিদেশী অত্যাচারীদের ধ্বংস কামনা করি।” তারপর তিনি সমরাস্থানকারীদিগকে যুদ্ধে আমন্ত্রণের জন্য তাহার ভেরী বাজাইবার আদেশ দিলেন।

বিপুলকায় ফ্রঁ দ্য-ব্যফকৃষ্ণবর্ণ বর্মে সজ্জিত হইয়া সর্বপ্রথমে ক্রীড়াভূমিতে নামিলেন। উভয় বীরেরই বর্শা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু ফ্রঁ দ্য-ব্যফএই আক্রমণে একটিরেকাবদল হারাইলেন, ইহাতে তাঁহার পরাজয় ঘটিল বলিয়া ধরা হইল।

তৃতীয় বারে আগন্তুক স্যার ফিলিপ মালভোয়ার্জাঁ-এর সহিত যুদ্ধ করিলেন ও সমানইসফলতা লাভ করিলেন।

উত্তরাধিকার-বঞ্চিত যোদ্ধা এতক্ষণ যেরূপ নির্ভীকতা ও যুদ্ধকৌশল দেখাইয়াছিলেন, চতুর্থ আস্থানকারীর সহিত যুদ্ধে তেমনই ভদ্রতা দেখাইলেন। তাহার প্রতিপক্ষের ঘোড়া যুদ্ধেরসময় ক্ষেপিয়া পিছনের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের পদদ্বয় তুলিল। ইহাতে আরোহীর লক্ষ্যচ্যুতি ঘটিল কিন্তু আগন্তুক এই ঘটনার সুযোগ না লইয়া তাহার বর্শা উঠাইলেন এবংবিপক্ষকে স্পর্শ না করিয়াই তাঁহাকে এড়াইয়া গেলেন। একজন ঘোষণাকারী দ্বারা তিনি তাহাকে দ্বিতীয় বার আক্রমণের সুযোগ দিলেন। কিন্তু ওই বীর তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং স্বীকারকরিলেন যে, তিনি তাঁহার বিপক্ষের রণ-কৌশলে যতটা, তাহার ভদ্রতায়ও ততটা পরাজিতহইয়াছেন।

পঞ্চম সমরাস্থানকারী ওই অপরিচিতের জয়-তালিকা সমাপ্ত করিয়াছিল। সে এত জোরেমাটিতে ছিটকাইয়া পড়িল যে, অজ্ঞান অবস্থায় তাহাকে ক্রীড়াভূমি হইতে লইয়া যাওয়া হইল।

রাজকুমার ও শৃঙ্খলাকারী রাজকর্মচারীগণের সম্মতিক্রমে উত্তরাধিকার-বঞ্চিত বীরকেওই দিনের সম্মান প্রদান করিবার ঘোষণা করা হইলে সহস্র সহস্র দর্শক বিপুল আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

উইলিয়ম দ্য ওভিল এবং স্টিফেন দ্য মার্টিভ্যাল, এই দুইজন ক্রীড়াভূমির শৃঙ্খলারক্ষী কর্মচারী সকলের আগে বিজয়ী বীরকে অভিনন্দিত করিলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, রাজকুমার জনের হস্ত হইতে পুরস্কার লইবার পূর্বে তিনি যেন তাহার শিরজ্ঞাণ খুলিতে দেন বামুখাবরণের লৌহশলাকা খুলিয়া মুখ দেখিতে দেন। উত্তরাধিকারী-বঞ্চিত নাইট সে অনুরোধরক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। শৃঙ্খলারক্ষীরা উত্তরাধিকার বঞ্চিত বীরের রহস্যভেদ করিবারজন্য আর পীড়াপীড়ি করিলেন না; কিন্তু প্রিন্স জনের কাছে বিজয়ীবীরের অজ্ঞাত থাকিবার ইচ্ছা জানাইয়া তিনি যাহাতে তাহার বীরত্বের পুরস্কার গ্রহণ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে রাজপুত্রের কাছে লইয়া আসিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

এই অপরিচিত ব্যক্তির রহস্যময় ভাব প্রিন্স জনের কৌতূহল উদ্ভিক্ত করিল। তাহারঅনুচরবর্গের দিকে ফিরিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে বীরগণ, আপনারা কি জানেন এই বীর কে, যিনি এমন গর্বিতভাবে আচরণ কচ্ছেন?”

দ্য ব্রাসি উত্তর করিলেন, “আমি অনুমান করতে পারি না, অথবা আমি এটা মনেওকরিনি যে, চারদিকে সাগরঘেরা এই ব্রিটেনের মধ্যে এমন একজন শ্রেষ্ঠ নাইট আছেন যিনিএকদিনের যুদ্ধে এই পাঁচজন নাইটকে পরাজিত করতে পারেন।”

ওয়ালদ্যমা ফিজার্স বলিলেন, “আমি কোনোপ্রকার অনুমান করতে পাচ্ছি না; তবে যে সকল নিপুণ বর্ষাধারী যোদ্ধা রাজা রিচার্ড-এর সঙ্গে প্যালেস্টাইনে গিয়েছিল আর যারা এখন স্বেচ্ছামত দলে বিভক্ত হয়ে সেখান হতে ফিরে আসছে, ইনি তাদের একজন হতে পারেন।”

অনুচরদলের মধ্যে একটা অনুচ্চ গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল, কিন্তু বোঝা গেল না যে, কে সর্বাগ্রে এই কথা তুলিয়াছিল—কথাটি এই, “ইনি হয়তো রাজা—সিংহহৃদয় রাজা রিচার্ড স্বয়ং।”

নিজের অঞ্জাতসারে প্রিন্স জনের মুখ মৃতের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল—তিনি বলিলেন, “ঈশ্বর এমন না করুন। ওয়ালদ্যমা! দ্য ব্রাসি! হে সাহসী বীর ও সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ! আপনাদের প্রতিজ্ঞা মনে রাখবেন এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার পক্ষাবলম্বন করবেন।” ওয়ালদ্যমা ফিজার্স বলিলেন, “এখানে তো ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনারভাইয়ের দৈহিক গঠনের সঙ্গে আপনি কি এতই অপরিচিত? আপনি কি মনে করেন তার বিশালদেহ ওই বর্মের মধ্যে আবৃত থাকতে পারে? দ্য ওভিল ও উইলিয়ম, তোমরা ওই বিজয়ীকেসিংহাসনের সম্মুখে এনে রাজকুমারের মহোপকারসাধন করতে পারো—তার ভুল ধারণা, যা তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে যেন হরণ করেছে, তা তুমি দূর করতে পারো।”

মার্শালগণ উত্তরাধিকার-বঞ্চিত বীরকে মল্লভূমি হইতে প্রিন্স জন-এর সিংহাসনে উঠিবারসিঁড়ির পাদদেশে আনিয়া হাজির করিল। কিন্তু ব্যস্ত ও অস্ফুটস্বরে তাঁহার শৌর্যের প্রশংসাবাদকরিয়া রাজকুমার পুরস্কারস্বরূপ যে ঘোড়াটি নির্দিষ্ট ছিল সেটি তাঁহাকে দেওয়াইলেন।

রাজকুমারের প্রশংসাবাদসমূহ উত্তরাধিকার-বঞ্চিত যোদ্ধা কেবল গভীর প্রণতির সহিতগ্রহণ করিলেন,—তাহার প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বলিলেন না।

জাঁকজমকশালী পোশাকপরা দুইজন অশ্বপাল সেটিকে ক্রীড়াভূমিতে লইয়া আসিল। উত্তরাধিকার-বঞ্চিত যোদ্ধা নিজের অগ্রভাগে একটি হাত রাখিয়া রেকাবের কোনো সাহায্য না লইয়াই লাফ দিয়া ঘোড়ার পিঠে উঠিলেন এবং বর্ষাটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে একজন সুদক্ষসওয়ারের নৈপুণ্যের সহিত ঘোড়াটির গতিভঙ্গি ও গুণাবলী দেখাইয়া মল্লভূমির চারিদিকে বারদুই ঘুরিয়া আসিলেন।

ইতিমধ্যে জরভো মঠের ব্যস্তবাগীশ অধ্যক্ষ প্রিন্স জনকে চুপিচুপি মনে করাইয়া দিলেন, যে সকল সুন্দরী গ্যালারিতে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে পরবর্তী দিনের কৃত্রিমযুদ্ধের পুরস্কার বিতরণের জন্য প্রেম ও সৌন্দর্যের রানির সিংহাসন পূর্ণ করিবার উপযুক্ত পাত্রীনির্বাচিত করিয়া বিজয়ীকে বর্তমানে শৌর্যের পরিবর্তে সুবিবেচনার পরিচয় দিন। অতএবক্রীড়াঙ্গনের চারিদিকে বিজয়ী বীর যখন দ্বিতীয়বার পরিভ্রমণ করিবার সময় উত্তরাধিকার বঞ্চিত বীর তাহার সম্মুখ দিয় যাইতেছিলেন, রাজকুমার তখন তাহার রাজদণ্ড দিয়া তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। বীর সিংহাসনের দিকে ফিরিলেন এবং মাটি হইতে একফুট পর্যন্ত তাহার বর্ষাগ্র নামাইয়া যেন জনের আদেশের প্রতীক্ষায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। যেরূপ অলক্ষণের মধ্যে তিনি তাঁহার তেজস্বী অশ্বকে অত্যন্ত উত্তেজনার অবস্থা হইতে একটি প্রস্তর বাধাতুনির্মিত অশ্বের মতো নিশ্চল অবস্থায় আনিয়া ফেলিলেন, উহাতে সকলেই তাহার প্রভূতপ্রশংসা করিল।

প্রিন্স জন বলিলেন, “হে উত্তরাধিকার-বঞ্চিত বীর! আমরা এই নামেই মাত্র আপনাকেসম্বোধন করতে পারি, এখন আপনার কর্তব্য ও অধিকার, আগামী কল্যকার উৎসবে যে সুন্দরীনেতৃত্ব করবেন, সম্মান ও ভালবাসার সেই নায়িকার নাম করা। আপনার বর্ষা তুলে ধরুন।”

যোদ্ধা আদেশ পালন করিলেন; প্রিন্স জন তাহার বর্ষাগ্রভাবে সবুজবর্ণের সাটিনেরতৈয়ারি গোল সোনার পাত দিয়া মোড়া একটি ছোট মুকুটরাখিলেন।

উত্তরাধিকার-বধিত যোদ্ধা ক্রীড়াঙ্গনের চারিদিকে পূর্বে যেরূপ দ্রুতবেগে ধাবিতহইয়াছিলেন, এখন তেমনই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মনে হইল তিনি যেনঅধিকার অনুসারে কার্য করিতে উদ্যত হইয়া ওই সকল সুন্দরী নারীদের মুখমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, যাহা ওই সভার ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিতেছিল।

অবশেষে যে গ্যালারির নীচে লেডি রাওএনা উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি সেইখানেথামিলেন। এক মুহূর্তের অধিককাল ধরিয়া তিনি নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, নির্বাক দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ রহিল; তারপর ক্রমে ক্রমে ও মনোহর ভঙ্গিতেবর্শাগ্রভাগ নামাইয়া উহার উপরিস্থিত মুকুটটি সুন্দরী রাওএনার পদতলে রাখিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভেরীনিবাদ হইল, সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণাকারীরা রাওএনাকে পরদিনের জন্য প্রেম ও সৌন্দর্যের রানি বলিয়া ঘোষণা করিল, এবং যাহারা তাহার ক্ষমতার অমান্য করিবে তাহাদিগকেউপযুক্ত শাস্তির ভয় দেখাইল।

নর্মানবংশীয় সুন্দরীদিগের মধ্যে কিছু অসন্তোষের শব্দ শোনা গেল। নর্মানগণ প্রবর্তিতযুদ্ধ-ক্রীড়াতে সম্ভ্রান্ত নর্মানগণ পরাজয় স্বীকার করিতে যতটা অনভ্যস্ত ছিলেন, নর্মানসুন্দরীরাও তেমনই স্যাকসন সুন্দরীগণের প্রাধান্যলাভে অনভ্যস্ত থাকায় তাহাদের মধ্যে একটাঅসন্তোষসূচক ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু এই অসন্তোষ ধ্বনি—“নির্বাচিত প্রেম ও সৌন্দর্যেররানি সুন্দরী রাওএনা দীর্ঘজীবী হউন”—এই উচ্চধ্বনিতে ডুবিয়া গেল। নিম্নতর স্থানের বহু লোক উহার সঙ্গে এই ধ্বনি জুড়িয়া দিল, “স্যাকসন রাজকুমারী দীর্ঘজীবী হউন; অমর আলফ্রেডের বংশধরেরা চিরজীবী হউন।”

প্রিন্স জন ও তাহার অনুচরদের নিকট এই সকল শব্দ যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, তথাপি তিনি বিজেতার নির্বাচন সমর্থন করিতে নিজেকে বাধ্য বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহারছোট ঘোড়ায় চড়িয়া যে গ্যালারিতে রাওএনামুকুটটি তখনো পদতলে রাখিয়া বসিয়া ছিলেনঅশ্বটিকে তিনি সেই দিকে সলক্ষ্যে ধাবিত করিলেন।

তিনি বলিলেন, “সুন্দরী, আপনি শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন। আমি জন অফ অ্যাঞ্জো যতটাসরলচিত্তে এই চিহ্নের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য নিবেদন কচ্ছি ততটা আর কেউ জানাবে না। যদি আপনি আপনার মাননীয় পিতা ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আজ আশ্বির প্রাসাদদুর্গে আমাদেরভোজসভার শোভাবর্ধন করেন, তবে আগামী কল্য যাঁর অনুজ্ঞা আমাদের মেনে চলতে হবে, সেই রানির পরিচয় লাভ করবার অবসর পাব।”

রাওএনা নিরুত্তর রহিলেন, তাঁহার পক্ষে সেড্রিক তাহার মাতৃভাষায় উত্তর দিলেন।

তিনি বলিলেন, “রাওএনা আপনার ভদ্রতার জবাব দিবার বা আপনাদের ভোজে যোগদিবার মতো ভাষা জানেন না। আমি ও এথেলস্টেন অফ কনিংগসবারগ আমাদের পূর্বপুরুষেরভাষা ও রীতিনীতির অনুসরণ করি। অতএব আমরা মহারাজের সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অক্ষমতা জানাচ্ছি। আস্ছে কাল রাওএনা বিজয়ী বীরের নির্বাচন এবং সর্বসাধারণের প্রশংসাবাদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করবেন।”

এই কথা বলিয়া সেড্রিক রাওএনার উপর অপিত অস্থায়ী আধিপত্যের নিদর্শনস্বরূপ সেইছোট মুকুটটি তাহার মাথায় তুলিয়া দিলেন।

স্যাকসন ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকিলেও না বুঝিবার ভান করিয়া প্রিন্স জন বলিলেন, “উনিকি বলছেন?” সেড্রিকের বক্তৃতার সারমর্ম ফরাসী ভাষায় তাহাকে বলা হইল। তিনি বলিলেন, “বেশ, আগামী কাল আমরা নিজেই এই মৌন সম্রাজ্ঞীকে তার সম্মানের আসনে উপবেশনকরাব।” পরে গ্যালারির নিকট দণ্ডায়মান বিজয়ী বীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, “বীর, অন্তত আপনি আজ আমাদের ভোজে যোগ দিবেন।”

বীর দ্রুতোচ্চারিত নিম্নস্বরে এই প্রথম বলিলেন যে, দৈহিক ক্লান্তি ও আগামী কল্য যুদ্ধেপ্রস্তুত হইবার জন্য তিনি নিমন্ত্রণে যোগদান দিতে পারিবেন না।

প্রিন্স জন্ম গর্বপূর্ণ ক্রোধের সহিত বলিলেন, “বেশ, যদিও আমরা এমন প্রত্যাখ্যান সহ্যকরতে অনভ্যস্ত, তবু যেমন করে পারি আমাদের খাদ্য হজম করতে চেষ্টা করব— অস্ত্র-চালনায় সুনিপুণ যোদ্ধা এবং তার মনোনীত সম্রাজ্ঞী যদিও ভোজসভায় যোগ দিচ্ছেননা।”

এই কথা বলিয়া তিনি তাহার জন্মকালো পরিচ্ছদ পরিহিত অনুচরবৃন্দের সহিত ক্রীড়াভূমি হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন এবং সেই উদ্দেশে তাহার অশ্বের মুখ ফিরাইবামাত্র দর্শকবৃন্দ তাহা সভাভঙ্গের ও প্রস্থানের ইঙ্গিত বলিয়া বুঝিল।

জন্মের ঘোড়া তিন পা অগ্রসর হইতে না হইতে তিনি পুনরায় ফিরিলেন ও ওই দিনের প্রথম দিকটাতে যে ধনুর্ধারী তাহার অসন্তোষভাজন হইয়াছিল, তাহার দিকে কটমট করিয়াচাহিলেন এবং নিকটবর্তী সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন, “তোমাদের যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে এই লোকটাকে পালাতে দিয়ো না।”

সেই ধনুর্ধারী পূর্ব-প্রদর্শিত দৃঢ়তার সহিত রাজকুমারের এই বিদ্রোহদৃষ্টি সহ্য করিল এবং ঈর্ষা হাসিয়া বলিল, “আসছে পরশু পর্যন্ত আশ্বি পরিত্যাগ করবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি দেখতে চাই স্ট্যাফোর্ড সাইর ও লিস্টার সাইর কি ভাবে ধনুকের জ্যা আকর্ষণ করে! নীডউড ও চরনউড-এর বনভূমিতে ভাল ভাল ধনুর্ধর নিশ্চয়ই আছে!”

প্রিন্স জন্ম সরাসরি তাহার কথার উত্তর না দিয়া অনুচরদিগকে বলিলেন, “ও নিজে কেমন ধনুক ছোঁড়ে, সেটাও আমি দেখতে চাই। আর তার নৈপুণ্য যদি তার এই ঔদ্ধত্যের ক্রটিসংবোধন করতে না পারে, তাহলে তার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ হবে।”

ক্রীড়াভূমি হইতে তিনি পুনরায় ফিরিলেন এবং সকল লোকে সম্পূর্ণ ভাবেই ছত্রভঙ্গহইয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ

উত্তরাধিকার-বঞ্চিত বীর তাহার তাঁবুতে পৌঁছিবামাত্র বহুসংখ্যক অনুচর ও বালক-ভৃত্য তাহার সেবা করিতে চাহিল। কিন্তু ওই বীর তাহার নিজের অনুচর বা যাহাকে বলা যাইতে পারে কৃষিজীবী ভৃত্য, তাহার সাহায্য ব্যতীত অন্য কাহারও সাহায্য লইতে অস্বীকার করিলেন—ওই লোকটার চাষার মতো আকৃতি, একটা টিলা কালো জামাতে তাহার শরীর ঢাকা এবং তাহারমস্তক ও মুখ কালো পশমে তৈয়ারি টুপির মধ্যে অর্ধাবৃত; সেও তাহার প্রভুর মতোই ছদ্মবেশ ধারী বলিয়া বোধ হইল। তাঁবু হইতে অন্য সকলকে বাহির করিয়া দেওয়ার পরে এই ভৃত্যতাহার বর্মের ভারী অংশগুলি হইতে তাহাকে মুক্ত করিল এবং তাহার সম্মুখে আহাৰ্য ও মদরাখিল, যাহা দিনের পরিশ্রমের পরে অত্যন্ত উপাদেয় মনে হইয়াছিল।

যোদ্ধা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিতে না করিতেই তাহার ভৃত্য তাহাকে জানাইল যে, পাঁচজন লোক প্রত্যেকে একটি বর্মাভূত অশ্ব সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে এবং তাহার সহিত কথাবলিতে চাহিতেছে।

তিনি তাঁবুর সম্মুখভাগে গিয়া দেখিতে পাইলেন, সমরাস্থানকারীদের অস্ত্রবাহী অনুচরেরাতাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদিগের প্রত্যেকে তাহাদের প্রভুর অশ্ব লইয়া আসিয়াছেএবং তাহার সেদিন যে সকল বর্ম পরিধান করিয়াছিলেন, অশ্বগুলির উপর সেগুলি চাপানোছিল।

এই সকল লোকের পুরোভাগে যে ছিল সে বলিল—“যুদ্ধের নিয়মানুসারে বীর ব্রিঁয়া দ্যবোয়া-গিলবারের সমরানুচর, আমি, বল্‌ডুইন দ্য অয়লী আজকের যুদ্ধে ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবারে ঘোড়া ব্যবহার করেছেন, তা আপনাকে দিচ্ছি, আর আপনার যেমন অভিরুচি এটা রাখতেওপারেন অথবা দাম নিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন। কারণ এই হচ্ছে যুদ্ধের প্রথা।”

অন্যান্য অনুচরেরা প্রায় সেই একই প্রকারের বচন পুনরাবৃত্তি করিল এবং তাহারাউত্তরাধিকার-বঞ্চিত যোদ্ধার সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রেজিন্যাল্ড ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর অনুচর বলিল, আমরা প্রত্যেকেই এই সকল ঘোড়া ও ধর্মের দাম বাবদ এক শত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার প্রস্তাব করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছি।”

শেষোক্ত চারিজনকে সম্বোধন করিয়া উত্তরাধিকার-বঞ্চিত যোদ্ধা বলিলেন, “যথেষ্ট।আমার বর্তমান প্রয়োজন তার অর্ধেক অর্থগ্রহণ করতে বাধ্য কচ্ছে। আপনারা সকলে অবশিষ্টঅর্ধেকের অর্ধাংশ ভাগ করে নিন এবং ঘোষণাকারীগণ, সহকারী ঘোষণাকারীগণ, চারণগণএবং অনুচরবর্গের মধ্যে বাকি অর্ধাংশ ভাগ ক’রে দিন।”

ওই অনুচরেরা টুপি হাতে এই ভদ্রতা ও মহানুভবতা, যাহা সাধারণত আচরিত হইত , অন্তত এরূপ উদারতার সহিত হইত না—তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করিল।তৎপরে উত্তরাধিকার-বঞ্চিত যোদ্ধা ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবারের সমরানুচর বল্‌ডুইনকে এই কথাবলিলেন, “আপনার প্রভুর নিকট হতে আমি বর্ম বা অর্থ গ্রহণ করব না। আমার নাম করে আপনার প্রভুকে বলবেন যে, যতদিন পর্যন্ত না আমরা তরবারি ও বর্শা নিয়ে ঘোড়ায় চেপে ও পায়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ কচ্ছি, ততদিন আমাদের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হবে না। এই প্রাণান্তকারী যুদ্ধে তিনি আমাকে আহ্বান করেছেন এবং আমি তার এই সমরাহ্বান বিস্মৃত হ’বনা।”

বল্‌ডুইন নীচু হইয়া অভিবাদন করিল এবং সঙ্গীদের লইয়া প্রস্থান করিল; পরেউত্তরাধিকার-বঞ্চিত যোদ্ধা শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

তিনি তাঁর অনুচরকে বলিলেন, “গার্থ, এ পর্যন্ত ইংরেজ জাতির শৌর্যের সুনাম আমার হাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি।”

গার্থ বলিল, “আমি একজন স্যাক্সন শূকরপালক হয়ে নর্মান সমরানুচরের অভিনয় নিতান্ত মন্দ করিনি।”

তাহার প্রভু বলিলেন, “এই স্বর্ণমুদ্রার খলি আশ্বিতে নিয়ে যেয়ে ইয়র্ক নগরের ইহুদীআইজ্যাক্কে খুঁজে বার করো এবং রাজার খাতিরে আমি যে অশ্ব ও অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তারদাম দিতে বলো গে।”

আমরা এখন দৃশ্য পরিবর্তন করিয়া আশ্বি-র নিকটবর্তী একটি বাড়িতে যাইব, এইবাড়িটি একজন ধনী ইহুদীর, আইজ্যাক তাহার কন্যা ও অনুচরবর্গসহ এখানে বাসা লইয়াছিলেন।

প্রাচ্যদেশানুমোদিত আসবাব ও অলঙ্কারে সজ্জিত একটি কক্ষে একরাশ বুটিদার স্তূপের উপর রেবেকা বসিয়াছিল। যখন তাহার পিতা কক্ষের মধ্যে বিষণ্ণভাবে ও অস্থিরভাবে পায়চারি করিতেছিলেন তখন রেবেকা উৎকণ্ঠাপূর্ণ ও সন্তানসুলভ স্নেহের দৃষ্টিতে তাহার চলাফেরা লক্ষ্য করিতেছিল।

সে উচ্চকণ্ঠে বলিল, “ও জ্যাকব! এক হাজার পঞ্চাশটি জেটিন আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল, আর তা এক অত্যাচারীর হাত দিয়ে ! কন্যা, আমরা ভবঘুরে এবং পূর্বপুরুষদের অধিকার হতে বঞ্চিত হ’লেও, আমাদের জাতির সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় এইযে, আমাদের প্রতি অত্যাচার হলে আমাদের ধন লুপ্তিত হ’লে চারদিকের লোক হাসতে থাকেএবং আমরা অন্যায়ে ব্যবহারের ক্ষোভ চেপে রাখতে বাধ্য হই—ও যেখানে আমাদের উচিতপ্রতিহিংসা লওয়া, সেখানে আমাদের হাসতে হয়।”

রেবেকা বলিল, “ও ভাবে এটা নেবেন না। আমাদের সুবিধাও তো অনেক আছে।আমাদের টাকা ছাড়া তারাও যুদ্ধে সৈন্যসজ্জা করতে পারত না, শান্তিতেও আনন্দ করতেপারত না, এবং যে টাকা আমরা ধার দিয়ে থাকি, তা বেশি হয়ে আমাদের বাক্সে ফিরে আসে।আমরা সেই গাছের মতো, যা যত বেশি পায়ে পেষণ করা যায়, ততই সতেজে বেড়ে ওঠে। এমনকি অদ্যকার প্রদর্শনীও ঘটিত ইহুদীদের প্রদত্ত অর্থ ছাড়া সম্ভব হত না।”

আইজ্যাক বলিল, “বৎসে, তুমি আর একটা দুঃখের তারে ঘা দিলে। আমার সেই ভাল ঘোড়াটা ও মূল্যবান বর্মের দাম লিকেস্টর-এর কিরজাথ জয়রাম-এর সঙ্গে আমি একটা ব্যাপারে যতটা লাভ করব, তত লাভের সমান। এতেও আর এক দফা লোকসান হয়েছে—তবুও মনে হচ্ছে যে যুবকটি সং, তার চেয়েও ভাল ফল হয়তো দাঁড়াতে পারে।”

রেবেকা বলিল, “নিশ্চয়ই, অপরিচিত যোদ্ধার কাছে আপনি যে উপকার পেয়েছেন, তার প্রত্যুপকার করে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে না।”

আইজ্যাক বলিল, “মা, আমার তাই বিশ্বাস হয় এবং পবিত্র জেরুসালেমের পুনর্নির্মাণেও বিশ্বাস করি। কিন্তু আমার নিজের চক্ষু দ্বারা সেই নূতন মন্দিরের প্রাচীরগুলি দেখবার আশাততটুকুই করি, খ্রিস্টান ইহুদীর ঋণ পরিশোধ কচ্ছে, এ আশা যতটুকুকরি।”

এই কথা বলিয়া সে আবার অসহিষ্ণুভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল; আর রেবেকা যখন দেখিল যে, তাহার সাস্ত্রনা দিবার প্রচেষ্টা আরো নূতন নূতন দুঃখের বিষয় মনেজাগরুক করিতে সাহায্য করিতেছে, তখন সে বিচক্ষণতার সহিত তাহার বৃথা চেষ্টা হইতেবিরত হইল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, একজন ইহুদী ভৃত্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুবাসিত তৈলপূর্ণ দুইটি দীপ টেবিলে স্থাপিত করিল, এবং একই সময়ে সে আইজ্যাককে জানাইল যে একজন নাজারিন (নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলিবার সময় তাহারা এই নমেই খ্রিস্টানগণকে অভিহিত করিত) তাহার সহিত কথা বলিতে ইচ্ছুক। আইজ্যাক তাড়াতাড়ি তাহার কন্যাকে বলিল, “রেবেকা, ঘোমটা দাও” এবং আগন্তুককে আনিবার জন্য আদেশ দিল।

রেবেকা একটা রূপার কাজকরা সূক্ষ্মবসনে তাহার সুন্দর আকৃতি আপাদমস্তক আবৃত করিবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া গেল এবং নর্মানদের ঢিলা পোশাকে আবৃত হইয়া গাথ প্রবেশ করিল।

সে স্যাক্সন ভাষায় বলিল, “তুমি কি ইয়র্কের ইহুদী আইজ্যাক?”

আইজ্যাক সেই ভাষাতেই উত্তর দিল, “হ্যাঁ, আমি আইজ্যাক। তুমি কে?”

গাথ বলিল, “সেটায় কোনো প্রয়োজন নাই।”

আইজ্যাক বলিল, “আমার নামের যতটুকু প্রয়োজন তোমার কাছে, ঠিক ততটুকু প্রয়োজন আছে। তোমার নাম না জানলে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলি কি প্রকারে?”

গাথ উত্তর করিল, “সহজেই, আমাকে যখন টাকা দিতে হ’বে, তখন আমার অবশ্য জানা উচিত যে, সেটা ঠিক লোকের হাতেই দিচ্ছি; তোমাকে টাকা গ্রহণ করতে হ’বে, সুতরাং মনেহয় কার হাত দিয়ে টাকা দেওয়া হল সে বিষয়ে তুমি তত গ্রাহ্য করবে না।”

ইহুদী বলিল, “ও! তুমি টাকা দিতে এসেছ? পবিত্র পিতা আব্রাহামকে ধন্যবাদ। সেটা আমাদের পরস্পরকে ভিতরের সম্পর্কটা উল্টিয়ে দিয়েছে। এ টাকা তুমি কার কাছ থেকে এনেছ?”

গাথ বলিল, “আজকের ক্রীড়ায়ুদ্ধে বিজয়ী উত্তরাধিকার-বধিগত যোদ্ধার কাছ থেকে তোমার সুপারিশে কিরজাথ জয়রাম তাঁকে যে বর্ম দিয়েছিল, তারই দাম। তোমার ঘোড়াশালায় ঘোড়াটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। আমি জানতে চাই ওই বর্মের জন্য তোমাকে কত টাকা দিতে হবে?”

হর্ষধ্বনির সহিত চিৎকার করিয়া আইজ্যাক বলিয়া উঠিল, “বলেছি তো, যুবকটি ভাল। তোমার সঙ্গে কত টাকা এনেছ?”

গার্খ বলিল, “খুব সামান্য টাকা; হাতে সামান্যই আছে। কিন্তু আইজ্যাক, ইহুদীর বিবেক হ’লেও তোমার তো একটা বিবেক থাকা উচিত।”

স্বাভাবিক অর্থলোভ ও উদার হইবার একটা নবজাগ্রত বাসনার মধ্যে পড়িয়া আইজ্যাক হাঁপাইতে হাঁপাইতে ও ইতস্তত করিতে করিতে বলিল, “যদি আমি বলি যে, ওই ঘোড়া ও মূল্যবান বর্মের জন্য আমি আশি জ্যাকিন চাই—যাতে আমার এক গিলডারও লাভ থাকে না—তবে কি আমাকে দিবার মতো টাকা তোমার আছে?”

যদিও এই টাকা গার্খ যাহা আশা করিয়াছিল যে চাওয়া হইবে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত—তবুও সে বলিল, “কায়ক্লেশে; আমার প্রভু এতে কপর্দকশূন্য হবেন। তা হলেও এই যদি তোমার সর্বনিম্ন দাবী হয়, তবে আমায় অগত্যা এতেই সন্তুষ্ট হতে হবে।”

ইহুদী বলিল, “এক পেয়লা মদ পান করো। আঃ, আশি জ্যাকিন নিতান্তই কম! এতে লাভথাকে না। তাছাড়া আজকের যুদ্ধে ঘোড়াটা জখম হয়ে থাকবে হয় তো।”

গার্খ বলিল, “আমি বলছি, সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। আর বর্মের মূল্যস্বরূপ সত্তর জ্যাকিনইযথেষ্ট। যদি তুমি এই সত্তর জ্যাকিন না নাও, তবে এ থলিটা (এই পর্যন্ত বলিয়া গার্খ থলিটাএমন ভাবে নাড়িল যে ইহার ভিতরের মুদ্রাগুলি বন্বান করিয়া উঠিল) আমার প্রভুর কাছে ফেরত নিয়ে যাব।”

আইজ্যাক বলিল, “না না, আশিটা জ্যাকিন দাও।”

গার্খ অবশেষে রাজী হইল; আর টেবিলের উপর আশিটা মুদ্রা গুনিয়া রাখিল, ইহুদী অশ্ব ও বর্মের জন্য তাহাকে রসিদ দিল। গার্খ উহা তাহার টুপির নীচে রাখিয়া দিল এবং শিষ্টাচারেরজন্য বাক্যব্যয় না করিয়াই কক্ষত্যাগ করিল।

সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নির্গমনের পথ খুঁজিতে তাহার একটু ধাঁধা লাগিতেছিল, এমন সময়ে একটি শ্বেতবসনা নারীমূর্তি তাহাকে পাশের ঘরে যাইতে ইঙ্গিত করিল। একটু থামিয়া সে সেইছায়ামূর্তির সঙ্কেত মানিয়া চলিল এবং তৎপ্রদর্শিত কক্ষে প্রবেশ করিল; সেখান যাইয়া সেবিস্ময়ের সহিত দেখিল যে তাহার পথপ্রদর্শক সেই সুন্দরী ইহুদী নারী যাহাকে সে ক্রীড়াভূমিতেও তাহার পিতার কক্ষে দেখিয়াছিল।

আইজ্যাকের সহিত তাহার দেনা-পাওনার ব্যাপারটির বিস্তৃত বিবরণ তিনি জিজ্ঞাসাকরিলেন,—সে তাহা যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিল।

রেবেকা বলিলেন, “বাপু শোনো, আমার পিতা তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন মাত্র; আমার পিতা তোমার প্রভুর কাছে যে দয়ার জন্য ঋণী, তা ওই অস্ত্রাদি ও ঘোড়ার দাম যদিদশগুণ বেশি হত, তা হলেও তাতে শোধ করা যেত না। তুমি বাবাকে এইমাত্র কত টাকাদিয়েছ?”

এই প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া গার্খ বলিল, “আশি জ্যাকিন!”

রেবেকা বলিলেন, “এই থলিতে তুমি একশত জ্যাকিন পাবে। তোমার প্রভুকে তারপ্রাপ্য ফিরিয়ে দিয়ো, আর বাকি টাকা তুমি নিয়ো। শীগগির যাও, ধন্যবাদ দিবার জন্য দাঁড়িয়েথেকো না।”

গৃহ হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার তরুণীথির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে হেঁচট খাইয়া গার্খবলিল, “সাপু ডানষ্টানের দিব্য! এ ইহুদীর মেয়ে নয়, স্বর্গের দূত। আঃ কি সুখের দিন! এইরকম দিন যদি আবার পাই, তবে আমি শূকররক্ষকের শিঙা ও লাঠি ফেলে দিই এবং স্বাধীনযোদ্ধার তরবারি ও ঢাল হাতে আমার নাম বা মুখ না লুকিয়ে আমার তরুণ প্রভুকে মৃত্যু পর্যন্তঅনুগমন করতে পারি।”

একাদশ পরিচ্ছেদ

মেঘমুক্ত সূর্যালোক লইয়া প্রভাত হইল এবং সূর্যদিক্চক্রবালের অধিক উঠিবার আগেই দর্শকের মধ্যে যাহারা সর্বাপেক্ষা উৎসুক—তাহারা প্রান্তরে উপস্থিত হইল। তৎপরেই অগ্রদূতগণেরসহিত মার্শালগণ, তাহাদিগের অনুচরবর্গ, যুদ্ধ করিতে চাহেন যে সকল যোদ্ধা এবং কে কোন্ পক্ষ সমর্থন করিতে চাহেন তাহা লিখিয়া লইবার উদ্দেশ্যে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

যথারীতি উত্তরাধিকার-বধিগত বীর এক দলের নেতা বলিয়া গণ্য হইবেন, স্থির হইল। আর পূর্বদিনের শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধার নীচেই যাঁর আসন, সেই ব্রিঁয়া দ্য বোয়া- গিলবারকে অপরদলের প্রধান যোদ্ধা বলিয়া ঘোষণা করা হইল। উভয় পক্ষের সাধারণ বীরগণের স্থান পূরণকরিবার জন্য সদংশজাত ও খ্যাতিসম্পন্ন আবেদনকারীদের অভাব হইল না। কিন্তু যখন প্রত্যেক দলে যুদ্ধাভিলাষী বলিয়া পঞ্চাশজনের নাম লিখিত হইল, তখন মার্শালগণ ঘোষণা করিলেন যে, আর অধিক লোক গ্রহণ করা হইবে না।

দশটা বাজিতে না বাজিতে ক্রীড়ায়ুদ্ধে গমনরত সওয়ার, অশ্ববাহিনী ও পথিকগণে সমগ্রসমতলভূমি ভরিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই তুরী-নিবাদ দ্বারা অনুচরবর্গসহ রাজকুমারগণের আগমন ঘোষিত হইল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্যাকসন সেড্রিক আসিয়া পৌঁছিলেন, সঙ্গে ছিলেন লেডি রাওএনা, তারসঙ্গে কিন্তু এথেলষ্টেন ছিলেন না। এই স্যাকসনসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহার বিশাল ও দৃঢ় দেহ বর্মে আবৃত করিয়া আসিয়াছিলেন, দ্বন্দ্বযুদ্ধকারীদের দলে যোগ দিবার জন্য এবং সেড্রিকের বিস্ময়উৎপাদন করিয়া তিনি ধর্মযোদ্ধার দলে যোগ দিলেন।

এথেলষ্টেন মনে করিতেন যে সেড্রিক ও রাওএনার অন্যান্য বন্ধুগণের সম্মতিক্রমে রাওএনার সহিত তাহার বিবাহ ইতঃপূর্বেই এক প্রকার নিঃসন্দেহ ভাবে ঠিক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং লেডি রাওএনাকে যে সম্মান দিবার অধিকার তাঁহার ছিল, কনিংসবার্গের অলস অথচ গর্বিত ভূস্বামী নিজের বিরক্তি ঢাকিয়াই পূর্বদিনের বিজেতাকে সেই সম্মানের পাত্রীরূপে রাওএনাকে মনোনীত করিতে দেখিয়াছিলেন। যে নির্বাচন তাহার (এথেলষ্টেন-এর) নিজের বিবাহ-প্রস্তাবে বাধা জন্মাইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহার জন্য তাহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে আত্মশক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসী এথেলষ্টেন ওই উত্তরাধিকার-বধিগত বীরকে কেবল যে তাহার প্রবল সাহায্য হইতে বধিগত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এমন নয়, বরং যদি সুবিধাপাওয়া যায়, তবে তাহাকে নিজের রণ-কুঠারের ভার অনুভব করাইবেন।

যে মুহূর্তে প্রিন্স জন দেখিলেন যে, সেদিনকার নির্ধারিত রানি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সেই মুহূর্তে তিনি অশ্বারোহণে তাহার অভ্যর্থনার জন্য সম্মুখের দিকে গেলেন, এবং নিজের মাথার টুপি খুলিয়া ও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া লেডি রাওএনাকে অশ্ব হইতে নামিতে সাহায্য করিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার আসনের বিপরীত দিকে অবস্থিত—সম্মানের আসনে তাঁহাকে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

আসলে বসিবামাত্র জনসাধারণের উচ্চধ্বনির মধ্যে অর্ধ-নিমজ্জিত বাদ্যধ্বনি তাহার নূতনসম্মানকে অভিনন্দিত করিল। তারপর ঘোষণাকারীরা এই ঘোষণা করিল যে, যতক্ষণ যুদ্ধের নিয়মগুলি বিবৃত না হয় ততক্ষণ যেন সকলে নীরব থাকে। বীরগণকে তরবারি দ্বারা খোঁচা দিতে নিষেধ করা হইল, কেবলমাত্র তাহারা আঘাত করিতে পারিবে। ইহা জানাইয়া দেওয়া হইল যেকোনো বীর গদা বা যুদ্ধ-কুঠার ব্যবহার করিতে পারিবে, কিন্তু ছোঁরা নিষিদ্ধ অস্ত্র বলিয়া গণ্য হইল। কোনো বীর অশ্চু্যত হইলে বিপক্ষীয় তদবস্থায় পতিত অন্য বীরের সঙ্গে পদব্রজে পুনরায় যুদ্ধ করিতে পারিবেন, কিন্তু সেই অবস্থায় অশ্বারোহীরা তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিবেন না। যখন কোনো বীর তাঁহার বিপক্ষকে যুদ্ধক্ষেত্রের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এমনভাবে হঠাইবেন যে, তাহার শরীর ও অস্ত্রাদি বেড়া স্পর্শ করে, তখন ওই প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং তাহার বর্ম ও অশ্ব বিজেতার অধীনে ন্যস্ত হইবে। যদি কোনো যোদ্ধা আহত হইয়া পড়িয়া যান এবং উঠিতে না পারেন, তাহার ভৃত্য মল্লক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বিপদের স্থান হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু ওই ক্ষেত্রে ওই যোদ্ধা পরাজিত বিবেচিত হইবেন

এবং তাহার অস্ত্র ও বর্মাদি বাজেয়াপ্ত বলিয়া ঘোষিত হইবে। খ্রিস্ট জন তাহারদণ্ড মাটিতে ফেলিয়া দিবামাত্র যুদ্ধ স্থগিত হইবে।

এই ঘোষণা হইবার পরে ঘোষণাকারীরা নিজের নিজের স্থানে চলিয়া গেল। বীরগণযুদ্ধক্ষেত্রের অপরপ্রান্তে দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকে পরস্পরের বিপরীত দিকে দুইটি সারিতে দাঁড়াইলেন এবং প্রত্যেক দলের নেতা পুরোভাগের যে সারি তাহার মধ্যস্থলে রহিলেন। লম্বা বর্শা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তাহারা দাঁড়াইল, উজ্জ্বল ফলকগুলিরোদ্রে ঝকঝক করিয়া উঠিল এবং যে নিশানদ্বারা সেগুলি সজ্জিত ছিল, সেগুলি শিরজ্ঞানেরপালকসমূহের উপরিভাগে বাতাসে উড়িতে লাগিল।

তাহারা এইভাবেই রহিল, এদিকে ক্রীড়াভূমির মার্শালগণ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ওসূক্ষ্মদৃষ্টিতে উভয় দল পর্যবেক্ষণ করিয়া লইলেন পাছে কোনো দলে নির্দিষ্ট সংখ্যার অপেক্ষা বেশি বা কম লোক থাকিয়া যায়। হিসাব ঠিক নির্ভুল আছে বলিয়া দেখা গেল। তখন মার্শালগণ ক্রীড়াভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন এবং উইলিয়াম দ্য এভিল বজ্রগস্তীর স্বরে সঙ্কেত-ধ্বনি উচ্চারণ করিলেন, “ছুটে যাও!” তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে তুরী-নিলাদ হইল, যোদ্ধাগণেরবর্শাসমূহ নামানো হইল এবং রাখিবার স্থানে স্থাপিত হইল, জুতার কাঁটা দিয়া অশ্বসমূহেরপার্শ্বদেশে খোঁচা দেওয়া হইল, এবং পুরোভাগের দুইটি সারি পূর্ণবেগে পরস্পরের প্রতি ছুটিয়াএরূপ সশব্দে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যভাগে গিয়া মিলিত হইল যে, অনেক মাইল দূর হইতে তাহারশব্দ শোনা গেল।

উভয়দলের যে নেতারা কণ্ঠস্বরে ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাদিগের সঙ্গীদিগকে উৎসাহিতকরিতেছিলেন, যুদ্ধের সংঘটিত জয়পরাজয়ের মধ্যে সকলের চক্ষু সেই নেতাগণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিল। উভয়েই প্রভূত শৌর্যের নিদর্শন দেখাইলেন; কি বোয়া-গিলবার, কি উত্তরাধিকার-বধিতে যোদ্ধা, কেহই স্ব স্ব বিরুদ্ধদলের বীরগণের মধ্যে এমন একজনকেও দেখিতে পাইলেন না যাহাকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করিতে পারেন।

যখন উভয়পক্ষের যোদ্ধাদিগের মধ্যে অনেকে আহত হইয়া যুদ্ধ চালাইতে অক্ষম হওয়ায় রণভূমিতে যোদ্ধার সংখ্যা কমিয়া গেল, তখন ধর্মযোদ্ধা ও উত্তরাধিকার-বধিতে যোদ্ধা উভয়ে এমন ভীষণতার সহিত হাতাহাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন যাহা কেবল সাংঘাতিক শত্রুতার দ্বারা প্রণোদিত হইতে পারে। প্রত্যেকে আঘাত করার ও আঘাত এড়ানোর কৌশল এমন সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, দর্শকদিগের মধ্য হইতে আপনা হইতেই একসুরেআনন্দ ও প্রশংসাসূচক ধ্বনি উথিত হইতে লাগিল।

কিন্তু এই মুহূর্তে উত্তরাধিকার-বধিতে বীরের দল বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর বিশাল বাহু এবং অপরপার্শ্বে এথেলস্টেন-এর বিপুলশক্তি তাহাদের নিকটবর্তী বীরগণকেপরাস্ত্র ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতেছিল, সর্বনিকটের শত্রুর হস্ত হইতে আপনাদিগকে মুক্ত দেখিয়াদুইজনেরই বোধ হয় একই সময়ে মনে হইল যে, ধর্মযোদ্ধাকে তাহার বিপক্ষের সহিত যুদ্ধেসাহায্য করিলে তাহারা তাহাদের নিজেদের পক্ষের সর্বাপেক্ষা বেশি সুবিধা করিয়া দিতেপারিবেন।

সুতরাং একই মুহূর্তে তাঁহাদিগের ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া উত্তরাধিকার-বধিতে যোদ্ধাকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে একদিক হইতে নর্মান ও অপরদিক হইতে স্যাকসন যোদ্ধা ঘোড়াকেকাঁটার ঘা দিয়া ছুটাইলেন।

“হে উত্তরাধিকার-বধিতে বীর, সাবধান, সাবধান”—এই কথা এত লোকের দ্বারা উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হইল যে ওই বীর তাহার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হইলেন এবং সতেজে ধর্মযোদ্ধাকে এক আঘাত করিয়া তিনি সেই মুহূর্তেই ঘোড়াকে হঠাইলেন, ফলে তিনি এথেলস্টেন ও ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন। সুতরাং এই লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায়তাহারা বিপরীত দিক হইতে তাঁহাদিগের লক্ষ্যস্থল ও ধর্মযোদ্ধার মধ্যে যাইয়া পড়িলেন; তাহাদের অশ্বগুলিকে থামাইবার পূর্বে তাহারা প্রায় পরস্পরের উপর যাইয়া পড়িয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ঘোড়াগুলিকে

ফিরাইয়া লইয়া এবং ঘুরাইয়া তিনজন যোদ্ধাই উত্তরাধিকার-বধিগত যোদ্ধাকে ভূপাতিত করিবার উদ্দেশ্য অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

শেষোক্ত যোদ্ধার নিপুণ অশ্চালনার ও যে ভাল ঘোড়াতে তিনি চড়িয়াছিলেন, তাহার তৎপরতায় তিনি তাঁহার তিনজন বিপক্ষকেই কয়েক মিনিটের জন্য তাঁহার তরবারির ব্যবধানে রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও ক্রীড়াভূমি তাঁহার নৈপুণ্যের প্রশংসায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তবু ইহা প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, তাহাকেই অবশেষে পরাজিত হইতে হইবে; এবং প্রিন্স জনের চারিপাশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সকলে তাহার আদেশসূচক দণ্ডটি নিষ্ক্ষেপ করিয়া এত বড় বীর যোদ্ধাকে বিপাক দ্বারা পরাজিত হওয়ার অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে একবাক্যে অনুরোধ করিলেন। প্রিন্স জন উত্তর করিলেন, “ঈশ্বরের দিব্য, আমি তাপারব না। এই যুবক নিজের নাম গোপন করেছে ও আমাদের নিমন্ত্রণকে অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। একটা পুরস্কার তো সে এর আগেই লাভ করেছে। এখন সে অন্য সকলকে তাদের পুরস্কার লাভ করতে দিক।” তিনি এই কথা বলিতে না বলিতে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনাসেইদিনকার ভাগ্য পরিবর্তিত করিয়া দিল।

উত্তরাধিকার-বধিগত যোদ্ধার সহযোদ্ধাদিগের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বর্মে আবৃত ও কৃষ্ণবর্ণের ঘোড়ায় আরুঢ় একজন বীর ছিলেন। তাঁহার ঘোড়াটি বড় ও দীর্ঘাকৃতি এবং দেখিতে তাহার আরোহীরই মতো বলবান। এই যোদ্ধার ঢালে কোনো চিহ্ন অঙ্কিত ছিল না এবং যুদ্ধের কোনোঘটনাতেই তিনি এ পর্যন্ত আগ্রহ দেখান নাই, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করিয়া তিনি যেন দর্শকরূপেই কার্য করিতেছিলেন; ইহার জন্য দর্শকগণের মধ্যে তাহার নাম হইয়াছিল “কৃষ্ণকায় অলসব্যক্তি”।

এই যোদ্ধাটি যখন দেখিতে পাইলেন যে তাহার দলের নেতা এমন সঙ্কটে পতিত, তখনতিনি তাড়াতাড়ি নিজের ঔদাসীন্য দূরে নিষ্ক্ষেপ করিলেন এবং জুতার কাঁটার ঘায়ে সম্পূর্ণ তাজা ঘোড়াটিকে চালাইয়া বজ্রবেগে সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিলেন ও তুরি-নিনাদের মতো স্বরে উচ্চকণ্ঠেবলিলেন, “উত্তরাধিকার-বধিগত যোদ্ধা, আমি উদ্ধার করতে এসেছি।” ইহা সময়োপযোগী হইয়াছিল; কেননা যখন উত্তরাধিকার-বধিগত যোদ্ধা ধর্মযোদ্ধার উপর চাপিতেছিলেন, তখন ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ তলোয়ার তুলিয়া তাহার কাছে আসিয়াছিলেন। কিন্তু উদ্যত তরবারির আঘাতেরপূর্বেই কৃষ্ণবর্মাভূত যোদ্ধা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন আর ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ মাটিতে গড়াগড়িদিতে লাগিলেন, ঘোড়া ও সওয়ার উভয়ে আঘাতের প্রচণ্ডতায় সমভাবে অভিভূত হইয়াপড়িল। কৃষ্ণকায় অলস যোদ্ধা তখন কনিংসবার্গ-এর এথেলষ্টেনের দিকে ঘোড়া ছুটাইলেন। ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর সঙ্গে যুদ্ধে নিজের তলোয়ার ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি দীর্ঘকায় স্যাক্সনের হস্তস্থিত টাণ্ডিটা কাড়িয়া লইয়া অস্ত্র চালাইতে নিপুণ এমন ব্যক্তির ন্যায় এথেলষ্টেন-এর মাথায় এমন এক আঘাত করিলেন যে, এথেলষ্টেন অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

এই দুইটি সাহসের কার্য করিয়া ওই বীর আবার তাহার প্রকৃতিগত আলস্য আশ্রয় করিয়া মল্লভূমির উত্তরপ্রান্তে ধীরভারে ফিরিয়া গেলেন এবং তাহার দলপতিকের ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবারের সহিত সমকক্ষভাবে যুদ্ধ করিবার সুযোগ দিলেন। ইহা এখন আর কঠিন কার্যরহিল না। ধর্মযোদ্ধার ঘোড়ার অতিশয় রক্তস্রাব হইয়াছিল এবং উত্তরাধিকার-বধিগত বীরের আক্রমণের ধাক্কায় সে পড়িয়া গেল। ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবার যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া গড়াইতেলাগিলেন; তাহার পা ঘোড়ার রেকাবে আটকাইয়া গেল, এবং তিনি উহা রেকাব হইতে খুলিয়ালাইতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোড়ার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িলেন, তাহারপ্রাণনাশোদ্যত তরবারি তদীয় বিপক্ষের মস্তকের উপর ঘুরাইয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। এমন সময় প্রিন্স জন, ধর্মযোদ্ধা কর্তৃক তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী বিপন্ন হইলে যত নাবিচলিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী-কর্তৃক ধর্মযোদ্ধা বিপন্ন হওয়ায় ততোধিক বিচলিত হইয়া, স্বীয় দণ্ড নিষ্ক্ষেপপূর্বক যুদ্ধের নিবৃত্তি করিয়া ধর্মযোদ্ধাকে পরাজয় স্বীকার করিবার অপমান হইতে উদ্ধার করিলেন।

এক্ষণে প্রিন্স জন-এর কর্তব্য হইল, কোন্ যোদ্ধা সর্বাপেক্ষা ভাল যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহারনাম করা। তিনি স্থির করিলেন, যে লোকদলের বাণী তাহাকে ‘কৃষ্ণ অলস ব্যক্তি’ আখ্যাতিয়াছে, সেইদিনকার সম্মান সেই যোদ্ধাই পাইবেন।

কিন্তু উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইল যে, এইরূপ সমাদৃত যোদ্ধাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র তিনি ক্রীড়াভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে উত্তরাধিকার-বধিতে যোদ্ধার দাবীতে বাধা দিবার জন্য প্রিন্স জনের আর কোনোঅজুহাত ছিল না; সুতরাং তিনি তাহাকেই সেদিনকার শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলিয়া মনোনীত করিলেন।

শোণিত-পিচ্ছিল ও ভগ্ন বর্মে এবং আহত অশ্বদেহে আবৃত ক্রীড়াভূমির মধ্য দিয়ামার্শালগণ বিজয়ী বীরকে আবার প্রিন্স জনের সিংহাসনের তলে লইয়া গেলেন।

প্রিন্স জন বলিলেন, “উত্তরাধিকার-বধিতে যোদ্ধা, তোমাকে আবার আমরা এই যুদ্ধেরসম্মান দান করি; আর তোমার কাছে ঘোষণা করি যে, তোমার শৌর্যের ন্যায্য পুরস্কার-স্বরূপ জয়মাল্য দাবী করবার ও সৌন্দর্যের ও প্রেমের রানির হাত থেকে তা গ্রহণ করবার অধিকারতোমার আছে।” বিজয়ী বীর নত মস্তকে বিনীত ভাবে অভিবাদন করিলেন, কিন্তু কথার উত্তর দিলেন না।

যে সম্মানের সিংহাসনে লেডি রাওএনা বসিয়াছিলেন, মার্শালগণ উত্তরাধিকার-বধিতে বীরকে তাহার পাদদেশে লইয়া গেল। রাওএনা সুন্দর ও মর্যাদাসম্পন্ন পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া তাহার হস্তস্থিত জয়মাল্য ওই বীরের শিরস্ত্রাণের উপর স্থাপন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মার্শালগণ এক বাক্যে চিৎকার করিয়া বলিলেন, “এ কাজ এমন ভাবে হতে পারেনা; এবং মাথা খুলে দিতে হবে।” ওই বীর অস্পষ্ট ও ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে কি কথা বলিলেন, তাহাশিরস্ত্রাণের মধ্যেই আটকাইয়া গেল; কিন্তু মনে হইল তাহার তাৎপর্য এই যে, তাঁহার ইচ্ছা শিরস্ত্রাণ যেন না তুলিয়া লওয়া হয়।

বাহারীতির প্রতি প্রীতির জন্যই হউক অথবা কৌতূহলবশতই হউক, মার্শালগণ তাঁহারঅনিচ্ছাসূচক বাক্যের প্রতি মনোযোগ দিলেন না; তাহার শিরস্ত্রাণের ফিতাগুলি কাটিয়া দিলেনএবং গলকবচের বন্ধনী খুলিয়া দিয়া শিরস্ত্রাণ মুক্ত করিলেন। শিরস্ত্রাণ খুলিয়া লওয়া হইলেদেখা গেল, একটি পঁচিশ-বৎসর-বয়স্ক যুবকের সুগঠিত অথচ রৌদ্রবিবর্ণ মুখমণ্ডল সুন্দরএকরাশ খাটো চুলের মধ্যে শোভা পাইতেছে। তাঁহার মুখশ্রী মৃত্যুর মতো মলিন এবং দুই একটি স্থানে রক্তের দাগ রহিয়াছে।

রাওএনা তাঁহাকে দেখিবা মাত্র ক্ষীণ আর্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরায় তাঁহার স্বাভাবিক স্থৈর্য অবলম্বন করিয়া যে সুন্দর জয়মাল্যটি ওইদিনের যুদ্ধের পুরস্কারস্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তিনি তাহা ওই বিজয়ী বীরের অবনত মস্তকে পরাইয়া দিয়াসুস্পষ্ট স্বরে এই কথাগুলি বলিলেন, “হে বীর! আজকের যুদ্ধে বিজয়ীর জন্য নির্দিষ্ট বীরত্বেরপুরস্কারস্বরূপ তোমাকে এই জয়মাল্য অর্পণ করি।” একটু থামিয়া আবার দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “আর তোমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি এমন কেউ নেই যার মস্তকে এই বীরত্বের পুরস্কার দেওয়াযেতে পারত।”

যোদ্ধা মস্তক অবনত করিলেন এবং যে সুন্দরী প্রেমের রানি কর্তৃক তাহার বীরত্ব পুরস্কৃত হইল সেই রানির হস্ত চুম্বন করিলেন, এবং তৎপরে সম্মুখের দিকে আরো নত হইয়া তাহার পদে অবসন্ন ভাবে পতিত হইলেন।

সকলের মধ্যে একটা ভীতি-চাঞ্চল্য দেখা দিল। সেড্রিক তাঁহার নির্বাসিত পুত্রের সাহস আবির্ভাবে বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং যেন পুত্রকে রাওএনার নিকট হইতে দূর করিবার জন্যসম্মুখের দিকে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু মার্শালগণ সে কাজ পূর্বেই করিয়াছিল। আইভ্যানহোর মূর্ছাযাওয়ার কারণ অনুমান করিয়া তাহারা তাঁহার বর্ম খুলিয়া

দিবার জন্য ছুটিয়া গেল এবং দেখিল যে, একটা বর্ষার ফলা তাহার বর্ম ভেদ করিয়া পার্শ্বদেশে তাহাকে আহত করিয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আইভ্যানহোর নাম উচ্চারিত হইতে না হইতে উহা মুখে মুখে দ্রুত প্রচারিত হইল এবং শীঘ্রইসংবাদ প্রিন্স জন-এর দলে গিয়া পৌঁছিল—এই সংবাদে রাজকুমারের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল।

তিনি ক্রীড়াভূমি পরিত্যাগ করিবার জন্য সঙ্কেত দ্বারা আদেশ দিতে যাইতেছিলেন, এমনসময় একখানি ক্ষুদ্র পত্র তাহার হাতে দেওয়া হইল।

যে ব্যক্তি উহা তাহাকে দিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া প্রিন্স জন বলিলেন, “এটাকোথেকে এসেছে?”

তাহার ভৃত্য উত্তর দিল, ‘মহারাজ, এটা বিদেশ থেকে এসেছে; কিন্তু কোন্ জায়গাথেকে এসেছে, তা জানি না। একজন ফরাসীদেশীয় লোক এখানে এটা এনেছে। সে বলেছেআপনার হাতে এখনি দিবার জন্য সে দিনরাত ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে।’

পত্রখানি জন উদ্বিগ্নের সহিত খুলিলেন। পত্রে লিখিত বিষয়টি পড়িয়া তাহার উদ্বিগ্ন স্পষ্টভাবে এবং অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। উহাতে এই কথাগুলি ছিল :—

“সাবধান হও, শয়তান শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছে।”

রাজকুমারের মুখ মৃতের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি ওয়ালদ্যমা ফিজার্স ও দ্যব্রাসিকে আড়ালে লইয়া গিয়া পর পর তাহাদের প্রত্যেকের হাতে পত্রখানা দিয়া স্থলিতকণ্ঠেবলিলেন, “এর অর্থ এই যে, আমার ভাই রিচার্ড স্বাধীনতা লাভ করেছে!”

দ্য ব্রাসি বলিল, “এটা মিথ্যা ভয়ের ব্যাপার অথবা জাল চিঠি হতে পারে।”

প্রিন্স জন বলিলেন, “ফ্রান্সের রাজার নিজের হাতে এটা লেখা আর তার সিলমোহরদেওয়া।”

ফিট্জার্সি বলিলেন, “ইয়র্ক বা অন্য কোনো কেন্দ্রস্থলে আমাদের দল একত্র করবার সময় উপস্থিত। দিনকয়েকের দেরীতে তা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। মহারাজ এই তামাশা এখনইভেঙে দিন।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “ক্রীড়াতে অংশগ্রহণ না করার দরুণ ইয়োম্যান ও সাধারণ প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে না যায়।”

ওয়ালদ্যমার বলিলেন, “এখনো দিন বেশি যায় নাই; তীরন্দাজগণকে চাঁদমারীতেকয়েকটি লক্ষ্যভেদ করতে দিন, আর তার পুরস্কার নির্দিষ্ট করে দিন। স্যাকসন দাস দলের সম্বন্ধে অন্তত রাজকুমারের প্রতিজ্ঞার তা হলে যথেষ্ট পূরণ করা হ’বে।

রাজকুমার বলিলেন, “ওয়ালদ্যমা, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তুমিমনে করিয়েদিলে যে ওই উদ্ধত ও বেয়াদব চাষাটা—যে কাল আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করেছিল, তার ঋণ এখনো শোধ করা হয় নাই (অর্থাৎ তাহার সহিত বোঝাপড়া করা হয় নাই)। আমাদের প্রস্তাবিত ভোজের ব্যবস্থা আজ রাত্রে করা হ’বে।”

যে সকল দর্শক ক্রীড়াভূমি পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, শিঙাধ্বনি পুনরায় তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিল এবং ইহা ঘোষিত হইল যে, উচ্চ অপের ও জরুরি রাজকার্যে আহূত হওয়ায় প্রিন্স জন আগামী কল্যকার উৎসবের আমোদ-প্রমোদ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু এতগুলি নিপুণ ইয়োম্যান তাহাদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে

না পারিয়াই চলিয়া যাইবে, ইহা তাহার অভিপ্রেত নয়—এজন্য তিনি সাদরে তাহাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, ক্রীড়াভূমি পরিত্যাগের পূর্বেই তাহারা কল্যকার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদ- প্রতিযোগিতা এখনই নিষ্পন্ন করিবে।

সর্বশ্রেষ্ঠ তিরন্দাজকে একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে—তাহা রৌপ্যমণ্ডিত একটি শিঙা এবং বনক্রীড়া ও মৃগয়াদির অধিনায়ক সাধু হিউবার্ট-এর মূর্তি অঙ্কিত একটি রেশমী কাটবন্ধ (ওই শিঙা বুলাইবার জন্য)।

ত্রিশজনের অধিক তীরন্দাজ প্রতিযোগী হইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু যখন তাহারা বুঝিতেপারিল যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে তখন বিশজনের অধিক লোক প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া পড়িল; তাহারা নিশ্চিত পরাজয়ের অপমানের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা করিল না।

রাজকুমার তাহার ক্রোধভাজন লোকটিকে খুঁজিতে লাগিলেন; তিনি দেখিলেন যে, সেএকই স্থানে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার মুখে সেই রকম একটা শান্ত ভাব, পূর্বদিনে যেরূপ দেখা গিয়াছিল।

রাজকুমার বলিলেন, “এই! তোর উদ্ধত বাচালতায় আমি আগেই বুঝেছিলাম যে, তিরছোঁড়া ধনুকের তুই খুব ভক্ত নোস; এবং আমি দেখতে পাচ্ছি, তুই অদূরে যে প্রফুল্লচিত্তলোকগুলি দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে দিয়ে তোর নৈপুণ্যের পরীক্ষা দিতে সাহস করি না। তোর নাম কি?”

তিরন্দাজ উত্তর করিল, “লক্সলি।”

প্রিন্স জন বলিলেন, “তা হলে লক্সলি, যখন এই সকল ধনুর্ধর এদের কৌশল প্রদর্শনকরবে, তখন তোর পালামতো তুইও তির ছুঁড়বি। যদি তুই পুরস্কার লাভ করতে পারিস, তবেআমি তোকে বিশটি নোবল মুদ্রা দিব; কিন্তু না পারলে তোর লিঙ্কন নগরের প্রস্তুত সবুজপোশাক খুলে নিয়ে ধনুকের ছিলা দিয়ে মারতে মারতে তোকে এই ক্রীড়াভূমি থেকে বার করে দেওয়া হবে তোর উদ্ধত বাচালতার দণ্ডস্বরূপ।”

কৃষক-ভূস্বামী বলিল, “গর্বিত রাজকুমার, এ ন্যায়সঙ্গত শর্ত নয়, যা আপনি আমার উপরচাপিয়ে দিচ্ছেন। যা হোক, আপনার যা ইচ্ছা আমি তা পালন করব।”

এখন মল্লভূমিতে প্রবেশ করিবার দক্ষিণ-দিকের পথের দূরপ্রান্তে একটি চাঁদমারি স্থাপনকরা হইল। প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত আটজন ধনুর্ধর পালাক্রমে তাহাদের নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইলএবং সম্মুখে পা বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা একে একে কৌশলী ধনুর্ধরের মতোনিষ্ঠিকভাবে তিন-তিনটি তির ছুঁড়িল। পর পর যে চব্বিশটি তির ছোঁড়া হইল, তাহার দশটিলক্ষ্য ভেদ করিল এবং অপরগুলি উহার এত নিকট দিয়া গিয়াছিল যে, লক্ষ্যের দূরত্ব বিবেচনা করিয়া তাহাও উত্তম কৌশল বলিয়া বিবেচিত হইল। যে দশটি তির চাঁদমারিতে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে লক্ষ্যচক্রের মধ্যস্থিত দুইটি তির হিউবার্ট নামক ম্যালভোয়াজাঁরঅধীনস্থ জনৈক বনরক্ষকের দ্বারা নিষ্ফল হইয়াছিল, সুতরাং ইহাকেই বিজয়ী বলিয়া ঘোষণাকরা হইল।

ভীষণ নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া প্রিন্স জন সাহসী তীরন্দাজকে বলিলেন, “এইবার লক্সলি, তুইকি হিউবার্টের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবি, না তোর ধনুক, শিঙা বুলাবার দড়ি ও তৃণ ক্রীড়াভূমিরপরিদর্শকদের অধিনায়কের হাতে সমর্পণ করবি?”

লক্সলি বলিল, “যখন এর চেয়ে ভাল হবার নয়, তখন আমি ভাগ্য পরীক্ষা করেই খুশি হব; কিন্তু একটা শর্তে, সেটিএই যে, আমি যখন হিউবার্টের লক্ষ্যে দুইটি তির ছুঁড়ব, তখনআমি যে লক্ষ্য প্রস্তাব করব, সেই লক্ষ্যে সে একবার তির ছুড়তে বাধ্য হ’বে।”

প্রিন্স জন বলিলেন, “এটি খুব ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব, তোকে এটা নামঞ্জুর করা হ’বে না। হিউবার্ট, তুমি যদি এই বাচালকে হারাতে পারো, তবে আমি তোমার শিঙা ভরপুর করে রূপারপেনি দিব।”

হিউবার্ট উত্তর করিল, “মানুষে কেবল তার সাধ্যমতো চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু আমার পূর্বপুরুষ হেষ্টিংস-এর রণক্ষেত্রে বেশ ভাল করেই ধনুতে শরক্ষেপ করেছিলেন, আর আমি তাঁর স্মৃতির অবমাননা করব, তা মনে হয় না।”

পূর্বের চাঁদমারি সরাইয়া সেই স্থানে সেই আকারের আর একটি চাঁদমারি স্থাপন করা হইল। প্রথমবারের বিজেতা হিসাবে হিউবার্টের প্রথমে তির ছুঁড়বার অধিকার ছিল। তিরটি বাতাসের মধ্য দিয়া শৌঁ শৌঁ করিয়া ছুটিল এবং চাঁদমারির ভিতরের চক্রে বিদ্ধ হইল, কিন্তু ঠিককেন্দ্রস্থলে পড়িল না।

তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ধনুক বাঁকাইতে বাঁকাইতে বলিল, “হিউবার্ট, তুমি বাতাসের জোরেরহিসাব কর নাই; নইলে ওই শরক্ষেপ আরো নির্ভুল হ’ত।”

এই কথা বলিয়া এবং চাঁদমারির উপর মনঃসংযোগ করিবার জন্য বিন্দুমাত্র উৎকর্ষাপ্রকাশ না করিয়া লক্সলি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইল ও যেন সে চাঁদমারির দিকে আদৌ চাহিয়াদেখে নাই, এরূপ অগ্রাহ্যভাবে দেখাইয়া তির ছুঁড়িল। হিউবার্টের তির অপেক্ষা উহা চাঁদমারিরশ্বেতবর্ণ চক্ররেখার আরো দুই ইঞ্চি বেশি কাছে পড়িল।

প্রিন্স জন হিউবার্টকে বলিলেন, “ঈশ্বরের দিব্য, এই ভবঘুরে বদমাইশটা যদি তোকেপরাস্ত করে, তবে তুই ফাঁসিকাঠে ঝুলবার উপযুক্ত হবি।”

হিউবার্ট-এর সকল সময়ের জন্য একটি মাত্র বাঁধা বুলি ছিল। সে বলিল, “যদি, কুমার, আমায় ফাঁসিও দেন, তা হলেও মানুষ তার যা সাধ্য, তাই করতে পারে। কিন্তু সে যা হোক, আমার পিতামহ খুব ভাল ভাবেই ধনুকে”—

প্রিন্স জন বাধা দিয়া বলিলেন, “তোমার পিতামহ ও তার সমস্ত বংশধরেরা জাহান্নমে যাক! তির ছোঁড়, পাজি, ভাল করে ছোঁড়, নইলে তোমার ভাল হবে না।”

হিউবার্ট যথাস্থানে ফিরিয়া গেল এবং এমন চমৎকার তির ছুঁড়িল যে, উহা চাঁদমারির ঠিক মধ্যস্থলে গিয়া পড়িল।

একজন অপরিচিত ব্যক্তি অপেক্ষা পরিচিত ব্যক্তির সম্বন্ধে অধিকতর কৌতূহলী হইয়াজনসাধারণ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “বাহবা, হিউবার্ট, বাহবা ! ঠিক সাদা দাগে,—একেবারেসাদা দাগের মাঝখানে, হিউবার্ট চিরজয়ী হোক!”

রাজকুমার অপমানসূচক হাসি হাসিয়া বলিলেন, “লক্সলি! ওর চেয়ে ভাল শরক্ষেপ তুই করতে পারবি না।”

লক্সলি উত্তর করিল—“আমি কিন্তু ওর শর চিহ্নিত করব।”

তাহার পর একটু বেশি সতর্কতার সহিত সে তির ছুঁড়িল; সেই তির তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীরতিরের উপর পতিত হইয়া তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া চিরিয়া ফেলিল। চারিদিকে দণ্ডায়মান জনতা তাহার বিস্ময়জনক নৈপুণ্যে এত আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল যে, তাহারা অভ্যাসমতোপ্রশংসাধ্বনি দ্বারা বিস্ময় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না। ধনুর্ধরেরা বলাবলি করিতে লাগিল, “এএকটা শয়তান, এ রক্তমাংসে গড়া মানুষ নয়—বুটেনে ধনুকে সর্বপ্রথমে গুণ দিবার সময় হতেআজ পর্যন্ত এরূপ তীরন্দাজ দেখা যায় নাই।”

লক্সলি বলিল, “এই হুজুরের অনুমতি পেলে উত্তর দেশে চলিত প্রথা অনুসারে আমি একটা চাঁদমারি স্থাপন করি।”

পরে সে ক্রীড়াভূমির বাহিরে গেল এবং প্রায় সেই মুহূর্তেই বৃদ্ধাপুষ্ঠের অপেক্ষা একটুমোটা, ছয় ফুট লম্বা, ঠিক সরল একটা উইলো বৃক্ষের ডাল লইয়া ফিরিয়া আসিল। সে খুবধীরভাবে ইহার ছাল ছাড়াইতে লাগিল। সে বলিতে লাগিল, “সাত বছরের একটি ছেলেও ওইচাঁদমারি ফলকহীন তির দিয়া ভেদ করিতে পারত।” রণভূমির

ওধারে ধীরগতিতে যাইতেযাইতে এবং ডালটা মাটিতে সোজা করিয়া পুঁতিতে পুঁতিতে সে আবার বলিতে লাগিল, “একশত গজ দূর হতে যে এই দণ্ডটি ভেদ করতে পারে, আমি তাকে রাজার সম্মুখে তির-ধনুক নিয়ে উপস্থিত হ’বার যোগ্য তীরন্দাজ বলে মনে করি, তা সে স্বয়ং বলশালী রাজা রিচার্ডই হ’উন না কেন।”

হিউবার্ট বলিল, “মানুষে মাত্র যথাশক্তি চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু যেখানে আমি নিশ্চিতলক্ষ্যদ্রষ্ট হ’ব, সেখানে তির ছুঁড়ব না।”

প্রিন্স জন বলিলেন, “কাপুরুষ! এই লক্সলি, তুইই তির ছোঁড়। যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারিস, তবে আমি বলব যে, তুইই সর্বপ্রথম এ কাজ করেছিস।”

লক্সলি উত্তর দিল, “হিউবার্টের মতোই বলি, আমার যথাসাধ্য আমি করব। কোনো লোকতার বেশি পারে না।”

এই কথা বলিয়া সে ধনুটা বাঁকাইল—কিন্তু এবার সে মনোযোগের সহিত অস্ত্রটা দেখিয়ালাইল এবং ছিলেটা বদলাইল। সে তারপর বেশ ধীরভাবে লক্ষ্য ঠিক করিল। জনসাধারণরুদ্ধনিঃশ্বাসে ও নির্বাকভাবে ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। তিরন্দাজ তাহার নিপুণতার খ্যাতি অটুট রাখিল, তাহার তীর যাহার দিকে নিষ্ফিণ্ড হইয়াছিল সেই উইলোদণ্ডটিকে সে চিরিয়া ফেলিল। প্রশংসাধ্বনির কলরোল শ্রুত হইল। এমন কি লক্সলির নিপুণতায় মুগ্ধ হইয়ারাজকুমার মুহূর্তের জন্য তার প্রতি বিদ্রোহভাবের কথা ভুলিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, “এইযে বিশটি নোবল মুদ্রা ও এই শিঙা—তুই ন্যায্যমতো অর্জন করেছিস,—এ সব তোর নিজেরই। তুই যদি আমাদের দেহরক্ষী সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে চাকুরি নিয়ে আমাদের কাছে কাছাকাছিস তবে ওই বিশমুদ্রাকে পঞ্চগণ করে দেব। কেননা আর কখনো কেউ এমন শক্ত হাতে ধনুনোয়ানি, অথবা এমন অব্যর্থ দৃষ্টিতে তিরক্ষেপ করেনি।”

লক্সলি বলিল, “মহানুভব রাজকুমার, আমায় ক্ষমা করুন; কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি কখনো চাকুরি নিই, তবে আপনার ভাই রাজা রিচার্ডের অধীনেই তা নেব। এই বিশনোবল আমি হিউবার্টকে দিয়ে যাচ্ছি; হিউবার্ট আজ যেমন সাহসের সঙ্গে ধনুক ধরেছে, তা তারযে পূর্বপুরুষ হেস্টিংসের যুদ্ধে ধনুক ছুঁড়েছিলেন তার উপযুক্ত। যদি তার বিনয় তাকে পরীক্ষা থেকে বিরত না করত, সেও আমার মতো লাঠিটা ভেদ করতে পারত।”

সেই অপরিচিত ব্যক্তির দান অনিচ্ছার সহিত গ্রহণ করিবার সময় হিউবার্ট তাহার মাথানাড়িল; আর লক্সলি লোকের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়াগেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রিন্স জনআশ্বির প্রাসাদে বিপুল ভোজ-উৎসবের আয়োজন করিলেন। সেই সময়ে তিনিজনপ্রিয় হইবার প্রয়োজন বোধ করিয়া কয়েকটি সম্ভ্রান্তস্যাকসন ও ডেনিশ পরিবারকে এবৎনর্মান সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি ও স্থানীয় ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সেড্রিক ও এথেলষ্টেনকে রাজকুমার বিশেষ ভদ্রতার সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবংসুখাদ্য ভোজ্যের ভায়ে অবসন্ন টেবিলের চারিদিকে অতিথিগণকে বসাইলেন।

সেই দীর্ঘকালব্যাপী ভোজ অবশেষে সান্ত হইল; এবং যখন মদের পাত্র হরদম হাতেহাতে ঘুরিতেছিল, সবাই গত রণক্রীড়ার কৌশলগুলির কথা আলোচনা করিতেছিল, বীরোচিত সরলতার সহিত ঘটনাগুলি আলোচিত হইতেছিল এবং হলের চারিদিকে হাস্য-বিদ্রুপের ঢেউচলিতেছিল, তখন কেবলমাত্র প্রিন্স জনের ললাট এই সব

আলোচনার সময় মেঘাচ্ছন্ন ছিল; কোনো প্রবল দুশ্চিন্তা তাঁহার মনকে উত্তেজিত করিয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল এবং কেবলমাত্র তদীয় অনুচরবর্গের নিকট হইতে মাঝে মাঝে প্রাপ্ত ইঙ্গিতে তিনি তাঁহার চারিপাশের ঘটনাবলীর প্রতি মনোযোগ দিতেছিলেন।

এইরকম এক সময়ে তিনি বলিলেন, “আমরা এই যুদ্ধের বিজয়ী আইভ্যানহো উইলফ্রেডের উদ্দেশে এই সুরাপাত্র পূর্ণ করি। তার ক্ষত তাকে আমাদের ভোজ-সভায় আসতেদেয়নি এ জন্য দুঃখ অনুভব করি। সকলেই আসুন, তার প্রতি, বিশেষ করে এমন উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত পিতা রদারউডের সেড্রিকের প্রতি, সদিচ্ছা জ্ঞাপন করে আমরা সুরাপাত্র পূর্ণ করি।”

সেড্রিক অসুস্থ মদ্যপাত্র টেবিলে রাখিয়া ও দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, “না, মহারাজ, আমি সেই অবাধ্য যুবককে পুত্র বলে স্বীকার করি না, যে পুত্র আমার আদেশ অমান্য করেছেএবং তার পিতৃপুরুষের আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করেছে।”

প্রিন্স জন বিস্ময়ের সুন্দর ভান করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “এই রকম সাহসী ও বীর পুত্রযে পিতার অযোগ্য বা অবাধ্য পুত্র হবে, তা অসম্ভব।”

সেড্রিক উত্তর করিলেন, “হাঁ মহারাজ, উইলফ্রেড তাই-ই। আমার অনাড়ম্বর বাসগৃহপরিত্যাগ করে সে গিয়ে আপনার আত্মার আমোদপ্রিয় সভাসদগণের সঙ্গে যোগ দিয়েছে; সেখানে সে ওই সব অশুচালনার ফন্দি শিখেছে, আপনাদের কাছে যা’ এত মূল্যবান। আমারইচ্ছা ও আদেশের বিরুদ্ধে সে বাসস্থান ত্যাগ করেছিল।”

এক মুহূর্ত থামিয়া রাজকুমার বলিলেন, “আমার মনে হয় আমার ভাই তাঁর প্রিয়পাত্রের উপর আইভ্যানহোর সমৃদ্ধ জায়গীর দিবার প্রস্তাব করেছিলেন।”

সেড্রিক উত্তর করিলেন, “তাকে তিনি এটা দিয়েছিলেন। পুত্রের সঙ্গে এটাও আমার কমবিবাদের বিষয় নয় যে, যে জায়গীর তার পূর্বপুরুষের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শর্তে অধিকারকরতেন, তাই সে নিজের মান বিসর্জন দিয়ে একজন অনুগত প্রজার মতো গ্রহণ করেছে।”

প্রিন্স জন বলিলেন, “তা হলে মহানুভব সেড্রিক, ব্রিটিশরাজের প্রদত্ত জমি গ্রহণ করলেযাঁর মর্যাদার হানি হবে না, এমন একজন লোকের উপর এই জায়গীরের ভার দিলে আপনি স্বেচ্ছায় সম্মতি দেবেন। পরে তিনি সেই ব্যারনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “স্যার রেজিনাল্ডফ্র্যাং-দ্য-ব্যফ, আমি বিশ্বাস করি, তুমি আইভ্যানহো জমিদারি এমনভাবে রাখবে যে, স্যারউইলফ্রেড সেই জায়গীরে আর প্রবেশ ক’রে তাঁর পিতার অসন্তোষের পাত্র না হন।”

দৈত্যের মতো বিশালকায় কৃষ্ণ ব্যক্তি উত্তর করিলেন, “সাধু এন্টনীর দিব্য, সেড্রিক বাউইলফ্রেড কিংবা ইংরেজরক্ত যাদের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিও যদি কুমারের দান আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়, তবে কুমার যদি আমাকে স্যাক্সন মনে করেন, আমি তাতে সম্মতি দেব।”

নর্মানরা যে ভঙ্গিতে ইংরেজদের প্রতি তাহাদের অভ্যস্ত ঘৃণা প্রায়ই প্রকাশ করিত, সেইভঙ্গিতে বিরক্ত হইয়া সেড্রিক উত্তর করিলেন, “জমিদার মশাই, যে আপনাকে স্যাক্সন বলবে, সে আপনার প্রতি সম্মানই দেখাবে,—সে সম্মান যেমনই মহৎ, আপনি তার তেমনি অযোগ্য।”

প্রিন্স জন বলিলেন, “ঠিক জমিদার মশাইরা, মহানুভব, সেড্রিক ঠিক কথাই বলেছেন। তাদের জাতি আমাদের তুলনায় অগ্রগণ্য বলিয়া দাবী করতে পারে, তাদের পোশাকের এবং তাদেরই কুলজীর দৈর্ঘ্যে।”

জনের সভাসদগণ যতক্ষণ পর্যায়ক্রমে হাসি-হাসি মুখে রাজকুমারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সেড্রিকের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই স্যাক্সন ভদ্রলোকের মুখততক্ষণে ক্রোধে লাল হইয়া উঠিতেছিল এবং ইহার উহার দিকে ক্রোধোদ্দীপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপকরিতেছিলেন।

ফিজার্স বলিলেন, “বীরগণ! আপনাদের ব্যঙ্গ এখন বন্ধ রাখুন।” রাজকুমারকে সম্বোধনকরিয়া তিনি আরো বলিলেন, “এবং এটা খুব ভাল হ’ত কুমার, আপনি যদি সেড্রিককে আশ্বাসদিয়ে বুঝিয়ে বলতেন যে, এই সকল ঠাট্টার দ্বারা তাকে কোনো অপমান করা হচ্ছে না,—যদিও একজন অপরিচিত ব্যক্তির কানে এটা কর্কশই শোনাবে।”

প্রিন্স জন পুনরায় তাহার অভ্যস্ত শিষ্টাচার অবলম্বন করিয়া বলিলেন, “অপমান! আমি বিশ্বাস করি, এরকম কেউই ভাববেন না যে, আমি নিজে কোনো অপমানকে উদ্দেশ্য মনেকরতে পারি, অথবা আমার সম্মুখে কাউকে অপমান করতে দিতে পারি। আমি সেড্রিকের স্বাস্থ্য-কামনায় এই মদ্যপাত্র পূর্ণ কচ্ছি, কেননা তিনি তাঁর পুত্রের স্বাস্থ্য-কামনায় সম্মতি দিতেস্বীকৃত নন।”

সভাসদগণের কপট প্রশংসাবাদের মধ্যে সুরাপান চলিতে লাগিল; কিন্তু যাঁহার উদ্দেশ্যে এই প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইল সেই স্যাক্সনের মনে ইহা কোনো দাগ কাটিতে পারিল না। “কনিংসবার্গের স্যার এথেলষ্টেন-এর শুভেচ্ছায়” যখন রাজকুমারের প্রস্তাবিত সুরাপাত্র হাতেহাতে ঘুরিয়ে লাগিল, তখন সেড্রিক নীরব রহিলেন।

সেই বীর তখন অভিবাদন করিলেন, একটি বৃহৎ সুরাপাত্র নিঃশেষে পান করিয়া প্রদর্শিতসম্মানের জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাইলেন।

প্রিন্স জন যে সুরাপান করিলেন তাহাতে তাহার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “মহোদয়গণ! আমরা আমাদের স্যাক্সন অতিথিগণের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনকরেছি। এখন তাদের কাছে আমাদের ভদ্রতার প্রতিদান প্রার্থনা করব।” সেড্রিককে সম্বোধনকরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “মাননীয় ভূস্বামী! আমরা কি আপনাকে আমাদের নিকট, যেনামের উচ্চারণ করিল আপনার মুখকে সবচেয়ে অল্প অপবিত্র করবে, এমন একজন নর্মানের নাম করতে এবং সেই নামের উচ্চারণে জিহ্বার তিক্ততা এক পেয়ালা সুরাপানে বিধৌত করেফেলতে অনুরোধ করতে পারি?”

স্যাক্সন ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সুরাপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া প্রিন্সজনকে সম্বোধন করিয়া এই কথাগুলি বলিলেন, “কুমার বলেছেন, আমি একজন নর্মানের নামকরব, যিনি আমাদের এই উৎসবের-সভায় স্মরণযোগ্য। কাজটা হয়তো শক্ত, কেননা একজনদাসকে বলা হচ্ছে তার প্রভুর জয়গান করতে। কিন্তু তা হলেও আমি একজন নর্মানের নাম নিশ্চয়ই করব, যিনি বীরত্বে ও সম্মানে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, ও তাঁর জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। সিংহহৃদয় রিচার্ডের স্বাস্থ্যকামনায় আমি এই মদ্যপান কচ্ছি।”

প্রিন্স জন আশা করিয়াছিলেন যে, তাহার নাম করিয়াই স্যাক্সন বক্তৃতা সাঙ্গ করিবেন। তিনি যে ভ্রাতার অনিষ্টসাধন করিয়াছেন, যখন সেই ভ্রাতার নাম অপ্রত্যাশিত ভাবে উল্লিখিতহইল, তখন তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তিনি কলেরপুতুলের মতো সুরাপাত্র তাঁহার ওষ্ঠের কাছেতুলিলেন, তারপর এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে অন্য সকলে কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা দেখিবার জন্য পাত্রটি তৎক্ষণাৎ নামাইয়া রাখিলেন। সমবেত ব্যক্তিবর্গের কয়েকজন প্রাচীন ও বহুদর্শী সভাসদগণ রাজপুত্রের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া, সুরাপাত্রটি ওষ্ঠের কাছে তুলিল এবং তৎক্ষণাৎ সম্মুখে রাখিয়া দিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের অনেকেই উদারতার সহিত চিৎকার করিয়া বলিল, “রিচার্ড দীর্ঘজীবী হউন এবং তিনি যেন শীঘ্র আমাদের কাছে ফিরে আসেন।” আর অল্পসংখ্যকজনকয়েক, তাহাদের মধ্যে ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ এবং ধর্মযোদ্ধাও ছিলেন, ক্রোধ-মিশ্রিত ঘৃণায় সুরাপাত্রানাঙ্গাদিত অবস্থায় তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া রাখিলেন, কিন্তু

রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাজার স্বাস্থ্য-কামনায় পূর্ণ-করা সুরাপাত্র প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহসী হইলেন না।

একমুহূর্তকাল নিজের বিজয়োল্লাস উপভোগ করিয়া সেড্রিক অনুচরবর্গকে বলিলেন, “চলুন, মহানুভব এথেলষ্টেন, আমরা অনেকক্ষণ এখানে আছি। যারা আমাদের অভদ্র স্যাক্সনআচার-ব্যবহারের বিষয় আরো বেশি জানতে ইচ্ছা করে, এখন হ’তে তারা যেন আমাদেরপৈতৃক বাসস্থানে অনুসন্ধান করে আমাদের বার করে নেয়।

এই বলিয়া সেড্রিক উঠিলেন এবং ভোজনকক্ষ ত্যাগ করিলেন; এথেলষ্টেন এবং অন্যঅনেক অতিথি, যাঁহারা স্যাক্সন বংশজাত বলিয়া প্রিন্স জন ও তদীয় সভাসদগণের ব্যঙ্গবিদ্রুপেঅপমানিত বোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেড্রিকের অনুসরণ করিলেন।

স্যাক্সন অতিথিরা চলিয়া গেলে প্রিন্স জন ফিটজার্স-এর দিকে ত্রুন্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার পরামর্শের এই ফল হ’ল যে, আমি আমার নিজের খানার টেবিলে একজনমাতাল স্যাক্সন চাষার দ্বারা অবমানিত হ’লাম, আরআমার ভাইয়ের নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্র সকলে আমাকে ত্যাগ করে গেল!”

তাঁহার (প্রিন্স জনের) পরামর্শদাতা বলিলেন, “রাজকুমার, শান্ত হউন। দ্য-ব্রাসি ও আমিএখনই এই চঞ্চলমতি ভীরুদের কাছে যাব, আর তাদের এটা শিখিয়ে দেব যে, তারা এতদূরঅগ্রসর হয়েছে যে, এখন আর পিছু হটতে পারবে না।”

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

প্রিন্স জনের ছত্রভঙ্গ গুপ্তদলের লোকদিগকে পুনর্মিলিত ও একত্র করিতে ওয়ালদ্যমার ফিটজার্সযে চেষ্টা করিয়াছিল, কোনো মাকড়সাও তাহার ছেঁড়া জাল সারাইবার জন্য তার চেয়ে বেশি যত্ন নেয় নাই; দোলায়িতচিত্ত ব্যক্তিগণের মতো স্থির করিবার জন্য ও ভগ্নোদ্যম ব্যক্তিগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য কোনো চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই।

প্রিন্স জন-এর দলভুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অধিকাংশই তাঁহাকে রাজা করিবার জন্যমোটামুটি আয়োজন করিবার উদ্দেশ্যে ইয়র্ক নগরের প্রস্তাবিত সভায় উপস্থিত হইতে সম্মতহইলেন।

নানা কাজে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া ফিটজার্স গভীর রাত্রিতে আশ্বির দুর্গে ফিরিয়াআসিলেন, দ্য-ব্রাসির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহার উৎসবের পোশাক ছাড়িয়া একটি ছোট সবুজ রঙের জামা পরিয়াছিলেন, তাহার মোজাও সেই রঙের ও সেই কাপড়ের, একটা চামড়ার টুপি, একটা ছোট তরবারি, কাঁধে একটা শিঙ্গা ঝুলানো, এক হাতে একটা বড় ধনু আরকোমরবন্ধে এক বোঝা তির বাঁধা।

ফিটজার্স একটু রাগতভাবে বলিলেন, “এ আবার কি রঙ্গ দ্য-ব্রাসি? এই সময়ে, যখনআমাদের প্রভুর প্রিন্স জনের ভাগ্য নির্ধারিত হবার সময় হয়েছে, তখন কি বড়দিনেরআমোদ-প্রমোদ আর সং সাজার সময়? এই সাংঘাতিক মুহূর্তে এরকম অসঙ্গত ছদ্মবেশ ধারণকরবার তোমার উদ্দেশ্য কি?”

দ্য-ব্রাসি স্থিরভাবে বলিলেন, “স্ত্রী সংগ্রহ করব বলে। যে স্যাক্সন বলদের দল আজরাত্রিতে এই দুর্গ ত্যাগ করে গেছে, এই সজ্জাতে তাদের উপর গিয়ে পড়বে, এবং তাদের কাছথেকে লেডি রাওএনাকে হরণ করবে। আমায় কি একজন সাহসী মৃগয়াকুশল অরণ্যাচারীর মতোদেখাচ্ছে না? এই চুরি করবার দোষ ইয়র্কশায়ারের বনের ডাকাতদের ঘাড়ে পড়বে। স্যাক্সনদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখবার জন্য আমার গুপ্তচর আছে। আজকার রাত তারা কাটাবে, ওর নাম কি বলে, সেই চাষা স্যাক্সন মোহান্তটা, উইলটল না উইটহোল্ড, বারটন-অন-ট্রেন্ট শহরে তার

মঠে। কালকার দিনে পথ চলতে শুরু করে তারা আমাদের নাগালের মধ্যে আসবে, আর বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে পড়ব তাদের ওপর। পরক্ষণেই আমি আমার নিজ বেশে উপস্থিত হ'ব, একটি শিষ্টবীরের অভিনয় করব, রূঢ়প্রকৃতি অপহরণকারীদের হাত থেকে ওই লাঞ্ছিতা হতভাগিনী সুন্দরীকে উদ্ধার করব, তাকে ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর দুর্গে অথবা দরকার হলে নরম্যানডিতে নিয়ে যাব এবং যতদিন তিনি ম্যরিস-দ্য-ব্রাসির বিবাহিতা পত্নী না হন, ততদিনতার আত্মীয়স্বজনের কাছে তাঁকে বার করব না।”

“অদ্ভুত ফন্দিবাজীর মতলব, এবং আমার মনে হয়, এর সবটা তোমার মাথা থেকে বার হয়নি। নাও, দ্য-ব্রাসি, খোলাখুলিভাবে বলো, তোমার এ চাল বার করতে কে তোমাকে সাহায্য করেছে? এবং কে-ই বা এ কাজে তোমাকে সাহায্য করবে?”

দ্য-ব্রাসি বলিল, “মেরীর দিব্য, যদি নিতান্তই জানতে চাও, তবে বলছি—আমাদের ধর্মযোদ্ধা ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবার এ চাল বার করেছেন। তিনি আক্রমণে আমায় সাহায্য করবেন, এবং তিনি ও তাঁর অনুচরেরা দস্যু সাজবেন, যাদের কাছ থেকে আমার শক্তিশালী হাত দু’টি মহিলাটিকে উদ্ধার করবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এ কাজ শেষ হবে, তারপর আমিআমার সাহসী অনুচরবর্গকে নিয়ে ইয়র্ক শহরে যাব, তোমার রাজনীতি যে দুঃসাহসিক পন্থা বার করবে, তাতে সাহায্য করবার জন্য—কিন্তু ওই আমার সহকর্মীরা এসে জড়ো হচ্ছে এবংবাইরের উঠানে অশ্বের হেঁসা ও পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি—বিদায়, প্রকৃত বীরের ন্যায় সুন্দরীরহাস্যলাভের প্রত্যাশায় আমি যাচ্ছি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পাঠক ভুলিতে পারেন নাই যে, বিজয় লাভ করিবার পরে কৃষ্ণযোদ্ধা হঠাৎ ক্রীড়াভূমি ত্যাগকরিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; এবং যখন তাহার শৌর্যের পুরস্কার গ্রহণের জন্য তাঁহাকে আস্থানকরা হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ততক্ষণ তিনি উত্তরদিকেযাইতেছিলেন এবং পথিকবহুল পথ ত্যাগ করিয়া তিনি হৃৎস্বতম পথ দিয়া যাইতেছিলেন। সাধারণ পথ হইতে দূরে অবস্থিত একটি ছোট সরাইখানাতে তিনি রাত্রিযাপন করিলেন; এখানেএকজন ভবঘুরে চারণের নিকট যুদ্ধের ফলাফল জানিতে পারিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে অনেকদূর পথ যাইবার অভিলাষ করিয়া খুব সকালেই রওনা হইলেন। কিন্তু যে সকল ঘোরালো পথ দিয়া তিনি যাইতেছিলেন, তদ্বারা তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থহইল, এবং সন্ধ্যার সময় তিনি ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত ওয়েস্ট রাইডিং নামক স্থানে উপস্থিতহইলেন। এখন রাত্রি আসিতেছে দেখিয়া একস্থানে রাত্রিযাপন করিবার উদ্দেশ্যে স্থান খুঁজিবারপ্রয়োজন হইল।

বামে, ডার্বিশায়ারের শৈলমালার পিছনে, সূর্য অস্ত গিয়াছে এবং পথিকগণ কর্তৃক সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহৃত পথ বাছিয়া লইতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেন এবং তাহার অশ্বেরবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে মনস্থ করিলেন। অতীত অভিজ্ঞতা তাহাকে এই সব অপ্রত্যাশিতপ্রয়োজনের সময় এই সমস্ত প্রাণীর নিজদিগকে ও তাহাদিগের আরোহীদিগকে জটিল ব্যাপার হইতে মুক্ত করিবার ক্ষমতার সহিত পরিচিত করিয়াছিল।

ওই জন্তুটি যে পথ ধরিল, তাহা ওই যোদ্ধা দিনমানে যে পথ ধরিয়াছিল, তাহা হইতে ভিন্ন দিকে গিয়াছিল; কিন্তু অশ্বটিকে নিজের পথ নির্বাচন সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাসী বলিয়া মনে হইল; এজন্য আরোহী উহারই বিবেচনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিলেন।

তিনি ঠিকই করিয়াছিলেন, কারণ ওই পায়ে-চলিবার পথটি শীঘ্রই একটু প্রশস্ততর ওঅধিকতর ক্ষয়প্রাপ্ত দৃষ্ট হইল; এবং ছোট একটি ঘণ্টায় টুনটুন শব্দ দ্বারা বীর যোদ্ধা বুঝিতেপারিলেন, তিনি কোনো ছোট ভজন-মন্দির বা সন্ন্যাসীর মঠের নিকটে আসিয়াছেন।

শীঘ্রই তিনি একটি তৃণাবৃত উন্মুক্ত স্থানে উপনীত হইলেন, যার বিপরীত দিকে ঈষৎ ঢালু সমতলভূমি হইতে একটি পাহাড় খাড়াভাবে উঠিয়াছিল। ওই পাহাড়ের পাদদেশে এবং যেন উহার গায়ে ঘেঁষিয়া একটি সামান্য রকমের কুটির দণ্ডায়মান ছিল। একটি কতিত পথে তরুণ দেওদার বৃক্ষের উপরের দিকে আড়াআড়িভাবে বাঁধা একখণ্ড কাষ্ঠ বাঁধিয়া পবিত্র ক্রুশেরচিহ্নস্বরূপ দ্বারদেশে প্রোথিত ছিল। দক্ষিণে একটু দূরে একটি নির্মল বারনা পাহাড়ের মধ্য দিয়া বারিয়া পড়িতেছিল এবং মাঝখানে গর্ত-করা একটি প্রস্তরখণ্ডে আসিয়া ওই জল সঞ্চিতহইতেছিল। ওই বারনার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র ভজনগৃহের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান ছিল, তাহার ছাদটির খানিকটা ঘরের মধ্যে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

পথিকের দৃষ্টির সম্মুখে সেই স্থির শান্ত দৃশ্য গোপুলির ম্লান আলোকে আলোকিত হইয়াআশ্রয়-স্থান সম্বন্ধে তাহাকে আশ্বাস দিতেছিল। নাইট ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বর্ষারহাতল দিয়া আশ্রমের দরজায় ঘা দিতে লাগিলেন, সাধুর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার ও কুটিরে প্রবেশলাভের উদ্দেশ্যে।

কিছুক্ষণ গেল, কোনো উত্তর আসিল না, এবং যখন আসিল তাহা খুব সন্তোষজনক নয়।

কুটিরের ভিতর হইতে একটা গম্ভীর ভাঙ্গা গলায় কে উত্তর দিল, “তুমি যেই হও, অগ্রসর হও। ভগবানের ও সাধু ডান্ঠানের ভৃত্যকে তার সাক্ষ্য উপাসনায় বাধা দিয়ো না।”

নাইট বলিলেন, “কিন্তু যখন অন্ধকার নেমে আসছে, তখন এই বনে কি করে আমারপক্ষে পথ দেখে নেওয়া সম্ভব? সাধুজী, আপনি খ্রিস্টান, আমি আপনার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি একবার দরজাটা খুলুন, অন্তত আমার পথটা আমায় বলে দিন।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “রাস্তা বার করা খুব সোজা। বন থেকে পথ গেছে একটা জলাভূমিতে সেখান থেকে নদীর খেয়াঘাটে। এখন বৃষ্টি কমেছে, হেঁটে পার হওয়া যাবে। খেয়া পার হয়ে বাঁ দিকের পথে বেশ সাবধানে পা ফেলে যাবে, কারণ পথটা অত্যুচ্চখাড়াভাবে নদীর ধারে ধারে গেছে, এবং আমি শুনেছি—কারণ আমি মঠের কাজ ছেড়ে কমইবাইরে যাই—যে ওই পথ কোনো কোনো স্থানে ভেঙ্গে ভেঙে গেছে। তারপর তুমি সোজাসামনে চলে যেয়ো—”।

বাধা দিয়া যোদ্ধা বলিলেন, “ভাঙা পথ—খাড়া উত্তুঙ্গ তীরভূমি, হেঁটে পার হওয়া নদী, আবার জলাভূমি! সাধুজী, আপনি যদি দাড়িওয়ালা ও মালা-জপকারী সাধুদের মধ্যেপবিত্রতমও হন, তা হলেও আপনার কথাতে ও পথে আমি যাব না। হয় দরজা খুলুন, নয়তোক্রুশের দিব্য, আমি দরজা ভেঙ্গে নিজের ঢোকবার পথ করে নিচ্ছি।”

সাধু বলিলেন, “ওহে পথিক বন্ধু, জেদ কোরো না, যদি তুমি আমাকে আত্মরক্ষার্থ পার্থিব অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য করো, তোমার পক্ষে তা ভাল হবে না।”

নাইট এত জোরে দরজায় পদাঘাত করিলেন যে, খুঁটিগুলি এবং লোহার আঁকড়াগুলোপর্যন্ত নড়িয়া উঠিল।

দরজাটাকে আবার ওই রকম ধাক্কার মুখে ফেলিবার ইচ্ছা না করিয়া সাধুজী এইবার উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, “ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বন্ধু; আর বল প্রকাশ কোরো না; আমি দরজা এখনই খুলে দিচ্ছি, যদিও তাতে এমন হতে পারে যে, তা তোমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয় হবেনা।”

তদনুসারে দরজা খোলা হইল। তখন সেই সন্ন্যাসী, বিশাল তার দেহ, বলবাও বেশ, পরনে চটের আলখাল্লা ও মস্তকাবরণ, কোমরে ঘাসের দড়ি জড়ানো—নাইটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার এক হাতে একটি জ্বলন্ত

মশাল বা আলকাতরা ও শণের আলো, অপর হাতেক্র্যাব-কাঠের একটা যষ্টি, সেটা এত মোটা এবং ভারী যে, তাহাকে একটা গদাও বলা যাইতে পারিত। দুইটি বড় বড় লোম বাঁকড়া কুকুর দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পথিকের ঘাড়ের উপর পড়িবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যখন মশালের আলোটা বাহিরে দণ্ডায়মান বীরের উচ্চ শিরস্রাণও সুবর্ণময় পাদুকা-কণ্টকের উপর পড়িয়া বাকমক করিয়া উঠিল, তখন সাধুসুর পরিবর্তনকরিয়া এবং একটা গ্রাম্য শিষ্টাচার দেখাইয়া নাইটকে কুটিরে প্রবেশ করিতে আমন্ত্রণ করিলেন এবং সূর্যাস্তের পরে দরজা খুলিবার কৈফিয়তস্বরূপ বলিলেন, ইহার কারণ দস্যুদের অত্যাচার।

যোদ্ধা একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বলিলেন, “সাধুজী, আপনার ঘরখানির দীনতা যে রকম, তাতে চোর ডাকাতির ভয় অসম্ভব, দুটো বলবান, কুকুরের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “এই বনের দয়ালু রক্ষক কুকুর দুটিকে আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছেন, যতদিন দিন-কাল ভাল না হয়। একলা নির্জনে থাকি—তাই।”

উভয়ে একটা ওক কাঠের তে-পায়া টেবিলের সামনে বসিলেন,—পরস্পর পরস্পরেরদিকে গম্ভীরভাবে চাহিয়া রহিলেন। দুইজনের প্রত্যেকেই ভাবিতেছিলেন যে, সম্মুখে যে লোকটিবসিয়া আছেন, তার অপেক্ষা পালোয়ানী চেহারার বা অধিকতর বলশালী লোক তাহাদের কেহবড় একটা দেখেন নাই।

যোদ্ধা বলিলেন, “সাধু মহারাজ! যদি আপনার ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাঘাত না হয়, আপনারকাছ থেকে তিনটি বিষয় জানতে চাই। প্রথম, আমার ঘোড়া কোথায় রাখব; দ্বিতীয়ত, রাত্রে কি খাব; তৃতীয়ত, রাত্রে আমার বিছানা কোথায় হবে।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “আমি ইশারায় অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে দেব। যেখানে ইশারায় কাজচলে, সেখানে কথা বলা আমার রীতি-বিরুদ্ধ।” এই বলিয়া কুটিরের দুইটি কোণ একটার পরে আর একটা দেখাইয়া দিলেন। বলিলেন, “এখানে তোমার আস্তাবল; ওইখানে তোমার শয্যা”; তারপর দু-মুঠা মটরভাজা সমেত একটা কাঠের রেকাবী পাশের তাক হইতে নামাইয়া সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, “আর এই তোমার খাবার।”

যোদ্ধা তাঁহার স্কন্ধদ্বয় সঙ্কুচিত করিলেন (বিরক্তি জ্ঞাপনের চিহ্ন), পরে কুটিরের বাহিরেগেলেন; ঘোড়াটি একটি গাছে বাঁধা ছিল, তাহাকে ভিতরে আনিয়া বহু যত্নে জিন খুলিলেন, এবং নিজের গাত্রবরণ তাহার ক্লান্ত পৃষ্ঠের উপর রাখিয়া দিলেন।

সন্ন্যাসী, “বন-রক্ষকের ঘোড়ার জন্য কিছু খাদ্য আছে,” বিড়বিড় করিয়া এই কথাবলিয়া একটা কুলুঙ্গি হইতে এক আঁটি শুষ্ক ঘাস টানিয়া বাহির করিলেন। যোদ্ধার ঘোড়ার সম্মুখে তাহা ছড়াইয়া দিয়া পরক্ষণেই অশ্বারোহীর শয্যার ব্যবস্থা যে কোণে করিয়াছেন বলিয়াছিলেন, সেখান ফাৰ্ণ গাছের কিছু শুষ্ক পাতা ছড়াইয়া দিলেন। যোদ্ধা এই ভদ্রতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। সেই কাজ শেষ করিয়া উভয়েই তে-পায়ার সম্মুখে নিজ নিজ আসনে বসিলেন, যেখানে তাঁদের মধ্যে মটরভাজা সমেত রেকাবী স্থাপিত ছিল। সাধুজী একটি দীর্ঘপ্রার্থনা—যাহা এক সময়ে ল্যাটিন ছিল—আবৃত্তির পরে তাহার বৃহৎ মুখগহ্বরে সামান্য দুই তিনটি মটরভাজা দিয়া অতিথিকে আহায়ে প্রবৃত্ত করাইলেন। সন্ন্যাসীর মুখগহ্বরেরদন্তপঞ্জিগুলি বরাহ-দন্তের মতো তীক্ষ্ণ ও শাদা এবং ওই সামান্য কয়েকটি মটরের দানা এমন বড় ও শক্তিশালী যা তার পক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ খোরাক বলিয়া বোধ হইল।

সন্ন্যাসীর উদাহরণ অনুসরণ করিয়া নাইট তাঁহার শিরস্রাণ, কবচ ও বর্মের অধিকাংশইখুলিয়া ফেলিলেন এবং তখন তাহার স্বর্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত ঘন কেশরাজিশোভিত মস্তক, প্রশস্তললাট, উজ্জ্বল নীল চক্ষু, সুগঠিত মুখমণ্ডল এবং উপরোষ্ঠে মাথার কেশ অপেক্ষা অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ গুফ সন্ন্যাসীর সম্মুখে প্রকাশিত হইল। মোটের উপর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যোদ্ধা সাহসী, ভয়শূন্য ও কর্মদক্ষ।

সন্ন্যাসী তাঁহার মস্তকাবরণ খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার ক্ষুদ্র বর্তুলাকার মস্তকটিতে তরুণ যৌবনের চিহ্ন বর্তমান। তাঁহার মুখে সন্ন্যাসীসুলভ সংযম বা কৃচ্ছ্রসাধনের কোনো চিহ্ন ছিলনা—বরং তাঁহার মুখ নিভীকতাসূচক ও সরলতাপূর্ণ, ত্রু দুইটি প্রশস্ত ও কৃষ্ণবর্ণ, ললাটসুগঠিত, এবং গণ্ডদেশ সুপুষ্ট ও সিন্দূরের মতো লাল, তথা হইতে দীর্ঘ ও কৃষ্ণিতকেশরাজিযুক্ত শাশ্রু আলম্বিত ছিল। এইরূপ মুখাকৃতির সহিত সন্ন্যাসীঠাকুরের পেশীবিশিষ্ট আকৃতির মিল করিয়া বিচার করিলে মটরভাজা ও ডালভাজার পরিবর্তে ষাঁড়ের মাজা ওহরিণের দাবনার কথাটাই সহজে মনে হয়। ইহা অতিথির দৃষ্টি এড়াইল না। একগ্রাস শুষ্ক মটরঅতি কষ্টে চর্বণ করিয়া ওই সদয় অতিথিসেবককে পানীয়ের জন্য অনুরোধ করা তাহার আবশ্যিক হইয়া পড়িল; সন্ন্যাসী একটি বৃহৎ পাত্রপূর্ণ অতি নির্মল বারনার জল তাহার সম্মুখে রাখিলেন।

যোদ্ধা বলিলেন, “সাধুবাবা! আপনি যে সামান্য আহার গ্রহণ করেন এবং যে সারহীনপানীয় পান করেন, চেহারাটি তার তুলনায় কিন্তু বেশ।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “হে বীর যোদ্ধা, সংযমের সঙ্গে যা সামান্য কিছু খাই, মাতা মেরী ও আমাদের সাধু রক্ষক মহাপুরুষের আশীর্বাদ তার উপর বর্ষিত হয়।”

যোদ্ধা বলিলেন, “সাধুজী, স্বর্গের দেবতা যাঁর প্রতি দয়া করে এমন আশ্চর্য ব্যাপারসংঘটিত করেছেন, (আমার মতো) একজন সাধারণ পাপী ব্যক্তিকে তার নামটা জিজ্ঞাসা করবার অনুমতি দিন।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “তুমি আমাকে কপম্যানহাস্ট-এর পুরোহিত বলে ডাকতে পারো—কারণ এই নামেই এই অঞ্চলে আমি অভিহিত হই। একথা সত্য যে, তাহা এর উপর ‘পবিত্র এই বিশেষণটা যোগ করে, কিন্তু আমি তা পছন্দ করি না, কারণ আমি ও বিশেষণের অযোগ্য। এখন—হে সাহসী বীর, আমার মাননীয় অতিথির নামটা কি, তা জানবার জন্য প্রার্থনা করতে পারি কি?”

নাইট উত্তর দিলেন, “কপম্যানহাস্ট-এর ধার্মিক পুরুত মশাই, এ অঞ্চলের লোকে আমাকে বলে ‘কৃষ্ণবর্ণ যোদ্ধা’; অনেকে আবার তার সঙ্গে ‘অলস’ এই বিশেষণটা যোগ করে, যদিও সেই বিশেষণ দ্বারা পরিচিত হবার উচ্চাশা আমার নেই।”

অতিথির উত্তরে সন্ন্যাসী হাস্য সংবরণ করিতে প্রায় অসমর্থ হইলেন।

তিনি বলিলেন, “ওহে অলস বীর! দেখছি তুমি বেশ সাবধানী ও বিবেচক; এবং আমিও দেখছি যে, তুমি আমার আশ্রম-সুলভ সামান্য খাদ্য পছন্দ করো নাই—কারণ সম্ভবত তুমি রাজসভা ও যুদ্ধ-শিবিরের ব্যসনে এবং নগরীর ঐশ্বর্য-বিলাসে অভ্যস্ত; এখন আমার মনেপড়ছে যে, যখন এই বনের সদয় রক্ষক আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই দুটি কুকুর এবং ঘোড়ার খাদ্যস্বরূপ ঘাসের আঁটিগুলি আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন, তখন তিনি কিছু খাদ্যও দিয়েছিলেন; কিন্তু তা আমার আহারের পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়ায় আমি গভীরতম ধ্যানের মধ্যেসেটার কথা বিস্মৃত হই হয়েছিলাম।”

এই বলিয়া সন্ন্যাসী কুটিরের অন্যপ্রান্তে চলিয়া গেলেন এবং একটি অন্ধকার ঘরেরকুলুঙ্গির ভিতর হইতে একটি বৃহৎ মাংসের পিষ্টক বাহির করিলেন এবং উহা তাঁহার অতিথিরসম্মুখে স্থাপন করিলেন। যোদ্ধা নিজের ছোরা দ্বারা কাটিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণে কালবিলম্ব করিলেন না।

সন্ন্যাসীর প্রদত্ত উৎকৃষ্ট আহার্যের এই প্রবর্ষিত অংশের কয়েক গ্রাস তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণকরিয়া যোদ্ধা সন্ন্যাসীকে বলিলেন, “সদয় বনরক্ষক কতদিন হ’ল এখানে এসেছিলেন?” সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি বলিলেন, “প্রায় দু’মাস।”

নাইট বলিলেন, “সত্যি ভগবানের দিব্যি, সাধুজী, আপনার আশ্রমটিতে যা ঘটে তাই অদ্ভুত! কারণ আমি শপথ করে বলতে পারি, যে পুষ্টিদেহ হরিণটা থেকে এই মাংস তৈরি হয়েছে, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সেটা ছোটোছোটো করে বেড়িয়েছে।”

এ-কথায় সাধুজী একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। তাহার উপর তিনি যখন দেখিতেলাগিলেন—অতিথি ভীষণ আক্রমণে মাংসের পিষ্টককে সাবাড় করিয়া ফেলিতেছেন, তখনসেটাকে ক্রমশ ক্ষুদ্রতর হইয়া যাইতে দেখিয়া সন্ন্যাসীর যে মুখের ভাব হইল, তাহা দেখিলেনঅনুকম্পা হইত। কিন্তু পূর্বে ভোজন-সংযম সম্বন্ধে তাহার স্পষ্টোক্তি এই যুদ্ধে তাহাকেযোগদান করিবার কোনো অজুহাত রাখে নাই।

হঠাৎ থামিয়া নাইট বলিলেন, “সাধুজী, আমি প্যালেস্টাইনে গেছি। মনে হচ্ছে সেখানে একটি প্রথা প্রচলিত আছে, অতিথি-সংকাররত ব্যক্তি অতিথির সঙ্গে আহার্যের অংশগ্রহণ ক’রে আহার্যের উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁকে আশ্বস্ত করেন। এই প্রাচ্য প্রথা যদি আপনি মেনে চলেন, তবে বড় বাধিত হই।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “আচ্ছা, আপনার অকারণ সন্দেহ দূর করবার জন্য আমি একবারনিয়মের ব্যতিক্রম করব।”

ভদ্রতার সংযম একবার অতিক্রান্ত হইবার পরে বোধ হইল যে, অতিথি ও তাঁহারআশ্রয়দাতার মধ্যে পাল্লাপাল্লি চলিতেছে কে বেশি ক্ষুধার পরিচয় দিতে পারে এবং যদিও পূর্বোক্ত ব্যক্তি বহুক্ষণ উপবাসী ছিলেন, তথাপি সন্ন্যাসী তাহাকে পরাস্ত করিলেন।

ক্ষুধা-শান্তির পরে নাইট বলিলেন, “সাধুবাবা, আমি আমার সুন্দর ঘোড়াটি একজেকিন-এর বদলে বাজী রেখে বলতে পারি যে, যে সদয় বনরক্ষকের দয়ায় আমরা এইমৃগমাংস আহার করলুম, তিনি এই সুখাদ্য মাংসের পিষ্টকের সহকারীরূপে একপাত্র মদ কিংবা ক্যানারি জাতীয় মদ্যের ছোট পিপা অথবা ওইরূপ কোনো তুচ্ছ জিনিস রেখে গেছেন।”

সন্ন্যাসী দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া সে কথার উত্তর দিলেন। তিনি সেই কুলুঙ্গিতে ফিরিয়াএকটি চামড়ার বোতল বাহির করিয়া আনিলেন—তাহাতে প্রায় চার কোয়ার্ট মদ ধরে। দুটি বড় পানপাত্রও আনিলেন। বলিলেন, “নাও, মদ ঢাল। এবং আমি অনুরোধ করে বলছি আর বেশিপ্রগলভ প্রশ্ন দ্বারা আমাকে দেখাতে বাধ্য করো না যে, যদি আমার বাধা দিবার ইচ্ছা থাকত তবেতুমি কিছতেই এখানে প্রবেশলাভ করতে পারতে না।”

নাইট বলিলেন, “ধর্মের দিব্যি, আমার কৌতূহল আপনি আরো বাড়িয়ে তুলেছেন। আপনার মতো রহস্যময় সন্ন্যাসী আমি দেখিনি। এখান থেকে যাবার পূর্বে আপনার সম্বন্ধে আরো কিছু কিছু আমায় জানতেই হবে। আপনার ভয় প্রদর্শন সম্বন্ধে বলি, সাধুবাবা, আপনিএখন এমন একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন, যেখানে বিপদের দেখা পাওয়া যায়, তা খুঁজেবেড়ানোই তার ব্যবসায়।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “বীর, আপনি ‘অলস’ উপাধির সঙ্গত কারণ কিছু দেখাননি। আমি বলছি, আমি আপনাকে অত্যন্ত সন্দেহ করি। কিন্তু আপনি আমার অতিথি, আপনার ইচ্ছা নাথাকলে আমার বীরত্বের পরীক্ষা আপনার সঙ্গে করব না। আসুন, বসুন, মদ খাই, গান গাই, স্মৃতি করি।”

উভয়ের স্মৃতি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইয়া চরমে উঠিল এবং উভয়ে একে একে অনেকগুলিগান গাহিলেন; এমন সময়েআশ্রমের দ্বারে উচ্চ করাঘাত-শব্দে তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদে বিঘ্ন ঘটিল।

এই বাধার কারণ কি বলিতে গেলে এই আখ্যায়িকার অপর একদল ব্যক্তির জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াই বুঝাইতে হইবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

যখন স্যাক্সন সেড্রিকআশ্বির মল্লভূমিতে তার পুত্রকে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিলেন, তখন আবেগের বশে প্রথম তিনি ভাবিলেন পুত্রকে স্বীয় অনুচরবর্গের তত্ত্বাবধানে ও যত্নোপাধিতে আদেশ দেন; কিন্তু কথাগুলি গলায় আটকাইয়া গেল। তিনি যে পুত্রকে একবার পরিভাগ করিয়াছেন ও উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, এইরূপ জনতার সম্মুখে তাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে তিনি পারিলেন না। তথাপি তিনি অসওয়াল্ডকে আদেশ দিলেন পুত্রের উপর দৃষ্টি রাখিতে এবং ভিড় ভাঙিয়া গেলে আইভ্যানহোকে আশ্বিতেলইয়া যাইতে।

সেড্রিকের পানপাত্রবাহী ভৃত্য চারিদিকে দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করিল বটে; কিন্তু তাহার তরুণ প্রভুর কোনো উদ্দেশ্য পাইল না। যেখানে তিনি সম্প্রতি মাটিতে পড়িয়াছিলেন, সেখানকার রক্তমাখা ভূমি দেখিল, কিন্তু তাকে দেখিতে পাইল না। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি নাইটের অনুচরের বেশ পরিহিত এক ব্যক্তির উপরে পতিত হইল, তাহার মধ্যে সে তাহার সহকর্মী ভৃত্য গার্খের মুখাবয়ব চিনিতে পারিল। সে গার্খকে ধৃত করা তাহার কর্তব্য বিবেচনা করিল, কারণ গার্খ পলাইয়াছে, প্রভুর নিকট তাহার বিচার হইবে।

আইভ্যানহোর কি হইয়াছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া সে পার্শ্ববর্তী দর্শকদিগের নিকট এইটুকু মাত্র জানিতে পারিল, কতকগুলি সুসজ্জিত অশ্বরক্ষী নাইটকে সযত্নে তুলিয়া একটা ডুলিতে রাখিয়াছিল, ডুলিটা দর্শকবৃন্দের মধ্যস্থ একটি মহিলার, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাকে (উইলফ্রেডকে) ভিড়ের চাপের বাহিরে লইয়া গিয়াছিল। এই সংবাদ শুনিবামাত্র অসওয়াল্ড প্রভুর আদেশের জন্য তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিল। সে মনে করিয়াছিল যে গার্খপ্রভুর নিকট হইতে পলাইয়াছে, সুতরাং তাকেও সঙ্গে লইল।

সেড্রিক তাঁহার পুত্রের জন্য তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আশঙ্কা অনুভব করিতেছিলেন, কারণ প্রকৃতি তাহার অধিকার দাবী করিতেছিল। কিন্তু যেমন তিনি শুনিলেন যে, আইভ্যানহো যত্নপরায়ণবন্ধুদের তত্ত্বাবধানে আছে, অমনি পিতৃসুলভ উদ্বেগ চলিয়া গেল এবং তৎপরিবর্তে তিনিযাহাকে উইলফ্রেডের পিতার প্রতি অবাধ্যতা বলিয়া অভিহিত করিতেন সেই ক্ষুণ্ণ গর্ভ ওক্রোধের অনুভূতি তাঁহার মন অধিকার করিল। তিনি বলিলেন, “সে ঘুরুক না। যাদের জন্য সে আহত হয়েছে, তারাই তার ক্ষতের চিকিৎসা করুক। তার ইংরাজ পূর্বপুরুষদের খ্যাতি ও মর্যাদাঅক্ষুণ্ণ রাখা অপেক্ষা সে নর্মানবীরদের ভেলকিবাজী দেখাবার অধিকতর যোগ্য।”

রাওএনাসেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, “মন্ত্রণায় বিজ্ঞ ও কার্যে সাহসীহওয়া, সাহসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হওয়া এবং বীরদিগের মধ্যে ধীরতম হওয়া যদি বংশেরমর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করবার পক্ষে যথেষ্ট হয়, তবে আমি তার পিতার কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কারো কণ্ঠস্বর জানি না”।

“চুপ করো রাওএনা, শুধু এই বিষয়ে আমি তোমার কথা শুনতে চাই না। কুমারেরভোজের উৎসবের জন্য প্রস্তুত হও। যথেষ্ট সম্মান ও ভদ্রতার সঙ্গে আমাদের সেখানে নিমন্ত্রণকরা হয়েছে। আমি সেখানে যাবই, অন্তত ওই সকল গর্বিত নর্মানকে এইটুকু দেখাতেও যাবযে, যে পুত্র তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরকে পরাস্ত করতে পারে এ হেন পুত্রের দুর্দশাও স্যাক্সনেরহৃদয় স্পর্শ করে না।

রাওএনা বলিলেন, “সেখানে আমি কখনই যাব না; এবং আমি বিনীত অনুরোধ কচ্ছি, আপনি সাবধান হউন, আপনি যাকে সাহস ও স্বৈর্য বলছেন, তারা তাকে হৃদয়হীনতারপরিচায়ক মনে না করে।”

সেড্রিক বলিলেন, “তা হলে বাড়িতেই থাকো, অকৃতজ্ঞ বালিকা; কঠোর হৃদয় তোমারই—যা কিনা একটা অলস ও অননুমোদিত প্রেমের জন্য একটা অত্যাচারিত জাতির মঙ্গলকে বলি দিতে পারে। আমি মহানুভব এথেলষ্টেনকে খুঁজে তারই সঙ্গে জন্ম অফ আনুজরভোজে যাব।”

কথামতো তিনি ভোজে গেলেন। তাহার প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।প্রাসাদ হইতে ফিরিবার পরই স্যাক্সন ভূস্বামীগণ তদীয় অনুচরবর্গসহ অশ্বে আরোহণকরিলেন। এবং এই সময়ের গোলমালের মধ্যে সেড্রিকের দৃষ্টি সর্বপ্রথম গার্খের উপর নিপতিতহইল, যে গার্খ তাহার নিকট হইতে পলাইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি যে,

খুব খোশমেজাজে তিনি ভোজ-উৎসব হইতে ফেরেন নাই এবং রাগের ঝালটা ঝাড়িবার মতো একজন লোককে খুঁজিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, “অসওয়াল্ড—হুন্ডিবার্ট, ওরে শিকল নিয়ে আয়! পাজি কুকুর সব! এ বদমাইশটাকে ভোলা অবস্থায় রেখেছিস কেন তোরা?”

প্রতিবাদ করিতে সাহসী না হইয়া গার্খের সঙ্গিগণ তাহাকে একগাছা ঘোড়ার দড়া দিয়া বাঁধিল, হাতের কাছে সেই গাছই ছিল। সে প্রতিবাদ করিল না, কেবল প্রভুর দিকে ভর্ৎসনাসূচকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “তোমার সন্তানকে আমার রক্ত-মাংসের দেহটা অপেক্ষাও ভালবাসবার এই প্রতিফল।”

দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া তাহারা সকলে সেন্ট উইথহোল্ড-এর মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং সেখানে রাত্রির জন্য বিশ্রাম লইলেন। পরদিন প্রভাতে তাহারা মঠের আঙ্গিনা হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটিল যাহা স্যাকসনেরা অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিত। সর্বপ্রথম যে সব অশ্বারোহী দ্বার হইতে বহির্গত হইল, একটা প্রকাণ্ড শীর্ণ কৃষ্ণকায়কুকুর সোজা হইয়া বসিয়া তাহাদের সম্মুখে করুণ চিৎকার করিতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎবিকট চিৎকার করিয়া এদিক ওদিক লাফাইতে লাগিল, মনে হইল সে দলের সঙ্গে যাইতে চায়।

এথেলষ্টেন বলিলেন, “পিতা সেড্রিক, এ ডাক আমার ভাল মনে হয় না। আমার মনে হয়, ফেরাই ভাল। পথে সন্ন্যাসী, খরগোশ কিংবা চিৎকার-রত কুকুর দেখলে যদি এক বেলা অপেক্ষা না করে চলা যায়, তবে ফল ভাল হয় না।”

সেড্রিক অধৈর্য হইয়া বলিলেন, “চলো! একে তো দিন ছোট পথ শেষ করার পক্ষে। কুকুরটার কথা যদি বলো, ওটা পলাতক ক্রীতদাস গার্খের খেঁকিকুকুরটা।” এই কথা বলিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে রেকাবে পা দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বেচারি ফ্যাঙ্গসের দিকে তিনি বর্শা ছুঁড়িলেন। কুকুরটা ফ্যাঙ্গসই,—সে তাহার প্রভুর গুপ্ত অভিযানে এই পর্যন্ত পিছু পিছু আসিয়া এখানেই তাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল—এবং তাহার (প্রভুর) পুনরাগমনে তাহার অভ্যাসগত অসুন্দরভাবে আনন্দপ্রকাশ করিতেছিল। বর্শা কুকুরটির কণ্ঠদেশে আঘাত করিল। ফ্যাঙ্গস চিৎকার করিতে করিতে ওই ত্রুদ্র ভূস্বামীর নিকট হইতে পলাইল।

গার্খের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। হাত দিয়া চোখ মুছিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া সে ওয়াম্বাকে বলিল, “আমি প্রার্থনা করি, দয়া করে জামার খুঁট দিয়া আমার চোখ দুটি মুছিয়ে দাও—চোখে ধুলো পড়েছে, আর এই শেকলের জন্যে আমি না পারচি ফিরতে এদিকে, না পারচি ফিরতে ওদিকে।—এবং সেড্রিককে বলো যে বিওউলফ-এর ছেলে গার্খ তার চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছে। কাল তিনি আমার তরুণ প্রভু উইলফ্রেডকে রক্তমাখা অবস্থায় পরিত্যাগ করে এসেছেন, আজ আমার সামনে আর একটি যে জীবন্ত প্রাণী আমায় ভালবাসত তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন।” গার্খ যে সাহায্য চাহিল ওয়াম্বা তাহা দিল। পরে অনেকক্ষণ সে গুম হইয়া পাশাপাশি ঘোড়ার পিঠে চলিল, ভাঁড়ের কোনো চেষ্টাতেই গার্খের নীরবতা ভঙ্গ হইল না।

ইতিমধ্যে সেড্রিক ও এথেলষ্টেন দেশের অবস্থা, রাজবংশের কলহ, নর্মান বীরদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ এবং অত্যাচারিত স্যাকসন জাতিদের নর্মানদিগের কবল হইতে মুক্তির আশা, অন্তত তাহাদের মধ্যে জাতীয়তার মর্যাদা ও স্বাধীনতা পুনরায় জাগরিত করা—এই সবসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। শেষের বিষয় লইয়া সেড্রিক খুব উৎসাহের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। জাতীয় স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হার প্রাণের কাম্যবস্তু, যার জন্যে তিনি স্বেচ্ছায় গার্হস্থ্য সুখ ও পুত্রের স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলন্ডের অধিবাসিগণের মধ্যে এই নব জাগরণ আনিতে গেলে ইহা সর্বাগ্রে প্রয়োজন যে, তাহার নিজেদের মধ্যে একতা আনিবে ও একজন সর্বাদিসম্মত নেতার অধীনতা স্বীকার করিবে। মিলিত স্যাকসন জাতির উপর কর্তৃত্ব করিবার দাবী এথেলষ্টেন-এর যাহাই থাকুক না কেন—তাহাদের অনেকেই রাওএনার সে দাবী অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া স্বীকার করিত। রাওএনা রাজা অ্যালফ্রেড-এর বংশোদ্ভূতা এবং তাঁহার পিতা বিজ্ঞতা, সাহস ও উদারতার জন্য প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। সেড্রিকের

প্রধান মতলব ছিল রাওএনা ও এথেলস্টেন-এর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধঘটাইয়া দলাদলি নষ্ট করিয়া দেওয়া। তাঁহার পুত্র ও রাওএনার মধ্যে পরস্পর অনুরাগ তাহারআন্তরিক ইচ্ছার প্রতিবন্ধক ঘটাইয়াছিল। পিতৃগৃহ হইতে উইলফ্রেডের নির্বাসনের ইহাইআসল কারণ।

সেড্রিক এই আশায় সেই কঠোর পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, উইলফ্রেডেরঅনুপস্থিতিতে রাওএনা তাকে ভুলিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহাতে তিনি নিরাশ হইলেন; রাওএনা পূর্বে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার ফলে তাহার ভালবাসার উপর অন্যের কর্তৃকঅথবা অপর কর্তৃক তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করার চেষ্টায় বাধা দিতে ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যে মতামত তিনি পোষণ করিতেন, তাহা তিনি নির্ভীকভাবে প্রকাশকরিতেন। এবং তাঁর (রাওএনার) মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অভ্যাস হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিয়া সেড্রিক কি করিয়া অভিভাবকের অধিকার চালাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

একটি কাল্পনিক সিংহাসনের আশা দ্বারা রাওএনাকে ভুলাইবার চেষ্টা তাহার বৃথা হইল। রাওএনার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল, তিনি (সেড্রিকের) মতলব কার্যে পরিণত হইবার যোগ্য বলিয়া মনেকরিতেন না বা অন্তত তাহার নিজের দিক হইতে তাহা কার্যে পরিণত করা সম্ভবও হইত। আইভ্যানহোর প্রতি প্রেম গোপন করিবারচেষ্টা না করিয়া তিনি প্রচার করিলেন যে, যদি সেই অনুগৃহীত যোদ্ধাকে না লাভ করা যায়, তিনিবরং সন্ন্যাসিনী হইবেন, তবুও এথেলস্টেন-এর পার্শ্বে সিংহাসনে বসিবেন না।

তবুও সেড্রিক না দমিয়া, তাঁহার হাতের উপায়গুলির প্রত্যেকটি প্রয়োগ করিতেলাগিলেন এই প্রস্তাবিত বিবাহ ঘটাইবার জন্য। তাঁহার বিশ্বাস ছিল তাহা দ্বারা তিনি স্যাক্সন জাতির একটি মহৎ উপকার করিতেছেন। আশ্বির মল্লভূমিতে পুত্রের হঠাৎ আবির্ভাবে তিনি তাঁহার আশাবৃক্ষ উন্মুলনের সঙ্গত কারণ বলিয়াই বোধ করিয়াছিলেন। এখন তিনি রাওএনা ওএথেলস্টেন-এর বিবাহ দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং স্যাক্সন জাতির স্বাধীনতাপুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সব কার্য করা আবশ্যিক তাহার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পথিকেরা বর্তমানে বনের সীমানায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেই বনের নিভৃত প্রদেশেচুকিতে যাইতেছিলেন। বনানীর এই সকল নিভৃত প্রদেশে তখন বড় বড় দলে বিভক্ত হইয়াদস্যুরা বাস করিত বলিয়া এই অংশ বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হইল।

সহসা সাহায্যের জন্য বার বার কারা চিৎকার করিতেছে শুনিয়া তাহারা ভয় পাইলেন; যে স্থান হইতে চিৎকার-ধ্বনি আসিতেছিল, ঘোড়া ছুটাইয়া তাহারা সেইস্থানে যাইলেন ও দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, একটি ঘোড়ায় টানা ডুলি মাটিতে বসানো আছে, পাশে বহুমূল্য ইহুদী ধরনের পোশাকপরিহিত জনৈক তরুণী বসিয়াছিল। একটি বৃদ্ধ গভীর হতাশার ভাবভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া ইতস্তত বেড়াইতেছে ও মাঝে মাঝে হাত কচলাইতেছে, যেন তাহার কি ভয়ানকবিপদ ঘটিয়াছে। তাহার মাথার হলদে টুপি বলিয়া দিতেছে যে, সে ইহুদী।

সেড্রিক ও এথেলস্টেন-এর প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ ইহুদী কিছুক্ষণের জন্য ইহুদী ধর্মশাস্ত্রেরমহাপুরুষগণের সাহায্য প্রার্থনা করিল। এই ভয়জনিত উদ্বেগ হইতে মুক্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলে ইয়র্ক-এর আইজ্যাক (কারণ ইনি আমাদের সেই পুরাতন বন্ধু) অবশেষে এই কথা বলিতে সমর্থহইল যে, সে আশ্বিতে ছয়জন শরীররক্ষী ও জনৈক পীড়িত বন্ধুকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য অশ্বতর ভাড়া করিয়াছিল। তাহারা এ পর্যন্ত নিরাপদেই আসিয়াছিল কিন্তু দস্যুগণের একটিবড় দল বনের মধ্যে তাহাদের অগ্রে ঘাঁটি পাতিয়া বসিয়া আছে, এই সংবাদ একজন কাঠুরিয়ারকাছে জানিতে পারিয়া আইজ্যাকের শরীররক্ষী দল পলাইয়া তো গিয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে ডুলিটানিবার

ঘোড়াগুলিও লইয়া গিয়াছে। আইজ্যাক নিতান্ত বিনীতভাবে বলিল, “যদি আপনাদের মত বীরেরা দয়া করে এই দরিদ্র ইহুদীকে আপনাদের রক্ষণাধীনে ভ্রমণ করতে দেন, তবে আমি শপথ করে বলতে পারি, এমন অনুগ্রহ আর কখনো প্রদর্শিত হয় নাই যা অধিকতর কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হবে।”

এথেলষ্টেন বলিলেন, “ইহুদী কুকুর! যুদ্ধ কর্ নয়তো পালা; আমাদের সঙ্গ বা সাহায্য চাসনে।”

সেড্রিক তাহার সঙ্গীর নিষ্ঠুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, “পাশের গ্রামে নিয়ে যাবার জন্য দু’টি ঘোড়া ও আমাদের অনুচরদের মাঝ থেকে দুজনকে এখানে রেখে গেলে ভাল হয়।”

দস্যুদল সংখ্যায় এত বেশি বা তারা এত কাছে আছে শুনিয়া রাওএনা ভীতা হইয়া তাঁহার অভিভাবকের প্রস্তাব দৃঢ়রূপে সমর্থন করিলেন। কিন্তু রেবেকা হঠাৎ হতাশভাব ত্যাগ করিয়া অনুচরবর্গের মধ্য দিয়া স্যাকসন মহিলার ঘোটকের কাছে অগ্রসর হইয়া জানু পাতিয়া বসিলেন এবং তাহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিলেন। অতঃপর উঠিয়া এবং অবগুষ্ঠন অপসারিত করিয়া যে ভগবানকে তাঁহারা উভয়েই উপাসনা করেন, তাহার নামে স্যাকসন মহিলাকে এই প্রার্থনা জানাইলেন যে, তিনি যেন তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহার সঙ্গে যাইতে দেন। রেবেকা বলিলেন, “আমার নিজের জন্য এ অনুগ্রহ প্রার্থনা কচ্ছি না, বা ওই হতভাগ্য বৃদ্ধের জন্যও নহে। কিন্তু যিনি অনেকের প্রিয়, আপনারও প্রিয়, এমন একজনের নামে আমি এই কাতর অনুনয় কচ্ছি যে, এই পীড়িত ব্যক্তিকে সযত্নে ও স্বস্থানে আপনাদের সঙ্গে যেতে দিন। ঐরামঙ্গল হলে আমার প্রার্থিত বিষয় প্রত্যাখ্যানের জন্য আপনাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনুতাপ করতে হবে।”

যে সম্মত ও গাঙ্গীর্যের সহিত রেবেকা এই প্রার্থনা জানাইলেন, তাহা স্যাকসন সুন্দরীর কাছে দ্বিগুণ গুরুত্ব প্রদান করিল।

রাওএনা তাঁর অভিভাবককে বলিলেন, “লোকটা বৃদ্ধ ও দুর্বল, এই কুমারী তরুণী ও সুন্দরী, ইহাদের বন্ধু পীড়িত এবং তার জীবন বিপন্ন; এরা ইহুদী বটে, কিন্তু আমরা খ্রিস্টান হয়ে এদের এই ঘোর বিপদে ফেলে যেতে পারি না। অনুচরেরা ভারবাহী অশ্বতর দুটি হতে জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে দু’জন দাসের পিছনে রাখুক। অশ্বতর দু’টি ডুলি টানতে পারবে, আমাদের অতিরিক্ত দু’টি ঘোড়া আছে ওই বৃদ্ধ ও তাঁর কন্যার জন্য।”

সেড্রিক বিনা আপত্তিতে রাওএনার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন এবং রাওনারেবেকাকে তাঁহার নিজের পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে বলিলেন।

তাড়াতাড়ি মালামাল পরিবর্তন করা হইল; কারণ ‘দস্যু’ এই একটা কথাতেই প্রত্যেককে যথেষ্ট ক্ষিপ্ত ও সতর্ক করিয়া তুলিয়াছিল এবং সন্ধ্যার আগমনে এই কথাটা আরো শঙ্কাজনক করিয়া তুলিয়াছিল। ওই গোলমালের মধ্যে গার্খকে ঘোড়া হইতে নামানো হইল; জিনিসপত্রাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার সময়ে ভড়কে তাহার বাহুদ্বয় যে দড়িতে বাঁধা ছিল, সেটি একটু শিথিল করিয়া দিতে রাজি করাইল। ওয়াস্বা হয়তো ইচ্ছা করিয়াই এমন অবহেলার সহিত আবার বাঁধিল যে, গার্খ সহজেই নিজের বাহুকে মুক্ত করিতে পারিল এবং বনের মধ্যে ঢুকিয়া দল হইতে পলায়ন করিল।

পথটি এইবারে ক্রমশ নীচু হইয়া একটা উপত্যকার দিকে নামিল; সেই উপত্যকা ভেদ করিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী বহিতেছে, নদীর দুধারের পাড় ধসিয়া গিয়াছে, জলা এবং ছোট ছোট উইলো গাছের ঝোপে ভরা। সেড্রিক ও এথেলষ্টেন সকলের আগেই ছিলেন। যেমন তাঁহারা তাঁহাদিগের দলের কতক অংশ লইয়া নদীর ধারে আসিলেন, অমনি তাহারা দুই পাশে ও পিছনে এমন প্রচণ্ডবেগে আক্রান্ত হইলেন যে, সেই গোলমালের মধ্যে অপ্রস্তুত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কার্যকরভাবে বাধা দেওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

স্যাকসন দলপতিদ্বয় সেই মুহূর্তেই বন্দী হইলেন। দলের মধ্যে ওয়াস্বা ব্যতীত সকলেই বন্দী হইল। ওয়াস্বা তাহার প্রভুকে উদ্ধার করিবার জন্য সাহসপূর্বক চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সে চেষ্টাব্যর্থ হইয়াছিল। ওয়াস্বা যেই নিজে

অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল, অমনই সে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে পতিত হইল এবং বনের মধ্যে প্রবেশ করিল; এবং ঘটনাস্থল হইতে পলায়ন করিল।

কিন্তু তাহা হইলেও ভাঁড় নিজেকে নিরাপদ দেখিতে পাইবামাত্র ফিরিয়া যাওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে ইতস্তত করিল এবং যে প্রভুর প্রতি এত সে অনুরক্ত, তাহার সহিত একযোগে বন্দী হওয়া উচিত কি না সে বিষয়েও ভাবিল।

হঠাৎ তাহার অতি নিকটেই চুপিচুপি ও সতর্কতার সহিত কে যেন তাহাকে সম্বোধন করিল, “ওয়াস্কা!” ঠিক সেই সময়েই একটি কুকুর তাহার উপর ঝাঁপাইয়া তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। ওয়াস্কা দেখিয়া চিনিতে পারিল যে, সেটি ফ্যাংস্। গার্খের ডাকে সাড়া দিয়া ওয়াস্কাও সেইরূপ সতর্কতার সহিতই বলিল—“গার্খ?” এবং তৎক্ষণাৎ শূকরপালক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সে সাগ্রহে বলিল, “কি ঘটেছে? ওই সব চেষ্টামেচি ও তলোয়ারের বনবনার অর্থ কি?” ওয়াস্কা বলিল, “সময়ের ফের মাত্র। ওরা সকলেই বন্দী হয়েছে।” অধৈর্যের সহিত গার্খ বলিল, “কারা বন্দী হয়েছে?”

সাধুপ্রকৃতি বিদূষক বলিল, “আমাদের কর্তা ও কর্ত্রী, এথেলষ্টেন, হুন্ডিবার্ট, এবং অসওয়াল্ড সবাই। বাকি সকলে ঘাসের ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে, ঠিক তুমি যেমনবুনো আপেল ফল ডাল নাড়া দিয়ে তোমার শূকরদলের জন্যে ছড়িয়ে ফেলতে তেমনি ভাবে। আর কান্নার পরিবর্তে যদি সম্ভব হত আমি হাসতুম।” এই বলিয়া সে অকৃত্রিম দুঃখের সহিত অশ্রু বিসর্জন করিল।

গার্খের মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, “ওয়াস্কা, তোমার কাছে অস্ত্র আছে, এবং তোমার মাথায় যত বুদ্ধি আছে, প্রাণে কিন্তু তোমার সাহস তার চেয়ে বেশি। আমরা মাত্র দু’জন; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকের হঠাৎ আক্রমণ অনেক কিছু করতে পারবে। আমার পিছনেপিছনে এসো।”

ওয়াস্কা উত্তর করিল, “কোথায় এবং কেন?”

“সেড্রিককে উদ্ধার করতে।”

ওয়াস্কা বলিল, “কিন্তু এই মাত্র তো তুমি তার চাকরি ছেড়ে দিয়েছ।”

গার্খ বলিল, “সে যখন তিনি ভাগ্যবান ছিলেন তখন,—এসো আমার পিছু পিছু।”

বিদূষক আদেশ পালন করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে একজন তৃতীয় ব্যক্তি হঠাৎকোথা হইতে আসিয়া পড়িল এবং তাহাদিগকে থামিতে আদেশ দিল। তাহার বেশভূষা ও অস্ত্রাদি হইতে ওয়াস্কা তাহাকে ভাবিয়া লইতে পারিত যে, যে দস্যুদল এইমাত্র তাহার প্রভুকে আক্রমণ করিয়াছে, এ তাহাদেরই একজন; কিন্তু তাহার কাঁধের উপর প্রলম্বিত ঝকঝকেশিঙ্গাবন্ধনী এবং তাহাতে যে দামী শিঙ্গা ঝোলানো ছিল, তা ছাড়া তাহার শান্ত প্রভুত্বসূচককণ্ঠস্বর—সেই সন্ধ্যার ম্লান আলোকেও ওয়াস্কাকে চিনাইয়া দিয়াছিল যে, এ সেই—ধনুর্বিদ্যা প্রতিযোগিতায় যে জয়ী হইয়াছিল।

সে (লক্সলি) বলিল, “এ সবেই অর্থ কি? কারা এই বনে লুণ্ঠ করে, টাকা আদায়ের দাবী করে এবং বন্দী করে?”

ওয়াস্কা বলিল, “তুমি একটু গিয়েই তাদের ঝোলা আলখেল্লা দেখতে পারো যে, সেগুলিতোমার ছেলেপুলের জামা কি না।”

লক্সলি বলিল, “আমি শীঘ্রই তা জানব। এবং আমি আদেশ কচ্ছি, যতক্ষণ না ফিরি, এখান থেকে নড়ো না—নড়লেই প্রাণ বিপন্ন হবে। আমার কথা মেনে চলো, তাহলে তোমার এবং তোমার প্রভুর ভাল হবে।”

একথা বলিয়া সে শিঙ্গাবন্ধনী ও শিঙ্গা খুলিয়া ফেলিল এবং নিজের টুপি হইতে একটি পালক খুলিয়া সেগুলি ওয়াস্বাকে দিল। তারপর সে পর্যবেক্ষণ কার্য করিতে প্রস্থান করিল।

সে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, “আমি ওদের সঙ্গে মিশে তারা কেএবং কোথায় যাবে জেনেছি। আমার মনে হয়, বন্দীদের প্রতি কোনো অত্যাচার করবার কোনো উদ্দেশ্য ওদের নেই। এই মুহূর্তেই তিন জন লোকে ওদের আক্রমণ করা পাগলামি মাত্র। কারণ ওরা পাক্সা লড়াইয়ে এবং সেই জন্যে কেউ অগ্রসর হলে সতর্ক করে দেবার জন্যে শাস্ত্রীপাহারা বসিয়েছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, শীঘ্রই এমন লোক জোটা বয়ে, ওদের সতর্কতা ব্যর্থকরেও কাজে অগ্রসর হতে পারবে। তোমরা দু’জনেই স্যাকসন সের্ভিক-এর দাস, এবং আমার মনে হয় বিশ্বস্ত দাস—স্যাকসন সের্ভিক, যিনি ইংরেজের অধিকারসমূহের পরম মিত্র (অর্থাৎ ওই অধিকারসমূহের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ইংরেজ জাতির হিতকামী) এই বিপদে তাকে সাহায্য করতে নিশ্চয়ই ইংরেজের অভাব হবে না। তা হলে আমার সঙ্গে এসো, আমি আরো লোক যোগাড় করি।”

এই বলিয়া সে সেই বনের মধ্যে দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া গেল, বিদূষক ও শূকরপালকতাহার অনুসরণ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ঘণ্টাভিনেক বেগে পথ হাঁটবার পরে সের্ভিকের ভৃত্যগণ তাহার পথপ্রদর্শকসহ বনের মধ্যস্থ একটি খোলা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার মাঝখানে একটা সুবৃহৎ ওকবৃক্ষজন্মিয়াছিল। ওই গাছের তলে চার-পাঁচজন ধনুর্ধারী বীর মাটিতে শুইয়াছিল এবং একজন চাঁদের আলো-ছায়ায় ইতস্তত পায়চারি করিয়া পাহারা রাখিতেছিল।

পায়ের শব্দ শুনিয়া কেহ আসিতেছে বুঝিয়া শাস্ত্রী সতর্ক করিবার জন্য আওয়াজ করিল এবং নিদ্রিত লোকেরা লাফাইয়া উঠিয়া বসিয়া ধনুক বাঁকাইল। কিন্তু লক্ষ্মলিকে চিনিতে পারিয়া তাহারা শঙ্কা ও অনুরাগের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিল।

তাহার (লক্ষ্মলির) প্রথম প্রশ্ন হইল, “মিলার কোথায়?”

“রদারহামের পথে।”

দলপতি জিজ্ঞাসা করিল—কারণ সে দলপতি বলিয়া মনে হইল,—“কতজন লোকের সঙ্গে?”

“ছয়জন লোকের সঙ্গে, এবং লুঠেরও বেশ আশা আছে, এখন সাধু নিকোলাসের দয়া।”

লক্ষ্মলি বলিল, “ভক্তির সঙ্গে কথাটা বলেচ। এলান-এ-ডেল্ কোথায়?”

“হোয়াটলিং স্ট্রীটের দিকে গিয়েচে, জরভো মঠের অধ্যক্ষের ওপর নজর রাখতে।” সর্দার বলিল, “বেশ ভেবে কাজ করা হয়েছে। সন্ন্যাসী কোথায়?”

“তার আশ্রমে।”

লক্ষ্মলি বলিল, “সেখানে আমি যাব। যাও সব বেরিয়ে পড়ো এবং সঙ্গীদের খুঁজে দেখ। যত পারো লোক যোগাড় করো, কারণ এমন শিকার উপস্থিত যার জন্যে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে, ফিরে দাঁড়িয়ে তারা পুনরাক্রমণও করবে। সকলে এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।” সে আবার বলিল, “আর তোমরা দু’জন শীঘ্র ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর দুর্গ টরকুইলস্টোন-এর পথ ধরো। একদল সাহসী লোক, আমাদের মতো পোশাক পরে, একদল বন্দীকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের ওপর কড়া নজর রাখো এবং একজন দ্রুতগমনশীল লোককে পাঠাও ওর কাছাকাছি যেসব তীরন্দাজ আছে, তাদের খবরটা দিতে।

তাহারা আজ্ঞা পালন করিবার নিশ্চিত অঙ্গীকার জানাইয়া বিভিন্ন কাজে সতর্কতার সহিত প্রস্থান করিল। ইত্যবসরে দলপতি এবং তাদের দুইজন সঙ্গী কপম্যানহাস্ট-এর গির্জায় যাত্রাকরিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর আর তাহার অতিথিটি প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করিয়া একটি পুরানো আমলের মাতালের গান করিতেছিলেন, এমন সময়ে লক্সলির দ্বারে করাঘাতের শব্দ তাহাদেরবিষ্ম ঘটাইল। সন্ন্যাসী একটি চমৎকার কসরতের মধ্যে হঠাৎ থামিয়া বলিলেন, “এই দেখচি আরো রাতে-পথভোলা পথিক আসছে। আমার সন্ন্যাসীর এ রকম সাজে, এ ধরনের স্মৃতিরমধ্যে তারা আমায় না দেখতে পায়। তোমার লোহার কড়াখানা মাথায় পরে ফেলো, অলস বন্ধু, যত তাড়াতাড়ি তোমার পক্ষে সম্ভব হয়। আমিও এই কলাইকরা পাত্রগুলো সরিয়ে ফেলি।

বাহির হইতে হাঁক আসিল, “পাগলা পুরুত, দোর খোল, আমি লক্সলি।”

সন্ন্যাসী সঙ্গীকে বলিলেন, “সব ঠিক আছে।” এবং তিনি দ্রুত দরজার খিল খুলিলেনএবং লক্সলি ও তাহার দুইজন সঙ্গীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন।

নাইটকে দেখিতে পাইয়াই তীরন্দাজের প্রথম প্রশ্ন হইল, “তোমার এই ইয়ারটি কে?” পরে সন্ন্যাসীকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া বলিল, “তুমি কি ক্ষেপেছ? যে নাইটকে তুমি জানোনা, তাকে কি বলে ঢুকতে গিলে? আমাদের নিয়ম সব ভুলে গেছ?” সন্ন্যাসী দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল, “তা’কে জানি না?—একটা ভিখিরি যেমন তারখালাখানাকে চেনে, আমিও একে তেমনি চিনি।”

লক্সলি বলিল, “তা হলে ওর নাম কি?”

“ওর নাম”, সন্ন্যাসী বলিলেন, “ওর নাম স্ক্রাবেলষ্টোনের স্যার এ্যানথনি—হুঁ, আমিযেন নাম না জেনেই অমনি যার-তার সঙ্গে মদ খাব আর কি!”

বনচারী বলিল, “সন্ন্যাসী, তুমি বড় বেশি মদ চালাচ্ছ এবং আমার ভয় হচ্ছে বকচও খুববেশি।”

নাইট অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “ভাই তীরন্দাজ, আমার স্মৃতিবাজ বন্ধুর প্রতি রাগ করোনা। তিনি যদি আতিথেয়তা না দেখাতেন, আমি জোর করে আদায় করতুম।”

সন্ন্যাসী বলিল, “তুমি বাধ্য করতে! একটু থামো—আমি এই ধূসর আলখেল্লার বদলেসবুজ জামাটা পরি, তার পর যদি আমার লম্বা লাঠি তোমার মাথার ওপর ঝনঝন্ করে না পড়ে, তবে আমি খাঁটি সন্ন্যাসীও নই, অরণ্যচারীও নই।”

এই কথা বলিতে বলিতে সে তাহার লম্বা জামা খুলিয়া ফেলিল; সে একটা কালো বাম কাপড়ের আঁটসাঁট কোট ও পায়জামা পরিল—ইহার উপরে সে তাড়াতাড়ি একটাসবুজ আলখেল্লা এবং সেই রঙের মোজা পরিল।

লক্সলি যোদ্ধাকে একটু এক পাশে লইয়া গিয়া বলিল, “বীর, অস্বীকার করবেন না যে, আপনি সেই নাইট, আশ্বির মল্লক্রীড়ার দ্বিতীয় দিনে বিদেশীয়গণের বিরুদ্ধে যিনিইংরাজপক্ষের জয় ঘটাইয়েছিলেন।”

নাইট বলিল, “ভাই তিরন্দাজ, তোমার অনুমান যদি সত্য হয়, তাতেই বা কি?”

তিরন্দাজ বলিলেন, “তবে আপনাকে দুর্বলের বন্ধু বলে মনে করব।”

কৃষ্ণবেশী নাইট বলিলেন, “সেটা তো প্রকৃত বীরের কর্তব্য এবং আমি ইচ্ছা করি না যে, আমার সম্বন্ধে অন্যরূপ বিবেচনা করবার কারণ থাকবে।”

তিরন্দাজ বলিল, “কিন্তু আমার উদ্দেশ্য যা’ তাতে আপনি যেমন একজন প্রকৃত নাইট, তেমনি একজন খাঁটি ইংরেজও হওয়া প্রয়োজন। শুনুন, আপনাকে একটা সাহসের কাজের কথাবলব। আপনাকে যেরূপ বোধ হয়,

আপনি যদি সত্যই তা হন, তবে আপনি তাতে সম্মানজনকঅংশ গ্রহণ করতে পারেন। একদল বদমাইশ, তাদের চেয়ে ভাল লোকের ছদ্মবেশে স্যাকসন সেড্রিক নামে একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজকে, তাঁর পালিতা কন্যা, আর তার বন্ধু কনিংগসবার্গেরএথেলষ্টোনকে বন্দী করেছে এবং এই বনের মধ্যে টরকুইলষ্টোন দুর্গে তাদের নিয়ে গেছে। আপনি একজন প্রকৃত নাইট এবং প্রকৃত ইংরেজ, আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, আপনি কি তাদেরউদ্ধারে সাহায্য করবেন?”

নাইট উত্তর করিলেন, “আমার শপথ অনুসারে আমি এ করতে বাধ্য; কিন্তু আমারজানতে বড় ইচ্ছা করছে, তুমি যে আমার সাহায্য চাইচ, তুমি কে?”

বনচারী বলিল, “আমার নাম নেই। কিন্তু আমি আমার দেশের বন্ধু এবং যারা আমাদের দেশের বন্ধু, তাদেরও বন্ধু। আমার নিজের এইটুকু পরিচয়েই বর্তমানে আপনাকে সম্ভ্রষ্ট থাকতেহবে, বিশেষ আরো এজন্যে যে, আপনি নিজে অজ্ঞাত থাকতে চান। তবুও আমার কথা বিশ্বাসকরুন, আমি যে কথা দিই, তা সুবর্ণময় পাদুকা-কণ্টকধারী নাইটদের মতো রক্ষা করি।”

নাইট বলিলেন, “আমি সে কথা বিশ্বাস করি। মানুষের মুখ দেখে তার চরিত্র অধ্যয়নকরতে আমি অভ্যস্ত, তোমার মুখে তোমার চরিত্রের সাধুতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ রয়েছে। সুতরাং আমি তোমাকে আর কোনো প্রশ্নজিজ্ঞাসা করব না, কিন্তু এই অত্যাচারিত বন্দীদিগকেমুক্ত করতে তোমায় সাহায্য করব।”

সন্ন্যাসী এতক্ষণে ঢাল, তলোয়ার, ধনু ও তুণ লইয়া খাঁটি তিরন্দাজের সাজে সাজিয়াছিলেন; তিনি তার ভারী দীর্ঘ বর্শাটি তিন আঙুলে ধরিয়া মাথার উপর ঘুরাইতে লাগিলেন, যেন একটা শরের ডাঁটা ঘুরাইতেছেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “কোথায়সব বদমাইশ লোকেরা, যারা স্ত্রীলোকদিগকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হরণ করে নিয়ে যায়; আমিযদি ওদের বারো জনের সমান না হই, শয়তান যেন আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।”

লক্সলি বলিল, “আসুন কর্তারা, আমাদের লোক যোগাড় করতে হবে, এবং যদি আমাদেররেজিনাল্ড ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর দুর্গ আক্রমণ করে অধিকার করতে হয়, তবেও লোক কমই হবে।

কৃষ্ণবেশী নাইট বলিলেন, “কি? তবে কি ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ প্রকাশ্য রাজপথে রাজভক্তপ্রজাদিগকে বন্দী করেছে? সে কি চোর এবং অত্যাচারী হয়েছে?”

লক্সলি বলিল, “সে তো চিরকালই অত্যাচারী ছিল।

সন্ন্যাসী বলিল, “চোরের কথা যখন উঠল, তখন বলতে হয় যে, আমার পরিচিত অনেকচোর এমন আছে, যাদের অর্ধেক সাধুতাও কোনো কালে তার (ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর) ছিল কিনা সেবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।”

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

যে সশস্ত্র লোকদল সেড্রিক ও তাঁহার অনুচরদিগকে বন্দী করিয়াছিল, তাহারা বন্দীগণকে লইয়া সুরক্ষিত স্থানের দিকে চলিল, উদ্দেশ্য সেখানে তাদের আবদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু দ্রুত অন্ধকারঘনাইয়া আসিতেছিল এবং বোধ হইতেছিল যে, বনপথগুলি দস্যুদের কাছে তেমন পরিচিতনহে। তাহারা যে ঠিক পথ ধরিয়াছে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইবার পূর্বেই গ্রীষ্মকালের উষা আসিয়াপড়িল। অশ্বারোহী দল বর্তমানে খুব দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

সেড্রিক তাঁহার প্রহরীদের নিকট হইতে তাহাদের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য জানিবার চেষ্টাকরিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, “তোমরা ইংরেজ, কিন্তু স্বর্গের দিব্য, তোমরা নর্মানের মতোতোমাদের স্বদেশবাসীদের ওপর অত্যাচার

করতে। কি চাও তোমরা আমার কাছে? এই বলপ্রয়োগে তোমাদের লাভই বা কি? তোমাদের ব্যবহার পশু অপেক্ষাও হীন, তাদের মতোবোবা হয়েও থাকবে নাকি তোমরা?”

সেড্রিক বৃথাই রক্ষীদের বিরুদ্ধে অনুযোগ করিতেছিলেন, উহাদের নীরব থাকিবার অনেকগুলি চমৎকার কারণ ছিল, সেড্রিকের ভয়ে বা অনুযোগে নীরবতা ভঙ্গ করিতে তাঁহারা ইচ্ছুক হইল না। তাহারা অতি দ্রুতবেগে তাঁহাকে লইয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে বড় বড় বৃক্ষরাজি-শোভিত বীথিকার প্রান্তে রেজিন্যান্ড ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর প্রাচীন দুর্গ টরকুইলষ্টোন পরিদৃষ্ট হইল। দুর্গটি খুব বড় নয়; উহাতে একটি বৃহৎ ও উচ্চ চতুষ্কোণ কেন্দ্রগৃহ—আর এই গৃহের চারিদিকে ছিল কতকগুলি নীচু নীচু অটালিকা। বাহিরের প্রাচীরের চারিদিকে একটা গভীর পরিখা—নিকটবর্তী একটা ক্ষুদ্র নদীর জলে এই পরিখা পূর্ণ থাকিত। সেই সময়ে দুর্গ গঠন করিবার রীতি অনুসারে এই দুর্গে প্রবেশ করিবার পথ ছিল একটি খিলানযুক্ত সেতুর উপরনির্মিত উপদুর্গ বা বহিদুর্গের ভিতর দিয়া—ইহার প্রত্যেক কোণ একটি করিয়া মোট দুইটি বুরুজ দ্বারা সংরক্ষিত ছিল।

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর দুর্গের বুরুজগুলি দেখিবামাত্র সেড্রিক বিপদের কারণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যথার্থরূপে অনুমান করিলেন।

অশ্বারোহীগণ এখন দুর্গের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্য ব্রাসি তিনবার শিঙ্গাবাজাইলেন—আর অমনি যে সকল তীরন্দাজ ও ক্রস-বো-ধারী সৈন্য তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া দুর্গপ্রাচীরে গিয়া সজ্জিত হইয়াছিল, তাহারা আগলুকদিগের প্রবেশের জন্য টানা সেতুটাতাড়াতাড়ি নামাইয়া দিতে ছুটিল।

রক্ষীরা বন্দীগণকে অশ্ব হইতে নামিতে বাধ্য করিল। তারপর লেডি রাওএনাকে তারসঙ্গিগণ হইতে পৃথক করা হইল। সেই ভীতিজনক সম্মান তাহার পিতার অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও রেবেকার উপরও প্রদর্শিত হইল। রেবেকার পিতা এরূপ একান্ত কষ্টে পতিত হইয়াকন্যাকে নিজের সঙ্গে রাখিবার অনুমতির জন্য অর্থও দিতে চাহিয়াছিল।

বৃদ্ধ ইহুদীকে অন্যান্য বন্দী হইতে পৃথক করিয়া ভিন্ন দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইল। অনুচরদিগের দেহ সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করা হইল এবং তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা হইল। পরে তাহাদিগকে দুর্গের অন্য একটা অংশে আবদ্ধ করা হইল। আর তাহার নিজের পরিচারিকা এলগিথার সান্নিধ্য হইতে লেডি রাওএনা যে সাঙ্ঘনা পাইতেন, তাহা হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইল।

যে গৃহে সেড্রিক ও এথেলষ্টোনকে আবদ্ধ রাখা হইল, সেই কক্ষটি প্রাচীন আমলের প্রকাণ্ড হল ছিল। আজকাল ইহা হীনতর কার্যের জন্য নিযুক্ত ছিল এবং ইহা কতকটা সৈন্যদিগের থাকিবার ঘররূপে ব্যবহৃত হইত।

অতীত ও বর্তমানের সম্বন্ধে নানা অসহিষ্ণু চিন্তায় সেড্রিক-এর মন পরিপূর্ণ ছিল এবং তিনি কক্ষে ইতস্তত পদচারণা করিতেছিলেন, এমন সময়ে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং একজন ভোজন-ব্যবস্থাপক কর্মচারী প্রবেশ করিল, তাহার হাতে ছিল স্বীয় পদের নিদর্শন স্বরূপ একটা শ্বেত দণ্ড। এই মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি গভীর পদক্ষেপে গৃহমধ্যে অগ্রসর হইল, চারিজন ভৃত্যতাহার পিছু পিছু খাদ্যদ্রব্যের ডিশ-সাজানো একটা টেবিল বহিয়া আনিল; যাহাদের দর্শন ও আঘ্রাণ এথেলষ্টোন-এর নিকট তাহার সমস্ত অসুবিধা-ভোগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বলিয়া প্রতীত হইল। যে লোকগুলি খাবার পরিবেশন করিল, তাহারা মুখোশপরা ও দীর্ঘ পরিচ্ছদে আবৃত ছিল।

সেড্রিক বলিলেন, “এ কি তামাশা? তোমরা কি ভাব আমরা কার বন্দী সে বিষয়ে আমরা অজ্ঞ? তোমার প্রভু রেজিন্যান্ড ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-কে বলো যে, আমাদের বন্দী করবার তার কিকারণ আছে আমরা জানি না, কেবলমাত্র আমাদের ধনে তার ধনী হওয়ার অবৈধ ইচ্ছা ছাড়া আমাদের মুক্তির জন্য কি দিতে হবে, তিনি আমাদের বলুন। যদি আমাদের অবস্থার উপযুক্ত হয়, তবে তাই দেওয়া যাবে।”

ভোজ্যপরিবেশক কর্মচারী কোনো উত্তর করিল না, মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিলমাত্র।

বন্দীরা বেশিক্ষণ জলযোগে বসেন নাই, এমন সময়ে দুর্গের সদর ফটকের সম্মুখে শিঙ্গাধ্বনিতে তাহাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইল। প্রচণ্ড শব্দে আরো তিনবার শিঙ্গা নিনাদিত হইল। স্যাক্সনগণ টেবিল হইতে চমকিয়া

উঠিয়া জানালায় ছুটিয়া গেল। কিন্তু তাহাদেরকৌতূহল চরিতার্থ হইল না। কারণ এই জানালাগুলি দিয়া দুর্গের প্রাঙ্গণটি মাত্র দেখিতে পাওয়া যাইত এবং ওই শিঙ্গারধ্বনি তাহার বাহির হইতে আসিতেছিল। কিন্তু এই শিঙ্গার আহ্বানগুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল; কারণ দুর্গের মধ্যে তখনি অতিশয় ব্যস্ততার সৃষ্টি হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

হতভাগ্য ইহুদীকে দুর্গের ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে তাড়াতাড়ি নিষ্ক্ষেপ করা হইল, এই ঘরের মেঝেমাটির অনেক নীচে এবং বেজায় স্যাঁতসেঁতে। একটুখানি যা আলো তাহা আসিতেছিল বন্দীরহাতের নাগালের বহু উর্ধ্বে অবস্থিত দুইটি ঘুলঘুলি দিয়া। পূর্ব বন্দীগণের ভাগ্যে ছিল যে সকলশৃঙ্খল ওবেড়ি, মরচেধরা অবস্থায় সেগুলি দেওয়ালের গায়ে ঝুলিতেছিল এবং একপ্রস্থ পায়ের বেড়ির আংটাতে দু'খানা ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থি ঝুলিতেছিল, বোধ হইতেছিল তাহা মানুষের পায়েরহাড়। এই ভয়াবহ কক্ষের এক প্রান্তে ঝাঁঝরাওয়ালা একটা অগ্নিস্থান ছিল, এই অগ্নিস্থানে মরিচায়অর্ধক্ষয়িত অবস্থায় কতকগুলি লোহার শিক পরপর আড়াআড়িভাবে রক্ষিত ছিল।

এই কারাগৃহের এক কোণে আইজ্যাক প্রায় তিন ঘণ্টা তাহার অবস্থানভঙ্গির কোনো পরিবর্তন না করিয়া বসিয়া রহিল। এই সময় অতীত হইলে কারাগৃহের সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনাগেল। কারাগৃহের লৌহময় খিলগুলি টানিয়া খুলিবার সময় তাহাতে জোরে শব্দ হইল। পিছনেধর্মযোদ্ধার দুইজন মুসলমান দাসকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ কারাকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

প্রত্যেক ভূতের হাতে একটি করিয়া ছোট ঝাড়ি ছিল। যতক্ষণ না ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ নিজেসতর্কতার সহিত দরজাটিতে একবার তালা দিয়া আবার ডবল তালা দিলেন, ততক্ষণ তাহারাসেই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। এই সতর্কতা অবলম্বনের পরে তিনি ধীরে ধীরে ইহুদীর দিকে কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইলেন। যেমন কোনো জন্তু তাহাদের শিকারকে মোহিত করিয়া থাকেবলিয়া শোনা যায়, ঠিক তেমনই তিনি ইহুদীর উপর চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন যেন দৃষ্টি দ্বারাতাহাকে অবশ করিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়। ইহুদী মুখ হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার চক্ষু সেই নির্ভুর ভূস্বামীর দিকে এমন সত্যকার ভীতির সহিত নিবদ্ধ রহিল যে, তাহার শরীরেরসকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

যে কোণে ওই হতভাগ্য ইহুদী বসিয়াছিল নর্মানটি তাহার তিন পদ দূরে মাত্র থামিয়াএকজন দাসকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

তদনুসারে ওই লোকটা অগ্রসর হইল এবং তাহার চুপড়ি হইতে একটি বড় দাঁড়িপাল্লা ও কতকগুলি বাটখারা বাহির করিয়া সেইগুলি ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর পায়ের কাছে রাখিয়া দিল।

তাহার হতভাগ্য বন্দীকে সম্বোধন করিয়া ওই ব্যারণ বলিলেন, “রে অভিশপ্ত কুকুর, এই দাঁড়িপাল্লা দেখছিস?”

দুর্ভাগা ইহুদী ক্ষীণস্বরে বলিল—“হ্যাঁ।”

নির্ভুর ব্যারণ বলিলেন, “এই দাঁড়িপাল্লাটা দিয়েই তুই লন্ডন-টাওয়ার-এর প্রচলিত যথার্থমাপ ও ওজন অনুযায়ী এক হাজার রুপার পাউন্ড ওজন করে অবশ্য অবশ্য দিবি। যদি রুপোবেশি না থাকে, সোনা নিতে আমার আপত্তি নেই।”

আইজ্যাক উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “মহানুভব নাইট, আমায় দয়া করুন। আমি বৃদ্ধ, গরিবও অসহায়। আমার ওপর জয়লাভ করা আপনার যোগ্য নয়। একটা পোকাকে মাড়িয়ে মেরে ফেলা অগৌরবের কাজ।”

নাইট উত্তর করিলেন, “বুড়ো হতে পারিস তুই; তাদেরই নির্বুদ্ধিতা আরো লজ্জাজনকযারা তোকে কুসীদজীবীর বৃত্তিতে ও জুয়াচুরিতে চুল পাকাতে দিয়েছে। তুই হয়তো দুর্বল হতে পারিস, কারণ কোন্ কালে আবার একজন ইহুদীর হৃদয় ছিল বা বাহুতে বল ছিল? কিন্তু তুই যে ধনী এ কথা সবাই জানে—আমার উদ্দেশ্য গভীর ও অবশ্যপালনীয়। এই কারাকক্ষ কথাকাটাকাটির জায়গা নয়।”

তিনি আবার ভৃত্যদ্বয়কে নিকটবর্তী হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন এবং তাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে কি বলিলেন। মুসলমানদ্বয় বুড়ি হইতে কিছু কয়লা, একজোড়া হাপর এবং একটি তেলের বোতল বাহির করিল। তাহাদের একজন যখন ইস্পাত ও চকমকি ঠুকিয়া আগুনবাহির করিল, তখন অপর ব্যক্তি আমাদের পূর্ববর্ণিত মরিচা-ধরা লোহার শিক-বসানো চুল্লিতেকয়লা সাজাইতে লাগিল এবং কয়লা গনগনে রাজা হইয়া না ধরা পর্যন্ত হাপর চালাইতে লাগিল।

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “আইজ্যাক, জ্বলন্ত কয়লার ওপরের ওই লোহার শিক দেখছিস্? তোকে বিবস্ত্র করে ওই উত্তপ্ত বিছানায় শোয়ানো হবে, পালকের গদির ওপরে তোকে যেনশোয়ানো হচ্ছে, এই ভাবে। আর এই দাসদের একজন তোর নীচে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে; আরঅপর লোক পাছে শিককাবাব পুড়ে যায়, সেইজন্যে তোর ঘৃণ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তেল মাখাতে থাকবে। এখন এই রকম বলসানো বিছানা আর এক হাজার পাউন্ড রূপো প্রদান, এদের দুটিরমধ্যে একটা বেছে নাও। কেননা আমার বাবার মাথার দিব্য, তোর আর কোনো পথ বেছেনেবার নেই।”

ইহুদী ওই প্রজ্বলন্ত চুল্লীর দিকে চাহিল এবং তাহার উৎপীড়কের নরম হইবার আশা না দেখিয়া তার সঙ্কল্প টুটিয়া গেল।

সে বলিল, “আমি এক হাজার পাউন্ড রূপো দিব—অর্থাৎ”। তারপর এক মুহূর্ত থামিয়াসে বলিল, “আমি আমার জ্ঞাতিকুটুম্বদের সাহায্যে তা দিব। কখন এবং কোথায় তা দিতেহবে?”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ উত্তর করিল, “এখানে। এখানে—এই কারাকক্ষের মেঝেতে গুনে এবংওজন করে তা দিতে হবে। তোর স্বাধীনতার মূল্য হাতে না আসা পর্যন্ত তুই ভেবেছিস্ তোকে আমি ছেড়ে দেব?”

ইহুদী গভীর আত্ননাদ করিয়া উঠিল। সে বলিল, “অন্তত আমার মুক্তির সঙ্গে যে সবসঙ্গীদের সঙ্গে আমি ভ্রমণ করছিলাম, তাদেরও মুক্তি মঞ্জুর করুন। আমি ইহুদী বলে তারা ঘৃণাকরেছিল বটে, কিন্তু তারা আমার অসহায় অবস্থা দেখে দয়া করেছিল এবং তারা আমাকে পথে। সাহায্য করতে থেমেছিল বলে আমার মন্দভাগ্যের অংশ তাদের ঘাড়েও পড়েচে।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “ওই স্যাক্সন চাষাদের কথা যদি বলিস, তাদের মুক্তির মূল্যেরশর্ত তোর মুক্তিশর্তের চেয়ে অন্যরকম হবে। শোন্ ইহুদী, তুই তোর নিজের ব্যাপার নিয়েথাক, অপরের ব্যাপারে থাকতে যাসনে, তোকে সাবধান করে দিচ্ছি।”

সে (ইহুদী) বলিল, “আমি তবে কেবলমাত্র আমার আহত বন্ধুটির সঙ্গে মুক্ত হব?”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “ইহুদীর ছেলেকে কি আমায় দুবার এ কথা বলে সতর্ক করতেহবে যে, সে অন্যের কথায় না থেকে শুধুমাত্র তার নিজের ব্যাপার নিয়েই থাকুক! যখন তুই কি করবি তা বেছে নিয়েছিস্ তখন বাকি আছে শুধু তোর নিজের মুক্তির মূল্য দেওয়া, আরতা’ খুব শীগগির দেওয়া। তাহলে, আইজ্যাক, টাকাগুলো কখন পাব?”

আইজ্যাক উত্তর দিল, “হে মহানুভব নাইট, আমার কন্যা রেবেকাকে আপনি ইয়র্কনির্বিষ্মে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিন। সেখান থেকে লোক এবং ঘোড়া ফিরে এলেই টাকা—” এইবলিয়াই সে গভীর আত্ননাদ করিয়া উঠিল; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত থামিয়া বলিতে লাগিল, “টাকা। এই মেঝেতেই গুনে দেওয়া হবে।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ যেন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “তোমার কন্যা! স্বর্গের দিব্য, আইজ্যাক, একথা যদি আগে জানতাম! আমি যে তোকে স্যার ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবারকে দাসীরূপে দিয়ে দিয়েছি!”

এই হৃদয়হীন সংবাদে আইজ্যাক, এমন এক চিৎকার করিয়া উঠিল যে, তাহাতে কারাকক্ষটা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং তাহা মুসলমান দাসদুটিকে এমন আশ্চর্য করিয়া দিল যে তাহারা ইহুদীকে ছাড়িয়া দিল। সে ওই মুক্তির সুযোগ পাইয়া মেঝের উপর পতিত হইল এবং ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর জানুদয় জড়াইয়া ধরিল।

সে বলিল, “নাইট মশায়, আপনি যা চান সব নিন। আরো দশগুণ বেশি নিন, আমাকে সর্বস্বান্ত করুন, ভিক্ষুক করুন, না হয় আমায় আপনার ছোরা দিয়ে বিঁধে ফেলুন বা ওই চুল্লির ওপরে আমাকে ঝলসান; কিন্তু আমার মেয়েকে রক্ষা করুন। সে আমার মৃত রাচেল-এর প্রতিমূর্তিরূপিনী,—তাহার ভালবাসার নিদর্শন ছয়টি সন্তানের শেষ সন্তান।”

নর্মান খানিকটা নরম হইয়া বলিল, “এর আগে যদি আমি একথা জানতাম, তাহলে ভালহোত। আমি মনে করতাম যে, তোদের জাত টাকার তোড়া ছাড়া আর কিছু ভালবাসে না। কিন্তু এখন আর কিছু হবে না। আমার রণক্ষেত্রের সঙ্গীকে কথা দেওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন দশটাইহুদী ও ইহুদিনীর জন্যে আমি তা ভাঙ্গব না। তুই যে মুক্তির মূল্য দিতে চেয়েচিস্, এখন তার কথা ভাব। নয়তো তোর ইহুদীর গলাটা বিপদে পড়বে বলে দিচ্ছি!”

ইহুদী তার অত্যাচারীর অপমানের তীব্র প্রত্যুত্তর দিয়া বলিল,—তাহা যতই নিষ্ফল হউক নাকেন, এখন সে তাহা সংযত করিতে সমর্থ হইল না—“দস্যু ও পাষণ্ড; আমি তোমাকে কিছুই দেব না—আমার কন্যাকে মর্যাদার সহিত ও নিরাপদে আমায় ফিরিয়ে না দিলে একটারূপোর পেনি পর্যন্ত দেব না।”

নর্মান রূঢ়ভাবে বলিল, “ইস্রায়েলের জাত, তুই ক্ষেপিসনি তো? তোর রক্ত ও মাংসের কি কোনো মন্ত্রশক্তি আছে তত্ত্ব লোহা ও ফুটন্ত তেল থেকে রক্ষা করবার?”

পিতৃশ্নেহে মরিয়া হইয়া ইহুদী উত্তর দিল, “আমি গ্রাহ্য করি না। যা তোমার ক্ষমতা করো। আমার কন্যা আমার রক্ত ও মাংস, যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তুমি নিষ্ঠুরভাবে ভয় দেখাচ্ছ, তার চেয়ে হাজার গুণে প্রিয়তর সে। যদি তোমাকে রূপো আমায় দিতে হয়, তবে আমি তা গলিত অবস্থায় তোমার লোভলোলুপ গলনলীর মধ্যে ঢেলে দেব। না,- নাজারিন্ (খ্রিস্টান), একটা রূপোর পেনিও আমি তোমাকে দেব না। তোমার সারাজীবন যে পাপের শাস্তির জন্যে তোমাকে প্রস্তুত করেছে—তা থেকে তোমায় উদ্ধার করবার জন্যেও না। ইচ্ছা হয় আমার প্রাণ নাও, এবং বল যে অত্যাচারের মধ্যেও ইহুদী জানে কি করে খ্রিস্টানকে হতাশ করতে হয়।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিল, “আচ্ছা, তা আমরা দেখব। এই, একে বিবস্ত্র করো আর লোহারশিকের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধ।”

বৃদ্ধের দুর্বল বাধা সত্ত্বেও মুসলমানেরা পূর্বেই তাহার উপরের দিকের পরিচ্ছদ জোর করিয়া খুলিয়া লইয়াছিল এবং তাহাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করিতে যাইতেছিল, এমন সময় দুর্গের বহির্দেশে নিনাদিত একটি শিঙ্গাধ্বনি সেই নিভৃত কারাকক্ষেও প্রবেশ করিল এবং পরক্ষণেই বহুলোকে উচ্চকণ্ঠে রেজিনাল্ড ফ্রঁ-দ্য-ব্যফকে ডাকিতে লাগিল। এই নারকীয় কার্যে নিযুক্ত থাকার অবস্থায় দৃষ্ট হইতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, সেই নির্মম ব্যারণ আইজ্যাককে তাহার পরিচ্ছদ ফিরাইয়া দিতে ভৃত্যগণকে সঙ্কেত করিল এবং তাহার অনুচরগণের সঙ্গে ওই কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

এই কুৎসিত অভিনয়ের অভিনেত্রীগণ প্রত্যেকে যে যে ভূমিকায় অভিনয় করিবে তাহা ঠিককরিয়া রাখিয়াছিল। ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ, দ্য ব্রাসি এবং ধর্মযোদ্ধা তিন জনে একত্র মিলিত হইয়া সুদীর্ঘ ও উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা দ্বারা নিজেদের বিশিষ্ট ভূমিকা হইতে যে যা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হইতে চাহিয়াছিল এই সভায় তাহার ব্যবস্থা নির্ধারিত করিয়াছিল।

দ্য ব্রাসি, যাঁহার সুবিধার জন্য এই অভিযানের কার্যপদ্ধতি নিরূপিত হইয়াছিল, সর্বপ্রথম—প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়—রাওএনার সম্মুখে আসিলেন।

সোনার ব্রোচ দ্বারা মখমলের মস্তকাবরণ খুলিয়া তিনি রাওএনাকে অভিবাদন করিলেন। তারপর তিনি ভদ্রতার সহিত তাঁহাকে (রাওএনাকে) আসন গ্রহণ করিবার ইঙ্গিত করিলেন; এবং তিনি তখন দণ্ডায়মান অবস্থাতেই আছেন দেখিয়া ওই নাইট তাঁহার ডানহাতের দস্তানাখুলিয়া তাঁহাকে আসনের দিকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু রাওএনা ভাবভঙ্গি দ্বারা এই শিষ্টাচার প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং উত্তর দিলেন, “নাইট মহোদয়, আমি যদি আমারবন্দীশালার অধ্যক্ষের সম্মুখে আসিয়া থাকি, তবে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা না জানা পর্যন্ত বন্দীরদণ্ডায়মান থাকাই সর্বতোভাবে শোভনীয়।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “হায় সুন্দরী রাওএনা! আপনি আপনার বন্দীর সম্মুখে আছেন, কারাধ্যক্ষের সম্মুখে নয়। এবং যে দণ্ড আপনি অল্পবুদ্ধিবশত দ্য ব্রাসির নিকট থেকে প্রত্যাশা করছেন, আপনারই চারুণয়ন দুটি হতে সে দণ্ডদেশ তাকেই গ্রহণ করতে হবে।”

সৌন্দর্য ও পদমর্যাদার গর্বে আঘাত পাইয়া ওই মহিলা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “মহাশয়, আমি আপনাকে চিনি না—এবং যে দুর্বিনীত ঘনিষ্ঠতার ভাবে আপনি আমার প্রতিভ্রাম্যমাণ ছড়া-গাইয়ের বুলি প্রয়োগ করছেন, তা একজন দস্যুর অত্যাচারের কৈফিয়ত নয়।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “আমার সত্যই দুর্ভাগ্য যে, আমি আপনার কাছে অপরিচিত; তথাপি আশা করি, ভট্টকবিগণ অথবা কুলাচার্যগণ যখন বীরোচিত কার্যের গুণগান করিয়া থাকে, তখনদ্য-ব্রাসির নাম অনুচ্চারিত থাকে না।”

রাওএনা বলিলেন, “নাইট মহাশয়, তাহলে কুলজ্ঞ ও চারণগণকেই আপনার প্রশংসা করতে দিন। এবং আমায় বলুন তাদের মধ্যে কে আজকার রাত্রের এই স্মরণীয় বিজয়অভিযানের কথা সঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করবে, একজন বৃদ্ধ ও কয়েকজন ভীরা কৃষকের ওপর যেবিজয় আপনি লাভ করেছেন ও যার লুণ্ঠিত দ্রব্য হয়েছে এক হতভাগিনী কুমারী, ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন দস্যুর দুর্গে নীত হয়েছে?”

নাইট কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া ঠোঁট কামড়াইয়া বলিলেন, “লেডি রাওএনা আপনি অবিচার করছেন। আপনার নিজের মনে প্রেমের দুরন্ত আবেগ নাই বলে অন্যের পক্ষেও এরূপ আবেগের কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে বলে স্বীকার করতে পারছেন না— যদিও সেই উন্মাদনা আপনার নিজের সৌন্দর্য দ্বারাই সংঘটিত।

রাওএনা বলিলেন, “নাইট মহাশয়, আমি অনুনয় করছি ভবঘুরে চারণগণ কর্তৃকসাধারণত যে ভাষা ব্যবহৃত হয় সে ভাষার ব্যবহার থেকে আপনি বিরত হন। নাইট বা সম্ভ্রান্তলোকের মুখে ও ভাষা শোভা পায় না।”

নর্মান বলিলেন, “ভদ্রে, আপনি ভাল পরামর্শ দিয়েছেন আমায়। বীরোচিত কার্যেরসুসমর্থক যে সাহসপূর্ণ ভাষা,—সেই ভাষাতেই আপনাকে বলছি আপনি এ দুর্গ পরিত্যাগ করে যেতে পারবেন না; যদি যান, মরিস্ দ্য ব্রাসি-র পত্নীরূপে যাবেন। রাওএনা, আপনি গর্বিতএবং এই জন্যই তাহার স্ত্রী হবার অধিকর্তর যোগ্য। যে পাড়াগাঁয়ে খামার বাড়িতে স্যাক্সনেরাতাদের শূকরপালসহ একত্র বাস করে যে শূকরপাল তাদের একমাত্র ধনদৌলত সেইগোলাবাটার হীন সীমা থেকে মুক্তি পাবার আপনার আর কি উপায় আছে?”

রাওএনা বলিলেন, “নাইট মহাশয়, যে খামার-বাটীকে আপনি অবজ্ঞা করছেন, তা আশৈশব আমার আশ্রয়স্থল এবং আমার কথা বিশ্বাস করুন, যখন আমি সে স্থান ত্যাগ করব—সেদিন যদি কখনো আসে—তবে আমি তারই সঙ্গে পরিত্যাগ করব যিনি, আমি যে আবাসস্থল ও রীতিনীতির মধ্যে লালিত হয়েছি, তাকে ঘৃণা করতে শেখেননি।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “ভদ্রে, আপনি কি বলচেন অনুমান করেছি। কিন্তু স্বপ্নেও ভাববেন না যে, সিংহহৃদয় রিচার্ড আবার কখনো সিংহাসন গ্রহণ করবেন এবং তার চেয়েও কম আশাকরবেন যে, তাঁর প্রিয়পাত্রের পত্নী বলে অভ্যর্থিত হবার জন্য আইভ্যানহোর উইলফ্রেড কর্তৃক রাজার পাদপীঠের সম্মুখে আপনি নীত হবেন। ভদ্রে, জেনে রাখুন যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বী এখন আমার আয়ত্তাধীন, এবং আমারই উপর নির্ভর করছে আমি তার দুর্গের ভিতরে অবস্থানের গুপ্তসংবাদটি ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর কাছে—যাঁর ঈর্ষা আমার ঈর্ষার চেয়ে অধিক মারাত্মক হবে—তার কাছে প্রকাশ করে দেব কি না।”

রাওএনা ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, “উইলফ্রেড এখানে! ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ তার প্রতিদ্বন্দ্বী একথা যেমন সত্য, ইহাও তেমনি সত্য।”

দ্য ব্রাসি মুহূর্তের জন্য তাহার দিকে স্থিরভাবে চাহিল, তারপর বলিল, “আপনি কি প্রকৃতই এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন?” আপনি কি জানতেন না যে, আইভ্যানহো উইলফ্রেড ওই ইলুদীর ডুলিতে চড়ে যাচ্ছিল?”

রাওএনা যদিও মর্মান্তিক আশঙ্কায় কাঁপিতেছিলেন—সে আশঙ্কার ভাব তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিলেন না—তথাপি জোর করিয়া ঔদাসীন্যের স্বর অবলম্বন করিয়া বলিলেন—“এবং যদিও তিনি এখানে থাকেন, তিনি কিসে ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর প্রতিদ্বন্দ্বী? বীরাচার। অনুযায়ী অল্পকালস্থায়ী কারাবাস ও মর্যাদাজনক মুক্তির মূল্য ছাড়া তার অন্য ভয় করবারই বা কি আছে?”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “রাওএনা, নারীরা মনে করে তাদের নিজেদের সৌন্দর্যের বিষয় ছাড়া অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনো বিষয়ে থাকতে পারে না—আপনিও নারীসুলভ সেই সাধারণ ভ্রান্তি দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। আপনি কি জানেন না যে, কোনো নীলনয়না তরুণী দ্বারা অপরকে নিজের অপেক্ষা বেশি আদৃত হতে দেখলে ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ যেমন তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র ও দ্বিধাহীনভাবে তাকে পথ থেকে সরিয়ে দেবেন, আইভ্যানহোর সুন্দর জমিদারিতে বিপক্ষদাবীদার হলেও তিনি ঠিক তাই করবেন। ভদ্রে, আমার প্রতি প্রসন্ন হন, তা হলে সেই আহতবিজেতার ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর নিকট থেকে ভয় করবার কিছু থাকবে না।”

প্রণয়ীর আসন্ন বিপদে শঙ্কিত হইয়া রাওএনার দৃঢ়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি বলিলেন, “ঈশ্বরের প্রেমের দোহাই, তাকে রক্ষা করুন।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “আমি রক্ষা করতে পারি এবং করব। কেননা রাওএনা যখন দ্য ব্রাসির পত্নী হতে সম্মত হবেন, তখন কে সাহস করবে তার (রাওএনার) আত্মীয় এবং শৈশব-সহচরের প্রতি অত্যাচারের হস্ত প্রয়োগ করতে? কিন্তু আপনার ভালবাসাই তাকে মুক্তির মূল্য দিতে সমর্থ। আপনার প্রভাব আমার ওপর প্রয়োগ করুন তার স্বপক্ষে, এবং তার কোনোবিপদ ঘটবে না; প্রয়োগ করতে অস্বীকার করুন, উইলফ্রেড মরবে এবং আপনি নিজেও স্বাধীনতার খুব নিকটে যাবেন না। আর সেড্রিকও—”

রাওএনা দ্য ব্রাসির কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, “আর আমার সদাশয় উদার অভিভাবক সেড্রিকও। তাঁর পুত্রের বিপদে তার ভাগ্যের কথা বিস্মৃত হওয়ার জন্য আমি যে অমঙ্গলের সম্মুখীন হয়েছি, তা আমার পক্ষে ঠিকই হয়েছে।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “সেড্রিকের অদৃষ্টও নির্ভর করছে আপনার নির্ধারণের উপর; এবং তা আপনি স্থির করুন এখন।”

চারিদিকে দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করিবার পরে, সেই সাহায্যের সন্ধানে, যাহা কোথাও মিলিবে না, এবং ভাঙা ভাঙা স্বরে কয়েকবার খেদোক্তি করিবার পরে রাওএনা তার হস্তদ্বয় স্বর্গের দিকে তুলিলেন এবং দুর্দমনীয় দুঃখাবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। দ্য ব্রাসির মন গলিল এবং তিনি কখনোবা ভীতা কুমারীকে শান্ত হইবার বৃথা অনুরোধ করিয়া, কখনো বা তাহার নিজের ইতিকর্তব্যতাসম্বন্ধে ইতস্তত করিতে করিতে কক্ষমধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন। তিনি রাওএনাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, তিনি যে গভীর নৈরাশ্যে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন, এখনো সেরূপ করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই।

কিন্তু এই সাঙ্কনার কার্যে দ্য ব্রাসি শিঙ্গার শব্দ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। এই শিঙারধ্বনিদুর্গের অপর অধিবাসীদের প্রাণেও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল এবং তাহাদের লোলুপতা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি চরিতার্থতার মতলবে বাধাদান করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এই বাধা পাওয়ার দরুনসর্বাপেক্ষা কম দুঃখিত হইয়াছিলেন দ্য ব্রাসি; কারণ লেডি রাওএনার সহিত তাহারকথোপকথন এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহার দুঃসাহসিক কার্য হইতেবিরত হওয়া বা তাহা আরো চালানো সমানই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল তাহার পক্ষে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

যখন দুর্গের অন্য অংশে পূর্ববর্ণিত ঘটনাগুলি ঘটিতেছিল, তখন ইহুদীকন্যা রেবেকা একটিদূরবর্তী ও নির্জন বুরঞ্জের মধ্যে তাহার ভাগ্যে কি ঘটে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। একটা ক্ষুদ্রকক্ষমধ্যে নিষ্কিণ্ড হইবার পরে সে তথায় এক কুরূপা বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইল। মেঝেতে একটা টেকো ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছিল, আর তাহার সহিত তাল রাখিবার জন্যই যেন সেই বৃদ্ধা বিড়বিড় করিয়া কি একটা স্যাক্সন কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল। রেবেকা প্রবেশ করিবামাত্র আরফিড—কেননা, এই নামেই সেই বৃদ্ধাকে সকলে ডাকিত—মাথা তুলিল এবং সুন্দরী ইহুদী কন্যার প্রতি ঞ্চুকুটি করিল!

সে রেবেকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, “তুমি পেঁচাদের পাবে প্রতিবেশীরূপে, এবংতাদের চিৎকার যতদূর শোনা যায় ও যতখানি গ্রাহ্য করা হয়, তোমারও চিৎকার ততদূর শোনাযাবে বা ততখানি গ্রাহ্য করা হবে। তুমি কোন্ দেশের লোক? আরব দেশের মুসলমান, নামিশরীয়? তুমি কাঁদতে পারো, কথা বলতে পারো না?”

রেবেকা বলিল, “দয়ার খাতিরে বলো, আমি কি প্রত্যাশা করতে পারি? তারা কি আমারধর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে আমার প্রাণ নেবে? আনন্দের সঙ্গে আমি তা দান করব।”

বুড়ি ডাইনি উত্তর করিল, “তোমার জীবন,—বাঁদী! তোমার জীবন নিয়ে তাদের কিআনন্দ হবে! আমায় বিশ্বাস করো, তোমার জীবনের কোনো বিপদ নেই। তুমি তেমন ব্যবহার পাবে যেমনটি একসময় কোনো সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্যাক্সন কুমারীর প্রতি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হোত। আমিও তোমার মতো তরুণবয়স্কা ছিলাম এবং তোমার দ্বিগুণ সুন্দরী ছিলাম, যখন এইরেজিনাল্ড-এর বাবা ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ,এবং তার নর্মানেরা এই দুর্গ আক্রমণ করেছিল। আমার বাবা ও তাঁর সাত ছেলে তালা থেকে তালায় এবং কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যুদ্ধ করে তাদের উত্তরাধিকারগত সম্পত্তি রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। এমন কোনো কামরা ছিল না, সিঁড়ির এমন কোনো ধাপ ছিল না, যা তাদের রক্তে পিচ্ছিল হয়নি। তারা প্রত্যেকেই প্রাণ দিলেন, আরতাঁদের দেহ শীতল হবার এবং রক্ত শুকিয়ে যাবার পূর্বেই—আমি বিজেতাদের শিকার ওঅবজ্ঞার পাত্রী হয়ে পড়লাম।

রেবেকা, “সাহায্য পাবার কি কোনো উপায় নেই? পালাবার কি কোনো পথ নেই?—খুব প্রচুর অর্থ আমি দেব তোমার সাহায্যের মূল্যস্বরূপ।”

বৃদ্ধা বলিল, “সে কথা ভুলে যাও। মৃত্যুর দ্বার দিয়ে ছাড়া এখন থেকে পালাবার জন্যকোনো পথ নেই। এবং তা আমাদের কাছে উন্মুক্ত হতে বিলম্ব হয়। তোমার ভাল হোক, ইহুদী! ইহুদী হও আর জেন্টাইলই হও, তোমার ভাগ্য সেই একই হবে। কেননা, তোমাকে এমন লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে যারা দয়া বা বিবেকের ধার ধারে না।”

রেবেকা বলিল, “ঈশ্বরের দোহাই, তুমি যেও না, যেও না। আমাকে অভিশাপ ও গালিমন্দ দিতে চাও, তা হলে থাকো। তোমার উপস্থিতি তবু কতকটা রক্ষার কারণ হবে।”

বৃদ্ধা বলিল, “ঈশ্বরের মা উপস্থিত থাকলেও রক্ষা নেই।” চিরকুমারী মেরীর এক মূর্তিদেখাইয়া সে আবার বলিল, “ওই যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, দেখ না যে অদৃষ্ট তোমার প্রতীক্ষাকরছে, তা তিনি ঠেকাতে পারেন কি না দেখ।”

সে (বৃদ্ধা) কথা বলিতে বলিতে কক্ষত্যাগ করিল, তাহার মুখভঙ্গি পরিবর্তিত হইয়া একটা বিক্রমের হাসিতে পরিণত হইল, সেই হাসি তাহার চেহারাটিকে অভ্যস্ত কুটিরঅপেক্ষাও ভীষণতর করিয়া তুলিল। তাহার পশ্চাতে সে দরজাটায় তালাবন্ধ করিয়া দিল। রেবেকা শুনিতে পাইল, বুরুজের সিঁড়ি ধরিয়া আস্তে ও কষ্টে নামিবার সময় প্রত্যেক ধাপের উচ্চতার জন্য সেই বৃদ্ধা অভিশাপ দিতেছে। বিপদের অবস্থা প্রত্যাশা করিবার চিন্তায় অভ্যস্ত হওয়ায় রেবেকা বিপদে কাজ করিবার উপযুক্ত দৃঢ়তা অর্জন করিয়াছিল। তাহার বর্তমান অবস্থায় তাহার সমগ্র প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রয়োজন ছিল এবং তদনুসারে সে তাহা সংগ্রহ করিল।

তাহার প্রথম কার্য হইল ঘরটি পর্যবেক্ষণ করা; কিন্তু উহাইতে পলায়ন বা আত্মরক্ষারকোনো আশা আছে বলিয়া বোধ হইল না। ছাদের উপরিস্থ ওই ঘরের খানিকটা স্থান প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল এবং ঘরের একটিমাত্র জানালা ওই স্থানের দিকে খোলা যাইত; উহা হইতে প্রাচীরবেষ্টিত ছাদের অন্য কোনো অংশে যাতায়াতের উপায় ছিল না কারণ উহা একটি বিচ্ছিন্নবারান্দা মাত্র এবং যথারীতি উঁচু আলিসা দ্বারা বেষ্টিত। অতএব মহৎ ও উদারস্বভাবব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, সেই ধৈর্যশীল সাহস ও ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া আর কোনো আশা ছিল না।

তথাপি যখন সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল তখন সে কাঁপিয়া উঠিল এবং বিবর্ণ হইয়া গেল, বুরুজের দরজা ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল, এবং যে দস্যুদের জন্য তাদের এত দুর্দশা, সেই দস্যুর পোশাক পরিহিত একজন দীর্ঘাকৃতি লোক ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল ও তাহার পশ্চাতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল; তার টুপি কপালের ওপর টানিয়া দেওয়ার দরুন তার মুখের ওপরের অংশ দেখা যাইতেছিল না এবং সে তার দীর্ঘ আলখেল্লা এমনভাবে টানিয়া দিয়াছিল যে, মুখেরবাকি অংশটুকুটাকা পড়িয়া যায়। তার পোশাকে যদিও তাহাকে বদমাইশ বলিয়া বোধ হইতেছিল তবু যেন বুঝিতেই পারা যাইতেছিল না যে, কি উদ্দেশ্যে সে সেখানে গিয়াছে। সেজন্য রেবেকা যেন তাহার কৈফিয়তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে দুটি দামী কঙ্কন ও হারখুলিয়া ওই অনুমিত দস্যুর হাতে দিতে গেল, এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে সে উপনীত হইয়াছিল যে, তাহার লোভ মিটাইলেই তাহার (দস্যুর) কৃপালাভ করা যাইবে।

“হে সহৃদয় বন্ধু, এগুলি নাও, এবং ঈশ্বরের দিব্য, আমার ও আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতিকৃপা করো। এই অলঙ্কারগুলি মূল্যবান, তবু আমাদিগকে এই দুর্গ থেকে স্বাধীন ও অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পেতে হলে তিনি তোমাদের যা যা দেবেন, তার তুলনায় এ কিছুই নয়।”

দস্যু বলিল, “প্যালেস্টাইনের সুন্দর ফুলটি, আমি যতদিন এ বর্বর ব্যবসা নিয়েছি, ততদিন ধনের পরিবর্তে রূপকে বড় আসনে বসাবার ব্রত গ্রহণ করেছি।”

রেবেকা বলিল, “তা হলে তুমি দস্যু নও—কোনো দস্যু এ দান প্রত্যাখ্যান কখনো করেনি। তুমি নর্মান—বোধ হয় সম্ভ্রান্ত বংশে তোমার উদ্ভব। কাজেও তাই হও, এবংঅত্যাচারী ও বলপ্রয়োগকারীর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করো।”

ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবার মুখের আবরণ খুলিয়া বলিলেন, “আর তুমি যখন এমন সত্যকরে অনুমান করতে পারো, তখন তুমিও সত্যিকার ইহুদিনী নও; কিন্তু যৌবন ও সৌন্দর্য ছাড়াসকল বিষয়ে তুমি যে একেবারে এন্দের-এর ডাইনি।”

রেবেকা বলিল, “আমার অর্থ ছাড়া তুমি আর কি চাও আমার কাছে? আমাদের মধ্যেকোনো মিল নেই। তুমি খ্রিস্টান, আমি ইহুদিনী। তোমার ও আমার মিলন গির্জা ওইহুদী-ভজন-সভা উভয়েরই নিয়মবিরুদ্ধ।

ধর্মযোদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, “বাস্তবিক তাই বটে। ইহুদিনীর সঙ্গে বিবাহ। সে যদি শিবারণানিও হয় তবু তা হতে পারে না। রেবেকা শোনো, তুমি আমার বন্দিনী, সকল জাতির আইনঅনুসারে তুমি আমার ইচ্ছাধীন, আর আমিও আমার অধিকার এক ইঞ্চি কমতে দেব না।”

রেবেকা বলিল, “হঠে যাও, হঠে যাও, এ রকম ভাষণকে পাপ কাজ করবার আগেআমার কথা একবার শোনো। আমায় তুমি দেহের বলে বশীভূত করতে পারো, কারণ ভগবান নারীকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন এবং পুরুষের উদারতার ওপর তার রক্ষার ভার দিয়েছেন।কিন্তু ধর্মযোদ্ধা! আমি তোমার এই বদমাইশির কথা ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করবে। যারা তোমার পাপের ভয়ে কাঁপবে না, তারা তোমাকে অভিশপ্ত বলেভাববে।”

টেম্পলার বলিলেন, “ইহুদিনী, তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বটে—কিন্তু এই দুর্গের লৌহ প্রাচীরের বাইরে তোমার অভিযোগের বার্তা শোনাতে হলে তা বড় এবং উচ্চ হওয়া চাই। এরমধ্যে বিড়বিড় বকুনি, ক্রন্দন, সুবিচারের দোহাই এবং সাহায্যের জন্য আর্তনাদ—সমান নিস্তরুতার সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। একটা মাত্র জিনিস তোমাকে বাঁচাতে পারে, রেবেকা ! নিজের অদৃষ্টকে মেনে নাও, আমাদের ধর্ম অবলম্বন করো। তাহলে তুমি এমন আড়ম্বরের সঙ্গেবেড়াবে যাতে মন্দির-রক্ষক বীরদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠতম, তার প্রিয়ার কাছে অনেক নর্মানমহিলার দর্প চূর্ণ হবে।”

রেবেকা বলিল, “অদৃষ্টকে মেনে নেব? হয় ভগবান! কি অদৃষ্ট? তোমার ধর্ম গ্রহণ করতে হবে? যে ধর্ম এমন একটা শয়তানকে আশ্রয় দেয়, কেমন ধর্ম সে? তুমি টেম্পলার দলের বর্শাধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ? হীনচরিত্র যোদ্ধা! প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী পুরোহিত! আমি তোমাকেগ্রাহ্য করি না—আব্রাহামের ভগবান্ তার কন্যার জন্যে পালাবার পথ খুলে রেখেছেন—এমনকি এই পাপময় নরককুণ্ড থেকেও।”

বলিতে বলিতে সে বারান্দাতে যাইবার বিলিমিলিয়ুক্ত জানালাটি খুলিয়া ফেলিল এবং এক মুহূর্ত পরে কার্নিশের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল, যেখানে তার আর গভীর ভূতলের মধ্যে আরকোনো ব্যবধান ছিল না। বোয়া-গিলবার এরূপ মরিয়ার মতো কার্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং তাকে বাধা দিবার বা নিবৃত্ত করিবার সময় পাইলেন না। তিনি যেমন অগ্রসর হইতে গেলেন অমনি রেবেকা চিৎকার করিয়া বলিল, “গর্বিত টেম্পলার, যেখানে আছ সেখানেই থাক, কিংবা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়ে অগ্রসর হও। এক পা এগিয়েছ কি আমি এই উঁচু থেকে ঝাঁপিয়েপড়ব। তোমার পাশবিক প্রবৃত্তির খোরাক যোগাবার আগে আমার দেহ ওই উঠানের পাথরেএমনভাবে চূর্ণ হয়ে যাবে যে, মানুষের দেহ বলে তা আর চেনা যাবে না।”

এই কথা বলিতে বলিতে সে হাত দুটি আকাশের দিকে তুলিল, যেন মরণের জন্য নীচেলাফ দিয়া পড়িবার পূর্বে বিধাতার নিকট স্বীয় আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছে।ধর্মযোদ্ধা ইতস্তত করিতে লাগিলেন। তাহার পর

বলিলেন, “দুঃসাহসিকা নারী! নেমে এসো; পৃথিবীর নাম করে এবং আকাশের নাম করে দিব্য করচি, আমি তোমার ওপর কোনো অত্যাচার করব না।”

রেবেকা বলিল, “টেম্পলার, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তোমার সম্প্রদায়ের বিবেকবুদ্ধি কি চোখে দেখা উচিত তুমি আমায় তা শিখিয়েছ।”

ধর্মযোদ্ধা উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, “আমার প্রতি অবিচার করচ, রেবেকা! আমার নিজের নামে আমার বুকের ত্রুশ স্পর্শ করে শপথ করছি, তোমার কোনো ক্ষতি করবনা। নিজের জন্য না হয়, তোমার বাপের মুখ চেয়ে ক্ষান্ত হও আমি তার বন্ধু হব। আর এইদুর্গে ক্ষমতাপন্ন বন্ধুর তার প্রয়োজন আছে।”

রেবেকা বলিল, “সে আমি খুব জানি। তোমায় কি আমি বিশ্বাস করতে পারি?”

ব্রিগা দ্য বোয়া-গিলবার বলিলেন, “আমার যদি কোনো অপরাধ তুমি পাও, যার জন্য তুমি অনুযোগ করতে পারো, তাহলে আমার অস্ত্রশস্ত্র যেন বিপরীত দিতে ঘোরানো হয় এবং আমার নাম যেন কলঙ্কিত হয়। আমি ধর্মের অনেক আদেশ লঙ্ঘন করেছি, কিন্তু কখনো কথার নড়চড় করিনি।”

রেবেকা বলিল, “তবে আমি তোমাকে এই পর্যন্ত বিশ্বাস করব,” এবং সে ওই কার্নিশেরকিনারা হইতে নামিল কিন্তু প্রাচীর-গাত্রস্থ একটি ছিদ্রের কাছে দাঁড়াইল। সে বলিল, “তুমিযেখানে আছ সেখানে থাক, এবং আমাদের মধ্যে এখন যে ব্যবধান আছে, যদি তুমি তা একটি পদক্ষেপ দ্বারাও কমাবার চেষ্টা করো, তুমি দেখবে যে ইহুদীকুমারী তার সম্মান ধর্মযোদ্ধার কাছে ন্যস্ত না করে বরং তার আত্মা ঈশ্বরের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিত হবে।”

রেবেকা যখন এই কথা বলিতেছিল, রেবেকার উচ্চ ও স্থির সঙ্কল্প—যাহা তাহার মুখেরভাবপ্রকাশক সৌন্দর্যের সঙ্গে এমন সুন্দর ভাবে মিলিয়া গিয়াছিল—তাহার আকৃতি, মুখের ভাব ও ব্যবহারে এমন একটি মহিমা দান করিয়াছিল যাহা অপার্থিব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাহারএত আসন্ন ও ভীষণ অদৃষ্টের ভয়ে তাহার দৃষ্টি কাঁপিল না, মুখ বিবর্ণ হইল না। বরং তাহারঅদৃষ্ট যে তাহার নিজের হাতের মুঠায়, আর ইচ্ছা করিলেই সে কলঙ্ক হইতে অব্যাহতিপাইবার জন্য মৃত্যুকে বরণ করিতে পারে, এই বিশ্বাস তাহার বর্ণে নবীন রক্তমা প্রদান করিলএবং চোখের দৃষ্টি অধিকতর উজ্জ্বল করিল। বোয়া-গিলবার নিজে যথেষ্ট গর্বিত ও সাহসীহইলেও ভাবিলেন যে, এত সজীব ও দৃষ্ট রূপ তিনি কখনো দেখেন নাই।

তিনি বলিলেন, “তোমার আর আমাকে ভয় করবার আবশ্যিক নেই।”

সে উত্তর করিল, “আমি তোমাকে ভয় করি না। যিনি এই দুর্গকে এমন উচ্চ করে নির্মাণকরেছেন, যে, এখান থেকে পড়ে গেলে কিছুই বেঁচে থাকতে পারে না, ধন্যবাদ দিই তাঁকে এবংইস্রায়েলের ভগবানকে। আমি তোমাকে ভয় করি না।”

ধর্মযোদ্ধা বলিল, “তুমি অবিচার করচ আমার ওপর। আমি স্বভাবত কঠোর-প্রকৃতি বা নিষ্ঠুর নই। নারীজাতি আমাকে নির্মমতা শিখিয়েছে, তাই সেটা প্রয়োগ করেচি স্ত্রীলোকেরইপ্রতি। কিন্তু তোমার মতো নারীর ওপর নয়!” সে অল্পক্ষণ থামিল এবং তারপর বলিল, “রেবেকা, যে অসম্মান অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে, তার আত্মা নিশ্চয়ই গর্বিত ও দৃঢ়। তুমি নিশ্চয়ই আমার হবে।” সে আবার বলিল, “চমকে উঠো না, এটা নিশ্চয়ই তোমার সম্মতিঅনুসারে এবং তোমারই শর্ত অনুসারে হবে। রাজসিংহাসনে বসে যে দূরপ্রসারী আশার স্বপ্নদেখা যায় তার চেয়েও বেশি ক্ষমতার অংশ আমার সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করবার জন্যে তোমাকেনিশ্চয়ই সম্মতি দিতে হবে। আমি

তার অংশ গ্রহণ করবার জন্যে আত্মার আত্মীয় একজন খুঁজছিলুম, তোমার মধ্যে তা পেয়েছি।—ওই শিঙ্গার-ধ্বনি এমন কিছু ঘোষণা করচে যেখানে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন আছে। আমি যা বলেছি ভেবে দেখ ! বিদায়! আমি শীঘ্রই ফিরে আসব এবং তোমার সঙ্গে আরো মন্ত্রণা করব।”

রেবেকা যখন সেই বুরুজের ঘরে প্রবেশ করিল তখন তাহার প্রধান কার্য হইল জ্যাকব-এর ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং যাহাতে তিনি তাহাকে ও তাহার পিতাকে এইরূপে রক্ষা করিতে থাকেন, সে প্রার্থনা জানানো। আর একটি নাম তাহার প্রার্থনার মধ্যে জুড়িয়া দিল—সে সেই আহত খ্রিস্টানের নাম, শোণিত-পিপাসুচিরকালের শত্রুদের হাতে ভাগ্য যাহাকে সমর্পণ করিয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ধর্মযোদ্ধা দুর্গের হলে পৌঁছিয়া দ্য ব্রাসিকে সেখানে পূর্বেই দেখিতে পাইল।

শীঘ্রই ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন—তিনি তাঁর স্বেচ্ছাচারসুলভ নিষ্ঠুরতার কার্যে কি ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, পাঠক তাহার সহিত পরিচিত আছেন তিনি কেবল কতকগুলি প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবার জন্য বিলম্ব করিতেছিলেন।

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “এই লক্ষ্মীছাড়া গণ্ডগোলের অর্থ কি দেখা যাক। এই একখানাচিঠি—এবং যদি আমার ভুল না হয়, এখানা স্যাক্সন ভাষায় লেখা, স্যার ব্রিয়া পড়ুন তো?”

তদনুসারে ধর্মযোদ্ধা নিম্নলিখিত লিখন পড়িলেনঃ—

“আমি, ওয়াস্কা, উইটলেস্-এর পুত্র এবং জনৈক সম্ভ্রান্ত ও স্বাধীন ব্যক্তি, রদারউডের সেড্রিকের বিদূষক, যে সেড্রিক স্যাক্সন বলিয়া অভিহিত; এবং আমি বেওয়ুলফ-এর পুত্র গার্খ, শূকরপালক—”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফবাধা দিয়া বলিলেন, “তুমি ক্ষেপেচ?”

টেম্পলার বলিলেন, “সেন্ট লুকের দিব্য, এই কথাই লেখা আছে।” পরে পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিয়া তিনি অগ্রসর হইলেনঃ—

“আমি গার্খ, বেওয়ুলফ-এর পুত্র ও উক্ত সেড্রিকের শূকরপালক, আমাদের সহযোগী ও সহকর্মীদের সহায়তায়, যেমন সেই বীর নাইট, বর্তমানে কৃষ্ণবেশী অলস যোদ্ধা” বলিয়া অভিহিত, এবং সাহসী তীরন্দাজ লক্সলি, যিনি ‘ক্লিভ-দি-ওয়াল্ড’ বলিয়া পরিচিত—তুমি রেজিনাল্ড ফ্রঁ দ্য-ব্যফ এবং তোমার যে সকল সহকর্মীদের, তারা যারাই কেন হোক না, জানাইতেছি, যেহেতু তোমরা বিনা কারণে ও শত্রুতা ঘোষণা না করিয়া অবৈধ বলপ্রয়োগে আমাদের প্রভু উক্ত সেড্রিককে বন্দী করিয়াছ; হার্গট-স্ট্যান্ট-স্টিডও-এর সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্বাধীনা কুমারী লেডি রাওএনাকে বন্দিনী করিয়াছ; কনিংসবার্গ-এর সম্ভ্রান্ত বংশীয় স্বাধীন এথেলষ্টেনকে বন্দী করিয়াছ; এবং উহাদের অনুচর কয়েকজন স্বাধীন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়াছ এবং উহাদেরভৃত্য কয়েকজন জন্মগত দাসকে ধৃত করিয়াছ, অধিকন্তু ইয়র্ক-এর আইজ্যাক নামক একজন ইহুদীকে, তাহার কন্যা, ইহুদী রমণীর সহিত এবং কতকগুলি অশ্ব ও অশ্বতরের সহিত ধৃত করিয়াছ; যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তাহাদের অনুচরবর্গ ও দাসগণের সহিত এবং পূর্বলিখিত অশ্ব ও অশ্বতর, ইহুদী ও ইহুদী নারীর সহিত, রাজার প্রতি শান্তিভাবাপন্ন ছিল এবং রাজপথের উপর দিয়া রাজভক্ত প্রজারূপে ভ্রমণ করিতেছিল—সুতরাং আমরা দাবী করিতেছি যে, উক্ত বন্দী ও বন্দিনীদের ও তাহাদের অশ্ব, অশ্বতর ও স্থাবর সম্পত্তি এই পত্র হস্তগত হইবার একঘণ্টার মধ্যে আমাদের নিযুক্ত ও ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অক্ষত ও অটুট অবস্থায় ফিরাইয়া দিবে। অন্যথায় আমরা বলিতেছি যে আমরা তোমাদিগকে দস্যু ও

বিশ্বাসঘাতকরূপে গণ্য করিব, তোমাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা অপর কোনোও অভিযানে প্রাণপণে লড়িব এবং সাধ্যমতো চেষ্টা করিব তোমাদিগের অনিষ্ট ও ধ্বংসের জন্য,—ঈশ্বর যেন তোমাদিগকে তাহার নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিতে পারেন। সেন্ট-উইদহোল্ড-এর উৎসবদিনের পূর্বাঙ্কে হার্ট-হিল ওয়াক্-এ বিশাল ও বৃক্ষের নিম্নে আমরা সই করিলাম। কপম্যানহাস্ট-এর ভজন-মন্দিরে, ভগবানের এবং মাতা মেরীর ও সেন্টুডানষ্টানের সেবক জনৈক সন্ন্যাসী কর্তৃক লিখিত।”

এই অদ্ভুত পত্র নাইটেরা গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত শুনিলেন এবং তাহার পরে নির্বাক বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না যে, এই পত্র কিসের সূচনা করিতে যাইতেছে। দ্য ব্রাসি প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিলেন তাহার অদম্য হাসির আবেগ দ্বারা, সে হাসিতে অপেক্ষাকৃত সংযমের সহিত টেম্পলারও যোগ দিলেন। কিন্তু ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ, তাঁদের একরূপ অসময়ে একরূপ রঙ্গ দেখিয়া অধৈর্য হইয়াছেন বোধ হইল।

তিনি বলিলেন, “আমি তোমাদের স্পষ্ট বলচি, এ রকম অবস্থায় রঙ্গকৌতুকে গা ঢেলে দিয়ে, মশাইরা, এ অবস্থায় কি ভাবে ব্যবহার করা যাবে সে বিষয়ে পরামর্শ করলে ঠিক কাজ হবে। এই সব লোক যদি বলশালী কোনো দলের সাহায্য না পেত, তবে তারা এ ধরনের অস্বাভাবনীয় ধৃষ্টতার কাজ করতো না”—পরে তিনি জনৈক অনুচরকে বলিলেন, “এই, শোন্—তুই উদ্ধত আস্থানের পেছনে কত বল আছে, তা দেখবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিস্?”

একজন অনুচর যে নিকটে দাঁড়াইয়াছিল উত্তর করিল—“অন্তত দুশো লোক বনে একত্র হয়েছে।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিল, “ব্যাপার বেশ হয়েছে। আমার দুর্গ তোমাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেওয়ার এই ফল!”

টেম্পলার বলিলেন, “লজ্জার কথা, নাই মশায়! আসুন আমাদের লোকজন ডেকে ওদের ওপর গিয়ে পড়ি।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “ওপর গিয়ে পড়বে? বটে? দুর্গ রক্ষা করবার উপযুক্ত লোক আছে কি না সন্দেহ।”

টেম্পলার বলিলেন, “তুমি এ ভয় করছ না তো যে, তারা উপযুক্ত সংখ্যায় বল যোগাড় করে দুর্গ আক্রমণ করবে?”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “তা’ নয়, স্যার ব্রিয়া—এই ডাকাতগুলোর একজন সাহসী সর্দার আছে; তবে দল, পাঁচিল উপকার মই এবং অভিজ্ঞ দলপতি না থাকলে আমার দুর্গ তাদের সকল আক্রমণ ব্যর্থ করতে পারবে।”

টেম্পলার বলিলেন, “তোমার প্রতিবেশীদের কাছে লোক পাঠাও। তারা লোক যোগাড় করুক, এবং রেজিনাল্ড ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর দুর্গে জনৈক বিদূষক ও জনৈক শূকরপালক কর্তৃক অবরুদ্ধ তিনজন নাইটের উদ্ধারের জন্যে তারা আসুক।”

ব্যারন উত্তর করিলেন, “নাইট মশায়, তুমি ঠাট্টা করচ বটে, কিন্তু লোক পাঠাব কার কাছে? মালভোয়াজ্যাঁ এতক্ষণে তার অনুচরদের নিয়ে ইয়র্কে আছেন, আমার অন্যান্য মিত্রগণও তাই; আমিও তো সেখানেই থাকতাম, যদি এই নারকীয় ঘটনা না ঘটত। এ সংবাদ নিয়েই বা যাবে কে? তারা প্রত্যেক পথে উপদ্রব করবে এবং সংবাদদাতার বুক চিরে সংবাদ বার করে নেবে। হয়েছে—” একটু থামিয়া বলিলেন, “টেম্পলার মশায়, তুমি তো পড়তেও পারো, লিখতেও পারো—তুমি এই দুঃসাহসিক সমরাস্থানের একটা উত্তর দাও।”

বোয়া-গিলবার বলিলেন—“আমি কলম দিয়ে এর উত্তর না দিয়ে তলোয়ারের ডগাদিয়ে দেব। কিন্তু তুমি যা বলচ, তাই হোক।”

অতএব তিনি বসিয়া নিম্নলিখিত মর্মে ফরাসী ভাষায় একখানা পত্র লিখিলেনঃ—

“স্যার রেজিনাল্ড ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ ও তাহার সম্ভ্রান্তবংশীয় নাইট বন্ধুগণ ও সহকর্মীগণ, দাস, নফর অথবা পলাতকদের নিকট হইতে কোনো সমরাস্থান গ্রহণ করেন না। যে ব্যক্তি নিজেকে কৃষ্ণবেশী নাই বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহার যদি সত্যই বীরোচিত পদমর্যাদার কোনো দাবী থাকে, তাহার জানা উচিত যে বর্তমান সম্ভ্রান্তে তাঁহার মর্যাদাহানি ঘটিয়াছে এবং সম্ভ্রান্ত রক্ত ধমনীতে বহিতেছে এমন কোনো ভাল লোকেদের নিকট কোনো কৈফিয়ত চাহিবার অধিকার তাঁর নাই। বন্দীগণের সম্বন্ধে, খ্রিস্টধর্মোচিত উদারতার সহিত আমরা এইটুকু বলিতে চাই যে, তাহাদের পাপস্বীকার শ্রবণ করিবার জন্য ও ভগবানের সহিত তাহাদের মিলন সাধনের জন্য একজন ধর্মযাজককে যেন পাঠানো হয়। কারণ আমাদের স্থির সঙ্কল্প যে, অদ্য প্রভাতে মধ্যাহ্নের পূর্বেই তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে যাহাতে তাহাদের ছিন্নমুণ্ড প্রাচীরশীর্ষে স্থাপিত করিয়া আমরা দেখাইতে পারি যে, যাহারা তাহাদের উদ্ধার সাধনের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে, আমরা তাহাদের কত তুচ্ছজ্ঞান করি।”

লিপিখানি ভাঁজ করিয়া অনুচরের হাতে দেওয়া হইল। বাহিরে দূত অপেক্ষা করিতেছিল। অনুচর তাহাকে পত্র দিয়া জানাইয়া দিল যে, সে যে পত্র আনিয়াছে, ইহা তাহার উত্তর।

তাহার কার্য সমাপ্ত করিয়া তিরন্দাজ সহকর্মীদের প্রধান কর্মকেন্দ্রে উপনীত হইল, বর্তমানে এটি ছিল দুর্গ হইতে তিনটি শর পরস্পর ছুঁড়িলে যতদূর যায়, ততদূরে অবস্থিত একটা প্রাচীন ওকবৃক্ষের তলে। এইখানে ওয়াস্বা ও গার্খ, তাহাদের মিত্র কৃষ্ণবেশী যোদ্ধা, লক্সলিসদানন্দ সাধুটির সহিত বসিয়াছিল এবং অধীরভাবে তাহাদের প্রেরিত পত্রের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের চারিপাশে কিঞ্চিৎদূরে অনেক সাহসী তিরন্দাজ দেখাযাইতেছিল। প্রায় দুইশত লোক জমায়েত হইয়াছিল, এবং অন্যান্য সকলে দ্রুত আসিয়া পড়িতেছিল। তাহারা যাহাদিগকে দলপতি বলিয়া মানিতেছিল, টুপিতে একটা করিয়া পালকদ্বারা কেবল অপর ব্যক্তিগণ হইতে তাহাদিগকে পৃথক বলিয়া বোঝা যাইতেছিল।

এই দলগুলি ছাড়া আর একটি দল ছিল। তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলার ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল, সে দলে ছিল নিকটবর্তী গ্রামের স্যাকসন অধিবাসিগণ এবং সেড্রিকের বিস্তৃত জমিদারি হইতে তাহার উদ্ধার সাধনের জন্য অনেক ভৃত্য ও ক্রীতদাস ইতিপূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল শূকর মারিবার বর্শা, কাস্তে, শস্য ঝাড়িবার লাঠি; কারণ নর্মানেরা, বিজেতাদের অভ্যস্ত প্রধানুযায়ী, স্যাকসনদের হাতে তরবারি কিংবা বর্শার অধিকার বা ব্যবহারের অনুমতি দিত না। এই পাঁচমিশালি সৈন্যদলের দলপতির হাতে টেম্পলার-এর পত্র সমর্পিত হইল।

লক্সলির নিকট হইতে এই পত্র লইয়া কৃষ্ণবেশী যোদ্ধা প্রথমে নিজে উহা পাঠ করিলেন এবং পরে স্যাকসন ভাষায় তাহার সহকর্মীগণের নিকট উহা বুঝাইয়া দিলেন।

ওয়াস্বা বলিল, “সম্ভ্রান্ত সেড্রিকের প্রাণদণ্ড! ক্রুশের দিব্য, নাইট মশায়, আপনার ভুল হয়েছে!”

নাইট বলিলেন, “না বন্ধু, যা এতে লেখা আছে, তাই আমি বর্ণনা করেছি।”

গার্খ উত্তর দিল, “তা হলে ক্যান্টারবেরির সাধু টমাসের দিব্য, দুর্গ আমরা দখল করব, নিজেদের হাতে যদি ভাঙতে হয়, সেও স্বীকার।”

ওয়াস্বা বলিল, “দুর্গ ভাঙবার আর কিছু নেইও ও ছাড়া।”

কৃষ্ণবেশী যোদ্ধা বলিলেন, “কেউ যদি দুর্গমধ্যে ঢুকে অবরুদ্ধ দুর্গবাসীদের অবস্থা জেনে আসতে পারো, তা হলে ভাল হয়। ওরা একজন পুরোহিত পাঠাবার কথা বলেছে; এমন কিকেউ নেই যে পুরোহিত সেজে যেতে পারে?”

সকলে এ উহার মুখে চাহিতে লাগিল এবং নীরব রহিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ওয়াস্বা বলিল,—“আমি দেখছি বোকা যে সে বোকাই থাকবেচিরকাল এবং বুদ্ধিমান লোকে যে বিপদে গা দিতে সাহস করে না, সে বিপদে গা দেবে। আমি বিশ্বাস করি, ধার্মিক সন্ন্যাসীর পোশাক যদি আমি পাই, তাহলে আমাদের বিপন্ন প্রভু সেন্ট্রিক ওতার সঙ্গীদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলবিধান দুই-ই হবে।”

নাইট বলিলেন, “পোশাক তা হলে পরো এবং তোমার প্রভুর কাছ থেকে সংবাদ নিয়েএসো তাদের অবস্থাটা কি দুর্গের ভেতরে। সময় নেই—রওনা হও।”

লক্সলি বলিল, “ইতিমধ্যে আমরা এমনভাবে সে স্থানটি অবরোধ করব যে, একটি মাছি পর্যন্ত সেখান থেকে কোনো সংবাদ নিয়ে যেতে পারবে না।” পরে সে ওয়াস্বাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “তুমি এই সকল অত্যাচারী লোকদিগকে একথা বলতে পারো যে, তারা বন্দীদের দেহের উপর যে ভাবের অত্যাচার করবে, তাদের নিজেদের উপরও ভীষণভাবে তার প্রতিহিংসা নেওয়া হবে।”

ওয়াস্বা বলিল, “শান্তিঃ, শান্তিঃ!”—সে এখন ধর্মযাজকের ছদ্মবেশে নিজেকে আবৃত করিয়াছিল।

এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসীর গম্ভীর ও লম্বা-চওড়া চাল-চলনের অনুকরণ করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিদূষক যখন সন্ন্যাসীর মস্তকাবরণ ও আলখেল্লা পরিয়া ফ্রঁ দ্য-ব্যফ-এর দুর্গের সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন প্রহরী তাহাকে তাহার নাম এবং সে কি কাজে আসিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিল।

বিদূষক বলিল, “শান্তিঃ, শান্তিঃ! আমি সেন্ট ফ্রাঙ্গিস্-এর সম্প্রদায়ভুক্ত একজন দরিদ্রব্যক্তি; আমি এখন এই দুর্গে কারারুদ্ধ কতিপয় হতভাগ্য বন্দীর প্রতি পুরোহিতের কাজ করতে এসেছি। তোমার কাছে প্রার্থনা, তোমার প্রভুর কাছে আমার সংবাদ জানাও।”

প্রহরী দুর্গের হলে সংবাদ লইয়া গেল যে, ফটকের সম্মুখে একজন ধার্মিক সাধু দাঁড়াইয়াএবং এখনই দুর্গে ঢুকিতে চাহিতেছে; সে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভিতরে ঢুকাইতে প্রভুর আদেশপাইল।

যে ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ এত ভয়ঙ্কর এবং যাহাকে লোকে এত ভয় করিত, ওয়াস্বা যখন নিজেকেতাহারই সম্মুখে দেখিতে পাইল তখন সে এ পর্যন্ত যেভাবে তাহার ‘শান্তিরস্ত’ উচ্চারণ করিতেছিল, তদপেক্ষা অধিকতর উৎকণ্ঠা ও দ্বিধার সহিত উহা উচ্চারণ করিল।।

ব্যারন বলিলেন, “পুরোহিত, তুমি কে এবং কোথেকে আসচ?”

বিদূষক “শান্তিরস্ত”, বাক্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল, “আমি সেন্ট ফ্রাঙ্গিস্-এর জনৈক দীন সেবক; এই বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে চোরদের হাতে পড়েচি—তারা আমাকে এই দুর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে আপনার সুবিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দু’জন লোকের পারলৌকিক ক্রিয়াসম্পন্ন করবার জন্য।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “হাঁ, ঠিক, সাধুজী, এই ডাকাতেরা সংখ্যায় কত বলতে পারো?”

বিদূষক বলিল, “বীর, আমার ধারণা তারা তিরন্দাজে এবং সাধারণ লোকে প্রায় অন্ততপাঁচশো লোক।”

টেম্পলার এই সময়ে হলে ঢুকিয়াছিলেন, বলিলেন—“কি ? বোলতার ঝাঁক এত ঘনএখানে? এদের দম আটকে মেরে ফেলবার এই সময়।” তারপর ফ্রঁ-দ্য-ব্যফকে একান্তে লইয়া বলিলেন, “তুমি কি এই পুরোহিতকে জানো?”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিল, “দূর মঠের একজন অপরিচিত ব্যক্তি সে; আমি তাকে চিনি না।”

টেম্পলার বলিলেন, “তাহলে তুমি বিশ্বাস করে ওর কাছে তোমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করোদ্য ব্রাসির ফ্রি-কম্প্যানিয়ন দলের কাছে ও একটি পত্র নিয়ে যাক—তারা যেন তাদের প্রভুরসাহায্যার্থে এখনি রওনা হয়। ইতিমধ্যে ওকে অবাধভাবে ওর কাজে লাগতে দাও ওই স্যাকসনশূকরগুলোকে জবাইখানার জন্যে প্রস্তুত করতে।”

ফ্রাঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “তাই হবে।” এবং তিনি একজন ভৃত্যকে বলিলেন যে কক্ষে সেড্রিক ও এথেলস্টেন আবদ্ধ আছেন সেখানে ওয়াস্বাকে লইয়া যাইতে।

বিদূষক কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, “শান্তিরস্তু, শান্তিঃ! সাধু ডানষ্টানেরআশীর্বাদ এবং অন্যান্য সমস্ত সাধুরা, তারা যেই হোন, তাঁদের আশীর্বাদ আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক।”

সেড্রিক সেই কল্পিত সাধুকে বলিলেন, “অবাধে প্রবেশ করুন। কি উদ্দেশ্যে আপনি এসেছেন এখানে?”

বিদূষক বলিল, “আপনাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে।”

সেড্রিক বলিলেন, “শুনচেন এথেলস্টেন কথাটা? আমরা এই শেষ কার্যের জন্যে নিশ্চয়ই প্রস্তুত হব। ক্রীতদাসের মতো বাঁচার চেয়ে মানুষের মতো মরা ভাল।”

এথেলস্টেন বলিলেন, “ওদের ভীষণতম অনিষ্টের ঘা সহ্য করতে আমি প্রস্তুত আছি এবং যেমন ধীরভাবে ভোজনে বসি, তেমনি ধীরভাবে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হব।”

সেড্রিক বলিলেন, “সাধুজী, তা হলে এখন পবিত্র কার্য আরম্ভ করুন।”

বিদূষক তার স্বাভাবিক সুরে বলিল, “খুড়ো, একটু দাঁড়ান, লাফাবার আগে বেশ করে একটু দেখে তবে লাফ দিন।”

সেড্রিক বলিলেন, “আমার ধর্মের দিব্য, আমি তো ও স্বর চিনি।”

ওয়াস্বা বলিল, “এ স্বর আপনার বিশ্বাসী ক্রীতদাস ও বিদূষকের। বোকার পরামর্শ নিন, তা হলে বেশিক্ষণ আপনাকে এখানে থাকতে হবে না।”

স্যাকসন বলিলেন, “তুই কি বলছিস, ব্যাটা?”

ওয়াস্বা বলিল, “এই বলচি। এই দড়ি ও আলখেল্লা নিন। ধর্মযাজকপদে প্রতিষ্ঠিত হবার পক্ষে এই আমার একমাত্র গুণ—এবং ধীরে ধীরে দুর্গের বাইরে পালান। আর সেই লম্বা ঝাপটাদেবার জন্যে আপনার দড়ি ও আলখেল্লা আমার জন্যে রেখে যান।”

সেড্রিক এই প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “তাকে এই অবস্থায় ফেলে যাব? হতভাগ্য দাস, তা হলে ওরা যে লোক ফাঁসিতে ঝোলাবে!”

ওয়াস্বা বলিল, “তারা যা করতে অনুমতি পেয়েছে, তাদের তা করতে দিন।”

সেড্রিক বলিলেন, “বেশ, ওয়াস্বা—একটি শর্তে তোমার অনুরোধ আমি রাখতে পারি। তা এই যে যদি তুমি আমার পরিবর্তে লর্ড এথেলস্টেন-এর সঙ্গে তোমার পোশাক বিনিময় করো। তার পূর্বপুরুষেরা ইংলন্ডের রাজা ছিলেন। বিশ্বাসী ওয়াস্বা, তাকে বাঁচাও ! যাদের ধমনীতে স্যাকসন রক্ত বইছে, তাদের প্রত্যেকেরই এটা কর্তব্য।”

ওয়াস্বা উত্তর দিল, “সেন্ট ডানষ্টানের দিব্য,—না। তাতে বিবেচনা-শক্তির পরিচয়দেওয়া হবে না। আমি আমার প্রভুকে বাঁচাতে এসেছিলাম—যদি তিনি রাজি না হন, আমি আবার বাড়ি ফিরে যেতে পারি। আজন্ম যিনি আমার প্রভু, তিনি ছাড়া অন্য কারুর জন্যে আমি ফাঁসিতে ঝুলব না।”

এথেলস্টেন বলিলেন, “সদাশয় সেড্রিক, যান তবে। এ সুবিধা অবহেলা করবেন না। আপনি বাইরে উপস্থিত থাকলে আমাদের উদ্ধারে আমাদের বন্ধুরা সাহস পাবে। এখানে আপনি থাকলে আমরা সবাই ধ্বংস হব।”

সেড্রিক বিদূষকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তবে কি বাইরে হতে উদ্ধারের আশা আছে?”

ওয়ান্না প্রতিধ্বনি করিল, “উদ্ধারের আশা বলে উদ্ধারের আশা! পাঁচশো লোক বাইরে জুটেছে এবং আজ সকালে আমি তাদের একজন প্রধান সর্দার ছিলাম। আচ্ছা, প্রভু, বিদায়! বেচারি গার্খ ও তার কুকুর ফ্যাঙস্-এর ওপর সদয় ব্যবহার করবেন; এবং আমার ভাঁড়ের টুপিটা রদারউডের হলে টাঙিয়ে রেখে দেবেন, এইটে স্মরণে রাখবার জন্যে যে, আমি বিশ্বস্ত ভাঁড়ের মতো প্রভুর জন্যে জীবনটাকে বিসর্জন দিয়েছিলাম।” শেষের কথাটা ভাঁড়ের মুখ হইতে দ্ব্যর্থব্যাঞ্জক মুখভঙ্গির সহিত উচ্চারিত হইল,—গাম্ভীর্য ও ঠাট্টার মাঝামাঝি সে ভঙ্গিটা।

সেড্রিকের চক্ষুতে জল আসিল। তিনি বলিলেন, “পৃথিবীতে যতদিন স্নেহ ও বিশ্বস্ততা সম্মানিত হবে ততদিন তোমার স্মৃতি রক্ষিত হবে। আমি যদি বিশ্বাস না করতাম যে আমিরাও এনাকে, এথেলস্টেনকে এবং হতভাগ্য ওয়ান্নাকে রক্ষা করবার উপায় বের করতে পারব, তা হলে এ বিষয়ে তোমার দ্বারা আমি পরাভূত হতুম না (অর্থাৎ তোমার যুক্তি গ্রহণ করে আমি এভাবে পলায়ন করতুম না)।”

পোশাকের বিনিময় হইয়া গেলে হঠাৎ একটা সেড্রিকের মনে জাগিল।

তিনি বলিলেন, “আমি আমার ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানি না এবং তাদের কৃত্রিম সৌজন্যপূর্ণ নর্মান ভাষা সামান্যই জানি। একজন শব্দের সন্ন্যাসীর মতো ব্যবহার আমি কি করে করব?”

ওয়ান্না বলিল, “সে যাদুমন্ত্র দু’টি মাত্র কথার মধ্যে আছে,—‘শান্তিরস্তু’ কথা সকল প্রশ্নের জবাব দেবে। আপনি যান আসুন, আহা করুন বা পান করুন, আশীর্বাদ করুন বা অভিসম্পাত দিন—‘শান্তিরস্তু’ এদের সকলের মধ্য দিয়ে আপনাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। এই ভাবে, বেশ গম্ভীর সুরে বলবেন এটা—‘শান্তিরস্তু’ কথার ক্ষমতা অপ্রতিহত।”

প্রভু(সেড্রিক) বলিলেন, “তাই যদি হয়, তবে আমি পুরোহিত হয়ে গেছি। শান্তিরস্তু! আর বিশ্বাস করি ওই সঙ্কেতবাণী আমি স্মরণ রাখব। মহাশয় এথেলস্টেন- বিদায়! বিদায়, আমার হতভাগ্য ভৃত্য—যার হৃদয় তার দুর্বল মস্তিষ্কের ক্ষতিপূরণ করতে পারে; আমি তোমাকে বাঁচাব কিংবা প্রত্যাবর্তন করব এবং তোমার সঙ্গে মরব।”

এথেলস্টেন বলিলেন, “মহানুভব সেড্রিক, বিদায়! মনে রাখবেন সন্ন্যাসীর প্রধান লক্ষণ এই যে, কেউ কিছু খাওয়াতে চাইলে তা গ্রহণ করা।”

ওয়ান্না বলিল, “খুড়ো, বিদায়! ‘শান্তিরস্তু’ মনে রাখবেন।”

এইভাবে উপদেশ পাইয়া সেড্রিক তার অভিযানে বহির্গত হইলেন; এবং বেশিক্ষণ যাইতে না যাইতেই তাঁর ভাঁড় যে মন্ত্র সর্বশক্তিমান বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল, তাহার ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার অবকাশ পাইলেন। তিনি একটি নীচু খিলান-ওয়াল অন্ধকার পথ দিয়া দুর্গের হলে যাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি নারীমূর্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেন।

জাল সন্ন্যাসী বলিলেন, “শান্তিরস্তু” এবং তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই সময় মধুরস্বরে কে বলিল, “মাননীয় পিতা, প্রেমের দোহাই দিয়ে বলচি আপনি দয়া করে আপনার পারত্রিক সান্ত্বনাসহ এই দুর্গের একজন আহত বন্দীকে একবার দেখা দিন। আপনার আশ্রম কখনো কোনো সৎকার্যে এত লাভবান হবে না।”

সেড্রিক অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া বলিলেন, “বৎসে! এই দুর্গে আমার সময় যতটুকু, তাআমায় আমার পদোচিত কর্তব্য করতে দেবে না। আমায় এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে, আমার দ্রুতগমনের উপর জীবন ও মৃত্যু নির্ভর করছে।”

আবেদনকারিণী বলিল, “তবুও, পিতঃ, আপনি যে ব্রত গ্রহণ করেছেন, সেই ব্রতেরদিব্য দিয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি অত্যাচারিত ও বিপদগ্রস্তকে বিনা উপদেশে বা সাহায্যেফেলে না যেতে।”

সেড্রিক অধীরভাবে বলিলেন, “শয়তান তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যাক!” এবং বোধ হয় তাঁর আধ্যাত্মিক চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী ওই ধরনের সুরেই কথাবার্তা চালাইতেন, কিন্তুসে সময় বুরুজবাসিনী বৃদ্ধা আরফ্রিড-এর কর্কশ স্বরে কথাবার্তা বাধা পাইল।

সে (আরফ্রিড) যে স্ত্রীলোকটি কথা বলিতেছিল তাহাকে বলিল, “দাসী, যে দয়া তোমায়অদূরবর্তী কারাকক্ষ পরিত্যাগ করতে অনুমতি দিয়েছে, এই ভাবে তুমি তার প্রতিদান দেবে? তুমি একজন ইহুদিনীর সনির্বন্ধ অনুরোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে একজন মাননীয় ব্যক্তিকে নিষ্করণ বাক্য ব্যবহার করাচ্ছ?”

বাধা হইতে মুক্ত করিবার জন্য এই সংবাদের সুযোগ লইয়া সেড্রিক বলিলেন, “ইহুদিনী! নারী, ছাড়া আমার পথ। বিপদের ভয় যদি থাকে, তবে আমার যাওয়া বন্ধ কোরো না। আমি অদ্য আমার আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে আসছি এবং অশুচি বর্জন করব।”

বৃদ্ধা বলিল, “এই পথে আসুন পিতা—আপনি এই দুর্গে নব আগন্তুক এবং পথপ্রদর্শকছাড়া এখান থেকে যেতে পারবেন না। এদিকে আসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আর তুমি, অভিশপ্ত জাতের মেয়ে, রুগ্ন লোকটির ঘরে চলে যাও এবং আমি না ফিরে আসা পর্যন্ত তারসেবা করো। যদি আমার অনুমতি ছাড়া আবার তুমি সে কক্ষ ত্যাগ কর, তোমার অমঙ্গল ঘটবে।”

রেবেকা প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাহার একান্ত অনুরোধে আরফ্রিড তাহাকে বুরুজ ছাড়িয়াযাইতে অনুমতি দিয়াছিল এবং যেখানে সে অত্যন্ত আনন্দের সহিত সেবা করিত, সেই আইভ্যানহোর শয্যাপার্শ্বে তাহাকে সেবাকার্যে নিযুক্ত করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আরফ্রিড অনিচ্ছুক সেড্রিককে একটি ক্ষুদ্রকক্ষে লইয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন, তাহার দরজা সেমনোযোগের সহিত বন্ধ করিল। পরে একটা তাক হইতে একটি মদের বোতল ও দুইটি পানপাত্র বাহির করিয়া সে টেবিলের উপর উহা রাখিয়াছিল; এবং এমন সুরে কথা বলিল যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে না বরং জানা তথ্যের আবৃত্তি করিতেছে : “পিতঃ, তুমি স্যাকসন—অস্বীকার করো না। আমার মাতৃভাষা আমার কানে মধুর লাগে, যদিও এই দুর্গে হতভাগ্য অবনত দাসশ্রেণীর মুখে ছাড়া সে ভাষা কখনো শোনা যায় না।”

সেড্রিক বলিলেন, “স্যাকসন পুরোহিতগণ এই দুর্গে আসেন না তা হলে?”

“তারা আসেন না; যদি বা আসেন তারা বিজেতাদের খানার টেবিলে আমোদ-প্রমোদ করতে বেশি পছন্দ করেন, তাদের দেশবাসীর আত্ননাদ শোনা অপেক্ষা”— আরফ্রিড উত্তর দিল।

সেড্রিক বলিলেন, “আমি স্যাকসন, কিন্তু পুরোহিত নামের উপযুক্ত নই; আমাকে যেতেদাও।”

আরফ্রিড বলিল, “একটু থাকুন। যে কর্ণস্বর শুনচেন তার বাণী শীঘ্রই ঠাণ্ডা মাটির তলায়চাপা পড়বে এবং যে পশুর মতো জীবন কাটিয়েছি, তেমনি পশুর মতোই কবরে নামব। কিন্তু আমার ভয়ানক কাহিনী বর্ণনা করতে সুরা আমায় নিশ্চয় শক্তিদান করবে।” সে একপাত্র মদঢালিল ও অতিরিক্ত আগ্রহে উহা পান করিল।

তারপর বলিল, “পিতঃ কিছু অংশ গ্রহণ করুন যদি আমার গল্প শুনে মেঝের ওপর অবসন্ন মনে লুটিয়ে না পড়তে চান।

আরফ্রিড বলিতে লাগিল, “যে হীন জীব আমায় দেখছেন, সে রকম হীন হয়ে আমি জন্মাইনি। আমি স্বাধীন ছিলাম, সুখী ছিলাম, সম্মানিত ও প্রিয় ছিলাম। আপনার সামনে যে কুষ্টিতর্কম কুশ্রী বৃদ্ধা বসে আছে, সে কি কখনো ভুলতে পারে যে, সে এক সময় টর্কুইলষ্টোনএর সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর কন্যা ছিল, যাঁর ঙ্গকুটিতে হাজার অধীন প্রজা কেঁপে উঠত!”

সেড্রিক কথা বলিতে বলিতে পিছাইয়া বলিলেন, “তুমি টর্কুইল উলফ গেস্কার-এরমেয়ে! তুমি—তুমি সেই সম্ভ্রান্তস্যাক্সন, আমার পিতার বন্ধু ও রণসঙ্গীর মেয়ে!”

আরফ্রিড প্রতিধ্বনি করিল, “তোমার পিতৃবন্ধু! তা হলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেনস্যাক্সন সেড্রিক; কারণ মহাশয় রদারউড-এর হিয়ারওয়ার্ডের মাত্র একটিই ছেলে ছিল।”

সেড্রিক বলিলেন, “আমি কে তাতে কিছু যায় আসে না; অভাগিনী নারী, তোমার পাপের কাহিনী বলো; পাপ তাতে আছেই—তুমি যে বেঁচে আছ—সে কথা বলতে, এতেও পাপআছে।”

অভাগিনী নারী বলিল, “আছে, গভীর, কলঙ্কময় নরকে নিষ্ক্ষেপকারী পাপ আছে। হাঁ—এই যে হল আমার পিতা ও ভ্রাতাগণের পবিত্র ও সম্ভ্রান্ত রক্তে অনুরঞ্জিত—এই হলে তাদের হত্যাকারীর উপপত্নীরূপে বাস করাতে আমার জীবনের প্রত্যেক নিঃশ্বাস পাপ ও অভিসম্পাতে পরিণত হয়েছিল।”

সেড্রিক বলিলেন, “অভাগিনী নারী, যখন তোমার পিতৃবন্ধুগণ তাদের প্রার্থনার সময়নিহত আলরিকার কথা ভুলে যায় না, তুমি আমাদের ঘৃণা ও অভিসম্পাতের যোগ্য হয়ে বেঁচে আছ—বেঁচে আছ যে পাপী অত্যাচারী তোমার আপনজনকে হত্যা করেছে, তারইসঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে? ধিক নারী! সেখানে কোনো ছোরা, ছুরি কি গুণ্গুঁচছিল না? এ যদি স্বপ্নেও ভাবতাম যে, টর্কুইল-এর মেয়ে তার পিতৃহত্যাকারীর সঙ্গে অবৈধমিলনে বাস করছে, তা হলে একজন দেশপ্রেমিক স্যাক্সনের তরবারি তোমার খুঁজে বারকরতো।”

আলরিকা বলিল,—কারণ আমরা এখন তার আরফ্রিড এই ছদ্মনামটি পরিত্যাগ করতে পারি,—“আপনি কি টর্কুইল নামের প্রতি এই সুবিচার করতেন? তা হলে লোকে যেমন বলেআপনি সেই দেশপ্রেমিক স্যাক্সনই বটে!—কিন্তু যদি পারেন আমায় বলুন যার ভাগ্যে ঈশ্বরপৃথিবীতে এই সব অবজ্ঞব্য জঘন্যতা লিখেছিলেন, মৃত্যুর পরে তার জন্যে কিব্যবস্থা আছে?—আপনি কি আমায় নিরাশ হতে বলেন?”

সেড্রিক বলিলেন, “আমি বলি অনুতাপ করতে। প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্ত করো, যদি তোমাকে গ্রহণ করেন তিনি। কিন্তু আমি পারব না—আমি তোমার সঙ্গে আর বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।”

আলরিকা বলিল, “কিছুক্ষণ থাকুন! আমায় এখনি ফেলে যাবেন না পাছে যে পিশাচআমার জীবনে রাজত্ব করেছে, সে আপনার নিষ্ঠুর ঘৃণার প্রতিশোধ নিতে আমায় প্রবুদ্ধ করে। আপনি কি ভাবেন যদি ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ এই দুর্গে আপনাকে এই রকম ছদ্মবেশে দেখে, তবেআপনার জীবন দীর্ঘ হবে?”

সেড্রিক বলিলেন, “আমার হৃদয় যা সমর্থন করে না, আমার জিহ্বা তেমন একটি কথাবলবার আগে সে (ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ) যেন আমাকে খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে। আমি স্যাক্সনেরমতো মরব, বাক্যে অটল, কার্যে অকপট। আমায় ছুঁয়ো না—আমায় বাধা দিয়ো না!”

আলরিকা আর বাধা না দিয়া বলিল, “তাই হোক, আপনি যান। এবং আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঔদ্ধত্যে ভুলে যান যে, আপনার সম্মুখের এই হতভাগিনী আপনার পিতৃবন্ধুর মেয়ে—আপনার পথে চলে যান—আমি দুঃখক্লেশে মানুষ

থেকে পৃথক হয়ে যদি থাকি, আমার প্রতিশোধেও আমি তাদের চেয়ে কম পৃথক হব না! আমায় কেউ সাহায্য করবে না কিন্তু আমি যে কাজ করতে সাহস পাব, সকলের কানে তা বনবন করে বাজবে!—বিদায়! যা একটু শেষবন্ধন—যে হয়তো আবার আমি আমার জাতের সঙ্গে মিলিত হতে পারব— আমার দুঃখের কাহিনী হয়তো আমার জাত ভাইদের করুণা আকর্ষণ করবে, এই যে চিন্তা—সেই শেষ বন্ধনও আপনার ঘৃণা ছিন্ন করে দিয়েছে।

সেড্রিক এই আকুতিতে কিছু নরম হইয়া বলিলেন, “আলরিকা! যখন তুমি এত পাপ ও দুঃখ বহন করেচ এবং সহ্য করেও বেঁচে আছ, তোমার অপরাধ সম্বন্ধে যখন তোমার চোখখুলে গিয়েছে, তখন কি তুমি নৈরাশ্যের নিকট আত্মসমর্পণ করবে, যখন অনুতাপ করাই হবে তোমার যোগ্যতর কর্তব্য?”

আলরিকা বলিল, “সেড্রিক, আপনি মানুষের হৃদয় জানেন না। আমি যে রকম আচরণ করেছি, সেই রকম আচরণ করতে,—যে রকম চিন্তা করেছি, সে রকম চিন্তা করতে, —প্রতিহিংসার প্রবল তৃষ্ণা ও ক্ষমতায় গর্বিত অনুভূতির সঙ্গে উন্মাদিনী সুখ-লালসার প্রয়োজনহয়। তাহাদের শক্তি বহুক্ষণ চলে গিয়েছে—বৃদ্ধ বয়সের কোনো সুখ নেই, কুঞ্চিত চর্মেরকোনো ক্ষমতা নেই, প্রতিহিংসা শক্তিহীন অভিশাপে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর অনুতাপ আসে, সকল বিষধর সর্প নিয়ে আসে—তার সঙ্গে থাকে অতীতের সম্বন্ধে মিথ্যা অনুশোচনা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশা—তারপর যখন সবল মনোবৃত্তি চলে যায়, আমরা নরকের পিশাচ হয়েপড়ি, তারা আত্মগ্লানি বোধ করে; অনুতাপ নয়—কিন্তু আপনার কথা আমার মধ্যে নতুনআত্মাকে জাগ্রত করেছে। আপনি ঠিকই বলেছেন, যে মরতে সাহস করে, তার পক্ষে সবই সম্ভব। আপনি আমায় প্রতিহিংসার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন—নিশ্চয় জানবেন, আমি তা গ্রহণ করব। আপনি নিজেই বলবেন আলরিকার জীবন যাই কেন হোক না, তার মৃত্যু মহাশয়টুকুইল-এর কন্যার উপযুক্ত ছিল বটে। বাইরে একদল কারা এই অভিশপ্ত দুর্গ আক্রমণ করেছে; তাদের আক্রমণে চালিত করতে শীঘ্র যান—এবং যখন আপনি কেন্দ্রস্থ বুরুজের পূর্বচূড়ায় একটালাল পতাকা উড়তে দেখবেন—তখন নর্মানদের সঙ্গে আক্রমণ করবেন; তখন তাদের দুর্গের মধ্যে করবার যথেষ্টই কিছু থাকবে এবং আপনারা ধনুক ও প্রস্তরক্ষেপী যন্ত্র থাকা সত্ত্বেওপ্রাচীর দখল করতে পারবেন—অনুরোধ করছি চলে যান, আপনার ভাগ্য অনুসরণ করুন এবংআমায় অনুসরণ করতে দিন আমার ভাগ্য।”

আলরিকা যে উদ্দেশ্য অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে সেড্রিক আরো জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর ককর্শ স্বর বাহির হইতে শোনা গেল, “এই মৃদুগামী পুরোহিতকোথায় বিলম্ব করচে? আমি তাকে বধ করব যদি সে আমার ভৃত্যদের মধ্যে রাজদ্রোহ প্রচারকরবার জন্যে বিলম্ব করে থাকে।”

আলরিকা বলিল, “পাপ-মলিন বিবেক কি সত্যকার ভবিষ্যৎজ্ঞা!”

সে একথা বলিতে বলিতে একটা গুপ্তদ্বার দিয়া অদৃশ্য হইল এবং রেজিনাল্ড ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

“পুরুতমশায়, আপনার অনুতাপকারীগণ অনেকক্ষণ ধরে পাপ স্বীকার করেছে। তাদেরপক্ষে এ ভাল, কারণ এটা তাদের জীবনের সর্বশেষ পাপস্বীকার। মৃত্যুর জন্যে তাদের প্রস্তুতকরেচেন?”

সেড্রিক যতটা ফরাসী ভাষা জানিতেন তাহার সাহায্যে বলিলেন, “যে মুহূর্তে তারা জানতে পেরেচে কার হাতে তারা পড়েছে—সে মুহূর্তে থেকে চরমতম বিপদের জন্যে তারা প্রস্তুত রয়েছে দেখলাম।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “কি রকম পুরুতমশায় ? আমার মনে হয় আপনার কথার মধ্যেস্যাক্সন ভাষার সুর আছে।”

সেড্রিক বলিলেন, “আমি বার্টনের সেন্ট উইথহোল্ড-এর আশ্রমে লালিত পালিতহয়েছিলাম।”

ব্যারন বলিলেন, “বটে? আপনি নর্মান হলে আপনার পক্ষে ভাল হত এবং আমার উদ্দেশ্যের পক্ষেও ভাল হত; তবে দরকার পড়লে সংবাদবাহক বাছতে গেলে চলে না। এইপথ দিয়ে আমার অনুসরণ করুন, আমি পিছনের ফটক দিয়ে আপনাকে বার করে দেব।”

এবং লম্বা পা ফেলিয়া ওই কল্পিত সাধুর সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ এই ভাবে তাঁহাকে সেই ভূমিকার তালিম দিতেছিলেন, যে ভূমিকায় তাঁহাকে (সাধুকে) নামানো তাঁহার (ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর) ইচ্ছা।

‘সন্ন্যাসী মশায়, আপনি যে ওই স্যাক্সন শূকরের দল দেখছেন, ওরা এই টকুইলষ্টোন দুর্গ ঘেরাও করতে সাহসী হয়েছে। এই দুর্গের বহিঃপ্রাকারের ওপারের ক্ষুদ্র দুর্গের দৌর্বল্য সম্বন্ধে তাদের বলুন আপনার মনে যা আছে কিংবা অন্য কিছু যা চব্বিশ ঘণ্টা ওর সামনে তাদের আটকে রাখতে পারে। ইতিমধ্যে এই চিঠি নিয়ে আপনি ফিলিপ দ্য মালভোয়াজাঁ-র দুর্গে যান; তাঁকে বলুন আমার কাছ থেকে এ চিঠি আসছে এবং টেম্পলার ব্যারন দ্য বোয়া-গিলবার কর্তৃক লিখিত হয়েছে এবং আমি তার কাছে অনুরোধ করেছি এই পত্রখানা ঘোড়া ও মানুষে যতদ্রুত পারে তত দ্রুত ইয়র্কে পাঠাতে।’

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ পরে একটা দরজার পথে লইয়া চলিলেন, যেখানে একখানা তক্তার উপরদিয়া পরিখা পার হইয়া তাঁহারা একটি ছোট বহির্দুর্গে পৌঁছিলেন, সৈন্য-নির্গমণের একটি সুরক্ষিত দ্বার দ্বারা বাহিরের মুক্ত মাঠের মধ্যে ইহা হইতে যাইবার পথ ছিল।

“তবে যান; এবং যদি আপনি আমার কাজ করেন এবং যখন হয়ে যাবে তখন এখানে ফিরে আসেন, আপনি দেখতে পাবেন যে, শেফিল্ড-এর জবাইখানার শূকর মাংস যতটা সস্তা, স্যাক্সনদের মাংস এখানে তত সস্তা।”

সেড্রিক বলিলেন, “নিশ্চয়ই আমাদের আবার দেখা হবে।”

নর্মান বলিল, “আপাতত হাতে কিছু” এবং দরজাতে পরস্পর বিদায় গ্রহণের সময় তিনি সেড্রিকের অনিচ্ছুক হস্তে একটা সোনার মোহর দিয়া বলিলেন, “মনে থাকে যেন আমি মস্তকাবরণ ও চামড়া দুই-ই ছাড়িয়ে ফেলব যদি তোমার উদ্দেশ্য সাধন করতে না পারো।”

সেড্রিক দ্বার ত্যাগ করিয়া এবং উন্মুক্ত মাঠের উপর সানন্দে দীর্ঘ পদবিক্ষেপে চলিতে চলিতে উত্তর দিলেন, “এবং আমি পূর্ণ সম্মতি দেব আপনাকে উভয় কাজই করতে, যদি, আমাদের যখন আবার দেখা হবে, ওর চেয়ে ভাল কিছুর যোগ্য না হই আপনার হাতে।” পরে দুর্গের দিকে ফিরিয়া তিনি স্বর্ণমুদ্রাটি দাতার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিয়া বলিলেন, “ভগ্ন নর্মান! তোমার টাকা তোমার সঙ্গে জাহান্নমে যাক!”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফকথাগুলি অস্পষ্টভাবে শুনতে পাইলেন, কিন্তু অঙ্গভঙ্গি ছিল সন্দেহজনক। যে প্রহরীগণ বাহিরের প্রাচীরে ছিল, তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন, “ওই সন্ন্যাসীর আলখাল্লার মধ্যদিয়া একটা তির চালাও!” যখন তাঁর অনুচরেরা ধনুক বাঁকাইতেছিল, তখন তিনি বলিলেন, “আচ্ছা রাখো; ওতে লাভ নেই; যখন আমাদের কোনো ভাল উপায় নেই এ ছাড়া, তখন এতটাওকে বিশ্বাস করব। আমার মনে হয় আমাদের ওপর বিশ্বাসঘাতকতা করতে ও সাহস করবে। ওহে কারাধ্যক্ষ গাই, রদারউড-এর সেড্রিককে অস্ত্রাগার থেকে এখানে আনতে আনতে বল—আর ওই একটি চাষা, ওর সঙ্গী, কনিংগসবার্গ-এর সেই লোকটার কথা বলছি—এথেলষ্টোনবুঝি, কি যা বলেই তাকে কেন ডাকুক না।”

তার আদেশ প্রতিপালিত হইল; এবং কক্ষে ঢুকিয়া ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ প্রহরীর রক্ষাধীনে দুইজন স্যাক্সন বন্দীকে দেখিতে পাইলেন। বড় একটা চুমুক মদ্যপান করিয়া তিনি বন্দীদের সম্বোধন করিলেন।

তিনি বলিলেন, “ইংলন্ডের বীরগণ, টকুইলষ্টোন-এর আমোদ-আপ্যায়ন কেমন লাগচে? ঈশ্বর ও সেন্ট ডেনিস-এর দিব্য, যদি তোমরা অধিকতর মূল্যবান নিষ্ক্রয় না দাও, আমি তোমাদের পায়ের দিক থেকে ঝোলাব এই সব

জানালার লোহার গরাদে থেকে। স্যাকসনকুকুরের দল, কথা বল—তোদের তুচ্ছ জীবনের জন্যে কি দিতে চাস? রদারউড-এরতুই—তুই কি বলিস?”

বেচারী ওয়াস্বা বলিল, “কানাকড়িও না—আর পায়ের দিক থেকে ঝোলানোর কথাবলতে গেলে, আমার মস্তিষ্ক ওলটপালট হয়ে আছে—আমাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে ফেললে হয়তো আবার তা ঠিক স্থানে বসতে পারে।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “সেন্ট জেনাভিড! কি এটা আমাদের সামনে?”

এবং তিনি হাতের পিছন দিয়া বিদূষকের মাথা হইতে সেড্রিকের টুপিটা ফেলিয়া দিলেন এবং তার গলাবন্ধটি খুলিয়া ফেলিয়া দাসত্বের সেই মারাত্মক চিহ্ন দেখিতে পাইলেন তার গলারসেই রূপোর হাঁসুলি।

রাগে আঙুন হইয়া ব্যারন চিৎকার করিয়া বলিলেন, “গাইল্‌স্ -ক্লেমেন্ট—কুকুর ওবদমাইশের দল—তোমরা কি এনেচ আমার সামনে?”

দ্য ব্রাসি ঠিক সেই সময় কক্ষে ঢুকিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, “আমার মনে হয় আমি বলতে পারি। এ সেড্রিকের বিদূষক যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন নিয়ে ইয়র্কের আইজ্যাক-এর সাথেসাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “আমি ওদের দুজনের জন্যেই সেটা ঠিক করছি—একই ফাঁসিকাঠ থেকে দু’জনেই ঝুলবে, যদি তাদের প্রভু এবং কনিংগসবার্গ-এর এই শূকর তাদের প্রাণের জন্যে। বেশি করে টাকা না দেয়। তারপর এই দুইজন অনুচরের মধ্যে একজনকে তিনি বলিলেন, “যাও, ঠিক সেড্রিককে এখানে আনো।”

তাঁহার অনুচরেরা যাইতে বিলম্ব করিয়া, অনিচ্ছুক ভাবে, সঙ্কোচের সহিত তাহাদেরধারণা বলিল যে, সেখানে যে উপস্থিত আছে সে যদি সেড্রিক না হয়, তার কি হয়েছে তারাজানে না।

দ্য ব্রাসি চিৎকার করিয়া বলিলেন, “স্বর্গের সাধুগণের দিব্য! নিশ্চয়ই সে তাহলে সেই সাধুর পোশাকে পালিয়েছে!”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ প্রতিধ্বনি করিলেন, “নরকের শয়তানদের দিব্য! তা হলে ওটারদারউড-এর শূকর—যাকে আমি পথ দেখিয়ে দোরে নিয়ে গিয়েছি এবং নিজের হাতে বিদায় করেছি! এবং তুই” তিনি ওয়াস্বাকে বলিলেন, “যার ভাঁড়ামি তোর চেয়ে বেশি নির্বোধ যারা তাদের বিজ্ঞতাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে—আমি তোকে ধর্মযাজকের সম্প্রদায়ভুক্ত করেদেব, আমি তোকে তোর মাথা কামিয়ে দেব।—এই! এর মাথা থেকে খুলির ওপরকার চামড়াখুলে নেওয়া হোক, আর তারপরে মাথা নীচু করে দুর্গ-প্রাচীর থেকে এটাকে ফেলে দাও। তোরব্যবসা ভাঁড়ামি করা, এখন ভাঁড়ামি করবি আর?”

বেচারা ওয়াস্বার ভাঁড়ামির অভ্যাসটা আসন্ন মৃত্যু-ভয়ও দমন করিতে পারে নাই সেকাঁদো কাঁদো সুরে বলিল— “নাইট মহোদয়, আপনি আপনার কথায় চেয়ে আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছেন। যে লাল টুপি দেবার প্রস্তাব করছেন, তা যদি দেন, তবে একজন সামান্য সন্ন্যাসী থেকে আপনি আমাকে কারডিন্যাল করে দিলেন যে!”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “হতভাগাটা তার পেশার মধ্যেই মরতে কৃতসঙ্কল্প। ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ,ওকে মেরো না। আমার ফ্রি কম্প্যানিয়ন্সদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করবার জন্যে ওকে আমায় দাও। তুই কি বলিস, ব্যাটা?”

ওয়াস্বা বলিল, “হ্যাঁ, আমার প্রভুর অনুমতি পেলে; কারণ, আমি আমার হাঁসুলি খুলব না (এবং যে হাঁসুলিটা যে পরিয়াছিল, সেটা ছুঁইয়া বলিল) আমার প্রভুর অনুমতি ছাড়া।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “দ্য ব্রাসি, তুমি একটা ভাঁড়ের অর্থহীন ভাঁড়ামি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ গুরু যখন ধ্বংস আমাদের জন্য মুখব্যাধান করে রয়েছে? তুমি দেখচ না যে, আমরাঠকেচি এবং আমাদের বন্ধুদের কাছে সংবাদ

পাঠাবার জন্য আমাদের প্রস্তাবিত উপায় এইচিত্র-বিচিত্র পরিচ্ছদধারী ভদ্রলোক দ্বারাই ব্যর্থ হয়েছে? আসন্ন আক্রমণ ছাড়া আমরা আর কিআশা করতে পারি?”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “তা হলে দুর্গ-প্রাচীরে চলো—যুদ্ধের চিন্তায় আমায় গম্ভীরতর কখন দেখেছ তুমি?” এথেলষ্টেনকে সম্বোধন করিয়া এবং পানপাত্র তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, “এই উৎকৃষ্ট মদ দিয়ে তোমার গলাটা ধুয়ে ফেল এবং তোমার আত্মাকে জাগ্রত করে বলো যে, তুমি কি করবে তোমার স্বাধীনতার জন্যে।”

এথেলষ্টেন বলিলেন, “আমাকে ও আমাদের সঙ্গীদের ছেড়ে দিন, এক হাজার মার্ক আমিনিষ্ক্রয় স্বরূপ দেব।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “এবং এই দুর্গের চারিদিকে যে ইতর মানুষের দল ভিড় করে আছে, ওদের প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধেও আমাদেরকে তুমি কথা দেবে?”

এথেলষ্টেন উত্তর দিলেন, “আমি যতটা পারি, তাদের ফেরাবার চেষ্টা করব; এবংআমার পিতা সেড্রিক যে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “আমরা তাহলে রাজী আছি। তোমাকে এবং তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, এবং দু’দিকেই সন্ধি হবে, দিতে হবে তার জন্যে এক হাজার মার্ক। কিন্তু শোনো, ইহুদী আইজ্যাক্, কিন্তু এ শর্তের মধ্যে পড়বে না।”

ধর্মযোদ্ধা এই সময় তাদের দলে যোগ দিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “ইহুদী আইজ্যাক্-এর মেয়েও নয়।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “লেডি রাওএনাও এই নিষ্ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত নন।”

এথেলষ্টেন দৃঢ় মুখভাবের সহিত বলিলেন, “লেডি রাওএনা আমার বাগদত্তা বধু। আমি তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে বন্য অশ্বদল দ্বারা আকর্ষিত হব।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “তোমার বাগদত্তা বধু! লেডি রাওএনা তোমার মতো একজন তুচ্ছলোকের বাগদত্তা বধু! স্যাকসন, তুমি স্বপ্ন দেখচিস্ যে, তোদের রাজ্যসপ্তকের দিন আবার ফিরেএসেছে। আমি তোকে বলচি, অ্যানজো বংশের রাজারা তাদের অভিভাবকত্বের অধীনস্থ।মেয়েদের তোমার মতো বংশের লোকের হাতে সম্প্রদান করেন না।”

একজন ভৃত্য আসিয়া পড়াতে কথাবার্তা বাধা পাইল; ভৃত্যটি বলিল, দরজায় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে।ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন “সেন্ট বেনেটের-এর নামে বলচি, আমরা কি এবার সত্যিই কোনো সন্ন্যাসীকে পেয়েছি, না আর একজন জুয়াচোর? ওরে গোলামের দল! ভাল করে ওরশরীর খুঁজে দ্যাখ—কারণ যদি আর একটা জুয়াচোর তোদের ওপর দিয়ে নিজের জুয়াচুরিচালায়, তাহলে আমি তোদের চোখ উপড়ে নিয়ে তাদের কোর্টরে গরম কয়লা পুরে দেবারব্যবস্থা করব।”

গাইলস বলিল, “প্রভু, এ যদি সত্য পুরোহিত না হয় তবে আমি আপনার ক্রোধেরই চরম মাত্রা সহ্য করতে প্রস্তুত। আপনার অনুচর জসিলিন তাকে ভালই চেনে এবং সে নিশ্চয়ইবলবে যে, সে সন্ন্যাসী আমবুরুজ, জরভো-মঠের অধ্যক্ষের অনুচর একজন সন্ন্যাসী।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “ওকে আসতে দাও। ওর আমুদে প্রভুর কাছ থেকে খুব সম্ভব ওখবর এনেছে। এইসব বন্দীদের নিয়ে যাও, এবং, স্যাকসন, যা শুনলে সে বিষয়ে ভেব।” স্যাকসন বন্দীদেরকে সরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ন্যাসী আমবুরুজকে উপস্থিত করা হইল, বোধহইল তিনি যেন খুব বিচলিত।

সমবেত নাইটগণকে সম্বোধন করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, “পবিত্রা জননীর দিব্য! অবশেষে আমি এখন নিরাপদ হয়েছি এবং খ্রিস্টানদের আশ্রয়ে এসেছি! এটা আপনারা জানুন, সাহসী নাইটগণ, যে কতকগুলো খুনে পাষাণ, ভগবানের ভয় এবং তাঁর ভজন-মন্দিরের প্রতিভক্তি— ”

টেম্পলার বলিলেন, “ভাই পুরোহিত, এ সব আমরা জানি বা অনুমান করতে পারি; আমাদের সাদা কথায় বলো, তোমার প্রভু, মঠাধ্যক্ষ কি বন্দী? এবং কাদের নিকট বন্দী?”

আমবুরুজ বলিলেন, “নিশ্চয়ই, এই বনে উপদ্রবকারীদের হাতে তিনি বন্দী। তারা তারথলি ও চিঠিপত্র কেড়ে নিয়েছে এবং দু’শ সোনার মার্ক তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে এবং তাদের হাত থেকে তাকে চলে যেতে দেবার আগে আরো অনেক টাকা তার কাছে চাইছে। সেজন্যে মাননীয় ঈশ্বরভক্ত পিতা, আপনারা তাঁর প্রিয় বন্ধু বলে আপনাদের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, তাঁকে উদ্ধার করতে হয় তার জনতা দস্যুরা যে নিষ্ক্রয় ধার্য করেছে তা দিয়ে, বা অস্ত্রের বলে, যা আপনারা ভাল বিবেচনা করেন।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “দুশ শয়তান মঠাধ্যক্ষকে বিনাশ করুক! কখন তোমার প্রভুগুনেছেন যে, একজন নর্মান ব্যারন একজন পুরোহিতকে সাহায্য করতে তার টাকার থলির মুখখুলেচে? আমরা শৌর্যের দ্বারাই বা কিভাবে তাকে মুক্ত করতে পারি যখন নিজেই আমরাআমাদের অপেক্ষা দশগুণ অধিক লোক দ্বারা অপরুদ্ধ রয়েছে?”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “এবং সেই কথাই আমি আপনাদের বলতে যাচ্ছিলাম, একথা সত্যি যে, তারা সৈন্যদল জড়ো করেছে এবং এই দুর্গের প্রাচীরের পাশে মাটির টিবি তুলচে।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “চল সবাই দুর্গ-প্রাচীরে! এবং এই পাজিগুলো দুর্গের বাইরে কি করে দেখা যাক;” এবং এই কথা বলিয়া তিনি একটি জাফরীকাটা জানালা খুলিলেন, যার সামনে একটা প্রসারিত বারান্দা ছিল, এবং সেখান থেকে তখনি যারা কক্ষমধ্যে ছিল, তাদের ডাকিয়াবলিলেন, “সেন্ট ডেনিস-এর দিব্য, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সত্য সংবাদ এনেচে!”

রেজিনাল্ড ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং তখনি তুরী হাতে করিয়া লইলেন; দীর্ঘকালব্যাপী উচ্চরবে শিঙ্গা বাজাইবার পরে তাঁর অনুচরদিগকে প্রাচীরে গিয়া স্ব স্ব স্থান অধিকার করিতে আদেশ দিলেন।

তিনি (ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ) বলিলেন, “দ্য ব্রাসি; তুমি পূর্বদিকে দৃষ্টি রাখো—ওই দিকের প্রাচীরসর্বাপেক্ষা নীচু। বীর বোয়া-গিলবার, তুমি পশ্চিমদিক দেখ। আমি স্বয়ং বহির্দুর্গে থাকব। তথাপি, বন্ধুগণ আপনাদের চেষ্টা একই স্থানে আবদ্ধ রাখবেন না। আজ আমরা সর্বত্র থাকব। ওহে, শোনো আনসেল্‌ম্, দেখ ফুটন্ত আলকাতরা ও তেল যেন ওই দুঃসাহসী বিশ্বাসঘাতকদেরমাথায় ঢালবার জন্যে তৈরি থাকে। ক্রস-বো-ধারীদের যেন তিরের অভাব না ঘটে। বৃদ্ধ ষাঁড়েরমস্তক-চিহ্নিত আমার পতাকা উড়িয়ে দাও; বদমাইশগুলো শীঘ্রই দেখতে পাবে আজ কার সঙ্গে তাদের লড়াই হবে।”

ধর্মযোদ্ধা ইতিমধ্যে অবরোধকারীগণের কার্যকলাপ নিষ্ঠুর ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বা তাঁর লঘুচিত্তসঙ্গী অপেক্ষা অধিকতর মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন।

তিনি (টেম্পলার) বলিলেন, “আমার সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের দিব্য, যতটা মনে ভাবতেপারা যেত, তদপেক্ষা শৃঙ্খলার সঙ্গে এ সব লোক অগ্রসর হচ্ছে। আমি ওদের মধ্যে কোনোধ্বজা বা পতাকা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি আমার সোনার হার বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি যে, ওরা কোনো সম্ভ্রান্ত নাইট বা ভদ্রলোক কর্তৃক পরিচালিত, যে যুদ্ধকৌশলে পারদর্শী।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “আমি দেখেছি; আমি একটি নাইটের শিরজ্ঞাণের উপর একটাপালকের আন্দোলন ও একটা বর্মের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি। কালো বর্মপরা ওই দীর্ঘাকৃতি লোকটাকে দেখেছ? সেন্টডেনিসের দিব্য, আমি ওকে মনে করছি সেই লোক, যে আশ্‌বিরমল্লক্ষেত্রে, ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ তোমায় পরাস্ত করেছিল।”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “ভালই যে সে এখানে আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার সুযোগদেওয়ার জন্যে এসেচে।”

শত্রুগণের আসন্ন আক্রমণের গতিবিধি অধিক আলোচনায় বাধা দিল। প্রত্যেক নাইট তারনিজের নিজের স্থানে চলিয়া গেলেন এবং যিনি যে সামান্য অনুচর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের নেতা হইয়া স্পর্ধিত আক্রমণ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

যখন আইভ্যানহো আশ্বিন ক্রীড়াভূমিতে মুর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং মনে হইল সমস্ত পৃথিবীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, তখন রেবেকা অনুনয়-বিনয়ে পিতাকে রাজি করাইয়া তাহাকে আশ্বিন নগরের উপকণ্ঠবর্তী যে বাড়িতে ইহুদীরা তখনকার মতো বাস করিতেছিল, সেখানে লইয়া গেল।

সেখানে পৌঁছিয়া সে নিজের হাতে ক্ষত পরীক্ষা করিতে ও বন্ধন করিতে অগ্রসর হইল। ঔষধ সম্বন্ধে জ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা সে একজন বৃদ্ধা ইহুদিনীর কাছে আয়ত্ত করিয়াছিল, এই বৃদ্ধা ইহুদীদের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের কন্যা। তিনি রেবেকাকে নিজের সম্ভানের মতো ভালবাসিতেন এবং বিজ্ঞ পিতা তার কাছে যে গুণবিদ্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন—রেবেকাকে তাহা তিনি দান করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস। মিরিয়ামের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল সে সময়কার গাঁড়ামিরবলিস্বরূপ হওয়া; কিন্তু তাঁর গুণবিদ্যা তাঁর উপযুক্ত ছাত্রীর মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল।

আইভ্যানহো তখনো অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। রেবেকা ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিল, এবং তাহার চিকিৎসাশাস্ত্রানুমোদিত ঔষধ তাহাতে প্রলেপ দিয়া তাহার পিতাকে জানাইল যে, যদি জ্বর নিবারণ করা যায়, তাহা হইলে তাহার অতিথির জীবনের আর কোনো আশঙ্কা থাকিবে না; এবং আইভ্যানহো তাহাদের সঙ্গে ইয়র্কে যাইয়া ক্ষত আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের গৃহেই অবস্থান করেন, রেবেকা এই প্রস্তাবে তাহার পিতার সম্মতি আদায় করিয়া লইল।

সন্ধ্যা প্রায় শেষ না হইয়া যাওয়া পর্যন্ত আইভ্যানহো তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ফিরিয়া পান নাই। অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত তিনি নিজেকে একটি জাঁকজমকের সহিত সজ্জিতকক্ষে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু বসিবার জন্য চেয়ারের পরিবর্তে গদি থাকাতে এবং অন্য অন্য বিষয়ে প্রাচ্যরীতির অনেকটা থাকাতে তিনি সন্দেহ করিলেন ঘুমের ঘোরে তিনি প্যালেস্টাইনে নীত হইয়াছেন কিনা। এই ধারণা আরো বর্ধিত হইল যখন, পর্দা একদিকে সরানো হইলে একটি প্রতীচ্য রুচি অপেক্ষা প্রাচ্য রুচিতে সজ্জিতা বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিহিতা এক নারীমূর্তি প্রবেশ করিল এবং তার পিছনে একটি কৃষ্ণকায় ভৃত্য আসিল।

যখন আহত নাইট ওই সুন্দরী নারীমূর্তির সহিত কথা বলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, অমনি তিনি তার চুনির মতো রাঙা ও ঠাণ্ডা স্পর্শ করিয়া তাহাকে নীরব থাকিতে বলিলেন, এবং অনুচরটি তাহার নিকট যাইয়া আইভ্যানহোর পার্শ্বদেশের বস্ত্র অপসারিত করিল এবং ওই সুন্দরী ইহুদিনী নিজেকে আশ্বস্ত করিলেন যে, পটি যথাস্থানে আছে এবং ক্ষতসারিয়া যাইতেছে। তিনি তাহার কর্তব্য মহিমময় সারল্য ও মাধুর্যপূর্ণ বিনয়ের সহিত সম্পন্ন করিলেন। তার সামান্য ও সংক্ষেপ আদেশ হিব্রু ভাষায় ওই ভৃত্যকে প্রদত্ত হইল এবং সে তাহানীরবে পালন করিল।

আর বেশি প্রশ্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া আইভ্যানহো তাঁহার আরোগ্যের জন্য যাহা করা আবশ্যিক বলিয়া তাহারা ভাবিতেছিল তাহা করিতেছিলেন; এবং যখন ইহা শেষ হইল এবং তার দয়াবতী চিকিৎসাকারিণী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন তখন তিনি আর তার কৌতূহল দম করিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রাচ্যদেশ ভ্রমণ তাঁহাকে আরবী ভাষার সহিত পরিচিত করিয়াছিল, সেই আরবী ভাষায় তিনি আরম্ভ করিলেন, “দয়াবতী কুমারী, আপনিসৌজন্য প্রকাশ করে—”

কিন্তু এইখানে তিনি তাহার সুন্দরী চিকিৎসাকারিণী কর্তৃক মৃদুহাস্য দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেন, যে হাসি তিনি (কুমারী) চাপিতে পারিতেছিলেন না—তাহার চিন্তাপূর্ণ বিষাদভরা মুখমণ্ডলেওই হাসি একটি সুকুমার রেখা আনয়ন করিল। “নাইট মহাশয়, আমি ইংলন্ডের লোক এবং ইংরাজি ভাষায় কথা বলি, যদিও আমার পরিচ্ছদ ও বংশ ভিন্নদেশীয়।”

আইভ্যানহোর নাইট পুনরায় আরম্ভ করিলেন, “সম্ভ্রান্ত কুমারী”—এবং পুনরায় রেবেকা তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিল।

সে বলিল, “নাইট মহোদয়, ‘সম্ভ্রান্ত এই উপাধি আমার উপর অর্পণ করবেন না। এটা আপনার সত্ত্বর জানাই ভাল যে, আপনার দাসী একজন দরিদ্রা ইহুদিনী, ইয়র্কের আইজ্যাক-এর মেয়ে, সম্প্রতি আপনি যাঁর মহৎ ও সদাশয় প্রভু ছিলেন।”

প্রীতির সহিত সম্পূর্ণ অমিশ্রিত নয় এমন সশ্রদ্ধ প্রশংসার দৃষ্টি, যাহার সহিত আইভ্যানহো এতক্ষণ তাহার অপরিচিতা উপকারিণীকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ উদাসীন, সংযত ও শান্ত ভাবে পরিবর্তিত হইল। কিন্তু রেবেকার স্বভাবের কোমলতা ও সরলতা তিনি যে তাহার যুগের ও ধর্মের সাধারণ বিদ্বেষের অংশ পাইয়াছিলেন সেজন্য দোষারোপ করিলেন। সে (রেবেকা) তাহাদের ইয়র্কে যাইবার প্রয়োজনের কথা এবং তাঁহাকে (আইভ্যানহোকে) সেইস্থানে লইয়া যাওয়া ও যে পর্যন্ত তিনি (আইভ্যানহো) সারিয়া না ওঠেন, ততদিন তাহার (রেবেকার পিতার) বাটীতে তাঁহার দেখাশুনা করিবার জন্য পিতার সঙ্কল্পের কথা তাঁহাকে জানাইলেন। আইভ্যানহো এই সঙ্কল্পে আপত্তি প্রকাশ করিলেন; ইহা তিনি তাঁহার উপকারকগণকে অধিকতর ক্লেশ দিবার অনিচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

তিনি বলিলেন, “আশ্বিতে কিংবা তার নিকটে কি কোনো স্যাক্সন ভূম্যধিকারী বা ধনীকৃষক ছিল না যে তাদের একজন আহত স্বজাতিকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিল, যতদিন সে সেরেউঠে ধর্মগ্রহণ না করতে পারে? কোনো স্যাক্সন-দত্ত সম্পত্তি দ্বারা চালিত মঠ ছিল না যেখানে সে আশ্রয় লাভ করতে পারত?”

রেবেকা বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, “এই সমস্ত আশ্রয়ের সর্বাপেক্ষা যেটি খারাপ, সেটিও একজন ঘৃণিত ইহুদীর বাড়ির চেয়ে আপনার বাসের পক্ষে নিঃসন্দেহে অধিকতর উপযুক্ত। তবু, নাইট মশাই, আপনার চিকিৎসককে বিদায় না দেওয়া পর্যন্ত বাসা বদলাতে পারেন না। আপনি ভালই জানেন, যদিও আমরা ক্ষত উৎপাদন করবার ব্যবসা করি না, তবু আমাদের জাতি ক্ষত সারাতে পারে। বিশেষ করে আমাদের পরিবারে এমন গুণবিদ্যা জানা আছে, সলোমনের সময় থেকে বংশপরম্পরায় যা আমাদের হাতে এসেছে। কোনো নাজারিগ—আমি আপনার কাছে মাপ চাই, নাইট মহোদয়!—ব্রিটেনের চতুঃসমুদ্রের মধ্যস্থ কোনো খ্রিস্টান চিকিৎসক এক মাসের মধ্যে আপনাকে আপনার বর্ম বহন করাতে পারতো না।”

আইভ্যানহো অধীরভাবে বলিলেন, “কত শীর্গির আপনি আমাকে বর্ম বহন করতে সমর্থ করতে পারবেন?”

রেবেকা উত্তর দিল, “যদি আপনি ধৈর্য ধারণ করেন এবং আমার উপদেশ মেনে চলেন, তবে আট দিনের মধ্যে।”

উইলফ্রেড বলিলেন, “আমাদের পবিত্র দেবীর দিব্য, আমার বা অপর কোনো খাঁটিনাইটের এখন শয়্যাগত থাকবার সময় নয়; আর কুমারী, আপনি যদি আপনার কথা রাখতে পারেন, তবে আমি যেমন করেই পারি না কেন, আমার শিরস্ত্রাণ পূর্ণ করে ক্রাউন দ্বারা আপনাকে পুরস্কৃত করব।”

রেবেকা বলিল, “যে রৌপ্য আমাকে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তার পরিবর্তে যদি আমার একটিমাত্র প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তা হলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমার অঙ্গীকার আমি পূর্ণ করব এবং এখন থেকে আট দিনের দিন আপনি নিশ্চয়ই বর্ম বহন করতে সমর্থ হবেন।”

আইভ্যানহো বলিলেন, “তা যদি আমার ক্ষমতার মধ্যে হয়, এবং এরকম হয় যে, একজন ধর্মনিষ্ঠ খ্রিস্টান নাই আপনার স্বজাতির একজনকে দিতে পারে, তা হলে আপনার প্রার্থনা আমি সানন্দে ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পূর্ণ করব।”

রেবেকা উত্তর দিল—“না, আমি কেবলমাত্র আপনাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি যে, একজন ইহুদী একজন খ্রিস্টানের উপকার করতে পারে—যে পরমপিতা ইহুদী এবং খ্রিস্টানউভয়কেই সৃষ্টি করেছেন, তার আশীর্বাদ ব্যতীত অন্য কোনো পুরস্কারের লোভ না করেও।”

আইভ্যানহো উত্তর দিলেন, “তাতে সন্দেহ করা পাপ হবে, কুমারী! এখন, সদয়হৃদয় চিকিৎসাকারিণী ! আপনাকে বাইরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। সম্ভ্রান্তস্যাক্সন সেড্রিক এবং তাঁরপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সংবাদ কি? সুন্দরী মহিলা—” রাওএনার নাম একজন ইহুদীর বাড়িতেউচ্চারণ করিতে দ্বিধাবোধ করিয়াই যেন তিনি থামিলেন, “ওঁর কথা বলছি, যাঁকে ‘মল্লক্রীড়াররানি’ বলে অভিহিত করা হয়েছিল?”

রেবেকা বলিল, “নাইট মহোদয়, তিনি আপনার দ্বারা সুবিবেচনার সহিত সেই গৌরবজনক পদ অধিকার করতে মনোনীত হয়েছিলেন, যে বিবেচনা আপনার সাহসেরইমতো প্রশংসিত হয়েছিল।”

আইভ্যানহোর মুখমণ্ডল রাঙা হইল, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রাওএনার উপরতার আগ্রহ আনাড়িভাবে চাপিতে গিয়া তিনি অসতর্কভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিবলিলেন, “প্রিন্স জন্ অপেক্ষা তার কথা আমি কম করে বলতে চাই। এবং একজন বিশ্বস্তঅনুচর সম্বন্ধে কিছু, এবং কেন সে আমার পরিচর্যা করচে না।”

রেবেকা উত্তর দিল, “চিকিৎসা হিসাবে আমার ক্ষমতা আমায় ব্যবহার করতে দিন এবং নীরব থাকতে ও দুশ্চিন্তা করতে আপনাকে আদেশ করতে দিন; আমি আপনাকে ততক্ষণ বলছি আপনি যা জানতে ইচ্ছা করেন। প্রিন্স জন্ মল্লক্রীড়া ভেঙে দিয়েছেন এবং তাঁর দলের সম্ভ্রান্ত লোকগণ, নাইটগণ ও ধর্মযাজকগণের সঙ্গে ইয়র্কের দিকে দ্রুতগতিতে যাত্রা করেছেন। সকলে বলে তিনি অবৈধভাবে তাঁর ভ্রাতার মুকুট হরণ করতে ইচ্ছা করেন।”

আইভ্যানহো নিজেকে শয্যার উপর উত্তোলন করিয়া বলিলেন, “যদি ইংলন্ডে একজনও রাজতক্ত প্রজা থাকে, তবে তার (জন্-এর ভ্রাতার) স্বপক্ষে একটিমাত্রও আঘাত দেওয়ার পূর্বনয়। আমি তাদের শ্রেষ্ঠতম বীরের সঙ্গে রিচার্ডের অধিকারের জন্য যুদ্ধ করব।”

রেবেকা তাঁহার (আইভ্যানহোর) স্কন্ধদেশে নিজহস্তে স্পর্শ করিয়া বলিল, “কিন্তু আপনিযাতে তা করতে সমর্থ হতে পারেন, সেজন্য আপনি নিশ্চয়ই এখন আমার উপদেশ অনুসারেচলবেন এবং শান্ত থাকবেন।”

আইভ্যানহো বলিলেন, “সত্য, কুমারী, ততটা শান্ত থাকব, যতটা এই অশান্ত সময়ে থাকা সম্ভব। সেড্রিক এবং তাঁর পরিবারবর্গের কি সংবাদ?”

ইহুদিনী বলিল, “অলক্ষণ আগে তার প্রধান কর্মচারী তাড়াতাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতেসেড্রিকের মেঘদল থেকে উৎপন্ন পশমের দাম আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন; তার কাছে শুনলাম সেড্রিক ও কনিংগসবার্গের এথেলষ্টোন অত্যন্ত বিরক্ত অবস্থায় প্রিন্স জন্-এরবাড়ি থেকে চলে গিয়েছেন এবং বাড়ি ফিরবার উদ্যোগ করছেন।”

উইলফ্রেড জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোনো মহিলা কি তার সঙ্গে ভোজে গিয়েছিলেন?”

রেবেকা বলিল, “লেডি রাওএনা রাজপুত্রের ভোজে যান নাই এবং তিনি তাঁরঅভিভাবক সেড্রিকের সঙ্গে রদারউডের পথে যাত্রা করেছেন; আর আপনার বিশ্বস্ত অনুচর গার্বসম্বন্ধে—

নাইট উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “ওহো! আপনি তা হলে তারও নাম জানেন?—কিন্তু আপনিজানবেন”—তিনি তখন বলিলেন, “এবং ঠিকই জানবেন, কারণ আপনার হাত থেকে এবং এখনআমার দৃঢ়বিশ্বাস যে আপনার মহত্বের দরুণ সে সবে কাল একশত জেকিন পেয়েছিল।”

রেবেকা লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, “সে কথা বলবেন না।”

আইভ্যানহো গম্ভীরভাবে বলিলেন, “কিন্তু আমার আত্মসম্মম মতো এই টাকা আপনার পিতাকে প্রত্যর্পণ করা আমার উচিত—বেচারি গার্খের ভাগ্যে কি ঘটেচে এ সম্বন্ধে একটা কথাবলুন এবং আপনাকে প্রশ্ন করা আমি শেষ করছি।”

ইহুদিনী উত্তর করিল, “নাইট মহোদয়, আমি দুঃখের সঙ্গে বলচি যে, সেড্রিকেরআদেশানুযায়ী সে (গার্খ) বন্দী।” এবং এই সংবাদ উইলফ্রেডকে ব্যথিত করিয়াছে দেখিয়া, তখনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, “কিন্তু দেওয়ান অসওয়াল্ড বলছিল যে যদি তার বিরুদ্ধে তার প্রভুর নূতন কোনো অভিযোগের কারণ উপস্থিত না হয়, তাহলে সে (অসওয়াল্ড) নিশ্চিত বলতে পারে সেড্রিক গার্খকে ক্ষমা করবেন।”

আইভ্যানহো বলিলেন, “মনে হচ্ছে যে-কেউ আমার ওপর সদয় হবে, আমি তার ধ্বংসআনয়ন করব, এই আমার ভাগ্য। কুমারী, আপনি দেখছেন কি এক মন্দভাগ্য ব্যক্তিকে আপনিসাহায্য করবার জন্যে পরিশ্রম করছেন; বুঝে চলুন এবং যে সব বিপদ শিকারীকুকুরের ন্যায়আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ছুটেছে, তাদের অনুসরণে আপনাকেও জড়াবার পূর্বে আমাকেযেতে দিন।”

রেবেকা বলিলেন, “না, নাইট মহোদয়, আপনার দুর্বলতা এবং আপনার শোকভগবানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনার ভ্রান্ত ধারণা উৎপাদন করছে। আপনাকে আপনার দেশেরকাজে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে যখন একজন সহৃদয় বীরের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল এবং আপনি আপনার শত্রুদের ও আপনার রাজার দর্প চূর্ণ করেছেন। অতএব, সাহস অবলম্বন করুন এবং বিশ্বাস করুন আপনার দৃঢ় হস্ত কোনো বিস্ময়জনক কার্য করবে সেইজন্য আপনি রক্ষিতহয়েছেন। বিদায়, রিউবেনের হাত দিয়ে আমি আপনাকে যে ঔষধ পাঠাব, তা সেবন করে পুনরায় সংযত হয়ে বিশ্রাম করুন।”

আইভ্যানহো এই যুক্তির সারবত্তা বুঝিলেন এবং রেবেকার আদেশ পালন করিলেন। রিউবেন যে ঔষধ সেবন করাইল, তাহাতে রোগীর গভীর ও নিরুপদ্রব নিদ্রা হইল। প্রাতঃকালেতাহার করুণাময়ী চিকিৎসাকারিণী জ্বরের লক্ষণ হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ মুক্ত দেখিতে পাইলেনএবং ভ্রমণের ক্লেশ সহিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন।

মল্লভূমি হইতে যে অশ্ববাহিত ডুলিতে তাহাকে আনা হইয়াছিল, সেই ডুলিতেই তাহাকে তোলা হইল এবং যাহাতে তিনি আরামে যাত্রা করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বিত হইল। আইজ্যাক সর্বদা ডাকাতির ভয় চোখের সম্মুখে দেখিতেছিল। সুতরাং সে অতি দ্রুত গমন করিতে লাগিল ও অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিল এবং আরো অল্প সময়ের জন্য খাওয়া দাওয়া করিতে লাগিল—ফলে সেড্রিক ও এথেলষ্টেন তাহার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তবু সে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গেল। আইজ্যাক যে দ্রুতগতিতে ভ্রমণকরিবার জন্য জিদ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার ও তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যে লোকগুলিকে সে ভাড়া করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকবার কলহ হইয়াছিল। এবং এই ফল হইল যে, যখন বিপদের ভয় নিকটে আসিল, তখন সেই অসম্ভব ভাড়াটে লোকগুলি কর্তৃক সে পরিত্যক্ত হইল।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ইহুদী ও তাহার কন্যা আহত রোগীসহ এই শোচনীয় অবস্থাতে সেড্রিক কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল এবং অব্যবহিত পরেই তাহারা দ্য ব্রাসি ও তাহারবন্ধুগণের হাতে পড়িয়াছিল। ওই অশ্ববাহিত ডুলির প্রতি প্রথমে সামান্য লক্ষ্য করা হইয়াছিল এবং দ্য ব্রাসির কৌতূহল না হইলে ইহা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে পারিত। ইহার মধ্যে তাহারঅভিযানের লক্ষ্য থাকিতে পারে, এই ধারণায় তিনি ইহার মধ্যে চাহিয়া দেখিলেন যে, ডুলির মধ্যে একটি আহত ব্যক্তি; তিনি (উইলফ্রেড) নিজেকে স্যাক্সন দস্যুগণের হাতে পতিতভাবিয়া এবং নিজের নাম করিলে তাহাদের নিকট রক্ষার উপায় স্বরূপ হইতে পারে ইহা মনে করিয়া—সরলভাবে নিজেকে আইভ্যানহো-র উইলফ্রেড বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

যে বীরোচিত উদারতা তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা ও চপলতার মধ্যেও দ্য ব্রাসিকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে নাই, তাহা তাহাকে ওই অসহায় নাইটের অনিষ্ট করিতে বাধা প্রদান করিল, এবং সমভাবেই তাহাকে (উইলফ্রেড-কে) ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর হস্তে সমর্পণ করাতেও বাধা দিয়াছিল—যে লোক (ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ) আইভ্যানহো জমিদারীর বিপক্ষ দাবীদারকে মারিয়া ফেলিতেকোনো দ্বিধা করিত না। অপরপক্ষে লেডি রাওএনার অনুগৃহীত বিবাহপ্রার্থীকে মুক্তি দেওয়া এমন একটা উচ্চ মাত্রার ভাবের পরিচায়ক ছিল যে, দ্য ব্রাসির উদারতার উচ্চতম মাত্রারও তাহাউর্ধ্ব অবস্থিত ছিল। যে পথ তিনি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইলেন, তাহা ভাল ও মন্দেরমাঝামাঝি, এবং তাহার দুইজন ভৃত্যকে ডুলির কাছে থাকিতে এবং ইহার নিকটে কাহাকেও আসিতে না দিতে আদেশ করিলেন। টর্কুইলষ্টোন-এ পৌঁছিয়া দ্য ব্রাসিরঅনুচরেরা একজন আহত সঙ্গী এই নামে আইভ্যানহো-কে একটি দূরস্থিত কক্ষে লইয়া গেল।

এখানে তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার আলরিকাকে দেওয়া হইল, কিন্তু সে, যাহার মস্তিষ্কপ্রতিহিংসার আশায় ও ক্ষতির স্মৃতিতে জ্বলিতেছিল, রেবেকার রোগীর ভার তাহার হাতে দিতে সহজেই সম্মত হইয়াছিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পুনরায় নিজেকে আইভ্যানহো-র পার্শ্বে দেখিয়া রেবেকার যে অপূর্ব আনন্দের অনুভূতি হইলতাহাতে সে বিস্মিত হইল, এমন কি এমন সময়ে যখন তাহাদের চতুর্দিকের অবস্থা হতাশাপূর্ণনা হইলেও, বিপদের বটে। যখন সে তাঁহার (আইভ্যানহোর) নাড়ী দেখিল এবং স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল, তখন তাহার স্বর বাধিতে লাগিল এবং হাত কাঁপিতে লাগিল এবং “ও তুমি, লক্ষ্মী মেয়েটি” আইভ্যানহোর এই আবেগহীন প্রশ্ন তাহাকে আত্মস্থ করিল এবং তাহাকে স্মরণকরাইয়া দিল যে, সে (রেবেকা) যে আবেগ অনুভব করিতেছে, তাহা কখনো পরস্পরের নহে, এবং হইতেও পারে না। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল, কিন্তু ইহা শোনা গেল না। এবং তিনি নাইটের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহা শান্ত বন্ধুত্বের সুরে। আইভ্যানহো তাড়াতাড়িউত্তর দিলেন যে, স্বাস্থ্য বিষয়ে তিনি যেরূপ আশা করিয়াছিলেন তদপেক্ষা তিনি ভাল আছেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন, “সুশীলা কুমারী, আমার মন যন্ত্রণার দ্বারা যতটা অস্থির, উদ্বেগ দ্বারা তদপেক্ষা অধিকতর বিক্ষুব্ধ। যে লোকগুলি এইমাত্র আমার প্রহরী ছিল তাহাদের কথা হইতে জানিলাম যে, আমি একজন বন্দী; এবং যে কর্কশ উচ্চস্বর এইমাত্র তাহাদিগকে এখনহইতে কোনো সামরিক কর্তব্যে পাঠাইয়াছে তাহা যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে আমিফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর দুর্গে। তাহা যদি হয়, ইহা কিভাবে শেষ হইবে এবং আমি কেমন করিয়া লেডি রাওএনা এবং আমার পিতাকে রক্ষা করিব?”

রেবেকা মনে মনে বলিলেন, “উনি ইহুদী বা ইহুদিনীর নাম করলেন না, আমার চিত্ত ওঁরওপর পড়ার দরুন ভগবান আমাকে কেমন উচিত শাস্তি দিয়েছেন!” এই সংক্ষিপ্ত আত্মনিগ্রহের পরে তিনি তাড়াতাড়ি যে সংবাদ পাইলেন, (আইভ্যানহো-কে) প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহা মাত্র এই যে, টেম্পলার বোয়া-গিলবার ও ব্যারন ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ দুর্গমধ্যে নেতা; এবং বাহিরহইতে ইহা অবরুদ্ধ হইয়াছে,—কিন্তু কাহাদের দ্বারা, তাহা তিনি জানেন না। তিনি বলিলেন, দুর্গমধ্যে একজন খ্রিস্টান পুরোহিত আছেন, তিনি আরো সংবাদের অধিকারী হইতে পারেন।

নাইট সানন্দে বলিলেন, “খ্রিস্টান পুরোহিত! রেবেকা, তাঁকে এখানে নিয়ে এসো। বলো, একজন অসুস্থ ব্যক্তি তার কাছে পারত্রিক উপদেশ পেতে ইচ্ছা করে।”

রেবেকা আইভ্যানহোর ইচ্ছা অনুসারে সেড্রিককে ওই আহত নাইটের কক্ষে আনিবারচেষ্টা করিয়াছিলেন; আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, ইহা আরফ্রিড বাধা দেওয়াতে ব্যর্থহইয়াছিল, যে নিজেও কল্পিত সন্ন্যাসীকে পথে আটকাইবার অপেক্ষায় ছিল। রেবেকা তাহার কার্যের ফলাফল আইভ্যানহো-কে জানাইবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন।

দুর্গরক্ষার উদ্যোগ-আয়োজনে দুর্গমধ্যে যে গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছিল, এখন তাহাদশগুণ হুড়াহুড়ি ও চিৎকারে পরিণত হইল। সশস্ত্র সৈনিকগণের গুরু পদশব্দ দুর্গ-প্রাচীর অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল কিংবা সঙ্কীর্ণ ও আঁকাবাঁকা বারান্দাগুলির উপর এবং যে সিঁড়িগুলিদিয়া বিভিন্ন রক্ষার স্থানগুলিতে যাওয়া যাইত, তাহার উপর প্রতিধ্বনিত হইল। নাইটগণের কণ্ঠস্বর তাঁহাদিগের অনুচরদিগকে আশ্বাস দিতে কিংবা দুর্গরক্ষার উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিতে শোনা গিয়াছিল। রক্ত তাহার গণ্ডস্থল ত্যাগ করা সত্ত্বেও রেবেকার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; এবং যখন তিনি তুণ খটখট করিতেছে, -ঝকঝকে ঢাল ও বর্শা—দলপতিদের চিৎকার ওশব্দ!” ধর্মগ্রন্থের এই পবিত্র বাক্য অর্ধেক তাহার নিজের কাছে এবং অর্ধেক তাহার সঙ্গীর কাছে আবৃত্তি করিয়াছিলেন তখন তাহার মনে ভয় ও মহত্বের রোমাঞ্চকর অনুভূতির একটা প্রবলসংমিশ্রণ হইয়াছিল।

আইভ্যানহো বলিলেন, “যদি আমি নিজেকে টেনে ঐ জানালার কাছে নিয়ে যেতে পারতাম, আমি দেখতাম এই সাহসের কাজ কি ভাবে চলচে! যদি তীর ছুঁড়বার আমার একটা ধনুক থাকত কিংবা যুদ্ধ-কুঠার থাকত মারবার যদি আমাদের রক্ষার জন্যে একটা আঘাতওকরতে পারি! ...সব বৃথা—সব বৃথা—আমি স্নায়ুহীন ও অঙ্গহীন!”

রেবেকা উত্তর দিল, “সম্ভ্রান্ত বীর, ক্ষোভ করবেন না, শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে; বোধ হয় তারা যুদ্ধে যোগ দেবে না।”

উইল্‌ফ্রেড অধীরভাবে বলিলেন, “তুমি তার কিছুই জানো না, এই নিস্তব্ধতা কেবলজানিয়ে দিচ্ছে যে লোকে দুর্গ-প্রাচীরে তাদের নিজ নিজ স্থানে আছে এবং হঠাৎ আক্রমণেরপ্রতীক্ষা করছে। যদি আমি ওই অদূরবর্তী জানালায় পৌঁছুতে পারতাম।”

তঁর সঙ্গী বলিল, “নাইট মহোদয়, সে চেষ্টাতে কেবল নিজেকে আহত করবেন মাত্র।” কিন্তু তার নির্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া তিনি বলিলেন, “আমি নিজে জাফরীতে দাঁড়াব এবং বাহিরে কি হয় যতটা পারি, ততটা তোমাদের জানাব।”

আইভ্যানহো চিৎকার করিয়া বলিল, “তুমি তা করবে না—কখনই করবে না। প্রত্যেকজাফরী, প্রত্যেক ফাঁক শীঘ্রই তিরন্দাজদের লক্ষ্যস্থল হবে; কোনো লক্ষ্যহীন তীর—”

রেবেকা দৃঢ় পদে জানালায় যাওয়ার দুই তিনটি ধাপ উঠিতে উঠিতে বলিলেন, “তা” সাদরে অভ্যর্থিত হবে!”

“রেবেকা—প্রিয় রেবেকা !” আইভ্যানহো চিৎকার করিয়া বলিলেন, “ও কুমারীর খেলার বস্তু নয়; তুমি আঘাত এবং মৃত্যুর সম্মুখে নিজেকে অনাবৃত্ত করো না এবং ইহার কারণস্বরূপহয়েছিলুম বলে আমাকে চিরকালের জন্য অসুখী করো না; অন্তত ওই প্রাচীন ঢালখানা দিয়েনিজেকে আবৃত্ত করো এবং জানালাতে তোমার শরীরের যতটা সম্ভব অল্পাংশ প্রদর্শন করো।”

আইভ্যানহোর উপদেশ অনুসরণ করিয়া ওই সুবৃহৎ প্রাচীন ঢালের আশ্রয় লইয়া যাহা তিনি জানালার নিম্নাংশের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন—রেবেকা খানিকটা নিরাপদ হইয়া দুর্গের বাহিরে কি ঘটিতেছিল সবই দেখিতে পাইতেছিলেন এবং আক্রমণকারীরা আক্রমণের কি উদ্যোগ করিতেছিল সব বর্ণনা করিতে পারিতেছিলেন।

সে বলিল, “বনের প্রান্তভাগে মনে হচ্ছে তিরন্দাজেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে, যদিও তারঘন ছায়া থেকে অল্প কয়েকজন মাত্র বার হয়েছে।”

আইভ্যানহো বলিলেন, “দেখতে পাচ্ছ কারা দলপতির কাজ করচে?”

ইহুদীনী বলিল, “কৃষ্ণবর্ণ বর্মে আচ্ছাদিত একজন নাইটকে সকলের চেয়ে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে এবং তিনি তার চতুর্দিকের সমস্ত ব্যাপারের পরিচালনাভার গ্রহণ করেছেন মনে হচ্ছে।”

আইভ্যানহো উত্তর করিলেন, “তার ঢালের উপরকার চিহ্ন কি?”

“একটা লোহার শিক এবং কালো ঢালের ওপর নীলবর্ণের তালার মতো অনেকটা।”

আইভ্যানহো বলিলেন, “একটি বেড়ি ও নীলরঙের হাতকড়ি! জানি না এই চিহ্ন কেবলন করছেন, কিন্তু এখন এ আমার নিজের চিহ্ন হতে পারে। ঢালের লিখন কি দেখতে পাচ্ছে?”

রেবেকা উত্তর দিল, “এতদূর থেকে চিহ্নই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ওরা অগ্রসর হয়ে আছে— জায়ন্-এর ভগবান আমাদের রক্ষা করুন!—কি ভয়ানক দৃশ্য!—যারা প্রথমে অগ্রসর হচ্ছে তারা বড় বড় ঢাল এবং কাঠের তক্তার রক্ষণের আবরণ বহন করছে; অন্য সকলে পিছনে পিছনে আছে... তাদের ধনুক বাঁকিয়ে আসচে— তারা ধনুক তুলচে!...মোসির-এর ভগবান, আপনার সৃষ্ট জীবদিগকে ক্ষমা করুন!”

এখানে তাহার বর্ণনা আক্রমণের সঙ্কেত দ্বারা হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইল; একটি কর্কশ ও উচ্চ শিঙ্গার নিনাদ দ্বারা এই আদেশ প্রদত্ত হইল এবং তখনই দুর্গপ্রাচীর হইতে নর্মান তুরিনিনাদ দ্বারা ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছিল। উভয় পক্ষের চিৎকার এই ভীষণ গোলমাল বর্ধিতকরিয়াছিল—আক্রমণকারীরা “সুখময় সুন্দর ইংলন্ডের সহায় সেন্ট জর্জ” বলিয়া চিৎকার করিতেছিল এবং নর্মানরা উচ্চরবে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নেতাদের যুদ্ধনাদের দ্বারা উহার উত্তর দিল।

আক্রমণকারীগণের প্রাণপণ চেষ্টা অবরুদ্ধ যোদ্ধাগণের তদুপযুক্ত বাধার দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইল। তিরন্দাজগণ তাহাদের মৃগয়া প্রভৃতি দ্বারা শরক্ষেপী ধনুকের ব্যবহারে শিক্ষিত হইয়া, সেই সময়ের উপযোগী ভাষাতে বলিতে গেলে, তাহাদের তির এমন ‘ঘন ভাবে’ নিষ্ক্ষেপ করিতেছিল যে, দুর্গের যেখানে একজন রক্ষকও তাহার শরীরের বিন্দুমাত্র অংশও দেখাইতেছিল—তাহাদের (আক্রমণকারীগণের) কাপড় মাপিবার গজকাঠির মতো সুদীর্ঘ তির হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। কোনো এক পক্ষ কোনো বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতে সমর্থ হইলে অথবা নিজেরা কোনো বিষম ক্ষতি ভোগ করিলে যে চিৎকার উত্থিত হইত উভয় পক্ষের তিরের ও নিষ্কিণ্ড শস্ত্রাদির সোঁ সোঁ শব্দ কেবলমাত্র সেই উচ্চ চিৎকার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

আইভ্যানহো চিৎকার করিয়া বলিলেন, “আর সেই খেলা যখন অপরের হাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যে খেলা আমাকে মৃত্যু বা স্বাধীনতা দান করতে সমর্থ, তখন আমি এখানে একজন শয়্যাগত সন্ন্যাসীর মতো পড়ে থাকব! করুণাময়ী কুমারী, আর একবার জানালা হতে দেখ, কিন্তু সাবধান যেন নীচেকার তিরন্দাজগণের দ্বারা লক্ষীভূত হয়ো না। আর একবার দেখ, এবং আমায় বলো তারা এখনো আক্রমণে অগ্রসর হচ্ছে কি না। কি দেখচ, রেবেকা?”

“আর কিছু না, কেবল অগণ্য শরজাল; এত ঘন ভাবে তারা তির ছুঁড়েছে যে, আমার চোখঝলসে যাচ্ছে এবং যে তিরন্দাজগণ তির ছুঁড়েছে, তাদেরকে ঢেকে ফেলেছে।”

আইভ্যানহো বলিলেন, “বেশিক্ষণ এটা স্থায়ী হবে না; যদি শুধু অস্ত্রের বলে দুর্গ অধিকার করবার উদ্দেশ্যে তারা সোজাসুজি অগ্রবর্তী হয়, তবে প্রস্তর-প্রাচীর ও প্রাকারের বিরুদ্ধে তিরনিষ্ক্ষেপ কার্যকর হবে না। হাতকড়ি-চিহ্নযুক্ত নাইটকে খুঁজে বার করো। এখন তিনিকি রকম যুদ্ধ কচ্ছেন?”

রেবেকা বলিল, “আমি তাঁকে দেখছি না।”

আইভ্যানহো চিৎকার করিয়া বলিলেন, “হেয় কাপুরুষ! তিনি হাল ছেড়ে দিলেন যখনঝড়ের জোর খুব বেশি?”

রেবেকা বলিল, “তিনি পিছু হটেননি-পিছু হটেননি! আমি এখন তাকে দেখতে পাচ্ছি; উপদুর্গের বাইরের প্রাচীরের কাছে তিনি একদল লোকের পুরোভাগে রয়েছেন তারাকুঠী ও বেড়া কেটে ফেলেছে, বেড়া তারা কুঠার দিয়ে কাটচে—দলের ওপর দিয়ে তার কৃষ্ণবর্ণপালক উড়ছে। তারা বেড়া ফাঁক করে ফেলেছে—জোর করে ঢুকে

পড়ল—তাদের ঠেলে হটিয়ে। দেওয়া হল! বেড়ার ফাঁকে ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ আর কৃষ্ণবেশী নাইট হাতাহাতি যুদ্ধ করছেন। তারপর সে (রেবেকা) উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল “তিনি মাটিতে পড়ে গেছেন! তিনিমাটিতে পড়ে গেছেন!”

আইভ্যানহো চিৎকার করিয়া বলিলেন, “কে পড়ে গিয়েছেন? আমাদের প্রিয় দেবীর দিব্য, ওদের মধ্যে কে পড়েছে বলো আমায়?”

রেবেকা অস্ফুট স্বরে বলিল, “কৃষ্ণবেশী নাইট”, কিন্তু পরক্ষণেই আনন্দপূর্ণ আগ্রহের সহিত চিৎকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু না—না! দেবগণের অধিপতির নাম ধন্য হোক! তিনি আবার উঠেচেন, এবং এমন যুদ্ধ করচেন যেন তাঁর একা হাতে কুড়ি জন লোকের বল— তাঁরতলোয়ার ভেঙে গেছে—একজন সৈন্যের হাত থেকে একটা কুঠার তিনি কেড়ে নিলেন—ফ্রঁ-দ্য-ব্যফকে তিনি আঘাতের ওপর আঘাত করচেন। দৈত্য নুয়ে পড়েছে— কাঁপচে, —সে পড়ে গেল—সে পড়ে গেল!”

আইভ্যানহো চিৎকার করিয়া বলিলেন, “ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ?”

ইহুদিনী উত্তর দিল, “ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ। তার সৈন্যদল উদ্ধত টেম্পলার-এর নেতৃত্বে তাকে উদ্ধার করতে ছুটেছে; তাদের মিলিত শক্তি বিজেতাকে থামতে বাধ্য করেছে। ওরা ফ্রঁ-দ্য-ব্যফকে দুর্গ-প্রাচীরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।”

আইভ্যানহো বলিলেন, “আক্রমণকারীরা বেড়া দখল করেছে, করেনি?”

রেবেকা উচ্চকণ্ঠে বলিল, “তারা দখল করেছে—দখল করেছে! এবং অবরুদ্ধদিগকে তারা ভীষণভাবে বাইরের দেওয়ালে চেপে ধরেছে; কতকগুলো লোক মই বসিয়েছে, আর কতকগুলি লোক মৌমাছির মতো দল বাঁধচে ও একজন অপরের কাঁধে ওঠবার চেষ্টা করচে। তাদের মাথার ওপর পাথর, কড়িকাঠ ও গাছের গুড়ি বর্ষিত হচ্ছে। ভগবান, মানুষকে আপনি আপনার নিজের প্রতিকৃতি দিয়েছেন কি তার ভাইয়েদের হাতে এমন নিষ্ঠুরভাবে বিকৃত করার জন্যে?”

আইভ্যানহো বলিলেন, “সে বিষয়ে চিন্তা করো না; সে চিন্তার এ সময় নয়—কেহারচে?—কারা ঠেলে অগ্রসর হচ্ছে?”

রেবেকা কাঁপিয়া উঠিয়া উত্তর দিল, “মইগুলি নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে; তাদের নীচে সৈন্যদল নিষ্পিষ্ট সরীসৃপের মতো লুণ্ঠিত হচ্ছে, অবরুদ্ধেরা জয়লাভ করেছে!”

নাইট চিৎকার করিয়া বলিলেন, “সেন্ট জর্জ আমাদের সাহায্য করুন! কাপুরুষ তিরন্দাজেরা কি হঠে গেল?”

রেবেকা চিৎকার করিয়া বলিল, “না, তারা ঠিক ইয়োম্যানদের মতো বীরত্বের সঙ্গেই যুদ্ধ করচে—কৃষ্ণবেশী নাইট তার কুঠার হাতে ফটকের কাছে আসছেন—তিনি বজ্রের মতো আঘাত করছেন, তার শব্দ আপনি সমস্ত রণ-কোলাহলের ওপরেও শুনতে পাবেন—পাথর ও কড়িকাঠ ওই সাহসী বীরের ওপর বর্ষিত হচ্ছে—কাটা গাছের বীজের ওপরকার আবরণ অথবা পালকেরই মতো তিনি ভাবছেন সেগুলোকে!”

আইভ্যানহো নিজেকে আনন্দের সঙ্গে তার শয্যায় উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, “এক্রিসেসেন্ট জন্-এর দিব্য, আমার মনে হয় ইংলন্ডে মাত্র একজন লোক আছেন, যিনি একাজ করতে পারতেন।”

রেবেকা বলিয়া চলিল, “সম্মুখের বড় ফটক কাঁপচে—মড়মড় করছে—তাঁর আঘাতে এটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল—তারা বেগে ঢুকে পড়ল—বহির্দুর্গ অধিকৃত হয়েছে। আহা, ভগবান !

তারা রক্ষকদের প্রাচীরের ওপর থেকে নীচে ফেলে দিচ্ছে—মানুষেরা, যদি সত্যিকার মানুষহও, তবে যাদের আর বাধা দেবার ক্ষমতা নেই, তাদের প্রাণে মেরো না।”

আইভ্যানহো চিৎকার করিয়া বলিলেন, “দুর্গের মধ্যে যাতায়াত করার যে সেতু তারাকি সেতু-পথটি দখল করেছে?”

রেবেকা উত্তর করিল, “না; যে তক্তার সাহায্যে তারা পার হচ্ছিল, টেম্পলার তা নষ্ট করে দিয়েছে; কয়েকজন রক্ষক তার সঙ্গে দুর্গের মধ্যে পালিয়ে এসেছে—যে আতর্নাদ ও চিৎকার আপনি শুনছেন, তা অপরগুলির ভাগ্য ঘোষণা করছে—হায়! আমি দেখছি যে যুদ্ধঅপেক্ষা বিজয় দেখা আরো কঠিন। এখন এসব শেষ হয়েছে, আমাদের বন্ধুরা যে বহির্দুর্গ দখল করেছে, সেখানে বল সঞ্চয় করচে।”

আইভ্যানহো বলিলেন, “রেবেকা, এমন কিছু দেখচ না যার দ্বারা কৃষ্ণবেশী নাইটকেচেনা যায়?”

ইহুদিনী বলিল, “কিছুই না; তার চারিদিকে রাত্রির কাকের মতো কাল আবরণ। কিন্তু একবার যুদ্ধে তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, হাজার যোদ্ধার মধ্যেও আমি তাকে আবার চিনে নিতে পারি—তার মধ্যে শুধু শক্তি ছাড়া আরো কিছু আছে। তিনি তার শত্রুদিগকে যে আঘাত করছেন—তার প্রত্যেকটির মধ্যেই তিনি যেন সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢেলে দিচ্ছেন।”

আইভ্যানহো বলিলেন, “রেবেকা, তুমি একটি বীরকে এঁকেচ। নিশ্চয়ই শুধু সৈন্যদের ক্লাস্তি দূর করাবার জন্যে কিংবা পরিখা পার হওয়ার উপায় দেখবার জন্যে তিনি বিশ্রাম করছেন। তুমি যে নাইটকে বর্ণনা করে, সে রকম নেতার অধীনে কোনো কাপুরুষোচিত ভয়ও ঔদাসীন্যপূর্ণ বিলম্ব থাকতে পারে না। আমার বংশের গৌরবের নামে আমি শপথ করেবলছি, এরকম যুদ্ধে এরকম বীরের পাশে একদিন যুদ্ধ করে আমি দশ বছরের বন্দীদশা সহ্যকরব।”

রেবেকা জানালায় ধর হইতে সরিয়া আহত নাইটের শয্যার দিকে আসিতে আসিতে বলিল, “হায়! যুদ্ধের জন্যে এই অধীর আগ্রহ আপনার নষ্ট স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে অকৃতকার্যহবে না। কি করে আপনি অপরের অঙ্গে আঘাত করবার আশা করতে পারেন, যখন আপনি নিজে যে আঘাত পেয়েছেন, তা আরাম হয়নি?”

তিনি বলিলেন, “যুদ্ধপ্রীতি হচ্ছে সেই খাদ্য, যা খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি। আমরা বাঁচি—আমরা বাঁচতে চাই না—যে সময় আমরা বিজয়ী ও যশস্বী হই, সেই সময়টুকু ছাড়া। কুমারী, আমরা যে বীরোচিত কর্তব্য পালনের শপথ গ্রহণ করেছি, তার এই নিয়ম এবং তারজন্য আমরা যা কিছু প্রিয় মনে করি, সবই বলি দিই।”

সুন্দরী ইহুদিনী বলিল, “হায়! বীর নাইট, মিথ্যা গর্বের যে দৈত্য তার কাছে বলি উৎসর্গকরা ছাড়া এ আর কি? মৃত্যু যখন শক্তিমান পুরুষের বর্শা ভেঙে দেয়ও তার যুদ্ধের ঘোড়ারগতি অতিক্রম করে, তখন যত রক্তপাত করেছেন, তার পুরস্কারস্বরূপ আপনাদের কি অবশিষ্ট থাকে?”

আইভ্যানহো চিৎকার করিয়া বলিলেন, “কি থাকে? যশ, কুমারী, যশ। তুমি, কুমারী, কিবিষয়ে কথা বলচ, জানো না। রেবেকা, তুমি খ্রিস্টান নও; এবং তোমার কাছে সেই সমস্ত উন্নতমনোভাব অজ্ঞাত, যা একজন উচ্চবংশোদ্ভূত কুমারীর হৃদয় স্ফীত করিয়া তোলে যখন তারপ্রাণী কোনো বীরত্বের কাজ করেছেন, যা তার প্রেমকে অনুমোদন করে।”

রেবেকা মনে মনে বলিল, “তিনি এই হৃদয়ের কথা অতি অল্পই জানেন—এত অল্পই জানেন যে, তিনি ভাচেন কাপুরুষতা ও নীচাশয়তা এর অতিথি হবে, কারণ আমিনেজারিনদের কিছুতকিমাকার বীরত্ব-প্রণালীর নিন্দা করেচি। ভগবান যদি এমন করতেন যে, আমার রক্ত বিন্দু বিন্দু দানে আমার পিতা বন্দীদশা হতে মুক্ত হতেন এবং এই তাঁর উপকারকঅত্যাচারীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতেন!”

তারপর সে আহত বীরের শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিল।

সে বলিল, “উনি (আইভ্যানহো) ঘুমুচ্ছেন। হায়! শেষবারের মতো যদি একবার দেখি তবে কি পাপ হবে?—এবং আমার পিতার!—ও, আমার পিতা! তার মেয়ের পক্ষে এ মহা অপরাধ যে, যৌবনের সোনার বর্ণের কেশরাজির জন্য তাঁর ধূসরবর্ণ কেশ স্মরণ করা হচ্চেনা! কিন্তু এই পাগলামি আমি আমার হৃদয় থেকে দূর করে দেব—যদিও প্রত্যেক তন্তু থেকে রক্তস্রাব হয় এ ছিঁড়ে ফেলতে!”

সে অবগুণ্ঠনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিল ও আহত বীরের শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সেদিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিল; সে বাহির হইতে যে অমঙ্গল আসন্ন হইয়াছে শুধু তাহারই বিরুদ্ধে নহে, ভিতর হইতে যে সকল বিশ্বাসঘাতক মনোভাব তাহাকে আক্রমণ করিতেছিল, তাহাদের বিরুদ্ধেও নিজেকে দৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অবরুদ্ধ ও বিপদগ্রস্ত দুর্গের অধিপতি শারীরিক বেদনায় ও মানসিক যন্ত্রণায় শয্যাতে শায়িত ছিলেন। সেই মুহূর্ত এখন আসিয়াছিল যখন পৃথিবী এবং তার সমস্ত ধনরাজি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতেছিল এবং যখন ওই নিষ্ঠুর ব্যারনের হৃদয় ভীতিসঙ্কুচিত হইয়াপড়িতেছিল যখন তিনি ভবিষ্যতের ব্যর্থতাপূর্ণ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন।

ব্যারন দস্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন, “সেই পুরোহিত-কুকুরের দল কোথায় গেল এখন, যারা তাদের আধ্যাত্মিক তামাশাকে এত মূল্যবান মনে করে? ওই সব নগ্নপদ কারমেলিট সন্ন্যাসিগণই বা এখন কোথায় যাদের জন্য ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ সেন্ট অ্যানির মঠ স্থাপন করেছিলেন?—আমি তাদের বৃদ্ধ লোকদিগকে প্রার্থনার কথা বলতে শুনেছি, তাদের নিজেদের কণ্ঠে প্রার্থনা—এদের ভণ্ড পুরোহিতদিগকে তোষামোদ করার বা ঘুষ দেওয়ারপ্রয়োজন হয় না। কিন্তু সাহস করি না।”

তাঁহার খুব নিকট হইতে একটি ভণ্ড ও ককর্শ কণ্ঠ বলিল, “রেজিনাল্ড ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ কি বেঁচে আছেন এ কথা বলতে যে, তিনি সাহস করেন না? তোমার পাপের কথা ভাব, ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ, বিদ্রোহ, দস্যুবৃত্তি ও হত্যার কথা! কে লম্পট জনকে তার শুভ্রকেশ পিতার বিরুদ্ধে—তার উদারপ্রকৃতি ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিল?”

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ, উত্তর করিলেন, “তুই পিশাচ, পুরোহিত বা শয়তান যাই হস, তুই মিথ্যাবলচিস্। আমি জনকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করি নাই, আমি একা নই। মিথ্যাবাদী শয়তান, আমি তোকে গ্রাহ্য করি না! দূর হ’, আর বিছানার পাশে আসিস না। আমায় শান্তিতে মরতেদে।”

সেই কণ্ঠ পুনরায় বলিল, “শান্তিতে কিছুতেই মরতে পারবে না তুমি; মরবার সময়েওতোমার নরহত্যাসমূহের কথা তোমায় ভাবতে হবে—সেই সব আত্ননাদের কথা—যাতে এইদুর্গ প্রতিধ্বনিত হয়েছে—সেই রক্তস্রোতের কথা—যা’ এর গৃহতলে মিশে রয়েছে! নারকীপিতৃহস্তা! তোমার পিতার কথা মনে করো—তাঁর মৃত্যুর কথা চিন্তা করার রক্তে প্লাবিততাঁর ভোজকক্ষের কথা ভাবো—সেই রক্ত আবার কিনা তার পুত্রের হস্ত দ্বারা পাতিত হয়েছিল!”

ব্যারন অনেকক্ষণ থামিয়া বলিলেন, “অ্যাঁ! যদি তুই তা’ জানিস্, তবে তুই অমঙ্গলেরস্রষ্টা (শয়তান)। আমি ভেবেছিলাম এ গুণ্ডকথাটি আমার বুকে আবদ্ধ আছে এবং আর একজনের, আমি ছাড়া আমার পাপের প্রলোভনকারিণী ও অংশভাগিনী। শয়তান, চলে যা আমায় ছেড়ে! এবং সেই স্যাকসন ডাইনি আল্রিকাকে খুঁজে বার কর যে একমাত্র তোকে বলতে পারে সে আর আমি কেবলমাত্র যা দেখেছি।তাকে আর আমাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে দেয়ানরকের পূর্বাভাস সূচনা করে!”

আলরিকা, ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর শয্যার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—“সে ইতিপূর্বেই তাদেরআস্বাদ পেয়েচে, সে অনেকক্ষণ ধরে এ পানপাত্র থেকে পান করেছে এবং তুইও এখন তার অংশ গ্রহণ করচিস্ দেখে, তার (মদ্যের) তিজ্ঞতা মিষ্ট হয়ে উঠবে।

ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ বলিলেন, “বদমাইশ, খুনে বুড়ি! তাহলে এ তুই—যে তুই ভূমিসাৎ করতেসাহায্য করেছিলি, তারই ধ্বংসাবশেষ দেখে আনন্দ করতে এসেছিস?”

সে (আলরিকা) বলিল, “হাঁ, রেজিনাল্ড ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ—এ আলরিকা—এ সেই নিহতটুকুইল ওলফগ্যাঙ্গার-এর কন্যা! তুই আমার অমঙ্গলের দূত হয়েছিস্—এবং আমি হব তোর (অমঙ্গলের দূত)। মৃত্যুর শেষ পর্যন্ত আমি তোর পিছু পিছু থাকব। রেজিনাল্ড, স্যাকসনেরা, ঘৃণিত স্যাকসনেরা তোর দুর্গ-প্রাচীর আক্রমণ করেছে—তুই এখানে ক্লান্ত হরিণীর মতো শুয়েআছিস্ কেন যখন স্যাকসনেরা তোর দৃঢ় দুর্গ আক্রমণ করেছে?”

আহত বীর চিৎকার করিয়া বলিলেন, “দেবতা ও শয়তানের দল! ওঃ, এক মুহূর্তেরওবল পাই না, ঘোর যুদ্ধের মধ্যে নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে এবং আমার নামের উপযুক্ত মরণ মরতে!”

সে (আলরিকা) বলিল, “সে কথা ভেবো না, সাহসী নাইট! তুমি সৈনিকের মতো মরবেনা, তুমি মরবে খেঁকশিয়ালীর মতো তার গর্তে। এখনই তুমি তোমার নিয়তি জানতে পারবে, যা তোমার ক্ষমতা, দৈহিক শক্তি এবং সাহস প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে না—যদিও এইদুর্বল হাত তোমার জন্যে তার আয়োজন করেছে। তুমি কি ওই ধূমায়মান, শ্বাসরোধকারী বাষ্পদেখচ যা এখনই কৃষ্ণবর্ণ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের মধ্যে আসচে? মনে আছে এই ঘরের নীচে অবস্থিত জ্বালানি কাঠের ভাঙরের কথা?”

তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “নারী, তুই তাতে আগুন দিস্নিত?—স্বর্গের দিব্য, তুই দিয়েচিস্, এবং দুর্গে আগুন লেগেচে!”

আলরিকা ভীতিপূর্ণ শান্তভাবে সহিত বলিল, “অন্তত তারা শীঘ্র বাড়চে এবং যারাসেটা নিবিয়ে দেবে তাদের বেগে আক্রমণ করবার জন্য অবরোধকারীদের সতর্ক করে দেবারউদ্দেশ্যে একটা সঙ্কত শীঘ্রই আন্দোলিত হবে। বিদায়, ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ! প্রাচীন স্যাকসনদিগের দেবতাগণ—পুরোহিতরা যাদের এখন দৈত্য বলে—তোমার যে মৃত্যুশয্যাকে আলরিকা এখনত্যাগ করে যাচ্ছে, তার নিকটে এসে যেন সান্ত্বনাকারীগণের স্থান পূর্ণ করে। কিন্তু জেনে রাখো, যদি এ জানলে তোমার সান্ত্বনা হয় যে, আলরিকা যেমন তোমার পাপকার্যের সঙ্গিনী ছিল, তেমনি তোমার শান্তির সঙ্গিনী হয়ে তোমার সঙ্গেই সেই আনন্দহীন উপকূলে যাচ্ছে।”

এই বলিয়া সে কক্ষত্যাগ করিল; এবং ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ ভারী চাবিটার শব্দ শুনতে পাইলেন যখন আলরিকা বাহির হইতে তালা বন্ধ করিল। যন্ত্রণার চরমসীমায় পৌঁছিয়া তিনি তারভৃত্যগণ ও সঙ্গিগণের উদ্দেশ্যে চিৎকার করিতে লাগিলেন, “স্ট্রিফেন এবং সেন্ট মাউর! ক্লিমেন্ট এবং গাইল্‌স্। আমি বিনা সাহায্যে এখানে পুড়ে মরচি। সাহসী বোয়া-গিলবার, বীর দ্য-ব্রাসি!রক্ষার্থ এসো! ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ তোমাদের ডাকচেন! বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যেরা, তোমাদের প্রভু ডাকচে! তোমাদের সঙ্গী, তোমাদের শত্রুসঙ্গী! শপথভঙ্গকারী ও বিশ্বাসঘাতক নাইটগণ! তারা আমারকথা শুনচে না—তারা শুনতে পারে না—যুদ্ধের শব্দে আমার গলার স্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে—ধূম ঘন হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠচে—নীচের তলায় আগুন ধরেচে—ও, যদি ভগবানেরসৃষ্ট বাতাসের এক বলকও পেতাম, যদিও তা অব্যবহিত মৃত্যুর বিনিময়ে লাভ করা যেত!” এবং হতাশার উন্মাদ উত্তেজনায়, হতভাগ্য কখনো চিৎকার করিতে লাগিল, কখনো নিজেকে, ভগবানকে এবং সমগ্র মনুষ্যজাতিকে অস্ফুটস্বরে অভিসম্পাত দিতে লাগিল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সেড্রিক যদিও আলরিকার সংবাদে ততটা বিশ্বাস করেন নাই, তবুও তাঁহার প্রতিশ্রুতি কৃষ্ণবেশীনাইট ও লক্সলিকে জ্ঞাপন করিতেও অবহেলা করেন নাই। দুর্গের মধ্যে তাহাদের একজন বন্ধু আছে, যে প্রয়োজনের সময় তাঁহাদের প্রবেশ সুগম করিতে সমর্থ হইবে, ইহা জানিয়া তাহারা খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

যখন উপদুর্গ অধিকৃত হইল, তখন কৃষ্ণবেশী নাইট এই শুভ ঘটনার সংবাদ লক্সলিকে পাঠাইয়া দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে অনুরোধ করিলেন যে, সে যেন দুর্গের উপর এমন কঠোরদৃষ্টি রাখে যাহাতে দুর্গমধ্যস্থ সৈন্যগণ হঠাৎ বাহির হইয়া আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাহাদের শক্তি-সমবেত করিতে না পারে এবং যে উপদুর্গ তাহারা হারাইয়াছে, তাহা পুনরাধিকার করিতেনা পারে।

নাইট এক প্রকার ভাসমান সেতু নির্মাণ করাইবার জন্য যুদ্ধবিরতির কালটুকুনিয়েগ করিয়াছিলেন—এই ভাসমান সেতু দ্বারা শত্রুর বাধাদান সত্ত্বেও তিনি পরিখা পার হওয়ার আশা করিতেছিলেন। ইহাতে খানিকটা সময় ব্যয় হইল যাহার জন্য নেতারা দুঃখিত হন নাই; কারণ, ইহা আলরিকাকে তাহাদের অনুকূলে অন্যদিকে (তাহাদের) মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিবার মতলব কার্যে পরিণত করিবার অবসর দিয়াছিল—তাহা যাহাই কেন হউক না।

যখন ভাসমান সেতু নির্মাণ শেষ হইল কৃষ্ণবেশী নাইট তখন অবরোধকারীদের উদ্দেশ্যকরিয়া বলিলেন, “এখানে অপেক্ষা ক’রে কোনো লাভ নেই বন্ধুগণ! সূর্য পশ্চিমে নামচে—এবং আমার হাতে এমন কিছু আছে যা আপনাদের এখানে আর একদিনও আমাকে বিলম্ব করতে দেবে না। আমাদের মধ্যে একজনকে লক্সলির কাছে যেতেই হবে এবং দুর্গের অপরদিকে তির ছুঁড়তে এবং যেন ওদিক আক্রমণ করতে যাচ্ছে এরূপভাবে অগ্রবর্তী হবার আদেশ দেবে; আর বিশ্বস্ত ইংরাজগণ, তোমরা আমার কাছে থাক এবং যখনই আমাদের সামনের দরজা খোলা হবে, তখনই ভেলাটা লম্বালম্বিভাবে পরিখার ওপর ঠেলে দেবার জন্য প্রস্তুত থাক। আমার পেছনে সাহসের সহিত পরিখার ওপারে এসএবং দুর্গের প্রধান প্রাচীরের গায়ে নির্মিত ওই দরজাটা ভেঙ্গে ফেলতে আমাকে সাহায্য কর।”

যে দ্বার উপদুর্গের মধ্যস্থ প্রাচীর ও পরিখার সংযোগ সাধন করিত, তাহা হঠাৎ খুলিয়া দেওয়া হইল এবং পূর্বোক্ত সাময়িক সেতু সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইল। শত্রুকে আকস্মিক আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণবেশী নাইট এবং পিছু পিছু সেড্রিকসেতুর উপরে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অপর পার্শ্বে উপনীত হইলেন। এখানে তিনি দুর্গেরফটকে কুঠার দ্বারা বজ্রনির্দানে আঘাত করিতে লাগিলেন।

দ্য ব্রাসি তাঁহার চতুর্দিকের সৈনিকগণকে বলিলেন, “ধিক্ তোমাদের! তোমরা নিজেদের বল ‘ক্রসবো-ধারী’, আর তোমরা এই দুটো কুকুরকে দুর্গের প্রাচীরের নীচে তাদের স্থান অধিকার করে থাকতে দিয়েচ? দেওয়ালের ওপরকার পাথরগুলো ফেল।”

আলরিকা সেড্রিক-এর নিকট যে বুরঞ্জের বিষয় বর্ণনা করিয়াছিল, এই মুহূর্তে অবরোধকারীরা সেই বুরঞ্জের কোণে লাল নিশানটি দেখিতে পাইল—সুযোগ্য তিরন্দাজ লক্সলিই ইহা প্রথমে জানিতে পারিয়াছিল।

সে উচ্চরবে বলিল—“সেন্ট জর্জ! প্রফুল্লচিত্ত সেন্ট জর্জ ইংলন্ডের দিকে। সাহসী তিরন্দাজগণ, আণ্ডয়ান্ হও! কেন তোমরা ওই পথটি একাকী সবলে অধিকার করবার জন্য ওই বীর নাইট এবং উদারহৃদয় সেড্রিককে ফেলে রেখেচ? দুর্গ আমাদের, ওর ভেতরে আমাদের বন্ধু আছে—ওই দেখ নিশান। ওটা আমাদের (উদ্দেশ্যে) নির্দিষ্ট সঙ্কেত—টকুইলষ্টোন আমাদের।”

এই কথা বলার পর সে তাহার চমৎকার ধনুকটি বাঁকাইল এবং দ্য ব্রাসির নেতৃত্বে যে সৈন্যরা সেড্রিক ও কৃষ্ণবেশী নাইটের মস্তকে নিষ্ক্ষেপ করিবার জন্য দুর্গ-প্রাচীরের একটা অংশখুলিতেছিল, তাহাদের একজনের বক্ষ ভেদ করিয়া একটি শরক্ষেপ করিল।

দ্য ব্রাসি চাড়া দিবার লৌহদণ্ডটি তাড়াতাড়ি উঠাইয়া লইলেন ও আলগা চূড়াটিকে আঘাত করিতে লাগিলেন; উহা যদি নীচে নিষ্কিঞ্চ হইত, তাহা হইলে টানা পুলের যে অংশপুরোবর্তী আক্রমণকারীদ্বয়কে রক্ষা করিতেছিল, তাহা ধ্বংস করিবার পক্ষে ইহার ভার যথেষ্টছিল। ওই প্রকাণ্ড চূড়া টলিতে লাগিল এবং যদি ধর্মযোদ্ধার স্বর তাঁহার কানের অতি নিকটে এই বলিয়া ধ্বনিত না হইত—“আর কোনো আশা নাই; “দুর্গে আগুন লেগেচে” (তবে) দ্য ব্রাসিকাজ সম্পন্ন করিতেন।

নাইট বলিলেন, “তুমি ক্ষেপেচ যে এমন কথা বল্চ?”

যে স্থির ধৈর্য তাঁর চরিত্রের ভিত্তি ছিল, তাহার সহিত ধর্মযোদ্ধা বলিলেন, “সমস্ত পশ্চিম দিকটায় আগুনের শিখা ছড়িয়েচে—আমি তা নির্বাণের জন্য বৃথা চেষ্টা করেছি। তোমার লোকদিগকে এমনভাবে পরিচালনা করো যেন তারা হঠাৎ সবেগে বহির্গত হয়ে আক্রমণ করবে; ছোট দরজা খুলে দাও। ভাসমান সেতুর ওপর মাত্র দুটি লোক আছে, ছুঁড়ে ফেলে দাও তাদের পরিখার মধ্যে এবং তুমি সবলে অগ্রসর হয়ে ও-পারের বহির্দুর্গে উপস্থিত হও। আমি প্রধানফটক থেকে আক্রমণ করব এবং বহির্দুর্গের বাহিরে আক্রমণ করব; এবং যদি আমরা সেই ঘাঁটিআবার দখল করতে পারি, তবে নিশ্চিত জেনো যে, যে পর্যন্ত আমাদের উদ্ধার করা না হয় অথবা আমাদের সঙ্গত শর্ত প্রদান না করে, সে পর্যন্ত আমরা আমাদের রক্ষা করতে পারব।”।

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “উত্তম মতলব—আমার অংশ আমি অভিনয় করব।” তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার লোকজনকে জড়ো করিলেন এবং দরজার কাছে বেগে অগ্রসর হইলেন এবং তাহা তখনি খোলাইলেন। ইহা করা হইতে না হইতে কৃষ্ণবেশী নাইট ভীম-বিক্রমে দ্য ব্রাসি এবং অনুচরবর্গ থাকা সত্ত্বেও ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অগ্রবর্তী দুইজন তখনি ভূপতিত হইল এবং অবশিষ্ট সকলে হঠিয়া গেল। দ্য ব্রাসি বলিলেন, “কুকুরের দল। তোরা কি দুটো মাত্রলোককে আমাদের নিরাপদ হওয়ার একমাত্র পথ দখল করতে দিবি? বদমায়েসের দল, আমাদের পিছনে দুর্গে আগুন লেগেচে! হতাশা তোদের সাহস দিক্, কিংবা আমায় এগিয়ে যেতে দে! আমি নিজে এই বিজেতার সঙ্গে লড়াই!”

ওই ক্ষুদ্র দরজা যে খিলান-করা ছাদযুক্ত পথে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ওই দুইজন নাইটপরস্পরের প্রতি যে আঘাত করিতেছিলেন,—দ্য ব্রাসি তরবারি দ্বারা এবং কৃষ্ণবেশী নাইট, ভারীরণকুঠার দ্বারা—তাহার শব্দে ধ্বনিত হইতেছিল। অবশেষে নর্মান একটা আঘাতপ্রাপ্ত হইল, তাহার শক্তি আংশিকভাবে তাহার ঢাল দ্বারা প্রতিহত হইলেও এমন প্রচণ্ডতার সহিত তাহারশিরজ্ঞানের উপর নিপতিত হইল যে, তিনি (দ্য ব্রাসি) বাঁধানো মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন।

কৃষ্ণবেশী বিজেতা বলিলেন, “দ্য ব্রাসি, আত্মসমর্পণ করো”। তাহার উপর ঝুঁকিয়া বলিলেন, “আত্মসমর্পণ কর দ্য ব্রাসি, কেউ উদ্ধার করুক বা না করুক, নতুবা তোমার মরণ নিশ্চয়।”

দ্য ব্রাসি অক্ষুটকণ্ঠে বলিলেন, “অজ্ঞাত বিজেতার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করি না। একথা কেউ বলতে না পারে দ্য ব্রাসি একজন নামগোত্রহীন ইতর ব্যক্তির হাতে বন্দী।”

কৃষ্ণবেশী নাইট বিজিতের কর্ণে ফিস্ফিস্ করিয়া কি বলিলেন।

নর্মান তাঁর কঠোর ও দৃঢ় একগুঁয়েমির সুর গভীর অথচ বিরক্তিব্যঞ্জক বশ্যতার সুরে পরিবর্তিত করিয়া বলিলেন, “আমি সত্যকার বন্দীরূপে আত্মসমর্পণ করছি, আমায় কেউ উদ্ধারকরুক বা নাই করুক।”

বিজেতা কর্তৃত্বের সুরে বলিলেন, “বহির্দুর্গে যাও এবং আমার পরবর্তী আদেশের অপেক্ষাকরো।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “তবুও আমাকে বলতে দিন যা আপনার জানা আবশ্যিক। আইভ্যান্‌হোর উইলফ্রেডআহত ও বন্দী, অনতিবিলম্বে সাহায্য না পেলে প্রজ্বলন্ত দুর্গে বিনষ্টহবেন।

কৃষ্ণবেশী নাইট চিৎকার করিয়া বলিলেন, “আইভ্যানহো-র উইলফ্রেড! বন্দী, এবং মারাযাবে! এই দুর্গের মধ্যের প্রত্যেক লোকের প্রাণকে জবাবদিহি করতে হবে, যদি তার মাথার একগাছা চুলও পুড়ে যায়। আমায় তার ঘর দেখাও।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “ওই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠুন, ওই সিঁড়ি তারই ঘরে নিয়ে যাবে। আমার কৃত পথনির্দেশ কি আপনি গ্রহণ করবেন?” তিনি বশ্যতার সুরে বলিলেন।

‘না। বহির্দুর্গে যাও এবং সেখানে আমার আদেশের প্রতীক্ষা করো। আমি তোমায় বিশ্বাসকরি না, দ্য ব্রাসি।

এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী কথাবার্তার সময়ে সেড্রিক কতকগুলি সৈন্যের পুরোভাগেবলপূর্বক সেতু পার হইয়াছিলেন এবং দ্য ব্রাসির ভগ্নোদ্যম ও হতাশ সৈন্যগণকে হঠাইয়া দিয়াছিলেন। দ্য ব্রাসি স্বয়ং ভূতল হইতে উঠিলেন, বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিলেন এবং বহির্দুর্গে গিয়া লক্সলির নিকট তাহার তরবারি সমর্পণ করিলেন।

আগুন যখন বাড়িয়া উঠিল, তখন যে কক্ষমধ্যে রেবেকা আইভ্যানহো-কে শুশ্রূষা করিতেছিল, সেখানে ইহার লক্ষণ শীঘ্রই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

রেবেকা বলিল, “দুর্গ পুড়ে যাচ্ছে! পুড়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের রক্ষা করবার জন্যে কি করতে পারি?”

আইভ্যানহো বলিলেন, “রেবেকা, পালাও এবং তোমার নিজের জীবন বাঁচাও, কারণ মনুষ্যকৃত কোনো সাহায্য আমার উপকারে আসবে না।”

রেবেকা উত্তর করিল, “আমি পালাব না, আমরা একত্রে উদ্ধার হব, না হয় মরব! আর হে ভগবান! পিতা— আমার পিতা—তঁার ভাগ্যে কি হবে?”

এই মুহূর্তে ঘরের দরজা সবেগে খুলিয়া গেল এবং টেম্পলার দেখা দিলেন—সে মূর্তি ভয়াবহ, কারণ তাঁর সোনালী রংয়ের বর্ম রক্তাক্ত ও ভগ্ন, শিরস্ত্রাণের পালক কতকটা কাটা, কতকটা দগ্ধ। তিনি রেবেকাকে বলিলেন, “আমি তোমায় পেয়েছি; তুমি প্রমাণ করবে আমি আমার কথা রাখব তোমার সঙ্গে সুখদুঃখ সমান ভাবে অংশ করবার। নিরাপদ হওয়ার একটামাত্র পথ বর্তমান। ওঠ, এই মুহূর্তে আমার অনুসরণ করো।”

রেবেকা বলিল, “একা আমি কখনই তোমার সঙ্গে যাব না। যদি তোমার মনে মনুষ্যসুলভদয়ার একটু অংশও থাকে, আমার বৃদ্ধ পিতাকে বাঁচাও—এই আহত নাইটকে বাঁচাও!”

ধর্মযোদ্ধা তাঁহার স্বভাবসুলভ স্ত্রীর সহিত বলিলেন, “একজন নাইট, রেবেকা, তাঁর ভাগ্য তাকে যে রূপেই দেখা দেয়, সেইভাবেই দেখা করবে—তা সে তরবারির রূপেই আসুকবা অগ্নিশিখার রূপেই আসুক, এবং একজন ইহুদী কি ভাবে তার ভাগ্যের সম্মুখীন হয়, সেবিষয়ে কে মাথা ঘামায়?”

এই বলিয়া তিনি ওই ভীত কুমারীকে বলপূর্বক পাকড়াইলেন। সে চিৎকারে বায়ুমণ্ডলপরিপূর্ণ করিল এবং আইভ্যানহো তাঁহার প্রতি যে ভীতিপ্রদর্শন ও আশ্ফালন প্রদর্শন করিতেছিলেন, সে সকল গ্রাহ্য না করিয়া তাহাকে (কুমারীকে) লইয়া কক্ষ হইতে প্রস্থানকরিলেন।

কৃষ্ণবেশী নাইট ঠিক সেই সময়ে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “আমি তোমাকে খুঁজেপেতাম না, উইলফ্রেড, যদি তোমার চিৎকার শব্দ না শুনতাম।”

উইলফ্রেড বলিলেন, “আপনি যদি সত্য নাইট হন, আমার কথা ভাববেন না—ওই অপহরণকারীর অনুসরণ করুন—লেডি রাওএনাকে রক্ষা করুন—মহাশয় সেড্রিকের প্রতি দৃষ্টি রাখুন।”

বেড়িচিহ্নযুক্ত তিনি (নাইট) বলিলেন, “তাদের পালা ক্রমে, কিন্তু তোমার পালা সর্বাত্রে।

এবং টেম্পলার যেরূপ অবলীলাক্রমে রেবেকাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আইভ্যানহো-কে ধরিয়া সেইরূপ অনায়াসে তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া গেলেন এবং তাহাকেলইয়া ফটকের দিকে ছুটিলেন এবং সেখানে দুইজন তিরন্দাজের নিকট তাঁহার বোঝা নামাইয়াতিনি অন্যান্য বন্দীদিগের উদ্ধারের সাহায্যের নিমিত্ত দুর্গে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

একটি বুরুজ তখন অগ্নিশিখাসংযোগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ভীষণভাবে জানালা হইতে তির ছুঁড়িবার ঘুলঘুলি হইতে দীপ্তি পাইতে লাগিল। কিন্তু অন্য অন্য অংশে দেওয়ালেরস্থূলত্ব এবং কক্ষের খিলানযুক্ত ছাদসমূহ অগ্নিশিখার অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিল এবং সেখানেঅবরোধকারিগণ দুর্গরক্ষাকারীদিগকে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে অনুসরণ করিয়া বহুকাল হইতে অত্যাচারী ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর সৈন্যদিগের বিরুদ্ধে যে প্রতিহিংসার বাসনা জাগরুক ছিল, উহাদের রক্তে সে বাসনা চরিতার্থ করিল। দুর্গের অধিকাংশ সৈন্যই শেষ পর্যন্ত বাধা দিল; সামান্য কয়েকজন দয়া ভিক্ষা করিল; কেহই তাহা পাইল না। বায়ুমণ্ডল আর্তনাদে ও অস্ত্র-বনংকারেপরিপূর্ণ হইল; মুমূর্ষুহতভাগ্যদিগের রক্তে গৃহতল পিচ্ছিল হইয়া উঠিল।

এই গোলমালের মধ্যে সেড্রিক রাওএনার সন্ধান খোঁজা হইল, বিশ্বস্ত গার্খ হাতাহাতিযুদ্ধের মধ্য দিয়া তাহাকে অনুসরণ করিল। সৌভাগ্যক্রমে সম্ভ্রান্ত স্যাকসন ভদ্রলোকটি এমন সময়ে তাঁহার তত্ত্বাবধানে রক্ষিতা কুমারীর কক্ষে পৌঁছিয়াছিলেন যখন তিনি রক্ষার সকল আশাবিসর্জন দিয়াছেন। নিরাপদে বহিদুর্গে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাকে গার্খের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করিলেন। এ কাজ সম্পন্ন হইলে বিশ্বস্ত সেড্রিক তাঁহার বন্ধু এথেলষ্টেনের সন্ধান খোঁজা হইল। কিন্তু যে পুরাতন হলকামরাতে তিনি নিজে বন্দী ছিলেন, ততদূর যাইবার পূর্বেইওয়াস্বার উপায়োদ্ধাবিনী প্রতিভা তাহার নিজের ও তাহার বিপদের সঙ্গীর মুক্তিলাভঘটাইয়াছিল।

যখন যুদ্ধনিলাদ জানাইয়া দিতেছিল যে, যুদ্ধ অতি ঘোররবে চলিতেছে, তখন বিদূষক তাহার ফুসফুসের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল—“সেন্ট জর্জ ও ড্রাগন! সেন্ট জর্জ আজ মজার ইংলন্ডের পক্ষে সাহায্য করুন! দুর্গ দখল হয়েছে! দুই তিনটা মরিচাধরা বর্মের টুকরা হলের ইতস্তত ছড়ানো ছিল, সেগুলির পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করিয়া সে ওই চিৎকারকে আরো ভয়াবহ করিয়া তুলিল।

বাহিরের কক্ষে যে প্রহরী ছিল, ওয়াস্বার চিৎকারে ভয় পাইয়া সে ধর্মযোদ্ধাকে বলিতেছুটিল যে, শত্রুগণ পুরাতন হল কামরায় প্রবেশ করিয়াছে। বন্দীগণ বাহিরের কক্ষে পলায়নকরিতে কোনো বাধা পাইল না এবং সেখান হইতে দুর্গের প্রাঙ্গণে গেল—যেখানে যুদ্ধের শেষদৃশ্য অভিনীত হইতেছিল। এখানে দুর্গের কতিপয় সৈনিক দ্বারা পরিবেষ্টিত, রুদ্রমূর্তি ধর্মযোদ্ধা অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে টানা-পুলাটি নামানো হইয়াছিল কিন্তু এই পথটিশত্রুসঙ্কুল ছিল; কারণ যে তিরন্দাজেরা এতক্ষণ পর্যন্ত শরক্ষিপ দ্বারা দুর্গের ওই দিকটাব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল, এখন তাহারা প্রবেশদ্বারের কাছে ভিড় করিতেছিল, উদ্দেশ্য, দুর্গস্থিত সৈন্যগণের পলায়ন নিবারণ করা এবং লুপ্তিত দ্রব্যের অংশলাভ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা।

রেবেকা ধর্মযোদ্ধার জনৈক মুসলমান ক্রীতদাসের সম্মুখভাগে অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত অবস্থায় এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যস্থলে ছিল; এবং বোয়া-গিলবার এই রক্তরঞ্জিত যুদ্ধবিগ্রহের বিশৃঙ্খলতারমধ্যেও তাহাকে নিরাপদ রাখিবার দিকে মনোযোগ রাখিয়াছিলেন। পুনঃপুনঃ তিনি তাহার পার্শ্বে আসিতে লাগিলেন এবং নিজেকে বাঁচাইবার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার সম্মুখে আপন ত্রিভুজাকার ইস্পাত-মোড়া ঢালের আচ্ছাদন রাখিয়াছিলেন।

এথেলষ্টেন অলস ছিলেন বটে, কিন্তু পাঠকেরা জানেন তিনি কাপুরুষ ছিলেন না। যেনারীমূর্তি ধর্মযোদ্ধা এত অধ্যবসায়ের সহিত রক্ষা করিতেছিলেন তিনি তাহা দেখিলেন এবং এসম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করিলেন না যে, নাইট যাঁহাকে লইয়া পলাইতেছিলেন তিনি রাওএনাব্যতীত আর কেহ। গৃহতলে একজনমুমূর্ষুলোকের হস্তচ্যুত গদা

পড়িয়াছিল। তাহা কুড়াইয়া লওয়া, ধর্মযোদ্ধার দলের দিকে ছুটিয়া যাওয়া—এখেলষ্টেনের বিপুল শক্তির নিকট মাত্র একমুহূর্তের কাজ ছিল; তিনি শীঘ্রই বোয়া-গিলবারের দুই গজের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন এবংযাঁহাকে তিনি উচ্চকণ্ঠে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন।

“এদিকে ফের, শঠ ধর্মযোদ্ধা! তাঁকে ছেড়ে দাও যাকে স্পর্শ করার উপযুক্ত নও তুমি! ফের, খুনে ও ভণ্ড দস্যুদলের একজন!”

ধর্মযোদ্ধা দস্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন, “কুকুর! জায়ন মন্দিরের পবিত্র সম্প্রদায়েরনিন্দা করবার ফল দেখাচ্ছি”—এই বলিয়া তার ঘোড়া অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরাইয়া তিনি এখেলষ্টেনের মস্তকে এক ভীষণ আঘাত করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিলেন।

এখেলষ্টেনের পতনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল সেই সুযোগে “যারা নিজেদের বাঁচাতেচাও, এসো আমার পিছনে” উচ্চরবে এই কথা বলিয়া ধর্মযোদ্ধা টানা-পুলের ভিড় ঠেলিয়া পুল পার হইয়া গেলেন ও তাহার অনুচরবর্গসহ অশ্ব ছুটাইয়া অদৃশ্য হইলেন।

এদিকে দুর্গের সকল অংশে অগ্নি দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছিল, এমন সময় যে আলরিকাইহা প্রথমে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল, সে একটি বুরঞ্জের উপরে প্রাচীনকালের প্রতিহিংসাদেবীরবেশে সাজিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দীর্ঘ শুভ্র আলুথালু কেশপাশ তাহার অনাবৃত মস্তক হইতে উড়িতেছিল এবং সে হস্তস্থিত ‘টেকো’টা ঘুরাইতে লাগিল যেন ভাগ্যদেবীদের কয়ভগিনীর একজন সে—যাঁরা মানবজীবনের সূত্র বয়ন করেন, আবার ছিন্ন করেন।

উর্ধ্বমুখী অগ্নিশিখা বর্তমানে সকলবাধা অতিক্রম করিয়া দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। গম্বুজের উপর গম্বুজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, জ্বলন্ত ছাদ ও কড়িবরগা শুদ্ধ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলরিকার উন্মাদিনী মূর্তিকে তার নির্বাচিত উচ্চ স্থানটিতে দেখা যাইতেছিল—পাগলের মতোআনন্দে সে হাত ছুঁড়িতেছিল, যেন যে আগুন সে জ্বলাইয়াছে তাহার সে সম্রাজ্ঞী। অবশেষে ভীষণ শব্দে সমস্ত গম্বুজটা ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং যে অগ্নিশিখা তাহার অত্যাচারীকে দধকরিয়াছে, নিজেও তাহাতে পড়িয়া মরিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যখন ওকবৃক্ষঘেরা অরণ্যমধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় প্রভাতের সূর্যালোক পড়িল, তখন হার্ট-হিল-ওয়াক্-এর সঙ্কেত-বৃক্ষের নীচে দস্যুরা সকলে আসিয়া সমবেত হইল। অবরোধের শান্তি দূর করিবার নিমিত্ত তাহারা এই স্থানেই রাত্রি যাপন করিয়াছিল। একটি প্রাচীন ওকবৃক্ষেরতলে তাহাদের মিলনের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এখানে লুক্কালি আসন গ্রহণ করিল—সেইবিরাট ওকবৃক্ষের জড়ানো শাখা-প্রশাখার নিম্নে তৃণাবৃত আসনে— তাহার অরণ্যবাসীঅনুচরগণ তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সে কৃষ্ণবেশী নাইটকে তাহার দক্ষিণ পাশে এবংসেড্রিককে নিজের বামপাশে বসাইল।

সে বলিল, “শুনুন,—এই দুঃসাহসিক কাজের কথা যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তখন দ্য ব্রাসি, ম্যালভোয়াজাঁ, এবং ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর অন্যান্য মিত্রদলের সৈন্যগণ আমাদের বিরুদ্ধেযুদ্ধার্থ রওনা হবে, আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়াই নিরাপদ।” স্যাকসনের দিকে ফিরিয়া বলিল, “মহাশয় সেড্রিক, লুঠের জিনিসপত্র দু’ভাগ করা হয়েছে। আপনার যে সকল অনুচরআমাদের সঙ্গে এই বিপদের কাজে যোগ দিয়েছিল, তাদের পুরস্কৃত করবার জন্য আপনার যা ইচ্ছা বেছে নিন।”

সেড্রিক বলিলেন, “সাধু তিরন্দাজ, আমার হৃদয় শোকাচ্ছন্ন। কনিংসবার্গ-এর মহাশয়এখেলষ্টেন আর ইহজগতে নাই। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেক আশা ফুরিয়ে গেল, আর তা ফিরবে না। তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থলে নিয়ে যাবার জন্যে আমার লোকজন আমার প্রতীক্ষা করচে। লেডি রাওএনা রদারউডে ফিরে যেতে চান, তাঁর সঙ্গে

উপযুক্ত সৈন্যদল দিতে হবে। আমি পূর্বেই এ স্থান ত্যাগ করতাম, কিন্তু আমি অপেক্ষা করছি, লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ নেবার জন্যে নয়, কারণ ভগবান্ এবং সেন্ট উইদহোল্ড আমায় আশীর্বাদ করুন—আমি বাআমার অনুচরেরা এক কানাকাড়ির জিনিসও স্পর্শ করব না—আমি কেবল অপেক্ষা করচি তোমরা যে জীবন ও সম্ভ্রম বাঁচিয়ে দিয়েচ—তারই জন্যে তোমাকে ও তোমার বীর ধনুর্ধরদের ধন্যবাদ দেবার জন্যে।” সেড্রিক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিদূষককে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “আরতুই, বেচারি—তোকে আমি কি দিয়ে পুরস্কৃত করব, যে আমার পরিবর্তে নিজে শৃঙ্খলিত হতেও মরতে গিয়েছিলি?”—এবং এই কথা বলিবার সময় ওই কঠোরপ্রকৃতি ভূম্যধিকারীর গুণ্ডস্থলে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

বিদূষক প্রভুর আলিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বলিল, “না, আপনি যদি চোখের জল দিয়ে আমায় পুরস্কৃত করেন, তা হলে ভাঁড়কেও আপনার সঙ্গে কাঁদতে হবে, আমার ভাঁড়ের পেশার তবে কি হবে? তবে খুড়ো, আমায় যদি আনন্দ দিতে চান, আমি অনুরোধ করচি আমার খেলার সাথী গার্খকে ক্ষমা করুন, আপনার চাকরি থেকে একটা হস্তপালিয়েছিল—আপনার ছেলের সেবার জন্যে।”

সেড্রিক উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, “ক্ষমা! আমি তাকে ক্ষমা করব, বকশিশও দেব। গার্খ, হাঁটুগেড়ে বসো।” তৎক্ষণাৎ শূকরপালক প্রভুর পদতলে উপবেশন করিল। সেড্রিক তাহাকেদগুদ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “তুমি আর ক্রীতদাস নও। শহরে, বনে, মাঠে সর্বত্র তুমি স্বাধীন। আমি তোমাকে এক হাইড জমি দিলাম, তুমিও তোমার বংশধরেরা সে জমি চিরকাল ভোগদখল করবে।”

এখন সে আর ক্রীতদাস নয়, স্বাধীন ও জমিদার!—গার্খ তো মাটি হইতে লাফাইয়াউঠিল এবং সে নিজে যতটা উঁচু, ততটা পর্যন্ত প্রায় দু’বার লাফ দিল।

গার্খ চিৎকার করিয়া বলিল, “কামার চাই, উকো চাই, স্বাধীন লোকের গলা থেকে হাঁসুলিখোলাবার জন্যে। মহানুভব প্রভু, আপনার দানে আমার শক্তি দু’গুণ বেড়ে গেল—আমিদু’গুণজোরে আপনার জন্যে যুদ্ধ করব।”

এই সময়ে অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল; এবং কয়েকজন আরোহী ব্যক্তি-পরিবৃত হইয়ালেডি রাওএনা সেখানে উপস্থিত হইলেন। লক্সলির আসনের অভিমুখে তিনি অশ্ব চালিতকরিবামাত্র সেই সাহসী ধনুর্ধর ও তাহার অনুচরেরা যেন নিজেদের প্রকৃতিগত শৌর্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার গণ্ডদেশ রক্তিম হইল যখন তিনি ভব্যতার সহিত হাত নাড়িয়া ঘোড়ার উপর ঝুঁকিয়া সামান্য কয়েকটি যথাযোগ্য বাক্যেলক্সলি ও তাহার অন্যান্য মুক্তিদাতাদিগের নিকট নিজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন, তাহারসুন্দর এলানো কেশরাজি ঘোড়ার কেশরের সহিত মুহূর্তের জন্য মিশিয়া গেল।

লক্সলি বলিল, “ধন্যবাদ, ঠাকুরানি, আমার ও আমার লোকজনের তরফ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ! আপনাকে যে উদ্ধার করতে পেরেছি, সেই আমাদের পুরস্কার। আমরা বনচারী, অনেকপাপের কাজ করে থাকি—লেডি রাওএনার উদ্ধার-সাধনে তার প্রায়শ্চিত্তও হয়ে গেল।”

প্রস্থান করিবার পূর্বে সেড্রিক বিশেষভাবে সেই কৃষ্ণবর্মাবৃত যোদ্ধার নিকট তাহারকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন, এবং তাহার সহিত রদারউডে গমন করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধজানাইলেন।

তিনি বলিলেন, “যুদ্ধ বড় খেয়ালী কত্রী, এবং যে বিজৈতার কাজ ভবঘুরের মতো ঘুরেবেড়ানো, তারও গৃহের প্রয়োজন হয় মাঝে মাঝে। মহানুভব নাইট, রদারউডের বাড়িতে আপনিগৃহ অর্জন করেছেন। সেড্রিকের অর্থ আছে, ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতিবিধান সে করতে পারে এবংতার যা কিছু আছে, সবই তার মুক্তিদাতার।”

নাইট বলিলেন, “সেড্রিক আমাকে ইতঃপূর্বেই ধনী করেছেন—স্যাক্সন জাতির গুণ কিতিনি আমাকে তা শিখিয়েছেন। বীর স্যাক্সন, রদারউডে আমি যাব এবং সত্বরই যাব; কিন্তুএখন জরুরি কাজ আছে বলেই আপনার

ওখানে যেতে পারব না। হয়তো সেখানে যখন যাব, আমি এমন অনুগ্রহ চাইব যে, আপনার উদারতারও পরীক্ষা হবে।”

কৃষ্ণবেশী নাইটের দস্তানায়ুক্ত হাতে হাত দিয়া সেড্রিক বলিলেন, “বলবার আগেই তা দেওয়া গেল”—এবং বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাওএনা হাত নাড়িয়া বিদায়-সম্বাষণ জানাইলেন এবং সেড্রিক অনুচরবর্গসহ বনবীথির মধ্যে অগ্রসর হইলেন।

লক্সলি কৃষ্ণবেশী নাইটকে বলিল, “সাহসী নাইট, যাঁর সহৃদয়তা ও বীরত্ব ভিন্ন আমাদের কাজ ব্যর্থ হত আপনি কি দয়া করে লুপ্ত জিনিসপত্রের মধ্য থেকে আপনার পছন্দমতো কোনো জিনিস বেছে নেবেন যা আপনাকে আনন্দ দেবে এবং আমার এই মিলন-বৃক্ষের কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে?”

নাইট বলিলেন, “আমি এ দান গ্রহণ করলাম, যেমন সরলভাবে আপনি দান করলেন। আমি স্যার মরিস্ ব্রাসির প্রতি ইচ্ছামতো ব্যবস্থা করবার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

লক্সলি বলিল, “সে আপনারই এবং তার ভালই হল! নতুবা এই ওকগাছের উচ্চতমশাখা অলঙ্কৃত করত ওর দেহটা।”

নাইট বলিলেন, “দ্য ব্রাসি, তুমি মুক্ত, চলে যাও। তুমি যার বন্দী, অতীতের অপরাধের জন্য নীচ প্রতিহিংসায় তিনি ঘৃণাবোধ করেন। কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান থেকে, নইলে এর অপেক্ষাও খারাপ কিছু তোমার ভাগ্যে ঘটতে পারে। মরিস্ দ্য ব্রাসি! আমি বলছি, সাবধান।”

দ্য ব্রাসি মাথা নত করিয়া নীরবে অভিবাদন করিলেন; ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ এর অশ্বশালা হইতে সংগৃহীত কয়েকটি অশ্ব নিকটে সজ্জিত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল; লুপ্ত দ্রব্যাদির ইহারা খুবমূল্যবান অংশ বটে। তাহাদের মধ্যে একটি অশ্বের লাগাম ধরিয়া পৃষ্ঠে উঠিয়া বনের মধ্য দিয়াঘোড়া ছুটাইয়া প্রস্থান করিলেন।

আশ্বির নিকটে যে ধনুর্বিদ্যা-প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, তাহাতে দস্যুসর্দার যে বহুমূল্যশিঙা ও শিঙাবন্ধনী সম্প্রতি পুরস্কার পাইয়াছিল, তাহা সে কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিল।

সে কৃষ্ণবর্মাবৃত নাইটকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “মহানুভব নাইট, এতক্ষণ যে ভেরী একজন ইংরেজ তিরন্দাজ ব্যবহার করেছে, তা যদি গ্রহণ করতে ঘৃণা বোধ না করেন, তা হলে আমি প্রার্থনা করছি আপনার সাহসের স্মৃতিচিহ্নরূপ এটা রাখুন। ট্রেন্ট ও টিজ নদীর মধ্যবর্তী অরণ্যময় স্থানে যদি আপনার কোনো কাজ থাকে, কিংবা বীর নাইটদের যেমন প্রায়ই ঘটে থাকে যদি সেখানে কোনো বিপদে পড়েন তবে এই শিঙাতে তিনবার এই রকম বাজাবেন—ওয়া-সা-হোয়া! এবং খুব সম্ভবত আপনি সাহায্যকারী ও উদ্ধারকারী লোক পাবেন।” এই বলিয়া সে ভেরীটি মুখে তুলিয়া ধরিল এবং যেরূপভাবে বাজাইতে বলিয়াছিল, সেইরূপভাবে পুনঃপুনঃ বাজাইয়া দেখাইল—যতক্ষণ নাইট সুরটি আয়ত্ত না করিলেন।

লক্সলি বর্তমানে লুপ্ত দ্রব্য ভাগ করিতে আরম্ভ করিল—যাহা সে অত্যন্ত প্রশংসাজনক অপক্ষপাতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিল। সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ ধর্মমন্দির ও অন্যান্য ধর্মকার্যের নিমিত্ত আলাদা রাখা হইল; তারপরে এক অংশ এক ধরনের সাধারণ অর্থভাণ্ডারের জন্য ভাগকরিয়া দেওয়া হইল, এক অংশ দেওয়া হইল নিহত সৈন্যগণের বিধবা স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের জন্য কিংবা যাহাদের পুত্র পরিবার নাই, তাহাদের আত্মার পারলৌকিক কার্যের জন্য ব্যয়িত হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। বাকি দ্রব্য পদমর্যাদা ও গুণানুসারে দস্যুগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

প্রত্যেকেই লুপ্ত দ্রব্যের নিজ নিজ অংশ লইল। কিন্তু ধর্মমন্দিরের জন্য নির্দিষ্ট অংশটিকে দাবী করিল না, তাহা পড়িয়া রহিল।

দলপতি বলিল, “আমার ইচ্ছা হয় জানতে আমাদের স্মৃতিবাজ সন্ন্যাসী ঠাকুর গেলকোথায়। কাছেই তাঁর একজন মাননীয় সহযোগী ভ্রাতা আমার বন্দী হয়ে আছেন, এবং তারএকটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে সাহায্য করবার জন্য সন্ন্যাসী ঠাকুরকে পেলে আমি বড় সুখীহতাম। আমার সন্দেহ হচ্ছে আমাদের আমুদে ঠাকুর নিরাপদে আছেন কি না।”

কৃষ্ণবর্মাবৃত নাইট বলিলেন, “তার জন্যে আমি বাস্তবিক খুব দুঃখিত হব, কারণ তাঁর কুটিরে একটি আনন্দপূর্ণ রাত্রির আতিথেয়তার জন্য তার নিকট আমি ঋণী।”

যখন তাহারা এরূপ কথাবার্তা কহিতেছিল, তিরন্দাজদের মধ্যে একটি উচ্চ চিৎকার-ধ্বনিযাহার জন্য তাহারা আশঙ্কা পোষণ করিতেছিল, তাহার আগমন ঘোষণা করিল।

তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, “সরো, সরো, ভাই সব! তোমাদের গুরুঠাকুর ও তারবন্দীর জন্যে পথ ছেড়ে দাও। সর্দার মশায়, আমি এসেছি ঙ্গল পাখির মতো, নখে শিকার বিঁধিয়ে।” সকলে হাসিতে লাগিল—জনতার মধ্যে পথ করিয়া তিনি বিজয়ের দণ্ডে আসিয়াপৌঁছিলেন, এক হাতে বিরাট দণ্ড, অন্য হাতে দড়ি, যার একটা প্রান্ত হতভাগ্য ইয়র্কের-এরআইজ্যাক-গলে আবদ্ধ।

লক্সলি বলিল, “শোনা যাক, কোথায় তুমি তোমার এই শিকার পেলে?”

সন্ন্যাসী বলিল, “সাধু ডানষ্টানের দিব্য, আমি যেখানে ওকে পেয়েছি, সেখানে আরোভাল জিনিসের জন্যে আমি খুঁজছিলাম। আমি মাটির নীচেকার মদের কুঠুরীতে নেমেছিলাম এইআশায় যে যদি কিছু মাল উদ্ধার করতে পারি। এক পিপে সাদা মদ পেলাম, এই কুঁড়েবদমাইশগুলোকে তাই নিয়েই বলতে আসছি আমায় সাহায্য করতে, এমন সময় একটা শক্তদোর দেখতে পেলাম। ভিতরে ঢুকতেই দেখি এই ইহুদী কুকুর। ছাড়ি বা না ছাড়ি, ও তখনিআমার কাছে আত্মসমর্পণ করলে।”

সর্দার বলিল, “এখন শোন, ইহুদী, তোকে ছেড়ে দিলে কত দিবি তাই ভাব—ভাব কত টাকা—আমি ততক্ষণ অন্য ধরনের এক বন্দীকে পরীক্ষা করি।”

কৃষ্ণবর্মাবৃত নাইট বলিলেন, “ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর বেশি সৈন্য কি বন্দী হয়েছে?”

সর্দার বলিল, “নিষ্ক্রয়মূল্য আদায় হতে পারে এমন কেউ নেই। আমি যে বন্দীর কথা বলছি সে আরো ভাল শিকার। ওই যে আসছেন, আমাদের পুরাত ঠাকুর, ছাতারে পাখির মতোবাচাল।” দলের দুইজন লোক জরভো মঠের অধ্যক্ষ এমারকে লইয়া দস্যু সর্দারেরঅরণ্য-সিংহাসনের সম্মুখে হাজির করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দী মঠাধ্যক্ষের মুখশ্রী ও হাবভাবে ক্ষুব্ধ অহঙ্কার, পারিপাট্যের বিপর্যস্ত ভাব ও দৈহিকআতঙ্কের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দৃষ্ট হইয়াছিল।

লক্সলি বলিল, “মঠাধ্যক্ষ! তোমার মুক্তির জন্যে বেশি টাকা দিতে হবে; নতুবা তোমারমঠের জন্যে নূতন নির্বাচন হওয়ায় সম্ভাবনা বেশি; কারণ তোমার স্থান আর তোমাকে জানবে না।”

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “তোমরা খ্রিস্টান হয়ে একজন ধর্মযাজকের প্রতি এই রকম ভাষা প্রয়োগ করচ?”

দলের সহকারী অধ্যক্ষ জনান্তিকে লক্সলিকে বলিল, “এটা কি ভাল হয় না যে, মঠাধ্যক্ষেরমুক্তিমূল্য ঠিক করে দিক ইহুদী এবং ইহুদীর মুক্তিমূল্য ঠিক করুন মঠাধ্যক্ষ!”

সর্দার বলিলেন, “তুমি হতভাগা পাগলা বটে, কিন্তু তোমার বুদ্ধি সকলের ওপরে টেকাদিয়েছে। ইহুদী! এদিকে এগিয়ে এসো। এই মাননীয় যাজক এমারের দিকে চাও, ইনি জরভোরসমৃদ্ধিশালী মঠের অধ্যক্ষ—এখন বলো, কত টাকা ওঁর মুক্তিমূল্য আমরা নির্ধারিত করব? তুমি নিশ্চয় ওঁর মঠের আয় জানো—আমার বিশ্বাস।”

আইজ্যাক বলিল, “নিশ্চয়! মঠাধ্যক্ষ আপনাদের মতো মানী ও সাহসী বীরদের ছ’শো ক্রাউন দিতে পারেন এবং তাতে তিনি গদীতে কম আরামে বসবেন না।”

দলপতি গম্ভীরভাবে বলিল, “ছ’শো ক্রাউন রায়ই,—আমি খুশি হয়েছি—তুমি ঠিকবলেচ আইজ্যাক—ছ’শো ক্রাউন। এইবারই ঠিক, মঠাধ্যক্ষ মশায়।”

দস্যুদল চিৎকার করিয়া বলিল, “রায় বেরিয়েছে! রায় বেরিয়েছে! সলোমন এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর বিচার করতে পারতেন না!”

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “ক্ষেপেচ, মশাইরা। কোথা থেকে দেব অত টাকা?”

আইজ্যাক দস্যুদলের প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য বলিল, “যদি আপনাদের মত হয়, তবে ছ’শো ক্রাউনের জন্য ইয়র্কে আমি লোক পাঠাতে পারি—যদি মাননীয় মঠাধ্যক্ষ মশায়আমায় প্রাপ্তিস্বীকার করে একটা রসিদ দেন।”

দলপতি বলিল, “যা তুমি বলচ, সব উনি দেবেন এবং তোমার নিজের ও মঠাধ্যক্ষের মুক্তির মূল্যটা তোমাকে দিতে হবে।”

ইহুদী বলিল, “আমার জন্যে? হয়, সাহসী মশাইরা, আমি গরিব ও সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি; এখন থেকে ভিক্ষুকের লাঠিই জীবনে আমায় সম্বল করতে হবে, যদি আপনাদের পঞ্চাশটি মাত্র ক্রাউন দেব ধরে নিই তা হলেও।”

দলপতি বলিল, “মঠাধ্যক্ষ তার বিচার করুন। কি বলেন, যাজক এমার? ইহুদী কিউপযুক্ত মুক্তিমূল্য দিতে পারে?” মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “দিতে পারে? একি ইয়র্ক নগরের আইজ্যাক নয়! ওর ইয়র্ক শহরের বাড়ি এত সোনা ও রুপোতে ভরা যে, যেকোনো খ্রিস্টানদেশের পক্ষে তা লজ্জার বিষয়।”

দলপতি বলিল, “মঠাধ্যক্ষ, আপনি ওর মুক্তিমূল্য নির্ধারণ করুন যেমন ও আপনারকরেছে।”

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “তোমরা যখন এই পাজিটার মুক্তিমূল্য আমায় ঠিক করতে বলচ, আমি খোলাখুলিভাবেই তোমাদের বলছি যে যদি এক হাজার ক্রাউনের এক পয়সা কম ওর কাছথেকে নাও তবে তোমাদের প্রতি অন্যায় করবে।”

দস্যুসর্দার বলিল, “ঠিক মতো রায়! ঠিক মতো রায়!”

তার সাহায্যকারীরা চিৎকার করিয়া বলিল, “ন্যায্য রায়! ন্যায্য রায়! খ্রিস্টান তারসহৃদয়তা দেখিয়ে ইহুদীর প্রতি উদার ব্যবহার করেছে!”

ইহুদী বলিল, “আমার পূর্বপুরুষের দেবতা আমায় সাহায্য করুন। একজন গরিব লোককে আপনারা মাটিতে মিশিয়ে দেবেন? আজ আমার সন্তান নেই, এবং আমার জীবিকার উপায় পর্যন্ত আপনারা বন্ধ করবেন?—ওহো, রেবেকা! আমার প্রিয় র্যাচেলের কন্যা! যদিগাছের প্রতি পাতা হত এক একটা মুদ্রা, এবং যদি প্রত্যেক সেই মুদ্রা আমার হত—আমি সেসমস্ত ঐশ্বর্যরাশি বিলিয়ে দিতে পারতাম, যদি একবারটি জানতে পারতাম যে, তুমি বেঁচে আছ এবং ঘৃণিত নাজারিনের হাত এড়িয়েচ।”

একজন দস্যু বলিল, “তোমার কন্যার চুল কালো না? এবং রুপোর কাজ করা সাজানোসরু রেশমের মুখাবরণ পরেছিল না?”

পূর্বে যেমন ভয়ে কাঁপিতেছিল, এখন তেমনি আগ্রহে কম্পিত হইয়া বৃদ্ধ বলিল, “ঠিক, সে পরেছিল বটে, জেকব তোমাকে আশীর্বাদ করুন, সে নিরাপদ আছে কিনা, সে সম্বন্ধে কিছুবলতে পারো?”

তিরন্দাজ বলিল, “তাহলে তাকেই গর্বিত ধর্মযোদ্ধা হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, যখনসে আমাদের শ্রেণী ভেদ করে চলে গেল। তার দিকে তির ছুঁড়বার জন্যে ধনুকের গুণটেনেছিলাম কিন্তু মেয়েটির জন্য তাকে বাঁচিয়েচি, ভয় হল পাছে মেয়েটি আহত হয়।”

ইহুদী বলিল, “ওহো, ভগবানের নামে বলচি তিরে তার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেলেও যদি তুমি তির ছুঁড়তে! তার পিতৃপুরুষের সমাধিও তার কাছে ভাল, সেই বর্বর ও লম্পট ধর্মযোদ্ধার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার চেয়ে।”

সর্দার চারিদিকে চাহিয়া বলিল, “বন্ধুগণ, বুড়ো যদিও ইহুদী ছাড়া আর কিছু নয়, তবুওওর শোক আমার প্রাণে লেগেছে—বেশ,” সে ইহুদীর দিকে ফিরিয়া বলিল, “এমারের মুক্তিরজন্য যা নির্দিষ্ট হয়েছে সে টাকা অথবা তারও একশো ক্রাউন কমেও তোমায় ছেড়ে দেব—এইএকশো ক্রাউন আমার ভাগ থেকেই যাবে। তাতে একজন ইহুদী বণিকের মুক্তিমূল্য একজনখ্রিস্টান ধর্মযাজকের সমান হারে নির্দিষ্ট করবার জঘন্য অপরাধ থেকে মুক্ত হব, এবং বাকিপাঁচশো ক্রাউন দিয়ে তুমি তোমার মেয়ের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারবে—তোমার ক্রাউনগুলোদ্য বোয়া গিলবারের কানে তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে বাজাও-খারাপ কিছু ঘটবার আগেই। তুমিতাকে পাবে, আমাদের চরেরা যে সংবাদ এনেচে সে অনুসারে বলচি—তাদের দলের যেআশ্রম, এরপরেই আছে—সেখানে।”

তার মেয়ে জীবিত আছে এবং সম্ভবত তাকে মুক্ত করাও যাইতে পারে এই সংবাদ শুনিয়া আইজ্যাকের অর্ধেক দুশ্চিন্তা দূর হইল এবং সে উদার হৃদয় দস্যুসর্দারের পদতলে পতিত হইল।

দস্যু বলিল, “মঠাধ্যক্ষ এমার, আমার সঙ্গে এই গাছের তলায় আসুন। আমি কখনোশুনিনি যে, আপনি অত্যাচার বা নিষ্ঠুরতা ভালবাসেন। আইজ্যাক আপনাকে একশো রুপোরমার্কভর্তি একটি তোড়া দেবে যদি আপনার সহকর্মী ধর্মযোদ্ধাকে বলে কয়ে ওর মেয়ের মুক্তিরএকটা ব্যবস্থা আপনি করে দেন।”

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “এ সব যে আমি পাব, তার জামিন কে?”

দস্যু বলিল, “আপনার মধ্যবর্তিতায় আইজ্যাক যদি সফল হয়ে ফিরে আসে, তবে সেন্ট হিউবার্টের নামে শপথ করে বলচি আমি দেখব যাতে সে আপনাকে এই অর্থ খাঁটি রুপোতেদেয়।”

মঠাধ্যক্ষ বসিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া বোয়া-গিলবারের নিকট একখানি পত্র লিখিলেন—পরে উহা সাবধানে মুড়িয়া ইহুদীর হাতে দিয়া বলিলেন, “এই চিঠির সাহায্যে তুমিধর্মযোদ্ধার আশ্রমে নিরাপদে যেতে পারবে। আর যদি টাকার প্রলোভন দেখাও, তবে তোমারমেয়ে মুক্ত হতেও পারে।”

দস্যু বলিল, “আচ্ছা, মঠাধ্যক্ষ মশায়, আপনার মুক্তির মূল্য নির্দিষ্ট হয়েছে যে ছ’শোক্রাউন, তার দরুন ইহুদীকে একটা রসিদ দিতে যতটুকুদেবী—তার বেশি আপনাকে আমরাআটকে রাখব না।”

বোয়া-গিলবারকে মঠাধ্যক্ষ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর অপ্রসন্নতারসহিত, তাঁহার মুক্তিমূল্য দিবার প্রয়োজনে অগ্রিম দেওয়া হইল বলিয়া ইয়র্কের আইজ্যাক এইটাকার জন্য তাহার সহিত হিসাব রাখিতে অঙ্গীকার করিয়া একখানি রসিদ লিখিয়া দিলেন।

ইহুদীকে তাহার নিজের এবং মঠাধ্যক্ষের মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হইবে তাহার জামিন লওয়াই এখন বাকি রহিল। সেইজন্য সে ইয়র্কনগরীর একজন স্বজাতির নিকট নিজের নামাঙ্কিতএকখানা আদেশ-পত্রে লিখিয়া দিল যে, পত্র-বাহককে যেন এক হাজার ক্রাউন এবং পত্রে উল্লিখিত কিছু পণ্যদ্রব্য দেওয়া হয়।

আইজ্যাক চলিয়া যাইবার পূর্বে দস্যুসর্দার তাহাকে উপদেশ দিল, “আইজ্যাক, মুক্তহস্ত হবোঁকার বিষয়ে—মেয়ের উদ্ধারের জন্য টাকার বিষয়ে কার্পণ্য করবে না। আমার কথায় বিশ্বাস করো, যে স্বর্ণমুদ্রা তার বিষয়ে দিতে তুমি পিছিয়ে যাবে—পরে তা তোমাকে এত যন্ত্রণা দেবে যেন সেগুলো গলিয়ে তোমার গলায় ঢেলে দেওয়া হচ্ছে।”

রুদ্ধ আত্নাদের সঙ্গে আইজ্যাক সম্মতি জ্ঞাপন করিল ও নিজকার্যে যাত্রা করিল। বনেরভিতর তাহার পথপ্রদর্শক এবং রক্ষীর কাজ করিবার জন্য দুইটি দীর্ঘাকার অরণ্যচারী তাহারসঙ্গে রহিল।

কৃষ্ণযোদ্ধা সাগ্রহে এইসব ব্যাপার দেখিতেছিলেন। এইবার তিনি দলপতির নিকট বিদায় লইলেন; সাধারণ আইনের আশ্রয় ও প্রভাব হইতে বিতাড়িত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এতটা ভদ্রতা ও সভ্য রীতি দেখিয়া তিনি বিস্ময়প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

টর্কুইলষ্টোন দুর্গবিজয়ের পরদিন প্রভাতে ইয়র্ক নগরীতে একটা সংবাদ নানাভাবে ছড়াইতেলাগিল যে, দ্য ব্রাসি, বোয়া-গিলবার, তাহাদের সাহায্যকারী ও সঙ্গী ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ সহ বন্দী বানিহত হইয়াছেন। ওয়াল্ডিমার এই গুজব প্রিন্স জনের কাছে লইয়া গিয়া হাজির করিলেন, এইকথাও বলিলেন যে, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার আশঙ্কা হইতেছে এই জন্য যে, তাহারঅল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া স্যাকসন্ সেড্রিক ও তাহার অনুচরদিগকে আক্রমণ করিতে যাত্রাকরিয়াছিল।

প্রিন্স বলিলেন, “কি করা যাবে, ওয়াল্ডিমার?”

তাঁর মন্ত্রণাদাতা বলিলেন, “আমি তো কিছুই জানি না কি করা যাবে, কেবলমাত্র সেটাছাড়া যার জন্য আমি আদেশ নিয়োঁচি। দ্য ব্রাসির অধীনস্থ সৈন্যধ্যক্ষ উইনকলব্রান্ডকে আদেশ দিইয়াছি যে, সে শিঙা বাজিয়ে সৈন্যদের ঘোড়ায় চড়তে আদেশ দেয় এবং তার পতাকা উড়িয়েফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর দুর্গের দিকে যায়, আমাদের বন্ধুদের সাহায্যের জন্যে এখনো যদি কিছু করারথাকে তাই করবার জন্যে।” প্রিন্স টেঁচাইয়া বলিলেন, “কিন্তু এ আমরা কাকে দেখছি এখনে? ক্রুশের দিব্য, দ্য ব্রাসি নিজে! এবং কি অদ্ভুত পোশাকে সে এসেছে আমাদের সামনে!”

আগন্তুক দ্য ব্রাসিই বটে। তাঁহার বর্ম বহুস্থানে ভগ্ন, বিবর্ণ, রক্তরঞ্জিত এবং শিরস্বাণের অগ্রভাগ হইতে জুতায় আবদ্ধ কাঁটা পর্যন্ত ধুলি ও কর্দমে আচ্ছন্ন।

“দ্য ব্রাসি, এর মানে কি? কথা বলো, আমি আদেশ করচি! স্যাকসনেরা কি বিদ্রোহীহয়েছে? টেম্পলার কোথায়?”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “টেম্পলার পালিয়েচে, ফ্রঁ-দ্য-ব্যফকে আপনি আর কখনো দেখতে পাবেন না। তার নিজের দুর্গের প্রজ্জ্বলন্ত কড়ি-বরগার মধ্যে সে রক্তবর্ণ সমাধিকে আশ্রয় করেছেএবং আমিই কেবল আপনাকে বলতে বেঁচে এসেছি।”

ওয়াল্ডিমার বলিলেন, “খুব ঠাণ্ডা সংবাদ এটা আমাদের কাছে, যদিও তুমি অগ্নিকাণ্ডেরকথা বলচ।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “সকলের চেয়ে দুঃসংবাদ এখনো বলা হয়নি”—এবং প্রিন্স জনেরনিকটে আসিয়া নিম্নস্বরে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, “রিচার্ড ইংলন্ডে; আমি তাকে দেখেচি ও তার সঙ্গেকথা বলেছি।”

প্রিন্স জনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি টলিয়া পড়িলেন এবং সামলাইবার জন্যএকখানা ওক কাঠের বেঞ্চির পশ্চাদ্দেশ ধরিলেন, বৃকে তির বিঁধিলে মানুষের যেমন ভাব হয়অনেকটা তেমন ভাবে।

ফিজার্স বলিলেন, “তুমি প্রলাপ বকচ, দ্য ব্রাসি, এ হতে পারে না।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “এ অত্যন্ত সত্য কথা—আমি তাঁর বন্দী ছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি।”

ফিজার্স বলিলেন, “তুমি বলচ রিচার্ড প্ল্যান্টাজেনেটের সঙ্গে?”

দ্য ব্রাসি উত্তর করিলেন, “রিচার্ড প্ল্যান্টাজেনেটের সঙ্গে—সিংহহৃদয় রিচার্ডেরসঙ্গে—রিচার্ড অফ ইংলন্ডের সঙ্গে।”

ওয়াল্ডিমার বলিলেন, “তুমি তাঁর বন্দী ছিলে? তা হলে তিনি একটা বড় সৈন্যদলেরনেতৃত্ব করছেন?”

“না; কেবলমাত্র সামান্য কয়েকজন আইনের আশ্রয়চ্যুত তিরন্দাজ তাঁর দলে ছিল এবংতারাও তাঁকে জানে না। আমি তাঁকে বলতে শুনে এসেছিলাম যে, তিনি তাদের নিকট থেকে বিদায় নিতে উদ্যত হয়েছেন। শুধু টর্কুইলষ্টোনের দুর্গ আক্রমণ করতে সাহায্য করবার জন্যেই তিনি তাদের দলে যোগ দিয়েছিলেন।”

প্রিন্স বলিলেন, “নিরাপদ হওয়ার একটি মাত্র পথ আছে এবং তার ললাট নিশীথরাত্রিরমতো অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। “আমাদের যাকে ভয়, সে একা বেড়াচ্ছে; তার সঙ্গে কাউকে সাক্ষাৎ করতে হবে।”

দ্য ব্রাসি তাড়াতাড়ি বলিলেন, “আমার দ্বারা হবে না, আমি তার বন্দী ছিলাম এবং তিনি আমার প্রাণ দয়া করে রক্ষা করেছেন। আমি তাঁর শিরস্ত্রাণের একটা পালকও স্পর্শ করব না।”

প্রিন্স জন কর্ঠন হাস্যের সহিত বলিলেন, “কে তাঁর অনিষ্ট করতে বলচে? পাঁজিটাএখনো হয়তো বলে বসবে যে আমি তাকে বলেচি রিচার্ডকে হত্যা করতে?—না কারাগারইভাল।”

দ্য ব্রাসি বলিলেন, “কারাগার বা সমাধি যাই হোক, আমি ওসব ব্যাপারের মধ্যে নেই।” প্রিন্স জন বলিলেন, “দুর্ভাগ্য! তুই আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করে দিবি না তো?”

দ্য ব্রাসি উদ্ধতভাবে বলিল, “গুপ্ত মন্ত্রণা কখনো আমার দ্বারা ব্যক্ত হয়নি এবং আমারনামের সঙ্গে ‘দুর্ভাগ্য’ কথাটা জড়িত করা হয়, এ আমি পছন্দ করি না! আমি আপনাকে বলচি যে তিনি আমার প্রাণ দিয়েছেন। সত্য বটে, তিনি তাঁর কাছ থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন এবংআমার বশ্যতা গ্রহণ করেননি; সেদিক থেকে আমার নিকট তাঁর কোনো অনুগ্রহ বা বশ্যতার দাবী নেই; কিন্তু আমি তাঁর বিরুদ্ধে হাত তুলব না।”

ওয়াল্ডিমার ফিজার্স বলিলেন, “যেহেতু এর চেয়ে আর ভাল ব্যবস্থা হতে পারে না, সেইহেতু আমি নিজে এই বিপজ্জনক কাজের ভার নিলাম। প্রিন্স, বিদায়, যতদিন এর চেয়ে ভালসময় না আসে।” এই বলিয়া তিনি কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দস্যুপ্রদত্ত একটি অশ্বতরে আরোহণ করিয়া, পথপ্রদর্শক ও রক্ষী হিসাবে দুইজন ধনুর্ধর সমভিব্যাহারে, ইহুদী তাহার কন্যার মুক্তির বিষয়ে কথাবার্তা বলিবার জন্য টেম্পল্‌স্টো আশ্রম অভিমুখে রওনা হইল। বিধবস্ত টর্কুইলষ্টোন্ দুর্গ হইতে এই আশ্রম মাত্র একদিনের পথ এবং সন্ধ্যার পূর্বেই ইহুদী তথায় পৌঁছিবাব আশা করিয়াছিল। কিন্তু মঠের চার মাইলের মধ্যে পৌঁছিবাব পূর্বেই তার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং একটি ছোট শহর ব্যতীত বেশি দূর অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হইল। এই শহরে তাহার স্বজাতি জনৈক ইহুদী পণ্ডিত বাস করিতেন—তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন এবং আইজ্যাকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। নাথান ইহুদী তাহারবিপন্ন স্বজাতীয়কে সদয়ভাবে অভ্যর্থনা করিলেন—ইহুদীরা নিজেদের জাতির পরম্পরের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিত। তিনি আইজ্যাককে বিশ্রাম করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন এবং ভয়, শ্রান্তি, অত্যাচার, ও দুঃখে বেচারি বৃদ্ধ ইহুদীর যে

স্বর হইয়াছিল, তাহার গতি যাহাতে অবরুদ্ধ হয় সেজন্য সে কালে প্রচলিত কতকগুলি প্রসিদ্ধ ঔষধ সেবনেরব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

পরদিন সকালে যখন আইজ্যাক উঠিয়া চলিয়া যাইবার প্রস্তাব করিল, নাথান তখন তাহারআশ্রয়দাতা ও চিকিৎসক হিসাবে তাহার প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন।

তিনি বলিলেন, “এতে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে।” কিন্তু আইজ্যাক বলিল, তাহার সেই দিন প্রভাতে টেম্পলষ্টো পৌঁছবার উপর জীবন-মরণের অতিরিক্ত কিছু নির্ভর করিতেছে।

তাহার আশ্রয়দাতা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, “টেম্পলষ্টোতে! তুমি কি জানো যে, লুকাস্‌ম্য বোমানোয়া, ওদের সম্প্রদায়ের অধিপতি, যাঁকে ওরা গ্র্যান্ড মাস্টার (প্রধান আচার্য) বলে, স্বয়ং এখন টেম্পলষ্টোতে আছেন? তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে ইংলন্ডে এসে পৌঁছেছেন—তার ধর্মভাইয়েরা এ আশা করেনি। এবং তিনি ওদের মধ্যে এসেছেন দৃঢ় হস্ত প্রসারিত করে সংশোধন করতে ও শান্তি দিতে। তাদের বিরুদ্ধে তার মুখ রাগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে যারা ব্রতগ্রহণ করে তা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং এইসব উচ্ছৃঙ্খল লোকদের বেজায় ভয় হয়েছে, বিশেষকরে এই গর্বোদ্ধত ব্যক্তি একজন মুসলমানকে হত্যা করার ন্যায় একজন ইহুদী হত্যাও সমানপ্রীতিপ্রদ মনে ভেবে ইহুদীগণের বিরুদ্ধেও বৈরভাব ঘোষণা করেছেন।”

আইজ্যাক বলিল, “তিনি তাঁর মুখ যদি সাতগুণ উত্তপ্ত আঙনের চুল্লীর মতো করেথাকেন, তবুও আমাকে যেতেই হবে টেম্পলষ্টোতে।” সে তাহার বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়াঘণ্টাখানেক অশ্বারোহণে গমন করিবার পরে আশ্রমে পৌঁছিল।

গ্র্যান্ডমাস্টার সে সময়ে একটি ক্ষুদ্র উদ্যানে পায়চারি করিতে করিতে কনরাড নামক জনৈক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির সহিত গোপনীয় কথাবার্তা কহিতেছিলেন; তাহার সহিত এইলোকটি প্যালেষ্টাইন হইতে আসিয়াছিল।

এই সময়ে একজন অনুচর প্রবেশ করিল এবং গ্র্যান্ডমাস্টারকে সসম্মুখে অভিবাদন করিয়াবলিল, “মহামান্য পিতঃ, একজন ইহুদী ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে; সে ভ্রাতা ব্রিঁয়া দ্য-বোয়া-গিলবারের সঙ্গে কথা বলবার প্রার্থনা করে।”

গ্র্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “আমাদের সামনে তাকে হাজির করো।”

অনুচর বিনীত প্রণিপাত করিয়া বিদায় লইল এবং আইজ্যাককে লইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরিল।

গ্র্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “ড্যামিয়েন, তুমি যাও, আর একজন প্রহরীকে রেখে দাও ডাকলেই যেন আসে; আমরা যতক্ষণ এখান থেকে না যাব, ততক্ষণ কাউকে এখানে আসতে দেবে না।” অনুচর অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। গ্র্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “ইহুদী, শোনআমার কথা। ভ্রাতা ব্রিঁয়া দ্য-বোয়া-গিলবারের সঙ্গে তোর কি কাজ?” আইজ্যাক ভয়ে ও বিস্ময়ে খাবি খাওয়ার যোগাড় করিল। তাহার যাহা বলিবার আছে, তাহা যদি সে বলে, তাহাহইলে সে সম্প্রদায়ের নামে কলঙ্ক রটনা করিতেছে—ব্যাপারটির এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে। আর না বলিলেই বা তাহার কন্যার উদ্ধারের আশা কোথায়? বোমানোয়া তাহার এই ভীতিলক্ষ্য করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

তিনি বলিলেন, “ইহুদী, তোর হীন শরীরটার জন্যে কোনো ভয় করি না, যদি তুই এ বিষয়ে খাঁটি ব্যবহার করিস। আমি আবার জানতে চাই ব্রিঁয়া দ্য-বোয়া-গিলবারের সঙ্গে তোরকি কাজ?”

ইহুদী আমতা আমতা করিয়া বলিল, “মহামান্য সাহসী বীর: অবধান করুন। আমি সেই সাধু নাইটের নামে একখানা পত্রের বাহক, জরভো মঠাধ্যক্ষ এমারের কাছ থেকে আসছি।”

গ্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “কনরাড, ইহুদীর কাছ থেকে পত্রখানা নিয়ে আমায় দাও।” পত্রখানি পাইয়া তিনি তাড়াতাড়ি সেখানি পাঠ করিলেন; পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখে ভয়বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। পুনরায় তিনি ধীরে ধীরে পত্রখানি পড়িলেন। পরে একহাতেসেখানি কনরাডের দিকে ধরিয়া আর হাতে একটি মৃদু টোকা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, “একজনখ্রিস্টান আর একজন খ্রিস্টানের কাছে কি চমৎকার পত্র লিখেচে দেখ।”

কনরাড তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে পত্রখানি লইলেন। গ্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “কনরাড, চেষ্টা করি, এবং তুমি (আইজ্যাককে লক্ষ্য করিয়া) চিঠির বিষয়টা মনোযোগ দিয়ে শোন্, এসম্বন্ধে তোকে প্রশ্ন করব।”

কনরাড চিঠিখানি পড়িলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিলঃ—

‘ভগবানের কৃপায় জরভো নামক স্থানের সেন্ট মেরীর সিস্টারশ্যান আশ্রমের অধ্যক্ষএমার, স্যার ব্রিঁয়া দ্য-বোয়া-গিলবারের স্বাস্থ্য এবং সুরাদেব ও ভেনাস দেবীর কৃপা তার ওপর বর্ষিত হোক—এ কামনা করেন প্রিয় ভ্রাতঃ। আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে জানাই যে, আমিজনকয়েক দুর্দান্ত, ধর্মভ্রষ্ট দস্যুর হস্তে বন্দী। ফ্রঁ-দ্য-ব্যফ-এর দুর্দশার কথা জানিয়াছি। আরোজানিয়াছি যে তুমি সেই সুন্দরী ইহুদী কন্যাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছ, যে সুন্দরীর কৃষ্ণতারানয়ন দুটি তোমায় যাদু করিয়াছে। তুমি নিরাপদে আছ জানিয়া আমি আন্তরিক আনন্দ লাভ করিয়াছি; কিন্তু তথাপি তুমি সাবধানে থাকিবে, আমার এই প্রার্থনা। কারণ, আমি গোপনে সংবাদ পাইলাম যে, তোমাদের স্ফূর্তির হ্রাস করিবার জন্য ও তোমার অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবিধানের জন্য তোমাদের প্রধান আচার্য শীঘ্রই নরম্যাণ্ডি হইতে আসিতেছেন। সেই তরুণীরপিতা ধনী ইহুদী আইজ্যাক তাহার হইয়া পত্র লিখিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা জানায়। সেইজন্যতাহার হাতে এই পত্র দিতেছি এবং তোমাকে উপদেশ দিতেছি ও অনুরোধ করিতেছি যে, মুক্তির মূল্য লইয়া মেয়েটিকে ছাড়িয়া দাও।

প্রাভাতিক প্রার্থনার সময় দস্যুদের আড্ডা হইতে প্রেরিত।

এমার, জরভোর সেন্ট মেরী মঠের অধ্যক্ষ।”

প্রধান আচার্য বলিলেন, “তাহলে তোমার কন্যা ব্রিঁয়া দ্য-বোয়া-গিলবারের নিকটবন্দিনী?”

ইহুদী বেচারি কম্পিত কণ্ঠে বলিল, “হাঁ শ্রদ্ধেয় বীরবর,—আর একজন গরিবের পক্ষেতার উদ্ধার সাধনের জন্যে যে নিষ্ক্রয় দেওয়া সম্ভব—”

প্রধান আচার্য বলিলেন, “চুপ! তোমার এই মেয়ে চিকিৎসা করে থাকে—না?”

ইহুদী কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, “হাঁ, মহাশয়।”

গ্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “নিশ্চয়ই তোর মেয়ে যাদুমন্ত্রের সাহায্যে রোগ আরাম করেথাকে?”

ইহুদী জবাব দিল, “না ভক্তিভাজন বীরবর! প্রধানত একটা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ঔষধেরদ্বারা।”

বোমানোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা থেকে সে এই গুণবিদ্যা শেখে?”

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আইজ্যাক উত্তর দিল, “আমাদের স্বজাতীয় মিরিয়াম নামে এক বিদূষী বৃদ্ধা এই বিদ্যা তাকে দান করেছিলেন।”

গ্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “হুঁ, শঠ ইহুদী! যে ডাইনি মিরিয়ামের ঘৃণিত যাদুবিদ্যার কথা খ্রিস্টান জগতের সর্বত্র সুপরিচিত—তারই নিকট থেকে তোর মেয়ে শিক্ষা পেয়েছে— না?” এই কথা বলিয়া গ্যান্ডমাস্টার নিজের দেহের উপর ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করিলেন, পরে বলিতেলাগিলেন, “তাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, তার দেহভস্ম বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যদিতার শিষ্যর প্রতিও সেই দণ্ড কিংবা তার চেয়ে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা না করতে পারি, তবেআমাদের সম্প্রদায়েরও যেন ওই দশা হয়। পবিত্র ধর্ম-মন্দিরের ব্রত-গ্রহণকারী নাইটদের ওপর তার

মায়াজাল ও তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগ করার উপযুক্ত প্রতিফল তাকে আমি দেব। ড্যামিয়েন, লাথি মেরে এই ইহুদীকে দূর করে দাও। যদি বাধা দেয় কি ফিরে আসতে চায়—তির মেরে হত্যাকরবে। খ্রিস্টান আইন ও আমার পদমর্যাদা অনুসারে আমি এর মেয়ের প্রতি দণ্ডদেশ দেব।”

আদেশ অনুসারে হতভাগ্য আইজ্যাককে তাড়াতাড়ি বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল এবং আশ্রম হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইল। কেহই তাহার অনুনয়-বিনয় এমন কি মুক্তিপণদিবার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না, গ্রাহ্যও করিল না। ইতিমধ্যে গ্র্যান্ডমাস্টার টেম্পলস্টোআশ্রমের মোহান্তকে তাহার নিকট আস্থান করিয়া পাঠাইলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

টেম্পলস্টো মঠের অধ্যক্ষ, অথবা, ওই সম্প্রদায়ের ভাষায়, মোহান্ত, গ্র্যান্ডমাস্টারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে গ্র্যান্ডমাস্টার তাহার প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিলেন।

তিনি কৰ্কশস্বরে বলিলেন, “আচার্য মশায়! ভগবানের মন্দিরের পবিত্র সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এই প্রাসাদে একজন ধর্মভ্রাতা এক ইহুদিনীকে এনেচে আপনার সম্মতিক্রমে?”

অ্যালবার্ট ম্যালভোয়াজাঁ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। বোমানোয়ার মূর্তি দেখিয়া তিনিবুঝিলেন যে, ভীষণ ঝটিকা কোনামতে যদি এড়াইতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার ওবোয়া-গিলবারের সর্বনাশ অবধারিত।

গ্র্যান্ডমাস্টার বলিতে লাগিলেন, “বোবা হয়ে রয়েচ যে? আর একবার জিজ্ঞাসা করি, একি করে হল, যে তুমি একজন ধর্মভ্রাতাকে একটা উপপত্নী আনতে সম্মতি দিয়েছো এই পবিত্রস্থান কলঙ্কিত ও অপবিত্র করতে, এবং সেই উপপত্নী আবার একজন ইহুদী যাদুকরী?”

অ্যালবার্ট ম্যালভোয়াজাঁ সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, “ইহুদী যাদুকরী! পবিত্র স্বর্গদূতেরা আমাদের রক্ষা করুন! মাননীয় পিতঃ, আপনার জ্ঞান আমার বুদ্ধির অস্পষ্টতা অপসারিত করেছে। ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবারের মতো একজন সাহসী বীর এই মেয়েটার রূপে এতটা সম্মোহিত হয়ে পড়েছেন দেখে আমি বড়ই বিস্মিত হয়েছিলাম। তাদের মধ্যে যাতে আরঘনিষ্ঠতা না বাড়তে পারে সেই উদ্দেশ্যেই তাদের এই মন্দিরে আশ্রয় দিয়েছি। যখন জ্ঞানবলে আপনি আবিষ্কার করেছেন যে, এই ইহুদী রমণী যাদুকরী, তখন বুঝতে পারছি যে, বোধহয় এইজন্যই বোয়া-গিলবারের এই প্রণয়ঘটিত মৃত্যু জন্মেচে।”

বোমানোয়া বলিলেন, “ঠিক বোঝা গিয়েছে—ঠিক বোঝা গিয়েছে। এই ব্যাপারে ভ্রাতা ব্রিঁয়াকে কঠিন শাস্তি দেওয়া চলে না—বরং তাকে করুণার পাত্র বলেই বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু যে দুর্বৃত্তা মায়াবিনী আমাদের পবিত্র সম্প্রদায়ভুক্ত একজন সন্ন্যাসীর উপরে মায়ার ফাঁদবিস্তার করেছে—তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে। তার বিচারের জন্য সভাগৃহে আয়োজন করো।”

অ্যালবার্ট ম্যালভোয়াজাঁ অভিবাদন করিয়া সভাগৃহ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাগুলি নির্দেশকরিতে ও ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবারকে ব্যাপার কি দাঁড়াইয়াছে তাহা বলিবার জন্য চলিয়া গেলেন। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশিক্ষণ গেল না।

বোয়া-গিলবার তিরস্কারের সুরে বলিলেন, “এই তোমার সতর্কতা ম্যালভোয়াজাঁ? ভীমরতিগ্রস্ত বুড়োটাকে জানতে দিয়েচ যে, রেবেকা আশ্রমে রয়েছে?”

আচার্য বলিলেন, “যাতে তোমার রহস্যটা গুপ্ত থাকে তার জন্যে আমি চেষ্টার ক্রটিকরিনি। কিন্তু আমি যতটা পেরেচি বাতাস ঘুরিয়ে দিয়েছি; যদি তুমি রেবেকাকে ছাড়ো, তুমি নিরাপদ। তুমি কৃপার পাত্র হয়েচ; যাদুর

কুহকমুগ্ধ হতভাগ্য। সে যাদুকরী, কাজেই তাকে তার উপযুক্ত দণ্ড নিতেই হবে।” বোয়া-গিলবার বলিলেন, “স্বর্গের দিব্য, সে নেবে না!”

“স্বর্গের দিব্য, তাকে নিশ্চয়ই নিতে হবে। তুমি বা আর কেউ তাকে বাঁচাতে পারো না। এখন আমরা বিদায় নিই, ঘনিষ্ঠ ধরনের কথাবার্তা বলতে আমাদের কেউ না দেখে—হলঘরে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।”

আচার্য প্রয়োজনীয় আদেশগুলি সবে দিয়াছেন এমন সময় কনরাড আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিলেন।

আচার্য বলিলেন, “এটা নিশ্চয়ই স্বপ্ন! আমাদের অনেক ইহুদী চিকিৎসক আছে এবং যদিও তারা আশ্চর্যজনক আরোগ্য সাধন করে, আমরা তো তাদের যাদুকর বলি না?”

কনরাড বলিলেন, “গ্র্যান্ডমাস্টার অন্যরকম মনে করেন; এবং ডাইনি হোক বা না হোক, ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবারকে আমরা সম্প্রদায় থেকে হারাব তার চেয়ে এই হতভাগীটার মৃত্যুভাল।”

ম্যালভোয়াজাঁ বলিলেন, “কিন্তু যাদুবিদ্যার জন্য এই রেবেকাকে অপরাধিনী ঠাওরাইবারকি যথেষ্ট কারণ আছে? গ্র্যান্ডমাস্টার যখন দেখবেন, প্রমাণের দুর্বলতা, তখন তিনি কি মতপরিবর্তন করবেন না?”

কনরাড উত্তর দিলেন, “সেগুলিকে সবল করতে হবে, অ্যালবার্ট, সেগুলি সবল করতে হবে। বুঝ আমায় কথা?”

আচার্য বলিলেন, “বুঝেছি। আমাদের সম্প্রদায়ের যাতে মঙ্গল হয়, তার জন্যে আমি কোনো কিছুতে পশ্চাৎপদ হব না। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষী সংগ্রহের সময় যে বড় কম।”

কনরাড বলিলেন, “মালভোয়াজাঁ, সাক্ষী সংগ্রহ করাই চাই। আমার কথা শোনো— দুই . একটা বাইজান্ট দিলে যদি তাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়, তারও যেন অভাব না হয়।”

দুর্গের গুরু জয়ঘণ্টা বাজিয়া মধ্যাহ্নকাল নির্দেশ করিয়াছে, এমন সময় যে কক্ষে রেবেকা বন্দিনী ছিল, তাহার দ্বার খোলা হইল এবং কৃষ্ণপরিচ্ছদে আবৃত চারিজন প্রহরী সঙ্গে লইয়া কনরাড ও মালভোয়াজাঁ প্রবেশ করিলেন।

আচার্য বলিলেন, “অভিশপ্ত জাতের মেয়ে, ওঠো, আমাদের অনুসরণ করো।”

রেবেকা বলিল, “কোথায় এবং কি উদ্দেশ্যে?”

কনরাড উত্তর দিলেন, “কুমারী, প্রশ্ন করবার মালিক নও তুমি, তোমার কাজ হুকুম পালনকরা। তবুও জেনে রাখো যে আমাদের পবিত্র সম্প্রদায়ের গ্র্যান্ড মাস্টারের সম্মুখে তোমার অপরাধের জবাবদিহি করবার জন্যে তোমাকে হাজির করা হচ্ছে।”

রেবেকা ভক্তির সহিত হাতজোড় করিয়া বলিল, “আব্রাহামের ঈশ্বরের মহিমা কীর্তিত হোক! যদিও আমার জাতের শত্রু, তবুও বিচারকের নাম আমার কাছে রক্ষকের নামের মতো। আমি সাগ্রহে ও সানন্দে আপনাদের অনুসরণ করব। শুধু আমার মাথায় ঘোমটা দিতে আমায় অনুমতি দিন।”

ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে তাহারা সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ গ্যালারি পার হইয়া হলকক্ষে প্রবেশ করিলেন, গ্র্যান্ডমাস্টার যেখানে তাহার বিচারালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। রেবেকা নতশিরে যুক্তকরে জনতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল—এমন সময়ে একটুকরা কাগজ তাহার হাতে কে গুঁজিয়া দিল—সে প্রায় অজ্ঞাতসারেই ইহা গ্রহণ করিল এবং ইহাতেকি লেখা আছে পরীক্ষা না করিয়াই হাতে করিয়া রাখিল। এই গাভীরময় জনসঙ্গের মধ্যে কেহযে তাহার বন্ধু আছে, এই বিশ্বাস তাহাকে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিতে ও কাহার সম্মুখে সেআনীতা হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে সাহস প্রদান করিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিশাল হলকামরার একপার্শ্ব অধিকার করিয়া বিচারমঞ্চ অধিষ্ঠিত। অপরাধিনীর সম্মুখে একটি উচ্চ বেদিতে গ্র্যান্ড মাস্টার আসীন। চারিজন আচার্য গ্র্যান্ড মাস্টার অপেক্ষা নিম্নতর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। যে সব নাইটের সেরূপ পদমর্যাদা ছিল না, তাহারা আরো নিম্নতর কাঠের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

উপস্থিত জনসঙ্ঘের মধ্যে গান্ধীর্ষ্য বিরাজ করিতেছিল। ভগবানের স্তুতিগান দ্বারা সেদিনের কার্য আরম্ভ হইল। গান থামিয়া গেলে, গ্র্যান্ডমাস্টার ধীরে ধীরে জনমণ্ডলীর দিকে চাহিলেন। তাহার পরে উচ্চৈঃস্বরে জনতাকে সম্বোধন করিলেন।

‘শ্রদ্ধেয় সাহসী বীরগণ, নাইটগণ, আচার্যগণ ও পবিত্র সন্ন্যাসীদলভুক্ত সহচরগণ, আমার ভ্রাতৃগণ ও সন্তানবৃন্দ! ইয়র্কের আইজ্যাকের কন্যা রেবেকা নাম্নী ইহুদিনীকে আমরা আমাদের সমক্ষে আহ্বান করিয়াছি। তাহার বিরুদ্ধে যাদুবিদ্যার অভিযোগ আছে। সেইযাদুবিদ্যার প্রভাবে সে পবিত্র মন্দিরের জনৈক একনিষ্ঠ সেবকের রক্তে উন্মাদনা আনিয়াছে—তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইয়াছে। সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদের ভ্রাতা ব্রিগা দ্য বোয়া গিলবার খ্রিস্টধর্মের একজন প্রকৃত ও অনুরাগী পক্ষসমর্থনকারী।

যদি আমাদেরকে বলা যাইত যে, এরূপ একজন ব্যক্তি হঠাৎ তাহার চরিত্র, ব্রত, তাহারসম্প্রদায়স্থ ভ্রাতৃবৃন্দ এবং তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা অগ্রাহ্য করিয়া একজন ইহুদিণীর সহিতমিলিত হইয়াছে এবং তাহার মুচুতার দ্বারা এতই বিলুপ্তচেন হইয়াছে যে, তাকে আমাদেরমঠগৃহের এই বাটীতে পর্যন্ত লইয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে ওই বীর নাইট কোনো পাপমন্ত্ৰেরদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, ইহা ব্যতীত আমরা আর কি বলিব? তাহা হইলে তাহার ধর্মপথ হইতে স্বলনের জন্য তাঁহাকে শাস্তি না দিয়া বরং আমাদের দুঃখিত হইতে হয়; এবং যাহা তাহার পাপ হইতে তাহাকে শুদ্ধ করিতে পারে, এরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া যে অভিশাপস্বরূপিণী নারী তাঁহাকে ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, তাহার উপর আমাদের ক্রোধের তীক্ষ্ণতাপ্রয়োগ করা উচিত। অতএব যাহারা এই সমস্ত শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়াছ, তাহারা আসিয়া সাক্ষ্য দাও, যাহাতে আমরা উহার পরিমাণ এবং বিচারের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে পারি।”

জ্বলন্ত দুর্গ হইতে রেবেকাকে উদ্ধার করিতে গিয়া বোয়া-গিলবার কিরূপ ভাবে নিজেকে বিপন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহাকে বাঁচাইবার জন্য কিরূপভাবে আত্মরক্ষায় অবহেলা করিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কয়েকজন সাক্ষী আহুত হইল। রেবেকার প্রাণরক্ষার্থনাইটের যত্নের যে বর্ণনা দেওয়া হইল তাহা এমন অতিরঞ্জিত যে, সম্পূর্ণ বিবেচনাশূন্য নাহইলে কেহই সেরূপ করিতে পারে না; এমন কি নারীর সম্মানরক্ষার জন্য যে সকল নাইট আবেগের আতিশয্য দেখান তাহারাও ততদূর যাইতে পারেন না। রেবেকার কঠোর ওতিরস্কারপূর্ণ কথাগুলি তিনি যেরূপ সমীহ সহকারে শুনিতেন—তাহার এমন অতিরঞ্জিতবিবরণ দেওয়া হইল যে, বোয়া-গিলবারের ন্যায় উদ্ধত স্বভাবের লোকের পক্ষে সেরূপব্যবহার করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হইল।

বোয়া-গিলবার ও ইহুদি কন্যা কিরূপভাবে মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহারবর্ণনা দিবার জন্য টেম্পলষ্টোর আচার্যকে আহ্বান করা হইল। তিনি অতি সাবধানে সতর্কতার সহিত সাক্ষ্য দিলেন। বেশ বুঝা যাইতেছিল যে, বোয়া-গিলবারের মনে যাহাতে কোনোআঘাত না লাগে সে বিষয়ে তিনি খুব যত্নবান। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যাহাতে বুঝা যায় যে, বোয়া-গিলবারের সাময়িক বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল।

গ্র্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “এইবার এই ইহুদি রমণীর পূর্বকার জীবন ও আচরণ সম্বন্ধেযাদের কিছু সাক্ষ্য দেবার আছে, তারা আমাদের সামনে এগিয়ে আসুক।”

সভাগৃহের অপর প্রান্তে একটা গোলমাল উপস্থিত হইল। গ্র্যান্ডমাস্টার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, জনতার মধ্যে একজন অত্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তি আছে; তাহার নাম হিগ—মেলের পুত্র। সে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। বন্দিনী এক অপূর্ব শক্তিবিশিষ্ট মলম প্রয়োগ করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিয়াছে।

এই গরিব চাষা জাতিতে স্যাক্সন, তাকে বিচারকের সম্মুখে টানিয়া আনা হইল। একতরুণী ইহুদিনী তাহার পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য করিয়াছিল—এই অপরাধে না জানি তাকে শাস্তিই পাইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সম্পূর্ণ সুস্থ সে নিশ্চয়ই হয় নাই, কারণ সাক্ষ্য দিবার জন্য অগ্রসর হইবার সময় সে লাঠিতে ভর দিয়া চলিতেছিল। অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত অপূর্ণ নয়নে সে সাক্ষ্য দিল। কিন্তু সে স্বীকার করিল যে, দুই বৎসর আগে যখন সে ইয়র্কে বাস করিত, সেই সময় ধনী ইহুদী আইজ্যাকের অধীনে ছুতার মিস্ত্রির কাজকরিতে করিতে সে সহসা ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। রেবেকার নির্দেশ অনুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্বে সে বিছানা হইতে উঠিতে পারিত না। কিন্তু এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া সে শরীরে অনেকটা শক্তি পাইয়াছে। সে বলিল যে, রেবেকা তাকে সুন্দর এককৌটা মলম দিয়াছিল; কম্পিত হস্তে বক্ষ হইতে অনেক কষ্টে একটি ক্ষুদ্র কৌটা বাহির করিল। বাক্সের ডালাতে হিব্রু অক্ষরে কি লিখিত ছিল। তাহাতেই অধিকাংশ শ্রোতার বিশ্বাস জন্মিল যে, শয়তানই তাহার রোগের চিকিৎসা করিয়াছে।

গ্র্যান্ডমাস্টার এইবারে রেবেকাকে অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিতে আদেশ দিলেন। রেবেকা তখন প্রথম কথা বলিল। সংযতভাবে গান্ধীর্যের সহিত সে উত্তর দিল যে, একাকী অপরিচিতজনতার মধ্যে অবগুষ্ঠন উন্মোচন করা তাহাদের জাতির মেয়েদের রীতি নহে। গ্র্যান্ডমাস্টারের আদেশ অনুসারে রক্ষীরা তাহার অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিতে যাইতেছে, এমন সময় সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “না, এমন কাজ করতে যাবেন না; আপনাদের অনুময় করি—আপনারাও তো আপনাদের মেয়েদের ভালবাসেন। পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, “হায়, আপনাদের কোনো কন্যা নাই! কিন্তু তবু! আপনাদের ভগ্নীদের দোহাই, মেয়েদের স্বাভাবিকলজ্জাশীলতার কথা ভাবুন; আপনাদের সামনে কাউকে এমন করে গায়ে হাত দিতে দেবেননা।” পরে সংযত অথচ খেদপূর্ণ স্বরে কহিল, “আমি আপনাদের আদেশ পালন করছি। আপনারা আপনাদের সমাজের মধ্যে উচ্চপদস্থ; আপনাদের আদেশ মতো এই হতভাগিনীকুমারী তার মুখাবরণ অপসারিত করবে।”

সে তাহার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল এবং তাহাদের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল, যে মুখে লজ্জা ও গান্ধীর্য যেন অধিকারের জন্য পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছিল। তাহার অনুপমসৌন্দর্য দর্শকগণের মধ্য হইতে বিস্ময়সূচক গুঞ্জনধ্বনি উৎপাদন করিল এবং তরুণ নাইটেরা পরস্পরের প্রতি নির্বাক দৃষ্টিপাত দ্বারা নিজেদের এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল যে, রেবেকার কল্পিত যাদুবিদ্যা অপেক্ষা রেবেকার রূপের মোহিনীশক্তি তাহার মুগ্ধ হওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট কৈফিয়ত।

পরে দুইজন সাক্ষীর প্রমাণ গৃহীত হইল। তাহারা যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। তাহারা কোনো অপরিচিত ভাষায় রেবেকাকে আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বকিতে শুনিয়াছে। মাঝে মাঝে সে আপন মনে বকে, এবং উত্তরের প্রতীক্ষায় আকাশের দিকে চায়। তাহার যাদুমন্ত্রাঙ্কিত অনেকগুলি আংটি আছে—টর্কুইলস্টোনের দুর্গে আনীত একটি আহত ব্যক্তির ক্ষতস্থানে কি একটা সঙ্কেত করিয়া সে তাকে এমন নীরোগ করিয়াছিল যে, সেই মৃতকল্প লোকটা সিকি ঘণ্টার মধ্যে দুর্গপ্রাচীরের উপর চলাফেরা করিতে লাগিল। একজন সাক্ষী বলিল যে, সে দেখিয়াছে রেবেকা শুভ্র রাজহংসীর রূপ ধরিয়া টর্কুইলস্টোন দুর্গের স্তম্ভশীর্ষে বসিয়াছিল এবং সেই রূপেই টর্কুইলস্টোন দুর্গের চারিদিকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিল।

এই অতীব মূল্যবান সাক্ষ্য রেবেকার যে গুপ্তশক্তির সহিত সংস্রব আছে তাহারই প্রমাণস্বরূপ গম্ভীরভাবে শ্রুত হইল। তখন গ্র্যান্ড মাস্টার গম্ভীরস্বরে রেবেকাকে বলিলেন, “তোমার প্রতি যে দণ্ডবিধান করিতে যাইতেছি, তাহার বিরুদ্ধে তোমার কিছু বক্তব্য আছে?”

সুন্দরী ইহুদিনী আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, “আমি জানি, আপনাদের কাছে দয়ার জন্য অনুময়-বিনয় করা মিথ্যে, আর আমি তা হীন বলে মনে করি। যদি বলি যে, এইসব লোকে (ভগবান এদের ক্ষমা করুন) আমার বিরুদ্ধে যে

সব কথা বলেছে তা অসম্ভব, তাতে কোনো ফল হবে না, কারণ আপনারা বিশ্বাস করেন তা সম্ভবপর। আমার উপর অত্যাচারকারীর বিরুদ্ধেও কিছু দোষ দিয়ে বিপদমুক্ত হতে চাই না—যে অত্যাচারী ওখানে দাঁড়িয়ে শুনচে এই সব রূপকথা এবং অসম্ভব কল্পনা—যা অত্যাচারকারীকে পরিবর্তিত করে অত্যাচারীতে। ভগবান আমাদের উভয়ের পরস্পরের প্রতি আচরণের দোষগুণ বিচার করবেন। ও আপনাদের সম্প্রদায়ের লোক। বিপিনা ইহুদীর মণীর সহস্র সুদৃঢ় শপথ ওর সামান্যতম উজ্জ্বলিত হই ডুবে যাবে। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনীত হয়েছে তার পাল্টা অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে আমি আনব না। কিন্তু ওর কাছেই—হাঁ ব্রিগ্যা দ্য বোয়া-গিলবার, তোমার কাছেই আমি জিজ্ঞাসা করি—বলো, এই সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা কি না—অসম্ভব কিনা—মিথ্যা অপবাদজনক কিনা—মারাত্মক কি না?”

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করিল; সকলের চক্ষু ব্রিগ্যা দ্য বোয়া-গিলবারের দিকে ফিরিল। তিনি নীরব রহিলেন।

সে (রেবেকা) বলিল, “কথা বলো—যদি তুমি মানুষ হও—খ্রিস্টান হও—কথা বলো! যেপরিচ্ছদ তুমি ধারণ করে আছ,—যে পদবীর তুমি উত্তরাধিকারী,—যে বীরোচিত ধর্মের এত গর্ব করো—এদের সকলের দিব্য—বলো এসব কি সত্য?”

গ্র্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “ভ্রাতঃ, শয়তানের সঙ্গে তোমার দ্বন্দ্ব চলছে—যদি তাকে পরাস্তকরতে পেরে থাক—একবার উত্তর দাও।”

বাস্তবিক বিভিন্ন প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে বোয়া-গিলবারকে বিচলিত দেখাইতেছিল। তাহার সমস্ত দেহ কম্পিত হইল। অবশেষে রেবেকার দিকে চাহিয়া তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “সেই কাগজটা। সেই কাগজটা!”

বোমানোয়া বলিলেন, “হুঁ, ঠিক প্রমাণ পাওয়া গেল! ওর যাদুমন্ত্রে বশীভূত এ ব্যক্তি মাত্র সেই মারাত্মক কাগজখানারই উল্লেখ করছে, তার ওপরে অঙ্কিত মন্ত্রই নিশ্চয় এর নীরবতার কারণ।

বোয়া-গিলবারের মুখ হইতে একরূপ জোর করিয়াই যে কথা বাহির করা হইল, রেবেকাকিন্তু তাহার অন্যরূপ অর্থ করিল। তখনো সেই কাগজের টুকরাটি সে হাতে ধরিয়াছিল, সেটার উপর চোখ বুলাইয়া দেখিল, আরবী অক্ষরে তাহাতে লেখা আছে, “তোমার পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য একজন বীর চাও।” বোয়া-গিলবারের এই অদ্ভুত উত্তরে সভাস্ত সকলের মধ্যে যে অনুচ্চমন্তব্যধ্বনি উঠিল—সেই অবসরে রেবেকা সকলের অলক্ষ্যে কাগজটি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেটি নষ্ট করিয়া ফেলিল। অক্ষুট বাক্যালাপধ্বনি থামিয়া গেলে গ্র্যান্ড মাস্টার কথা বলিলেন।

“রেবেকা, তুমি এই হতভাগ্য নাইটের সাক্ষ্য থেকে কোনো উপকার পাবে না—আমাদের বেশ মনে হয়, শয়তান ওর সম্বন্ধে এখনো অতীব প্রবল। তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে?”

রেবেকা বলিল, “আপনাদের নিষ্ঠুর আইন অনুসারেও আমার রক্ষা পাবার একটা উপায় আছে। জীবন আমার দুঃখে পরিপূর্ণ—অন্তত সম্প্রতি দুঃখে পরিপূর্ণই হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের যা দান, তা আমি হেলায় নষ্ট করব না। আমি এই অপরাধ অস্বীকার করছি, আমি বলছি আমার কোনো অপরাধ নেই—আমি বলছি আমার বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি দ্বৈতযুদ্ধে বিচারের দাবী করছি এবং আমার প্রতিনিধি রণক্ষেত্রে আমার হয়ে যুদ্ধ করবেন।”

গ্র্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “এবং একজন যাদুকরীর হয়ে কে দ্বৈতযুদ্ধ করবে, রেবেকা? একজন ইহুদীর প্রতিনিধি কে হবে?”

রেবেকা বলিল, “ঈশ্বরের আমার প্রতিনিধি জুটিয়ে দেবেন। এ বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমি দ্বৈতযুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করি, এই নিন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আস্থানের নিদর্শন।”

সে তাহার হাত হইতে সূচীশিল্পখচিত দস্তানা খুলিয়া সরলতা ও মর্যাদাপূর্ণ ভাবের সহিততাহা গ্র্যান্ড মাস্টারের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাহাতে সমবেত জনমণ্ডলী যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধহইয়া গেল।

ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এমনকি, গ্র্যান্ডমাস্টারও রেবেকার আকৃতি ও মুখাবয়ব দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, “ভ্রাতৃগণ, এই স্ত্রীলোকটি যদিও একজন ইহুদী ও সত্যধর্মে অবিশ্বাসিনী, তাহলেও নিঃসঙ্গ ও আত্মরক্ষার উপায়হীনাএবং ভগবান না করুন, এ মেয়েটি আমাদের সদয় আইনের উপকারিতা প্রার্থনা করবে এবং আমরা তাকে তা প্রত্যাখ্যান করব। বর্তমানে ব্যাপারদাঁড়িয়েচে এই। ইয়র্কের আইজ্যাকের মেয়ে রেবেকা নানা সন্দেহপূর্ণ ঘটনাদ্বারা আমাদের পবিত্রসম্প্রদায়ের একজন সাধু নাইটের উপর যাদুবিদ্যা প্রয়োগের অপরাধে অভিযুক্তএবং তার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য সে যুদ্ধ দাবী করচে। শত্বেয় ভ্রাতৃগণ, আপনাদের মতে কাকেআমরা যুদ্ধের এই নিদর্শন সমর্পণ করে আমাদের প্রতিনিধি-যোদ্ধা মনোনীত করব?”

গুডলরিকের আচার্য বলিলেন, “ব্রিগা দ্য বোয়া-গিলবারকে, যিনি এর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।”

গ্র্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “ভ্রাতৃ ঠিক বলেছেন। অ্যালবার্ট মালভোয়াজাঁব্রিগা দ্য বোয়াগিলবারকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের এই নিদর্শনী দিন। তারপর তিনি বোয়া-গিলবারকে সম্বোধন করিয়াবলিলেন, “আপনার প্রতি আমাদের এই আদেশ যে, আপনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন; সত্যইজয়যুক্ত হবে, এসম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করবেন না। রেবেকা তুমি শোনো, আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে একজন প্রতিনিধি-যোদ্ধা খুঁজে বার করবে; যদি তুমি যোদ্ধা খুঁজে না পাও, কিংবা ঈশ্বরের বিচারে তোমার যোদ্ধা পরাজিত হন, তাহলে যাদুকরীর শাস্তি মৃত্যু তোমায় বরণকরতে হবে।”

রেবেকা তখন বিনীতভাবে গ্র্যান্ডমাস্টারকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, তাহার অবস্থাজ্ঞাপন করাইবার জন্য তাহাকে তাহার বন্ধুগণের নিকট সংবাদ পাঠাইবার অবাধ সুযোগ দেওয়াউচিত।

গ্র্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “এটা ঠিক ও আইনসঙ্গত, বেছে নাও যে সংবাদ বাহককে তুমি বিশ্বাস করো।”

রেবেকা বলিল, “এখানে কি এমন কেউ আছেন যিনি একটা সাধু কার্যের প্রতি প্রীতিবশত অথবা উপযুক্ত পুরস্কারের বিনিময়ে একজন বিপন্ন ব্যক্তির সংবাদ বহন করতে প্রস্তুত হবেন?”

সকলেই নীরব রহিলেন। কারণ গ্র্যান্ড মাস্টারের সম্মুখে এই অভিযুক্তা বন্দিণীর প্রতিসহানুভূতি প্রকাশ করিবার সাহস কাহারও হইল না। পাছে কাহারও সন্দেহ জন্মে যে, ইহুদীদিগের ধর্মের প্রতি তাহার অনুরাগ আছে।

কেবল স্নেলের পুত্র হিগ উত্তর দিল, “আমি যদিও পঙ্গু, তবুও যা একটু নড়েচড়েবেড়াই, তা ঐঁরই কৃপায়। আমি আপনার পত্র নিয়ে যাব।”

রেবেকা বলিল, “ইয়র্ক নগরের আইজ্যাককে খুঁজে বার করবে। এই টাকায় একটা ঘোড়াও একজন লোক ভাড়া করবে। এই চিঠিখানা তাঁকে দেবে—আমি জানি না ভগবান আমার মনে এ সাহস দিয়েছেন কিনা, কিন্তু আমি ঠিক বুঝি এ ধরনের মৃত্যু আমার হবে না, এবং আমারপ্রতিনিধি যোদ্ধা পাওয়া যাবে। বিদায়—তোমার সত্বরতার উপর আমার জীবনমরণ নির্ভরকরচে।”

হিগ পত্রখানা গ্রহণ করিল। তাহাতে হিব্রুভাষায় কয়েক ছত্র লেখা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাহাকে বেশিদূর যাইতে হইল না, কারণ আশ্রমের ফটক হইতে সিকি মাইলের মধ্যেই সেদুইজন অশ্বারোহীকে দেখিল, যাহাদের পরিচ্ছদ ও বিশাল পীতবর্ণের টুপি হইতে তাহাদিগকেইহুদী বলিয়া চিনিলা, এবং তাহাদের আরো নিকটে গিয়া সে চিনিলা, তাহাদের মধ্যে একজন তাহার পুরাতন মনিব ইয়র্কনগরের আইজ্যাক। অপর ব্যক্তি রাব্বি বেন স্যামুয়েল। ইহারা

দুইজনে মঠের যত নিকটে যাইতে সাহস করিয়াছিল, ততদূর অগ্রসর হইয়াছিল; কারণ তাহারা শুনিয়াছিল যে, এক যাদুকরীর বিচারের জন্য গ্র্যান্ড মাস্টার বিচারসভা বসাইয়াছেন।

বেন স্যামুয়েল বলিলেন, “কে একটা হতভাগা ভিখারি লাঠির ওপর ভর দিয়ে এইদিকে আসছে। আমার মনে হয়, এই লোকটি আমার মুখ থেকে কোনো কথা শুনতে চায়। পরে তিনি আইজ্যাকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কি হয়েছে ভাই?” আইজ্যাক সেই সময় হিগ-প্রদত্ত চিঠিখানার দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া গভীর আর্তনাদের সহিত মৃতবৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলেপতিত হইল এবং কিচ্ছুক্ষণ অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

রাবির তখন ভয় পাইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহার জানা ঔষধ সঙ্গীকে আরোগ্য করিবার জন্য প্রয়োগ করিলেন।

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আইজ্যাক বলিলেন, “আমার দুঃখের সাথী কন্যা। কেন তোমার মৃত্যু আমার শুক্লকেশকে সমাধিতে নিয়ে যাবে এবং তারপর আমি হৃদয়ের যন্ত্রণায় মরবার আগে ভগবানকে অভিসম্পাত দিয়ে মরব?”

চিকিৎসক আইজ্যাকের নিকট হইতে কাগজখানি লইয়া তাহার স্বদেশের ভাষায় নিম্নলিখিত কথাগুলি পাঠ করিলেন।

“পিতা, আমার মন যাহা একেবারেই জানে না তাহার জন্য, এমন কি যাদুবিদ্যার অপরাধে আমাকে মরিতে হইবে। পিতা, খ্রিস্টানদিগের প্রথানুসারে, বর্ষা ও তরবারি লইয়া আজ হইতে তৃতীয় দিনে আমার পক্ষে টেম্পলষ্টোর রণভূমিতে যুদ্ধ করিতে যদি একজন বলবান ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে হয়তো আমাদের পূর্বপুরুষগণের ঈশ্বর, আশ্রয়হীনানিরপরাধা রমণীর রক্ষার জন্য তাঁহাকে শক্তিদান করিবেন। যদি ইহা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে আমাদের জাতির কুমারীগণ পরিত্যক্তার ন্যায় আমার জন্য শোক করুক। একজন খ্রিস্টানযোদ্ধা, তিনি সেড্রিকের পুত্র উইলফ্রেড ব্যতীত আর কেহ নহেন, যাঁহাকে ইহুদী ভিন্ন অপরজাতির লোকেরা আইভ্যানহো বলে, তিনি আমার হইয়া অস্ত্র বহন করিতে পারেন। কিন্তু তিনি এখনো বর্মের ভার সহ্য করিতে হয়তো অক্ষম। তথাপি, পিতা, তাহাকে সংবাদ পাঠাইবেন; কারণ তাহার জাতির বলশালী ব্যক্তিগণের নিকট তাহার সমাদর আছে, এবং যেহেতু তিনি আমাদের কারাক্ষের সঙ্গী ছিলেন, এজন্য তিনি আমার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্তকাহাকেও খুঁজিয়া আনিতে পারেন। তাঁহাকে বলিবেন—তাহাকেই সেড্রিকের পুত্র উইলফ্রেডকেই বলিবেন যে, যদি রেবেকা বাঁচে অথবা যদি রেবেকা মরে সে যে অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে তাহা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়াই বাঁচিবে কিংবা মরিবে।”

চিকিৎসক পত্রপাঠ শেষ করিয়া বলিলেন, “সাহস অবলম্বন করুন। কেননা, বৃথাশোকের ফল কি? দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সেড্রিকের পুত্র উইলফ্রেডের অনুসন্ধান করুন।”

আইজ্যাক বলিলেন, “আমি তাকে খুঁজে বার করব। কারণ তিনি একজন উদারহৃদয় যুবক এবং নির্বাসিত ইহুদীগণের ওপর সহানুভূতিসম্পন্ন।” তাহারা পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া পৃথকপৃথক পথ ধরিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যেদিন রেবেকার বিচার, যদি ইহাকে বিচার বলা যায়, সেদিন সন্ধ্যার সময় তাহার কারাগৃহেরদ্বারে একটি মৃদুআঘাত শ্রুত হইল।

সে বলিল, “যদি আপনি বন্ধু হন, তবে প্রবেশ করুন, আর যদি আপনি শত্রু হন, তবে আপনার প্রবেশ রোধ করার কোনো উপায় আমার নেই।”

ব্রিগা দ্য-বোয়া-গিলবার কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, “রেবেকা, আমি বন্ধু বা শত্রু এই সাক্ষাতের ফলে ধার্য হবে।”

এই লোকটির আগমনে শঙ্কিত হইয়া রেবেকা কক্ষের দূরতম প্রান্তে সরিয়া দাঁড়াইল।

সে বলিল, “নাইট মশায়, কি আপনার উদ্দেশ্য? সংক্ষেপে বলুন। এই যে আমার দুঃখআপনি সৃষ্টি করেছেন, তা চোখে দেখা ছাড়া যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তা আমায় বলুন।”

বোয়া-গিলবার বলিলেন, “আমি দেখছি, রেবেকা, তুমি এখনো আমাকেই দায়ী করেচলেচ তোমার বিপদের জন্যে, যা আমি ক্ষমতা থাকলে নিবারণ করতাম।”

রেবেকা বলিল, “নাইট, আমি আপনাকে তিরস্কার করব না; কিন্তু এর চেয়ে সত্য আরকি হতে পারে যে, আপনার দুর্দম বাসনাই আমার মৃত্যুর কারণ?”

ধর্মযোদ্ধা ব্যস্তভাবে বলিলেন, “তোমার ভুল—তোমার ভুল—সেই যে চিঠিখানা যাতোমাকে একজন যোদ্ধা দাবী করতে বলেছিল, বোয়া-গিলবার ছাড়া আর কার কাছ থেকে আসতে পারত তা? আর কার মধ্যে তুমি এতটা আগ্রহ ও মমতার উদ্বেক করতে পারতে?”

রেবেকা বলিল, “আসন্ন মৃত্যু থেকে সামান্য একটু অবসর, যাতে আমার কিছুই উপকার হবে না। এইটুকুই মাত্র আপনি তার জন্যে করতে পারতেন, যার মাথার ওপর আপনি দুঃখেরবোঝা চাপিয়েছেন এবং যাকে আপনি কবরের ধারে নিয়ে এসে ফেলেছেন?”

বোয়া-গিলবার বলিলেন, “না, কুমারী, আমি যা ভেবেছিলাম, এটা তার সব নয়। ওইধর্মাক্ত ভীমরতিগ্রস্ত বুড়োটা আর গুডলরিকের ওই মূর্খটা যদি এর মধ্যে না জুটত, তা হলেতোমার প্রতিপক্ষ যোদ্ধা একজন আচার্য স্থিরীকৃত হতেন না, সে ভার পড়ত সম্প্রদায়ভুক্তকোনো নাইটের ওপর। আমার উদ্দেশ্য ছিল তুরি-নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজে—অন্তত আমার অভিপ্রায় তাই ছিল—একজন ভ্রাম্যমাণ বীরের ছদ্মবেশে মল্লভূমিতে তোমার প্রতিনিধিযোদ্ধা হয়ে উপস্থিত হতাম এবং তখন বোমানোয়া একজনের স্থানে যদি এখানে সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে দু-তিনজনকেও নির্বাচিত করতেন, তাহলেও আমার এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই যে, আমার একক বর্শার আঘাতে সকলকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিতাম। রেবেকা, এইভাবে তোমার নির্দোষিতা প্রমাণিত হত, আর আমার জয়ের পুরস্কার তোমার কৃতজ্ঞতার ওপরনির্ভর করত। কিন্তু এখনো আমি তোমার বন্ধু ও রক্ষাকর্তা হতে পারি, কিন্তু ভাব তার পেছনে কি বিপদ এবং অসম্মানের কি নিশ্চিত সম্ভাবনা।”

রেবেকা বলিল, “খুলে বলুন, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।”

নাইট বলিলেন, “বেশ, তাহলে আমি অকপটে বলি। আমি যদি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তাহলে আমার নাম আমাকে বজায় রাখতেই হবে; এবং তাহলে তোমার পক্ষে কেউ যুদ্ধ করুকবা নাই করুক তোমাকে পুড়ে মরতেই হবে, কারণ যুদ্ধ করে আমার সমকক্ষও কেউ হতে পারবে না বা আমায় পরাস্তও কেউ করতে পারবে না—এক সিংহহৃদয় রিচার্ড ও তাঁর প্রিয়পাত্র আইভ্যানহো ছাড়া। তুমি ভালই জানো যে, আইভ্যানহো তার বর্ম বহন করতে অসমর্থ এবংরিচার্ড বিদেশের কারাগারে বন্দী। কিন্তু যদি আমি উপস্থিত না হই, নাইটের মর্যাদা আমিহারাব। আমি খ্যাতি হারাব, সম্মান হারাব, যে গৌরবের আশা সম্রাটেরাও করতে পারেন নাসে আশাও হারাব। কিন্তু তবুও বলছি রেবেকা, এই গৌরব, এই অধিকার আমি ত্যাগ করব, যদি তুমি একটিবার বলো, “বোয়া-গিলবার, আমি তোমাকে প্রণয়ী বলে গ্রহণ করছি।”

রেবেকা উত্তর দিল, “বীর নাইট, এ ধরনের নির্বুদ্ধিতার কথা মনেও স্থান দেবেন না। বিদায়! আপনার সঙ্গে আর বৃথা বাক্যব্যয় করতে চাই না; জেকবের বংশের কন্যার পৃথিবীতেআর যতটুকুসময় অবশিষ্ট আছে, অন্যরূপে তা

অতিবাহিত হবে। সে সেই শান্তিদাতাকে অন্বেষণ করবে, যিনি চিরকাল কান পেতে রাখেন তাদের কান্না শুনতে, যারা তাকে সত্য পথে থেকে অকপট ভাবে ডাকে।” ধর্মযোদ্ধা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “তাহলে আমরা এই ভাবেই পরস্পরের কাছে বিদায় নেব? ভগবান যদি করতেন, আমাদের যদি কখনো দেখা না হত! কিন্তু তুমি আমায় ক্ষমা করচ, রেবেকা?”

“বধ্য ব্যক্তি যতটা অকপটে তার ঘাতককে ক্ষমা করতে পারে, সেই ভাবে ক্ষমা করছি।”

ধর্মযোদ্ধা বলিলেন, “আচ্ছা, তাহলে বিদায়।” তারপর তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যখন কৃষ্ণবর্মাবৃত বীর উদারহৃদয় দস্যুসর্দারের মিলনবৃক্ষ হইতে বিদায় লইলেন, তখন তিনিসেন্ট বোটল্ফের আশ্রম নামক একটি ধর্মমঠের দিকে সোজা চলিলেন, টকুইলষ্টোন দুর্গ অধিকৃত হইবার পরে গার্থ ও ওয়াস্বার তত্ত্বাবধানে আইভ্যানহো-কে এই মঠে লইয়া আসাইয়াছিল। পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণবেশী যোদ্ধা আইভ্যানহোর নিকট হইতে সম্মেহ বিদায় লইয়া গন্তব্য পথে যাত্রা করিলেন। ওয়াস্বা সঙ্গে চলিল পথপ্রদর্শকরূপে। যতক্ষণ না তাহারা চতুর্দিকস্থ অরণ্যভূমির অন্ধকারে মিলাইয়া না গেল, আইভ্যানহো-র দৃষ্টি ততক্ষণ তাহাদিগের অনুসরণ করিল, এবং তার পরে তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিন্তু প্রাতঃকালীন প্রার্থনা শেষ হইবার অল্পক্ষণ পরেই আইভ্যানহো মঠাধ্যক্ষের দর্শনপ্রার্থী হইলেন। বৃদ্ধ সত্বর আসিলেন এবং ব্যগ্রভাবে তাহার শারীরিক কুশল সংবাদ লইলেন।

আইভ্যানহো বলিলেন, “আমার শরীর অনেকটা ভাল, যা আমি স্বপ্নেও আশা করিনি। এখনই বর্ম ধারণ করতে পারি, এমন আমার মনে হচ্ছে। ভালই হয়েছে, কারণ এমন কতকগুলি চিন্তা আমার মনে আসছে যে, এখানে নিষ্কর্মারমতো আর বেশি দিন বসে থাকতে ভাল লাগছে না।”

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “এত শীঘ্র চলে যাবার জন্যে আপনার এত তাড়া কিসের?”

আইভ্যানহো বলিলেন, “পিতঃ, আপনি কি কখনো ভাবী বিপদের আশঙ্কা অনুভব করেননি, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও যার কোনো কারণ আপনি নির্দেশ করতে পারেননি? আমার যুদ্ধাশ্রুটির অপেক্ষা মৃদুগামী একটি ঘোড়া আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।”

উদার-হৃদয় মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “নিশ্চয়ই; আপনি আমার নিজের মৃদুগতি ঘোড়াটাই পাবেন।”

আইভ্যানহো বলিলেন, “শ্রদ্ধেয় পিতা, আমি মিনতি করে বলছি তাকে এখনি সজ্জিতকরতে আদেশ দিন এবং গার্থকে আমার অস্ত্র নিয়ে আমার কাছে আসতে বলুন।”

অশ্রুটি আনীত হইলে আইভ্যানহো তাহার উপর চড়িয়া বসিলেন এবং গার্থকে খুব কাছেই থাকিতে আদেশ করিয়া কৃষ্ণবেশী যোদ্ধা যে পথে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইপথ ধরিলেন।

কৃষ্ণবেশী যোদ্ধা ও তদীয় ভৃত্য এই সময়ে নির্জন অরণ্যপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। যাইতে যাইতে এক জায়গায় ওয়াস্বা একটি গান ধরিল, গানটা হাসির; কেন্দ্রপ্রদেশের এক কৃষক একটি বিধবাকে প্রেম নিবেদন করিয়া কি ভাবে তাহার হৃদয় জয়করিয়াছিল, সেই বিষয়ের।

নাইট বলিলেন, “ওয়াস্বা, আহা, এ গান যদি শুনতেন আমাদের ওকবৃক্ষ মূলের অতিথি সেবক অথবা স্মৃতিবাজ সন্ন্যাসীটি!”

ওয়াস্বা বলিল, “আমার কিন্তু মোটেই তা ইচ্ছে হয় না। তবে আপনার পেটীতে যে শিঙা ঝুলচে ওর ধ্বনিতে যদি ওরা এসে পড়ে, তাতে আমার আপত্তি নেই।”

নাইট বলিলেন, “আমার হয়তো এটা কোনো কাজে আসবে না, তবুও লক্সলির শুভেচ্ছার এটা একটা নিদর্শন। আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে শিঙায় তিনবার সুর ভাঁজলেই এই স্মৃতিবাজ সরলপ্রাণ তিরন্দাজের দল আমাদের সাহায্যের জন্যে আসবে।”

ওয়াস্বা বলিল, “যে শিঙার আওয়াজের এত জোর সেটা আমাকে একবার দয়া করে ভাল করে দেখতে দেবেন?”

যোদ্ধা শিঙা বন্ধনীর বালিশ খুলিয়া ফেলিলেন এবং সহযাত্রীর আবদার পূর্ণ করিলেন। ওয়াস্বা তৎক্ষণাৎ সেটি গলায় পরিল।

বিদূষক বলিল, “শিঙা যখন নির্বোধের গলায়, পুরুষসিংহের জেগে উঠে কেশর নাড়াদেওয়া আবশ্যিক; কারণ যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, সামনের ওই বনটাতে যে লোকদল আছে, তারা আমাদের জন্যে ওত পেতে আছে।”

যোদ্ধা বলিলেন, “কিসে তোমার একথা মনে হচ্ছে?”

“কারণ আমি দু’তিন বার লক্ষ্য করেছি সবুজ ঝোপের আড়ালে ইস্পাতের শিরস্রাণের চকচকানি। যদি ওরা ভাল লোক হত, সোজা পথ ধরেনি কেন?”

যোদ্ধা শিরস্রাণের মুখাবরণ আঁটিয়া দিয়া বলিলেন, “কথাটা ঠিকই বলে মনে হচ্ছে।”

ঠিকসময়েই তিনি মুখ ঢাকিয়াছিলেন। কারণ, সেই মুহূর্তে উক্ত সন্দেহজনক স্থান হইতে তিনটি তির ছুটিল তাহার মস্তক ও বক্ষোদেশ লক্ষ্য করিয়া। শিরস্রাণে প্রতিহত না হইলে তন্মধ্যেএকটি তির নিশ্চয়ই তাঁহার মস্তকে বিদ্ধ হইত। অপর দুইটি তির তাঁহার কণ্ঠত্রাণ এবং কণ্ঠলগ্নবর্মের দ্বারা প্রতিহত হইল।

নাইট বলিলেন, “নির্ভরযোগ্য বর্মের কারিগরকে ধন্যবাদ! ওয়াস্বা এসো, আমরা ওদের আক্রমণ করি।” এই বলিয়া তিনি সেই ঝোপের দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন। জন ছয় সাতবর্মাবৃত সৈনিকের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল, তারা তাঁহার দিকে বর্শা উদ্যত করিয়া ছুটিয়া আসিল। কৃষ্ণবেশী যোদ্ধার মুখাবরণের ছিদ্র হইতে মনে হইল, তাহার চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে। অনির্বচনীয় গাঙ্গীর্যের সহিত তিনি রেকাবে পা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, “তোমাদের এর মানে কি?” গুণ্ডঘাতকেরা কোনো উত্তর না দিয়া অসি কোষমুক্ত করিয়া চতুর্দিক হইতে তাহাকে আক্রমণ করিল এবং বলিল, “অত্যাচারী, মর।”

কৃষ্ণবেশী প্রত্যেক বারে এক একজনকে ভূপতিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, “হো, সেন্টজর্জ! হো! সেন্ট এডওয়ার্ড! তাহলে এরা বিশ্বাসঘাতক?”

যে বাহুর প্রত্যেক আঘাতে মৃত্যু আনয়ন করিতেছিল, তাহা হইতে শক্রগণ পিছাইল। কিন্তু নীলবর্মাবৃত একজন যোদ্ধা, যে এতক্ষণ ছিল আক্রমণকারী পশ্চাতে, অশ্চালনা করিয়া সে এবারসম্মুখে অগ্রসর হইল এবং অশ্বারোহীকে ছাড়িয়া অশ্বটাকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রাঘাতে সেটিকেসাংঘাতিক আহত করিল। “এ আঘাত কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতকের মতো”—যখন যুদ্ধাশ্বটি মাটিতে আরোহী সহ পড়িয়া গেল, তখন কৃষ্ণবেশী যোদ্ধা এই কথা উচ্চারণ করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে ওয়াস্বা শিঙায় ফুঁ দিল, কারণ এত তাড়াতাড়ি সমস্ত ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল যে, সে ইহার পূর্বে তাহা করিতে পারে নাই। হঠাৎ শব্দ শুনিয়া আক্রমণকারীরা পিছাইল। ওয়াস্বার নিকট বিশেষ কোনো অস্ত্র ছিল না; তথাপি সে কৃষ্ণবেশী নাইটের সাহায্যে দ্রুতঅগ্রসর হইতে ইতস্তত করিল না।

বোধ হইল নীলবর্মাবৃত লোকটিই দলপতি, সে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “ধিকভীরু কাপুরুষের দল! ভাঁড়ের শিঙাধ্বনি শুনে তোরা পিছিয়ে গেলি?”

এই কথায় উৎসাহিত হইয়া তাহারা নূতন করিয়া কৃষ্ণবেশী যোদ্ধাকে আক্রমণ করিল, তিনি একটি ওকবৃক্ষে ঠেস দিয়া তরবারির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন— ইহাই ছিল তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়। বিশ্বাসঘাতক যোদ্ধা তাহাকে বর্শার দ্বারা গাছের সঙ্গে গাঁথিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে তাহার দিকে অশ্ব ধাবিত করিল, কিন্তু ওয়াস্বা পুনরায় তাহার সে উদ্দেশ্যেবাধা দিল। বিদূষক অশ্বের পায়ে নিজ তরবারি দ্বারা আঘাত করিয়া তাহার মারাত্মক গতিপ্রতিরুদ্ধ করিল। আরোহী ও অশ্ব ভূপতিত হইল। কিন্তু কৃষ্ণবেশী যোদ্ধার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীনহইয়া উঠিল, অস্ত্রে সুসজ্জিত কয়েকটি লোক তাঁহার দিকে ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ ধূসরবর্ণ হংসপুচ্ছশোভিত একটি তীর তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ লোকটিকে ধরাশায়ী করিল এবং বনমধ্য হইতে একদল তিরন্দাজ ছুটিয়া বাহির হইল, তাহাদের পুরোভাগে লক্কলি ওআমুদে সন্ধ্যাসীটি—তাহারা শীঘ্রই দুর্বৃত্তগণকে পরাভূত করিল। শত্রুদের অধিকাংশই মৃত বাসাংঘাতিক আহত অবস্থায় ধরাতল আশ্রয় করিল। কৃষ্ণবেশী যোদ্ধা তাহার রক্ষাকারীদের ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার বাক্যে ও ব্যবহারে এমন একটি মহিমা প্রকাশ পাইল যাহা পূর্বে লক্ষিত হয় নাই, তাঁহার চালচলনে এতদিন তাহাকে কোনো উন্নত পদ-মর্যাদাশালী ব্যক্তি মনে না হইয়া একজন সাহসী স্পষ্টবক্তা সৈনিকপুরুষ বলিয়াই মনে হইত।

তিনি বলিলেন, “সাহায্যদানে সদাতৎপর এই বন্ধুদের প্রতি সম্যক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করারপূর্বে আমার জানা দরকার সহসা আমাদের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্রধারণ করেছিল, তারা কে। ওয়াস্বা ওই নীলবর্মধারী নাইটের গুপ্তঘাতকদের দলপতির নিকট যাইয়া রূঢ়ভাবে তাহার শিরস্ত্রাণ খোলতো, মনে হচ্ছে ওই এই বদমাইশগুলোর সর্দার।”

বিদূষক তৎক্ষণাৎ গুপ্তঘাতকদের দলপতির নিকট যাইয়া রূঢ়ভাবে তাহার শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিল। কৃষ্ণবেশী নাইট বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “ওয়াল্ডিমার ফিট্জার্স! তোমার মতো পদস্থ ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি এই জঘন্য কাজে কি জন্যে হাত দিয়েছিল?—ভাইসব, সরেযাও, আমি ওর সঙ্গে একা কথা বলব—এখন আমাকে সত্য কথা খুলে বল, ওয়াল্ডিমার ফিট্জার্স কে তোমাকে এই বিশ্বাসঘাতকের কাজে পাঠিয়েছে?”

ওয়াল্ডিমার বলিল, “আপনার পিতার পুত্র।”

ক্রোধে রিচার্ডের চক্ষুদ্বয়ে অনল জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি ক্রোধ দমন করিলেন। তিনি ললাটে হাত দিয়া কিছুক্ষণ লাঞ্চিত ব্যারনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যাহার মুখে গর্ব ওলজ্জার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

নৃপতি বলিলেন, “তুমি তোমার জীবনভিক্ষা চাও না?”

ফিট্জার্স উত্তর দিল, “যে সিংহের করতলগত, সে জানে প্রাণভিক্ষা চাওয়া নিষ্ফল।”

রিচার্ড বলিলেন, “অযাচিত ভাবেই গ্রহণ করো তাহলে; ভূতলশায়ী মৃতদেহ সিংহে খায় না। জীবনভিক্ষা দিলাম, কিন্তু এই শর্তে তিন দিনের মধ্যে তুমি ইংলন্ড ছেড়ে চলে যাবে এবং তোমার লাঞ্ছনা ঢাকবার জন্যে তোমার নর্মান দুর্গে গিয়ে বাস করবে, এবং তোমার এই জঘন্যকাজের সঙ্গে জন্ অফ আঁজুর নাম জড়িত করবে না। যে কটা দিন তোমায় করে দিলাম, তারপর যদি তোমায় ইংলন্ডের মাটির উপর দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে তোমার প্রাণ যাবে। লক্কলি, একে একটা ঘোড়া দাও এবং অক্ষত অবস্থায় যেতে দাও।”

লক্কলি বলিল, “এই গুপ্তঘাতকের পিছনে একটা তির ছোটাতে ইচ্ছে হচ্ছে—যাতে পথ চলার কষ্ট ওকে না পেতে হয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমি এমন কোনো কণ্ঠস্বর শুনচি, যার প্রতিবাদ করা চলবে না।”

কৃষ্ণবেশী নাইট বলিলেন, “লক্ষ্মি, খাঁটি ইংরাজের মতো তোমার হৃদয়টা এবং তুমিঠিকই ধরেচ যে, আমার আদেশ পালন করতে তুমি সম্পূর্ণ বাধ্য। আমি ইংলন্ডের রাজা রিচার্ড !”

সিংহহৃদয় রিচার্ডের উচ্চপদ ও চরিত্রখ্যাতির উপযুক্ত মহিমাপূর্ণ স্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিরন্দাজগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিল এবং বশ্যতাস্বীকার করিয়া তাহাদের দুষ্কৃতীসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

রিচার্ড স্নেহমিশ্রিত সুরে বলিলেন, “বন্ধুগণ, উঠে দাঁড়াও। টর্কুইলস্টোন দুর্গ অবরোধকরে আমার বিপন্ন প্রজাদের যে উপকার করেছ, আর আজ তোমাদের রাজাকে যে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ, তাতে, বনের ভিতরে বা বাইরে তোমরা যে সকল সামান্য সামান্য অপরাধকরেচ, সেগুলোর সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। ওঠো, আমার বিশ্বস্ত প্রজাগণ, ওঠো, ভবিষ্যতে তোমরা ভালপ্রজা হবে—আর সাহসী লক্ষ্মি”—

“প্রভু, আর আমায় লক্ষ্মি বলে ডাকবেন না। এখন থেকে আমায় সেই নামেই ডাকবেন আমার যে নাম, মনে হয়, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, এমন ভাবে যে, আপনার রাজকীয় কর্ণে নিশ্চয় পৌঁছেছে—আমি শেরউড অরণ্যের রবিনহুড।”

রাজা বলিলেন, “ডাকাতদের সর্দার ও সহৃদয় লোকদের তুমি অগ্রণী! প্যালেস্টাইন পর্যন্ত যে নাম ছড়িয়েছে, সে নাম শোনেনি কে? কিন্তু ঠিক জেনে রাখো যে, আমাদের অনুপস্থিতির সময়ে যে অরাজকতা বর্তমান ছিল, সেই সময়ে তোমরা কি করেছ না করেছ, সে কথা মনে রাখা হবে না।”

রিচার্ড চতুর্দিকে চাহিলেন এবং পূর্বোক্ত স্মৃতিবাজ সন্ন্যাসীকে জানু পাতিয়া মালা জপিতে দেখিলেন; তাহার যে লাঠিগাছটা মারামারির সময় অলস ছিল না, সেটা পাশেই পড়িয়াছিল। তাহার মুখকে যে ভাবে সে সঙ্কুচিত করিয়াছিল, তাহার মতে উহা গভীরতম অনুতাপব্যঞ্জক—তাহার চর দৃষ্টি উর্ধ্বদিকে এবং মুখের প্রান্ত নীচের দিকে কুণ্ঠিত।

রিচার্ড বলিলেন, “পাগলা সন্ন্যাসী, তুমি ওরকম মুষড়ে পড়লে কেন? তুমি কি ভয় করচ যে, উপরওয়ালারা জানতে পারবে তুমি কি ভাবে কুমারী মেরী ও সাধু ডানষ্টানের সেবা করো? ছিঃ, ভয় কি? মদ খাওয়ার সময়ে যে সব গোপনীয় কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, ইংলন্ডের রাজারিচার্ড সে সব কথা প্রকাশ করেন না।”

কম দামের রবিনহুড সম্বন্ধে গল্পের বইয়ে, এই সন্ন্যাসী ফ্রায়ার টাক বলিয়া প্রসিদ্ধ, সে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পিছনের দিকে সরিয়া গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে আর দুইজন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইলেন।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এই আগন্তুকদ্বয় আইভ্যানহো এবং গার্থ। তাঁহার প্রভুর রক্তরঞ্জিত শরীর ও চারিপার্শ্বে তিন চারটি মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তি বিস্মিত হইলেন। রিচার্ডের চতুর্দিকে এতগুলি দস্যু দেখিয়া তিনি কম বিস্মিত হইলেন—কারণ রাজার পক্ষে এরূপ অনুচর বিপজ্জনক বটে। তিনি রাজাকে কৃষ্ণবেশী যোদ্ধা বলিয়া সম্বোধন করিবেন কিনা, অথবা তাহার প্রতি অন্যকি ভাবে আচরণ করিবেন, এ বিষয়ে ইতস্তত করিতেছিলেন। রিচার্ড বুঝিলেন, তাঁহার এদ্বিধাগ্রস্ত ভাব।

তিনি বলিলেন, “উইলফ্রেড, রিচার্ড প্ল্যান্টাজেনেটকে তুমি তার রাজভক্ত প্রজাদের মধ্যে দেখচ—তাঁহার নিজের নামে সম্বোধন করতে ভয় পেও না।”

বীর দস্যুদলপতি সম্মুখে পদক্ষেপ করিয়া আসিয়া বলিল, “স্যার উইলফ্রেড, যখন রাজারকাছ থেকে আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে, আমার পুনরুজ্জীবিত করা বৃথা। তবুও আমি বলছি, সগর্বেই বলছি যে, এখন যারা তাঁর চারিদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের অপেক্ষা অধিকতর রাজভক্ত প্রজাতাঁর আর নেই।”

উইলফ্রেড বলিলেন, “তুমি যখন তাদের একজন, তখন আমি সে কথায় সন্দেহ করতে পারিনে। কিন্তু এইসব মৃত্যু ও বিপদের চিহ্ন, এইসব নিহত লোক, রাজার রক্তাক্ত বর্ম—এদের অর্থ কি?”

রাজা বলিলেন, “আইভ্যানহো। রাজদ্রোহীরা আমাদের আক্রমণ করেছিল। কিন্তু এইসাহসী ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ, বিশ্বাসঘাতকরা উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। তারপর তিনি মৃদুহাসিয়া বলিলেন, “ওঃ, আমার মনে হচ্ছে, তুমিও একজন বিশ্বাসঘাতক, সম্পূর্ণ অবাধ্য ও রাজদ্রোহী; কারণ আমরা কি তোমাকে স্পষ্ট করে দিইনি যে, তোমার ক্ষত আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তুমি সেন্ট বোটোলফের মঠে বিশ্রাম করবে?”

আইভ্যানহো বলিলেন, “ক্ষত আরাম হয়ে গেছে। ক্ষত তো ভারি, একটা গুণ্ঠুঁচের আঁচড়ের চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু বলুন উদারহৃদয় রাজন, আপনি কেন এ ধরনের একা একায়েখানে সেখানে গিয়ে দুঃসাহসের কাজ করে নিজের জীবন বিপন্ন করছেন, যেন একজন ভবঘুরে যোদ্ধার জীবনের চেয়ে আপনার জীবন বেশি মূল্যবান নয়—যে ভবঘুরে নাইটের একমাত্র পার্থিব আকর্ষণের বস্তু হচ্ছে তার বর্শা ও তরবারি তাকে যা এনে যোগাতে পারে!”

রাজা বলিলেন, “রিচার্ড প্ল্যান্টাজেনেটের বর্শা ও তরবারি তাঁকে যতটা খ্যাতি এনে দিতে পারে, তার বেশি খ্যাতি তিনি চান না—কিন্তু থাক এ সকল কথা। চলো স্মৃতি করে আমরা সবাই কনিংসবার্গে যাই।”

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বে আইভ্যানহো, গার্খ ও ওয়াস্বাকে সঙ্গে লইয়া রাজা কনিংসবার্গ দুর্গের নিকটবর্তী হইলেন।

দুর্গচূড়ায় একটি সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ পতাকা বাতাসে উড়িতেছিল। ইহাতে বুঝা যাইতেছিল যে, দুর্গাধিপতির শবসংকারকার্য এখনো সমাধা হয় নাই। দুর্গের চতুর্দিকে একটা গোলমাল ও ব্যস্ততার ভাব, কারণ এইসব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে বহু অতিথি নিমন্ত্রিত হইত ও জনসাধারণের জন্য অবারিত দ্বার থাকিত।

রিচার্ড ও আইভ্যানহো যখন দুর্গপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন, তখন দুর্গের কর্মাধ্যক্ষ কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিয়া এবং তাহার পদের নিদর্শনস্বরূপ একটি শ্বেতদণ্ড হাতে লইয়া নানা প্রকারের অতিথির জনতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল এবং নূতন আগন্তুকগণকে দুর্গের দ্বারে লইয়াগেল।

একটি দুরূহ ও ঘুরপাকের প্রবেশ পথ দিয়া তাঁহারা একটি গোলাকার কক্ষে নীত হইলেন; ওই কক্ষভূমি হইতে সমগ্র ত্রিতল ব্যাপিয়া অবস্থিত। স্থির হইয়াছিল যে, রাজা ইঙ্গিত নাকরিলে উইলফ্রেড সহসা পিতার নিকট নিজের পরিচয় দিবেন না। সেই কক্ষে উঠিবারসোপানশ্রেণী অত্যন্ত দুরারোহ; সুতরাং উইলফ্রেড তাঁহার মুখাবরণে নিজেকে আচ্ছাদিতকরিতে সময় পাইয়াছিলেন।

নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী স্যাক্সন পরিবারের বিখ্যাত প্রতিনিধিগণ সেই কক্ষে একটি বিশাল ওককাঠের টেবিলের চতুঃস্পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন। মনে হইতেছিল, সেড্রিক তাহাদের মধ্যে প্রধান। তিনি রিচার্ডকে সাহসী, হাতকড়ি ও বেড়িচিহ্নযুক্ত নাইট বলিয়াই জানিতেন। রিচার্ড প্রবেশ করিলে সেড্রিক গম্ভীরভাবে উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজাও সে অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তর দিলেন। পরিবেশনকারী তাঁহাকে একটি সুরাপাত্র দিল, তিনি তাহা

হইতে সুরাপান করিলেন। আইভ্যানহোকেও সেইরূপ অভ্যর্থনা করা হইলে, তিনি নীরবেপিতার স্বাস্থ্য কামনা করিয়া সুরাপান করিলেন।

সেড্রিক তখন রিচার্ড ও তাহার সঙ্গীকে একটি অতি সাধারণ ও ক্ষুদ্র ভজনমন্দিরে লইয়াগেলেন। বেদির সম্মুখে তথায় একটি শবাধার রক্ষিত ছিল; তাহার পার্শ্বে তিনজন পুরোহিতনতজানু হইয়া মালা জপ করিতেছিলেন ও মৃদুস্বরে উপাসনা করিতেছিলেন— তাঁহাদের ব্যবহারে অতিমাত্রায় বাহ্যিক ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। রিচার্ড ও উইলফ্রেড ভক্তিভরে নিজেদের শরীরে ত্রুশচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া এবং মৃতব্যক্তির আত্মার মঙ্গলের জন্য অনুচ্চস্বরে একটি সৎক্ষিপ্ত প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া সেড্রিকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন।

এইরূপ পারলৌকিক কার্য করিবার পর সেড্রিক পুনরায় তাহাদিগকে পশ্চাতে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কয়েকটি সোপানস্তর আরোহণ করিয়া তিনি অতি সাবধানে উপাসনামন্দিরের পার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্র কক্ষের দ্বার খুলিলেন। অন্তর্গামী সূর্যের একটি রশ্মি সেই অন্ধকারকক্ষে আসিয়া পড়িয়া একটি মহিমময়ী রমণীমূর্তিকে পরিদৃশ্যমান করিল, যাঁহার মুখমণ্ডলে সম্ভ্রান্তঘরের সৌন্দর্যের শেষচিহ্ন এখনো সুস্পষ্ট বর্তমান।

সেড্রিক যেন রিচার্ড ও উইলফ্রেডকে দুর্গাধিকারিণীকে দর্শন করিবার সময় দিবার জন্য কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, “আর্য্য এডিথ, এঁরা সম্ভ্রান্ত বিদেশী, আপনার দুঃখের ভাগনিতে এসেছেন। এবং বিশেষ করে, ইনিই (অর্থাৎ রিচার্ড) সেই বীর, আমরা আজ যাঁর বিয়োগে শোক করচি, তার মুক্তির জন্যে যিনি অপূর্ব সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।”

মহিলাটি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “তাঁর বীরত্বের জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ, যদিও বিধাতার বিধান এই যে, সে বীরত্ব কোনো কাজেই আসবে না।”

অতিথিদ্বয় নতশিরে শোকাকুল জননীকে অভিবাদন করিয়া তাহাদের অতিথিপরায়ণপথপ্রদর্শকের সহিত কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

অতঃপর সেড্রিক তাহাদিগকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, কেবলমাত্র সম্ভ্রান্ত অতিথিগণের নিমিত্ত ঘরটি নির্দিষ্ট আছে। তিনি তাদের সকলপ্রকার সুবিধার আশ্বাস দিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় কৃষ্ণবেশী যোদ্ধা তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

তিনি বলিলেন, “হে সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী, আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গতবার আমরা যখন পরস্পরের কাছে বিদায় নিই, তখন আমার কৃত উপকারের জন্য আপনি আমার একটি প্রার্থনা পূরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।”

সেড্রিক বলিলেন, “বীর, আপনি তা চাইবার আগেই পেয়েছেন ভাবুন—কিন্তু তবুও এইশোকের সময়ে—”

রাজা বলিলেন, “সে সম্বন্ধেও আমি ভেবেচি; কিন্তু আমার সময় অত্যন্ত কম; এবং এটাও নিতান্ত অযৌক্তিক নয় যে, আমরা মহানুভব এথেলষ্টেনের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সঙ্গেসঙ্গে আমাদের কতকগুলি কুসংস্কার ও হঠাৎ-গড়া মতামতেরও সমাধি দেব।”

সেড্রিক আরক্তমুখে রাজাকে বাধা দিয়া বলিলেন, “বীর, আমার ভরসা ছিল যে, আপনার প্রার্থনা হবে আপনার নিজের সম্বন্ধে এবং অন্য কিছু সম্বন্ধে নয়; কারণ আমার বংশের সম্মানযার সঙ্গে জড়িত রয়েছে, একজন অপরিচিত ব্যক্তির তার মধ্যে না আসাই শোভনীয়।”

রাজা মৃদুস্বরে বলিলেন, “আপনি নিজে আমার যতটুকুস্বার্থ আছে বলে স্বীকার করবেন, তার বেশি আমি সংস্রব রাখবও না। এ পর্যন্ত আমাকে আপনি বেড়িচিহ্নযুক্ত কৃষ্ণবেশী যোদ্ধাবলে জেনে এসেছেন, আমাকে এখন থেকে জানুন, রিচার্ড প্ল্যান্টাজেনেট বলে।”

অতিরিক্ত বিস্ময়ে পিছু হঠিয়া যাইতে যাইতে সেড্রিক চিকার করিয়া বলিলেন, “আঁজুর রিচার্ড!”

“না মহানুভব সেড্রিক, ইংলন্ডের রিচার্ড! যার সর্বোত্তম স্বার্থ—যার সর্বোত্তম ইচ্ছা হচ্ছে, ইংলন্ডের ছেলেদের পরস্পরের সঙ্গে একতাবদ্ধ দেখা। এখন আমার প্রার্থনার কথাশুনুন। আমার দাবী এই যে, এক কথার মানুষ হিসেবে, আপনি বীর নাইট উইলফ্রেড অফ আইভ্যানহোকে আপনার স্নেহনীড়ে আবার ফিরিয়ে নিন—নতুবা আপনাকে বিশ্বাসহস্তা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী ও কলঙ্কী বলে গণ্য করতে বাধ্য হব।”

পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া সেড্রিক বলিলেন, “তাহলে এই উইলফ্রেড!”

আইভ্যানহো সেড্রিকের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, “পিতা, পিতা, আমাকে ক্ষমা করুন।”

সেড্রিক পুত্রকে উঠাইয়া বলিলেন, “ক্ষমা করেচি, পুত্র! হিয়ারওয়ার্ডের ছেলে কেমন করেকথা রাখতে হয় তা জানে, যদিও একজন নর্মানকে সে কথা দেওয়া হয়েছে।” তিনি কঠোরভাবে আরো বলিলেন, “তুমি কিছু বলবে ভাবচ, এবং কি বলবে তাও অনুমান করেচি।লেডিরাওএনাদু-বৎসর শোক করবেন, বাগদত্ত স্বামীর জন্যে যেমন করবার নীতি, সেইভাবে।এথেলষ্টেনের প্রেতাত্মা তার রক্তাক্ত শবাচ্ছাদন বস্ত্র ভেদ করে বার হয়ে পড়বেন, যদি তারকবরে মাটি পড়ার আগেই আমরা লেডি রাওএনার নূতন বিবাহের কথা ওঠাই।”

বোধ হইল যে, সেড্রিকের বাক্যেই প্রেতমূর্তির আবির্ভাব ঘটিল; কারণ তিনি কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বার খুলিয়া গেল এবং এথেলষ্টেন সমাধির পরিচ্ছদে তাঁর সম্মুখেআসিয়া দাঁড়াইলেন—বিবর্ণ, কৃশ—যেন মৃতের দেশ হইতে প্রত্যাগত।

প্রেতমূর্তির আবির্ভাবে সকলের মনে দারুণ ভীতির সঞ্চার হইল। সেড্রিক ভীত-চকিতহইয়া কক্ষের দূরতম দেওয়াল পর্যন্ত হঠিয়া গেলেন এবং নিজেকে খাড়া রাখিতে না পারিয়াদেওয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন।

সেড্রিক বলিলেন, “ঈশ্বরের দিব্য, যদি তুমি বাস্তবিক মানুষ হও, তবে কথা কও। মহানুভব এথেলষ্টেন, তুমি মৃত হও বা জীবিত হও, সেড্রিককে দুটো কথা বলো।”

প্রেতমূর্তি অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, “কথা আমি বলছি। আগে আমায় একটু সুস্থ হতেদিন। আমি জীবিত কি না জিজ্ঞাসা করছেন? যে ব্যক্তি তিন দিন ধরে রুটি ও জল খেয়ে থাকে, সে যেমন থাকে, আমিও তেমনি জীবিত আছি—এ তিনটে দিন যেন তিনটে যুগ।”

কৃষ্ণবেশী যোদ্ধা বলিলেন, “মহানুভব এথেলষ্টেন, আপনি কি বলছেন ? আমার নিজেরচোখে দেখেচি, যমস্বরূপ ধর্মযোদ্ধা আপনাকে দারুণ আঘাতে ভূতলশায়ী করে ফেললে, আরআমার মনে হল, খুলি থেকে দাঁত পর্যন্ত আপনার মাথাটা দু’ফাঁক হয়ে গেল।”

এথেলষ্টেন বলিলেন, “মাননীয় নাইট, আপনি ভুল বুঝেছিলেন। ধর্মযোদ্ধার তলোয়ার হাত থেকে ঘুরে গিয়েছিল। কাজেই তলোয়ারের উল্টোদিকের চোট আমার উপর পড়েছিল। ফলে যেমন হয়ে থাকে—আমি অক্ষত দেহে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম। জ্ঞান ফিরে পেলুম সেন্ট এডমন্ডের মঠের এক কুঠুরিতে, শবের বাক্সের মধ্যে। ভাগ্যে তার ডালা আঁটা ছিল না!

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ বিস্ময়ে হাঁ করিয়া তাহার উদ্ধারলাভের গল্প শুনিতে লাগিলেন।

শ্রোতার সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত হইয়াছিল। কারণ রাওএনা, এডিথ এবং আরো অনেকে সেই ‘জীবন্ত-মৃত’ লোকটির অনুসরণ করিয়া আগন্তুকদের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সেড্রিক বলিলেন, আজকের মতো সুপ্রভাত আর আমাদের হবে না—সম্ভ্রান্তস্যাক্সনজাতির পুনরুদ্ধারের দিনের প্রভাতটি ছাড়া।”

এথেলষ্টেন বলিল, “আর কারো উদ্ধারের কথা আমাকে বলবেন না। বড় ভাগ্য যে, আমি নিজে উদ্ধার পেয়েছি।”

সেড্রিক বলিলেন, “তোমার সামনে যে গৌরব-অর্জনের পথ মুক্ত রয়েছে, সেটা ভাব। এই নর্মান রাজা, আঁজুর রিচার্ডকে বলো যে, যদিও তিনি সিংহবিক্রম ধারণ করেন, তবু যতদিন এডওয়ার্ডের একজনও পুরুষ বংশধর প্রতিপক্ষতা করতে জীবিত আছে, ততদিন আলফ্রেডের সিংহাসন তিনি নির্বিবাদে দখল করতে পারবেন না।”

এথেলষ্টেন বলিলেন, “সে কি! ইনিই মহানুভব নৃপতি রিচার্ড!”

সেড্রিক বলিলেন, “ইনিই রিচার্ড প্ল্যান্টাজেনেট স্বয়ং। কিন্তু আপনাকে আমার মনে করেদেওয়ার আবশ্যিক করবে না যে, উনি স্বেচ্ছায় আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, ওঁকে আহতবা বন্দী করা চলবে না। ওঁর প্রতি গৃহস্বামী হিসাবে আপনার কর্তব্য কি তা আপনি ভালইজানেন।”

এথেলষ্টেন বলিলেন, “ধর্মের দিব্য, তা ছাড়া প্রজা হিসাবে আমার কর্তব্য কি তাও জানি, কারণ এখানে আমি তার প্রতি বশ্যতা নিবেদন করচি, দেহ মন সব দিয়ে।”

এডিথ বলিলেন, “পুত্র, তোমার রাজকীয় অধিকারের কথা ভাব।”

সেড্রিক বলিলেন, “ইংলন্ডের স্বাধীনতার কথা ভাব, অধঃপতিত কুমার!”

এথেলষ্টেন বলিলেন, “বন্ধু, এবং মা, তিরস্কার রাখুন আপনারা। রুটি, জল আরকারাগার উচ্চাশাকে দমিয়ে দেবার পক্ষে চমৎকার জিনিস। কবরে ঢুকেছিলাম যে জ্ঞান নিয়ে, তার চেয়ে বেশি জ্ঞান নিয়ে কবর থেকে উঠে এসেছি।”

সেড্রিক বলিলেন, “রাওএনাকে পরিত্যাগ করবার অভিপ্রায় নেই তো তোমার ?”

এথেলষ্টেন বলিলেন, “পিতা সেড্রিক, বুকুন। আমার ওপর রাওএনার কোনো টান নেই। আমার সারা দেহের চেয়ে তিনি আমার আত্মীয় উইলফ্রেডের কড়ে আঙুলটি বেশি ভালবাসেন। বলুন, তিনি নিজেই বলুন।—লজ্জা পাবেন না, কুটুম্বিনী! উইলফ্রেড, এঁকে আমি তোমার অনুকূলে পরিত্যাগ করচি—ওকি? সাধু ডানষ্টানের দিব্য, আমাদের উইলফ্রেড সরে পড়েছে! দীর্ঘ উপবাসে আমার দৃষ্টিশক্তি যদি ঝাপসা হয়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে শপথ করে বলতেপারি, এইমাত্র তাকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি!”

সকলেই চারিদিকে চাহিয়া আইভ্যানহোর অনুসন্ধান করিতে লাগিল—কিন্তু তিনি অদৃশ্যহইয়াছিলেন। অবশেষে ইহা জানা গেল যে, একজন ইহুদী তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল; অতিঅল্পক্ষণ পরামর্শের পরে তিনি গার্খকে ডাকিয়াছিলেন এবং তাহার বর্ম চাহিয়া লইয়া দুর্গপরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাজা রিচার্ডও চলিয়া গিয়াছিলেন—কেহই জানে না কোথায়। অবশেষে জানা গেল, তিনি ক্ষিপ্রগতিতে প্রাঙ্গণে গিয়া যে ইহুদী কথা বলিয়াছিল তাহাকে নিকটে ডাকিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত অল্পক্ষণ কথা বলিবার পরে, উত্তেজিতভাবে অশ্ব আনিতে বলিয়াছিলেন এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া, ইহুদীকে অপর একটি অশ্বে চড়িতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং এত বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন যে, ওই বৃদ্ধ ইহুদীর প্রাণ ‘এখন যায় তখন যায়’ অবস্থা।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চারিদিকে ব্যস্ততা ও সজীবতার দৃশ্য। বহু লোকের দৃষ্টি টেম্পলষ্টোন মঠের ফটকের দিকে নিবদ্ধ, আশ্রমের চতুর্দিকস্থ মল্লযুদ্ধাঙ্গন বেষ্টিত করিয়া আরো অনেক লোক দণ্ডায়মান।

একখণ্ড সমতল ভূমির উপর এই মল্লভূমি রচিত। উহার পূর্বপ্রান্তে গ্র্যান্ড মাস্টারের জন্য এক সিংহাসন প্রস্তুত হইয়াছিল—তাহার চতুর্দিকে আচার্য ও নাইটগণের জন্য সম্মানের আসনরক্ষিত। বিপরীত দিকে মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত একটি খুঁটির চারি পার্শ্বে স্তূপীকৃত জ্বালানি কাঠ এমন সাজানো ছিল যে, বধ্যব্যক্তি ওই খোঁটা হইতে লম্বিত শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার জন্য সেইমারাত্মক চক্রের মধ্যে একটি সংকীর্ণ পথ দিয়া প্রবেশ করিতে পারে।

টানা পুলটি অবশেষে নামানো হইল। ফটক খুলিয়া গেল। আশ্রমের পতাকা বহন করিয়া একজন নাইট মঠের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পুরোভাগে আসিল ছয়জনশিঙাবাদক। বীরগণ ও আচার্যগণ দুইজন করিয়া তাহার পিছনে আসিলেন। পরে একটি সুদৃশ্যঅশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিলেন গ্র্যান্ড মাস্টার। তাঁহার পশ্চাতে আসিলেন ব্রিঁয়া দ্যবোয়া-গিলবার—আপাদমস্তক উজ্জ্বল বর্মে আবৃত। তাহার সঙ্গে বর্শা, ঢাল ও তরবারি ছিলনা। তাহার পশ্চাদ্বর্তী দুইজন অনুচর ওইগুলি বহন করিয়া আনিতেছিল। তাঁহার এক পার্শ্বেকনরাড মঁ-ফিশে ও অপর পার্শ্বে অ্যালবার্ট দ্য মালভোয়াজাঁ অশ্বপৃষ্ঠে আসিতেছিলেন। তাহারাএই নাইটের ধর্মগুরুর কার্য করিতে আসিলেন।

তাহার পর একদল পদাতিক প্রহরী আসিল; তাহাদের দীর্ঘ বর্শার মধ্যস্থলে অভিযুক্তরমণীর বিবর্ণ মূর্তি ধীর অথচ নির্ভীক পদবিক্ষেপে তাহার বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার অঙ্গ হইতে সকল অলঙ্কার খুলিয়া লওয়া হইয়াছে, এবং তাঁহার প্রাচ্যদেশীয় পরিচ্ছদেরপরিবর্তে একটি সাদাসিধা ধরনের মোটা গুত্র পরিচ্ছদ তাহাকে পরানো হইয়াছিল। কিন্তু তবুতাহার মুখাবয়বে এমন একটি অপূর্ব নির্ভীকতা ও ভগবানে আত্মসমর্পণের ভাব ফুটিয়াউঠিয়াছিল যে, তাহার এই সামান্য পরিচ্ছদেও দীর্ঘ কেশগুচ্ছ ব্যতীত অন্য অলঙ্কারে ভূষিতা নাইহলেও, যে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল সেই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। কাষ্ঠস্তূপেরনিকটস্থ একটি কৃষ্ণবর্ণ আসনে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল।

গ্র্যান্ডমাস্টার আসন গ্রহণ করিলেন; এবং তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত বীরবৃন্দ তাহারচতুঃপার্শ্বে এবং পশ্চাতে যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। উচ্চ তূর্যনিবাদে ঘোষণা করা হইল যে, বিচারকেরা বিচারে বসিলেন।

মালভোয়াজাঁ একপা আগাইয়া আসিলেন এবং গ্র্যান্ডমাস্টারের পদপ্রান্তে মল্লযুদ্ধেরচিহ্নস্বরূপ রেবেকার দস্তানা রাখিয়া দিলেন।

তিনি বলিলেন, “প্রবলপ্রতাপ প্রভু ও মাননীয় পিতা! এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বীর নাইট ব্রিঁয়া-দ্য বোয়া-গিলবার, মন্দিররক্ষী সম্প্রদায়ের আচার্য। আপনার পবিত্র পাদমূলে আমি এখনএই যে যুদ্ধচিহ্ন স্থাপন করছি, এই বীর তা গ্রহণ করেছেন এবং আজকার দিনের যুদ্ধে তিনিতার সকল কর্তব্য পালন করতে বাধ্য হয়েছেন এবং তিনি প্রমাণ করবেন যে, এইইহুদীকন্যা—যার নাম রেবেকা—সে যে একজন ডাইনি তা সাব্যস্ত করতে কোনো ভুল হয়নি, যার পরিণামে একে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতে হবে।”

পুনরায় তূর্যনিবাদ হইল এবং একজন নকীব অগ্রসর হইয়া আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “শুনুন, শুনুন, শুনুন। এখানে বীর নাইট স্যার ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবার উপস্থিত আছেন, রেবেকার পক্ষসমর্থনের জন্য যে কোনো উচ্চ ও স্বাধীন বীর যুদ্ধ করতে অগ্রসর হবেন, ইনিতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।” আবার তূর্যধ্বনি হইল, এবং কয়েক মুহূর্তের জন্যে গভীরনীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

গ্র্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “আবেদনকারিণীর পক্ষ অবলম্বন করে কোনো নাইট আসচেননা নকীব, গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এসো ওকে, ওর পক্ষ নিয়ে কেউ যুদ্ধ করবে বলে সে আশা করে কি?”

রেবেকা যে আসনে উপবিষ্ট ছিল, নকীব তাহার নিকটে গেল এবং বলিল, “কুমারী, মাননীয় ও পূজনীয় গ্র্যান্ড মাস্টার তোমার কাছ থেকে জানতে চাইছেন যে, তুমি তোমারপক্ষসমর্থক কোনো বীরকে দিয়ে আজ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছ কি না, অথবা তুমি স্বীকার করছ যে, তুমি ন্যায়সঙ্গতভাবেই সুবিচারের ফলে দণ্ডিত হয়েছ।”

রেবেকা উত্তর করিল, “গ্র্যান্ডমাস্টারকে বলো যে, আমি নির্দোষ। আমি ন্যায়সঙ্গতভাবে দণ্ডিত হয়েছি বলে স্বীকার করি না। তাকে বলো, আমি ততটুকুসময় দাবী করছি, যা আমি তোমাদের আইন অনুসারে পেতে পারি। আমি দেখতে চাই, ভগবান আমার কোনো উদ্ধারকর্তা প্রেরণ করেন কি না। সময়টুকুউত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরে ভগবানের যা উদ্দেশ্য তা সিদ্ধ হবে।” মহাপ্রভুকে রেবেকার এই উত্তর জানাইবার জন্য নকীব চলিয়া গেল।

লুকাস বোমানোয়া বলিলেন, “কোনো ইহুদী আমাদের বিরুদ্ধে অবিচারের অভিযোগআনবে, এমন যেন ঈশ্বর ঘটতে না দেন। ছায়াপাত পশ্চিম থেকে পূর্বে দীর্ঘতর না হওয়া পর্যন্তআমরা অপেক্ষা করে দেখব, এই দুর্ভাগা নারীর জন্য কোনো যোদ্ধা উপস্থিত হয় কি না। ততখানি সময় অতিক্রম হওয়ার পর, সে যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়।”

নকীব এই কথা রেবেকাকে বলিল। সে মাথা নত করিয়া মহাপ্রভুর আদেশ মানিয়া লইল; বাহু দুটি আড়াআড়িভাবে রাখিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। মানুষের নিকট হইতে সে যেসাহায্য পাইবার আশা রাখে না, স্বর্গ হইতে তাহাই যেন নামিয়া আসিবে—যেন এই আশায়।

বিচারকেরা যোদ্ধার আবির্ভাবের বৃথা অপেক্ষায় মল্লভূমিতে ঘণ্টা দুই বসিয়া আছেন, এমনসময়ে একজন নাইট দ্রুতগতিতে অশ্চালনা করিয়া, সমতলভূমির উপর দিয়া মল্লভূমির দিকেআসিতেছেন, দেখা গেল। শতকণ্ঠে চিৎকারধ্বনি উঠিল, “একজন যোদ্ধা! একজন যোদ্ধা!”

নকীব তাঁহার বংশমর্যাদা, নাম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে অপরিচিত নাইটসাহস ও তৎপরতার সহিত উত্তর দিলেন, “আমি একজন সঙ্গশজাত নাইট, এখানে এসেছিবর্ষা ও তরবারির সাহায্যে ইয়র্ক শহরের আইজ্যাকের কন্যা রেবেকার ন্যায় ও আইনসঙ্গতবিবাদ সমর্থন করতে; তার বিরুদ্ধে যে দণ্ডদেশ দেওয়া হয়েছে, তাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে এবং স্যার ব্রিঁয়া দ্য বোয়া-গিলবারকে বিশ্বাসঘাতক, নরহন্তা ও মিথ্যাবাদী বলে যুদ্ধে আহ্বান করতে।”

মালভোয়াজাঁ বলিলেন, “অপরিচিত ব্যক্তি প্রথমে প্রমাণ করুন যে, তিনি একজন বীর এবং সম্ভ্রান্ত বংশজাত। আশ্রম থেকে যোদ্ধাদের পাঠানো হয় না, নামগোত্রহীন ব্যক্তিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।”

শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিয়া যোদ্ধা বলিলেন, “মালভোয়াজাঁ, তোমার নামের চেয়ে আমারনাম বেশি পরিচিত, এবং তোমার বংশের চেয়ে আমার বংশ উচ্চতর। আমি উইলফ্রেড অফআইভ্যানহো, এখন তোমাদের গ্র্যান্ড মাস্টার আমায় যুদ্ধ করতে অনুমতি দেবেন তো?”

গ্র্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “কুমারী যদি তোমাকে তার যোদ্ধা বলে গ্রহণ করে, তাহলেআমি তোমার আহ্বান অগ্রাহ্য করতে নাও পারি।”

আইভ্যানহো অশ্বপৃষ্ঠে সেই মারাত্মক আসনের নিকটবর্তী হইয়া বলিলেন, “রেবেকা, তুমি কি আমায় তোমার পক্ষে যুদ্ধ করতে সম্মতি দিচ্ছ?”

মৃত্যুভয় রেবেকার অন্তঃকরণে কোনো আবেগ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। এক্ষণে আইভ্যানহোর আবির্ভাবে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে ব্যাকুল হইয়া বলিল, “গ্রহণকরচি, নিশ্চয়ই গ্রহণ করচি। আমার

পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্যে ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন বলে আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু-না-না-তোমার ক্ষতস্থান এখনো সেরে ওঠেনি—ওইউদ্ধত ব্যক্তির সম্মুখীন হয়ে না; তুমিও কেন মৃত্যুমুখে পতিত হবে?”

কিন্তু আইভ্যানহো ইতিমধ্যেই স্বস্থানে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহার মুখাবরণ আবদ্ধকরিয়া বর্শা ধারণ করিয়াছেন। বোয়া-গিলবারও তাহাই করিয়াছিলেন। তূর্য নিনাদিত হইল এবং নাইটদ্বয় পূর্ণবেগে পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। আইভ্যানহোর ক্লান্ত অশ্ব এবং তদপেক্ষা-কম-ক্লান্ত-নয় তাহার আরোহী, ধর্মযোদ্ধার অব্যর্থলক্ষ্য বর্শা ও তেজী ঘোড়ার সম্মুখে ভূপতিত হইল, সকলে যেমনটি ভাবিয়াছিল। এই মল্লযুদ্ধের পরিণাম যে কি ঘটবে, তাহা সকলেই বুঝিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আইভ্যানহোর বর্শা যদিও সে তুলনায় বোয়া-গিলবারের ঢাল স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র—তথাপি সকলেই সবিম্বয়ে দেখিল যে সেই যোদ্ধা (বোয়া-গিলবার) জিনের উপর গিয়া পড়িলেন, রেকাব হইতে তাহার পা খুলিয়া গেল এবং তিনি মল্লক্ষেত্রেপড়িয়া গেলেন।

আইভ্যানহো ভূপতিত অশ্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তরবারির সাহায্যে তাহার ভাগ্যকে পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী আরউঠিল না। উইলফ্রেড তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকে একটি পা দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার গলায় তরবারির অগ্রভাগটি বসাইয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে বা ওইস্থানে মৃত্যুবরণ করিতে আদেশ করিলেন। বোয়া-গিলবার কোনো উত্তর করিলেন না।

গ্র্যান্ডমাস্টার চিৎকার করিয়া বলিলেন, “ওকে মারবেন না মাননীয় নাইট, বিনাপাপস্বীকারে ও অকৃত প্রায়শ্চিত্ত অবস্থায় মেরে ওঁর দেহ ও আত্মা দুইয়েরই বিনাশসাধনকরবেন না। মেনে নিলাম আমরা যে, উনি পরাজিত।”

মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি পরাজিত বীরের শিরশ্রাণ খুলিবার আদেশ দিলেন। নাইটের চক্ষু দুটি নির্মালিত; তাহার ললাট রক্তবর্ণ। বিস্মিত হইয়া সকলে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু খুলিল কিন্তু দৃষ্টি স্থির ও নিশ্চল। ললাটের রক্তমাভা অদৃশ্য হইয়া সেস্থলে মৃত্যুর কালিমা দেখা দিল। শত্রুর বর্শা দ্বারা অক্ষত অবস্থায় শুধু নিজের বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষজনিত তাড়নাতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

গ্র্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “এ নিশ্চয়ই বিধাতার বিচার। আমি বলচি কুমারী নিরপরাধিনী, তাকে মুক্তি দিলাম। নিহত যোদ্ধার দেহ ও অস্ত্রশস্ত্র বিজেতার ইচ্ছাধীন।”

আইভ্যানহো বলিলেন, “আমি তার অস্ত্রশস্ত্র খুলে নেব না বা তার মৃতদেহের অবমাননা করব না; খ্রিস্টান-জগতের পক্ষে তিনি যুদ্ধ করছেন। আজ তিনি ঈশ্বরের হাতে নিহত হয়েছেন, মানুষের হাতে নয়।

অশ্বপদধ্বনি তাহার উজ্জিক্ত বাধা দিল। কৃষ্ণবেশী নাইট দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইয়া মল্লভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তার পশ্চাতে কয়েকদল সশস্ত্র সৈনিক ও কয়েকজন আপাদমস্তক বর্মাবৃত যোদ্ধা।

তিনি চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমার আসতে বড় দেরী হয়ে গেছে। আইভ্যানহো, এটা কি ভাল, এ রকম একটা দুঃসাহসিক কাজের বোঝা নিজের ঘাড়ে নেওয়া, যখন তুমি জিনের ওপর সোজা হয়ে বসবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়েছ? যাক্, বৃথা সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। বোহান, তোমার কর্তব্য কাজ কর।”

রাজার অনুচরগণের মধ্য হইতে একজন যোদ্ধা অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং অ্যালবার্টদ্য মালভোয়াজ্যার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, “রাজদ্রোহিতার অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করছি।”

এতগুলি যোদ্ধার আবির্ভাবে গ্র্যান্ডমাস্টার এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি এতক্ষণে বলিলেন, “জিয়ন মঠের এলাকার মধ্যে তার গ্র্যান্ডমাস্টারের সম্মুখে আমাদের আশ্রমভুক্ত একজন নাইটকে গ্রেপ্তার করে কে? কার হুকুমে আমাদের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হয়েচ?”

নাইট উত্তর দিলেন, “আমি গ্রেপ্তার করছি, আমি, হেনরি বোহান, এসেক্সের আর্ল, ইংলন্ডের দণ্ডনায়ক।

রাজা তাঁহার মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, “এবং তিনি মালভোয়াজাঁকে গ্রেপ্তারকরচেন রিচার্ড প্ল্যান্টাজেনেটের হুকুমে—এই এখানে সশরীরে উপস্থিত। কনরাড মঁফিসে, তোমার পক্ষে ভাল হয়েছে যে, তুমি আমার আজন্ম প্রজা নও,—কিন্তু তোমার সম্বন্ধে বলছি মালভোয়াজাঁ, পৃথিবী এক সপ্তাহ পুরোনো হবার আগেই তুমি তোমার ভাই ফিলিপের সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।”

গ্র্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “আমি সে হুকুম প্রতিপালিত হতে দেব না।

রাজা বলিলেন, “উদ্ধত ধর্মযাজক, তুমি তা পারবে না। চেয়ে দেখ তোমার প্রাসাদেরচূড়ায় আশ্রমের পতাকার পরিবর্তে ইংলন্ডের রাজপতাকা উড্ডীয়মান। বোমানোয়া! নির্বোধের মতো কাজ করো না, অনর্থক বাধা দিতে যেও না—তুমি সিংহের মুখে হাত দিয়েচে।”

গ্র্যান্ডমাস্টার বলিলেন, “আমি রোমে তোমার বিরুদ্ধে আপিল করব—আমাদের সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার ও স্বাধীনতায় তুমি হস্তক্ষেপ করেচ এইজন্যে।”

গ্র্যান্ডমাস্টার স্থানত্যাগের সঙ্কেত করিলেন এবং আশ্রমবাসী নাইটগণ ঘোড়া যত ধীরে ধীরে পা ফেলিতে পারে, তত ধীরে ঘোড়া চলাইয়া অগ্রসর হইল—তাহারা যে গ্র্যান্ড মাস্টারেরআদেশ অনুসারে বাধ্য হইয়া চলিয়া যাইতেছেন, ইহা দেখানোই তাদের উদ্দেশ্য ছিল—বিপক্ষের প্রবলতর শক্তির ভয়ে নহে।

তাহাদের প্রত্যাবর্তনে যে গোলযোগের সৃষ্টি হইল, সে সময় রেবেকা কিছু দেখে নাই বাশোনে নাই, চারিদিকের ঘটনাবলীর দ্রুত পরিবর্তনে বিভ্রান্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, সে তাহার বৃদ্ধ পিতার বাহুপাশে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু অবশেষে আইজ্যাকের একটিমাত্র বাক্য তাহার বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলিকে ফিরাইয়া আনিল।

সে বলিল, “প্রিয় বৎসে, আমার ফিরে পাওয়া নিধি, চলো আমরা যাই,—চলো ওই সাধুযুবকটির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ি গিয়ে—”

রেবেকা বলিল, “তা হয় না—ওঃ না—না—না; আমি এসময় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সাহস করি না। উঃ, আমি তাহলে এমন কথা বলে ফেলব—না, বাবা, চলুন আমরা এইমুহূর্তে এই পাপস্থান ত্যাগ করে পালাই।”

আইজ্যাক বলিল, “কিন্তু মা, এই শক্তিহীন দুর্বল যুবক, যে নিজের জীবন সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে একজন সবল লোকের মতো তোমাকে বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করতে অগ্রসর হয়েছে, যে তুমি তার এবং তার জাতির সকলের কাছে অপরিচিত জাতির মেয়ে—এই উপকারটা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করাই উচিত।”

রেবেকা বলিল, “নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিততা স্বীকার করচি। আরো অনেক বেশি পরিমাণে তা করা হবে কিন্তু এখন নয়, তোমার প্রিয়তমা র্যাচেলের দোহাই, আমার অনুরোধ রক্ষা কর, বাবা, এখন নয়।”

আইজ্যাক জিদ করিয়া বলিল, “না—তাহলে সবাই আমাদেরকুকুরের চেয়েও অকৃতজ্ঞ ভাবে—”,

“কিন্তু বাবা, দেখ্চ না, রাজা রিচার্ড এখানে উপস্থিত—আর তা ছাড়া—

“সত্য, আমার বুদ্ধিমত্তী রেবেকা ! চলো আমরা এখান থেকে যাই—চলো আমরা যাই টাকার প্রয়োজন হবে তাঁর, কারণ সবেমাত্র তিনি প্যালেস্টাইন থেকে ফিরেচেন এবং লোকে বলে কারাগার থেকে। জোর করে টাকা আদায় করার অছিলায় যদি প্রয়োজন হয়, তবে তারভাই জনের সঙ্গে আমার যে সামান্য লেনদেন আছে, তা থেকেই তার উদ্ভব হতে পারে। চলো, চলো, সরে পড়ি আমরা।”

এবার আইজ্যাক তার পালাক্রমে কন্যাকে তাড়া দিয়া মল্লভূমি হইতে বাহিরে লইয়া গেলএবং সে যে যানের ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহাতে চড়াইয়া তাহাকে রাব্বি নাথানের গৃহনিরাপদে লইয়া গেল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ন্যায়বিচারসংক্রান্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের অল্পদিন পরেই রিচার্ড তাঁহার ইয়র্কনগরের দরবারে আহ্বানকরিলেন, সেড্রিকও সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন না। বস্তুত, রিচার্ডের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডে স্যাক্সন রাজবংশ পুনঃস্থাপিত করিবার সকল আশা সেড্রিকের মন হইতেদূরীভূত হইয়াছিল।

অন্যদিকে, অনিচ্ছার সঙ্গে দেখিলেও, ইহা তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, রাওএনাও এথেলষ্টেনের বিবাহের মধ্য দিয়া স্যাক্সনদিগকে সুচারুরূপে পুনর্মিলিত করিবার জন্য তিনি যে অভিলাষ করিয়াছিলেন, উভয় পক্ষ রাজী না হওয়ায় তাহার পরিসমাপ্তি ঘটয়াছে। রাওএনাসর্বদা এথেলষ্টেনের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন, এখন এথেলষ্টেন সরল ও স্পষ্ট ভাষায় একথা বলিয়া দিলেন যে, রাওএনাকে তিনি আর কখনো প্রণয় নিবেদন করিবেন। দরবারে আতিথ্য স্বীকার করিবার পর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল না—সেড্রিক তাহার পুত্র আইভ্যানহোর সহিত তাহার পালিতা কন্যা রাওএনার বিবাহে সম্মতি দিলেন।

শুভবিবাহের দ্বিতীয় দিন প্রভাতে রাওএনার পরিচারিকা এলগিথা তাহাকে বলিল যে, একটি কুমারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায় এবং সে ইচ্ছা করে, এই আলাপের সময়ে সেঘরে অন্য কেহ উপস্থিত না থাকে। রাওএনা বিস্মিত হইলেন, কিছুক্ষণ ইতস্তত করিলেন, কুতূহলী হইয়া উঠিলেন—এবং পরিশেষে কুমারীকে আনিতে বলিয়া তাহার পরিচারিকাগণকে কক্ষ ত্যাগ করিতে বলিলেন।

কুমারী প্রবেশ করিলেন; মহিমময়ী মূর্তি, যে দীর্ঘ শুভ্র অবগুণ্ঠনে সে আবৃত ছিল, তাহাতে তাহার দেহের সুঠাম লাভ্য ও মহিমাকে লুকাইতে পারে নাই। রাওএনা উঠিলেন এবংসুন্দরী সাক্ষাৎপ্রার্থিনীকে একটি আসনে বসাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অপরিচিতা এলগিথার দিকে চাহিল এবং ইঙ্গিতে জানাইল, সে রাওএনার সঙ্গে নিভূতে কথা বলিতে চাহে। এলগিথা দ্বিধাজড়িত পদে কক্ষত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাওএনাদেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, নবাগতাসুন্দরী জানু পাতিয়া বসিল, জোড়করে ললাট স্পর্শ করিল এবং আভূমি শির অবনত করিয়াবাধাদান সত্ত্বেও, রাওএনার সূচিকার্যশোভিত বসনপ্রাপ্ত চুম্বন করিল। চমকিত হইয়া নববধূ বলিলেন—“সুন্দরী, তুমি কে? আমাকে এমনচমকপ্রদ সম্মান দেওয়ারই বা অর্থ কী?”

দণ্ডায়মানা হইয়া ও তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া রেবেকা কহিল— “একমাত্র আপনার কাছেই, হে আইভ্যানহো-র সহধর্মিনী, আমি সঙ্গতভাবে ও অসঙ্কোচেউইলফ্রেড আইভ্যানহো-র প্রতি আমার যে কৃতজ্ঞতার ঋণ, তার কিয়দংশ পরিশোধ করিতেপারি। ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন—আমিই সেই দুঃখী ইহুদিনী যার জন্য আপনার স্বামীটেম্পলষ্টো-র মল্লভূমিতে জীবন বাজি রেখেছিলেন।”

রাওএনা কহিলেন—“কুমারী, তাঁর দুঃসময়ে তোমরা যেমন অক্লান্ত দাক্ষিণ্য দেখিয়েছ, তার অতি সামান্যই সেদিন আইভ্যানহো-র উইলফ্রেড ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন। বলো, তোমাদের উপকারে লাগে এমন আর কী আমরা করতে পারি?”

“কিছুই নয়,” রেবেকা কহিল, “শুধু আমার কৃতজ্ঞ চিত্তের বিদায়সম্ভাষণ তার কাছে পৌঁছে দেবেন।”

“তবে কি তোমরা ইংলন্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছ?”—এই অদ্ভুত সাক্ষাৎকারের দ্বারা তখনোবিস্ময়াবিষ্ট রাওএনা প্রশ্ন করিলেন।

—“চন্দ্র তার পরবর্তী পক্ষে প্রবেশ করার আগেই যাচ্ছি। গ্রানাডার রাজা মহম্মদবোয়াবদিল্ আমার পিতার এক ভ্রাতাকে সুনজরে দেখেন। অর্থমূল্যের বিনিময়ে সেই মুসলিমশাসক আমাদের ধর্মের লোকদের যে শান্তি ও সুরক্ষার আশ্বাস দেন, তার আশাতে সেখানেই চলে যাব।”

“ইংলন্ডে কি তোমাদের সুরক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই?”—রাওএনা জিজ্ঞাসা করিলেন। “আমার স্বামীর সঙ্গে রাজার সুসম্পর্ক রয়েছে,—রাজামশাই মহৎ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।”

“দেবি, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংলন্ডের মানুষ বড় কলহপ্রিয় ও যুদ্ধবাজ। পরস্পরের দেহে তরবারি প্রবেশ করাতে এরা সদা প্রস্তুত। এই রক্তাক্ত ও শত্রুবেষ্টিত দেশে ইজরায়েল বিশ্রাম পাবে না।”

“কিন্তু কুমারী, যে কিনা অসুস্থ আইভ্যানহো-কে রোগশয্যায় পরিচর্যা করেছে, ইংলন্ডেরমাটিতে তার ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই।”—রাওএনা ক্রমশ উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। “নর্মান ও স্যাক্সন উভয়েই তোমাকে এখানে সম্মান প্রদর্শন করবে।”

রেবেকা কহিল—“দেবি, আপনার বাক্য সৎ, উদ্দেশ্যও মহৎ। কিন্তু আমাদের মাঝেব্যবধান বড় বেশি। আমাদের জন্মপরিচয় ও ধর্ম কখনোই এই ব্যবধানকে কমতে দেবে না। বিদায়—তবু যাওয়ার আগে কি আপনি একবার ঘোমটা খুলে আপনার সে মুখশ্রী দর্শন করতেদেবেন না, যার সৌন্দর্যের খ্যাতি আজ লোকমুখে প্রচারিত?”

“ওই প্রশংসার যোগ্য সে নয়। তবু, আমার অতিথিও অনুরূপ আচরণ করবেন, এইআশায় আমি আবরণ উন্মোচন করছি।”

এই বলিয়া রাওএনা ঘোমটা সরাইলেন। কতক লজ্জায় ও কতক রূপের অহঙ্কারে তার মুখমণ্ডল সিন্দূরবর্ণ ধারণ করিল। রেবেকারও অনুরূপ ঘটিল, কিন্তু তাহা তিলেকের নিমিত্ত। সূর্যাস্ত হইয়া যাইলে রক্তবর্ণ মেঘ যেরূপ বর্ণ পরিবর্তন করে, সেরূপে সে সংযত হইল। তাহারপর কহিল, “দেবি, ও মুখ আমার চিরকাল মনে থাকবে। কয়েক পলের জন্য যাকে গর্ব বলেমনে হল, তা আসলে স্বর্গের শোভা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনার সঙ্গে আমার ত্রাতাকেমিলিত হতে...”

এই পর্যন্ত কহিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। সচকিতে তাহা মুছিয়া রাওএনা-র প্রশ্নেরউত্তরে কহিল—“না, না, আমি সুস্থই রয়েছি। টর্কুইলষ্টোন ও টেম্পলষ্টো-র কথা মনে করলেএখনো হৃৎকম্প হয় কিনা, তাই অমন হল। বিদায়ের আগে একটি ছোট কাজ শুধু বাকি। এইপেটিকাটি গ্রহণ করুন। বিস্মিত হবেন না।”

রৌপ্যখচিত পেটিকা খুলিয়া রাওএনা দেখিলেন হীরকনির্মিত মহামূল্যবান কণ্ঠহার ও কণ্ঠশোভা। পেটিকা ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন—

“এ অসম্ভব। এমন মহার্ঘ উপহার আমি গ্রহণ করতে পারি না।”

“ও আপনিই রাখুন। আপনার আছে ক্ষমতা, শক্তি, মর্যাদা, প্রভাব। আমাদের রয়েছেধনরত্ন, যা একাধারে আমাদের বল ও দুর্বলতা। এই সকল ক্রীড়নকের যা মূল্য তা যদি দশগুণবর্ধিত করা হয়, আপনার ক্ষুদ্রতম ইচ্ছা যে কাজ সম্পাদন করাতে পারে, তার অর্ধেকও সেইপরিমাণ ঐশ্বর্যের সাধ্যের অতীত। সুতরাং আপনার কাছে এ উপহার অতি দীন। আমার কাছে তা দীনতর। আর পাঁচজনের মতো আপনিও নিশ্চয়ই আমাদের জাতকে এত ছোট নজরে দেখেন না, যে স্বাধীনতার চেয়ে আমি এ সকল বকমকে নুড়িগুলোকে বেশি মূল্য দিই বলে আপনার মনেহয়? অথবা আমার সম্মানরক্ষার চেয়ে আমার পিতা একে বেশি মূল্য দেন? এগুলো নিন, আমারকাছে এর কোনো মূল্য নেই। এ জীবনে তো আর গহনা আমি পরব না কখনো।”

“তুমি বুঝি দুঃখী!” রেবেকার শেষ কথাগুলির সুর শুনিয়া রাওএনা অনুমান করিলেন। “তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকো না। আমার ভগ্নীর মতো থাকবে, আমাদের সন্তদের সৎপরামর্শে তোমার ভুল বিশ্বাস নিশ্চয়ই কেটে যাবে।”

“তা কি হয়? আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে যেমন লোকে পোশাকপরিবর্তন করে, তেমনি করে কি পিতৃপিতামহের ধর্ম ছাড়তে পারা যায়?” শান্ত বিষাদময় মৃদুকণ্ঠে রেবেকা কহিল, “আর যাঁর সেবায় বাকি জীবনটা অতিবাহিত করব বলে সংকল্প করেছি, সেই তিনিই আমাকে দুঃখী করে রাখবেন না বলে আমার বিশ্বাস।”

রেবেকা আরো কহিল, তাহাদের ধর্মে প্রাচীন আব্রাহামের কাল হইতেই ধর্মপ্রাণা, লোকসেবিকা নারীদের যে ঐতিহ্য বজায় রহিয়াছে, সে সেই মহান সম্প্রদায়ে যোগদানকরিবে। “বিদায়! খ্রিস্টান ও ইহুদী উভয়েরই যিনি শ্রষ্টা, তার সুন্দরতম আশীর্বাদ যেনতোমাদের উপর বর্ষিত হয়। আমার নৌকো ছাড়ার সময় হয়েছে।”

এই বলিয়া সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল—রাওএনার মনে হইল যেন স্বপ্নেরপ্রায়।

স্যাক্সন ললনা পরবর্তীকালে তার স্বামীকে সকল কথাই বলিয়াছিলেন, এবং তা আইনভ্যানহো-র মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তারা দুইজনে বহুদিন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যদাম্পত্য জীবন যাপন করিলেন বটে, কিন্তু কে কহিতে পারে যে, এই সময় আইভ্যানহো-রমানসপটে সুন্দর ও উদার রেবেকার মূর্তি পুনঃপুনঃ উদ্ভাসিত হইত না, এতবার যে তাহামহিষী রাওএনার উদ্বেগের কারণ হইতে পারে?

রিচার্ড-এর অধীনে পরবর্তীকালে আইভ্যানহো-র যশ ও প্রতিপত্তি বহু বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং তাহা আরো বর্ধিত হইত, যদি লিমোজেস্-এর নিকট শালু দুর্গের সম্মুখে এই সিংহহৃদয়নৃপতির নায়কোচিত অকালমৃত্যু না ঘটিত! এই উদার, কল্পনাপ্রবণ অথচ হঠকারী রাজারজীবনদীপের সঙ্গেই তার উচ্চাভিলাষী ও মহৎ ভবিষ্যৎ কল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হইবার সমস্তআশাও নির্বাপিত হইয়া যাইল।*